ব্রজ-পরিক্রমা

ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা

কবি ৺নরহরি চক্রবর্ত্তি-প্রণীত

নানা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী

ও

গ্রন্থকারের জীবনীসহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত

১৩৭-১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে

প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১২, অগ্রহায়ণ।

কলিকাতা
৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী

সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে অনুরক্ত

স্বদেশীয় সাহিত্যের পরম-ভক্ত

লালগোলানিবাসী

রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ

রায় বাহাদুরের

করকমলে

তাঁহার আনুকূল্যে প্রকাশিত মোক্ষধাম ব্রজমণ্ডলের

এই প্রাচীন চিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সম্পাদক।

নির্ঘণ্ট

মুখবন্ধ

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজ-পরিক্রমা বঙ্গসাহিত্যে একখানি অপূর্ব্ব জিনিস। যিনি মাণ্ডেভিলের জেরুসিলম পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছেন, তিনি এই ব্রজ-পরিক্রমা পড়িয়াও সেইরূপ আশ্চর্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই। যে কারণে রাজা জয়নারায়ণের কাশী-পরিক্রমা উপাদেয় গ্রন্থ ভাবিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশ করিয়াছেন, এই ব্রজ-পরিক্রমা সেই কাশী-পরিক্রমা হইতে কম মূল্যবান্ নহে। প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে, কবিতানৈপুণ্যে ও বর্ণনার কুশলতায় ব্রজপরিক্রমা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানি মহামূল্য রত্ন, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের নিকট এই গ্রন্থখানি অমূল্যনিধি, ইহার প্রতি পত্র ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট অপার্থিব প্রেমভক্তিনিস্যন্দী। বলিতে কি, ইহা ভগবদ্ভক্তের নিকট, ভাষাতত্ত্বানুরাগীর নিকট, ঐতিহাসিক কি ভৌগোলিক উভয়েরই নিকট বিশেষ সমাদরের বস্তু। বিংশতি-যোজনবিস্তৃত মথুরামণ্ডল বা ব্রজধামের এমন সুন্দর চিত্র আর কোথাও দেখি নাই। ব্রজমণ্ডলের মধ্যে যেখানে যত কিছু ভক্তের দ্রষ্টব্য আছে, কবি নরহরি অতি সুললিত ও সরল ভাষায় সেই সুন্দর আলেখ্য প্রকটিত করিয়াছেন, অলিগলি কিছুই ফেলিয়া যান নাই। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ লেখনীতে প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমি যেন আরও প্রেমময় ও ভক্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। ভক্ত ও ভাবুক ভিন্ন কেহ সেই মহাপ্রেমের প্রকাশস্থান সহজে বুঝিতে সমর্থ হইবেন কি না সন্দেহ! কিন্তু বংশীধারীর সুমধুর বংশীনিক্বণে যে প্রেমধাম মুখরিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাহিনী ও ইতিবৃত্তে সাধারণে যে বিমুগ্ধ হইবেন, ঘরে বসিয়া সেই পবিত্র

ব্রজধামের আভ্যন্তরিক ভক্তিগাথা এবং সেই ব্রজকিশোর ও ব্রজকিশোরীর অপূর্ব্ব লীলাবিলাস, তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ গোপ-গোপিনীগণের আশ্রমকথা শুনিয়া সুদূর অতীতের ভক্তিকাণ্ডের একটী বিরাট্‌ স্মৃতি হৃদয়ঙ্গম করিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাতে ভক্ত-বাঙ্গালীর অনেক গৌরবের কথা, প্রেম-ভক্তির গাথা, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কীর্ত্তিকলাপও দেখিতে পাইবেন। আর ভাই বঙ্গবাসি! গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ যাঁহাকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার—প্রেমাবতার বলিয়া নিত্য পূজা করিয়া থাকেন, সেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অনেক লীলারহস্য এই ভক্ত বৈষ্ণবকবির আবেগময়ী লেখনীতে বিবৃত হইয়াছে। মহাপ্রভু নিমানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা, তদুপলক্ষে চারিটী প্রধান বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও মাধবেন্দ্রপুরীর জন্মকথা, মহাপ্রভুর অনুষঙ্গী অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিবরণ, তাঁহাদের ব্রজলীলা, রূপসনাতনের ব্রজ-পরিক্রমা, জীবগোস্বামীর পরিচয় এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের ব্রজধাম পরিদর্শনের বিবরণ সমসাময়িক ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট শুনিয়া এবং পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন সকল নিজে দেখিয়া সেই সকল জ্ঞাতব্য ইতিহাস লিখিয়া বাস্তবিক ব্রজ-পরিক্রমার গ্রন্থকার বঙ্গবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

উক্ত নানা কারণে ব্রজপরিক্রমা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানি বহুদিন পূর্ব্বেই বাহির হইবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে ঘটিয়া উঠে নাই। প্রথমে আদর্শ পুথি সংগ্রহ করিতেই কিছুকাল অতিবাহিত হয়, তৎপরে পুথির সংস্কৃত শ্লোকগুলি ঠিক করিতে, বিশেষতঃ পৌরাণিক শ্লোকগুলির সেই সেই পুরাণের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা বাহির করিয়া মিলাইতে যথেষ্ট সময় গিয়াছে।

প্রায় ২০বর্ষ হইতে চলিল, পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় পূজ্যপাদ নরহরি চক্রবর্ত্তিরচিত ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ব্রজপরিক্রমা তাহারই পঞ্চম তরঙ্গরূপে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ের জন্য আমি যে দুইখানি ব্রজপরিক্রমার হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে ভক্তি-রত্নাকরের অংশ বলিয়া কোন কথা নাই। সংগৃহীত পুথি দুই খানির মধ্যে একখানি খণ্ডিত, অর্দ্ধাংশেরও কম। অপর পুথিখানি সম্পূর্ণ, লেখা অতি স্পষ্ট, সন ১১৯৩, ১৬ই জ্যৈষ্ঠের প্রতিলিপি। এই শেষোক্ত পুথিখানিই আদর্শস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকরে ৩৭৪ পৃষ্ঠা হইতে ৪১১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র, পরে ৪২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কবি নরহরি রচিত কতকগুলি লীলাবিষয়ক পদ; তৎপরে ৪২৪ পৃষ্ঠা হইতে ৪৪৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ ও সংক্ষেপে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত অংশ এককালেই আদর্শ পুথিতে নাই। আমাদের আদর্শ পুথিখানি আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, ভক্তিরত্নাকর সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে কবিবর নরহরি ব্রজপরিক্রমা, নবদ্বীপপরিক্রমা প্রভৃতি কতকগুলি খণ্ড রচনা করেন, পরে সেই সমস্ত একত্র করিয়া তাহার "ভক্তি-রত্নাকর" নাম দিলেন এবং এক একটী খণ্ড রত্নাকরের এক একটী তরঙ্গ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময়ে খণ্ড বিশেষের অংশও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকরের ৫ম তরঙ্গের শেষে আছে—

"শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥"

কিন্তু আমাদের আদর্শ পুথির শেষে আছে—

"শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি।
ব্রজপরিক্রমা কহে দাস নরহরি॥"

ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ব্রজপরিক্রমা বর্ণনা করাই এখানে লেখকের উদ্দেশ্য, ভক্তিরত্নাকর বর্ণনা করা লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আমরা আদর্শ পুথিরই অনুসরণ করিলাম।

মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে পাঠ মিলাইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু পৌরাণিক শ্লোকসংখ্যানির্ণয়ে তেমন কিছুই সুবিধা হয় নাই। কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থের কোন্ স্থান হইতে কোন্ শ্লোক গৃহীত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে না পারিলে বর্ত্তমান সাহিত্যযুগে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার এবং গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার সুযোগ হয় না। সেই জন্যই ব্রজপরিক্রমার একটী নূতন সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিশেষতঃ পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থে এক পুরাণের শ্লোক অপর পুরাণের নামে অথবা পুরাণের নাম অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে; এ বিষয়ে আদর্শ পুথি হইতে আমরা বহু সাহায্য পাইয়াছি।

যথা—মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকরে ২৯৪ পৃষ্ঠায় ও পরেও নানাস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে—"তথাহি পদ্মপুরাণে বৃন্দাবনমাহাত্ম্যে" কিন্তু আদর্শ পুথিতে আছে, "পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে"। এইরূপ ভক্তিরত্নাকরের নানা স্থানে "স্কান্দে মথুরামাহাত্ম্যে" এইরূপ মুদ্রিত আছে, কিন্তু আদর্শ পুথির সর্ব্বত্রই "স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে" এইরূপ প্রকৃত পাঠই দৃষ্ট হয়। বলিতে কি, "পদ্মপুরাণে বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে" অথবা "স্কান্দে মথুরামাহাত্ম্যে" বলিলে যথেষ্ট হইল না; কারণ পদ্মপুরাণে ৫৪ হাজার শ্লোক এবং স্কন্দপুরাণে ৮১

হাজার শ্লোক। মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকরের অনুবর্ত্তী হইলে মূল পুরাণ হইতে প্রসঙ্গ উদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আদর্শ পুথিখানি যে উপযুক্ত লিপিকরের লেখনী-প্রসূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকর অপেক্ষা আমাদের আদর্শ পুথিখানিকে বেশী মূল্যবান্ মনে করি।

আমাদের আদর্শ পুথির সহিত মুদ্রিত পুস্তকের তেমন পাঠগত ভেদ লক্ষিত হইল না, তবে সংস্কৃতাংশেই কিছু বেশী পাঠান্তর লক্ষিত হইল। যাহা হউক, আমরা যথাসম্ভব বিশুদ্ধ পাঠই গ্রহণ করিয়াছি এবং আবশ্যক মত পাঠান্তরও সন্নিবেশ করিয়াছি।

এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে কএকটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। সচরাচর যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহাতে দেখিতে পাই যে 'পড়' বা 'পঢ়', 'চড়' বা 'চঢ়', 'বল' বা 'বোল', 'কেন' বা 'কেনে', 'সবে' বা 'সভে' ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন পুথিগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে প্রত্যেক শব্দেরই যে অর্থ ভিন্ন, তাহা সহজেই মনে হইবে। 'পড়' শব্দার্থ পতিত হও, 'পঢ়' শব্দের অর্থ পাঠ কর। এইরূপ চপেটাঘাত অর্থে 'চড়', আরোহণ কর অর্থে 'চঢ়', শক্তি সামর্থ্য অর্থে 'বল', কথায় বা কথা কওয়া অর্থে 'বোল', কি প্রকার অর্থে 'কেন', কি নিমিত্ত অর্থে 'কেনে', কেবল অর্থে 'সবে' এবং সর্ব্বে বা সকলে এই অর্থে 'সভে' শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আমরা এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মুদ্রিত করিয়াছি। আদর্শ পুথিতে প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'য' স্থানে 'জ' এবং 'শ' ও 'ষ'র স্থানে দন্ত্য সকারের প্রয়োগ দেখা যায়, আমরা সেই সেই

স্থলে বর্ত্তমান রীতিই গ্রহণ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত কাশীপরিক্রমার টিপ্পনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, এই গ্রন্থে যেখানে যেখানে পুরাণ-বচন আছে, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সেই সেই পুরাণ দেখিয়া অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রিত অথবা আমাদের সংগৃহীত পুরাণসমূহ হইতে যে যে বচন উদ্ধার করিতে পারি নাই, তাহাতে সেই সেই পুরাণের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হইল না।

এই গ্রন্থে যে সকল প্রাচীন, দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার একটী বর্ণানুক্রমিক সূচী ও শব্দার্থ দেওয়া গেল, এ ছাড়া ব্রজমণ্ডলের প্রাচীন ও আধুনিক পুরাবৃত্ত, গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী, এবং গ্রন্থোক্ত পাত্রগণের ও ভৌগোলিক নাম-গুলির নিঘণ্টু দেওয়া হইল।

গ্রন্থকার একজন ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি বৈষ্ণবমার্গ অনুসরণ করিয়াই ব্রজ-পরিক্রমা সঙ্কলন করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব ভিন্ন অপর সম্প্রদায় কি ভাবে ব্রজধাম দর্শন করিয়া থাকেন, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য কি কি ব্রজমণ্ডলে আছে, কবি সে সকল কথা প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। আমরা সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য এবং সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার আশায় ব্রজধামের পুরাতত্ত্বে এই সকল কথা প্রকাশ করিলাম। পাঠক-বর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের পাঠোপযোগী হইলেই সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসূচী ও অর্থ

অভিরামা ৬২ মনোহর

অভিরামিণী ১৭৬ মনোহারিণী

অবধূত ৮৫ বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী

আ

আগুসরি ৫৪।৮৯ অগ্রবর্ত্তী হইয়া

আচরে ১০৫ আচরণ করে

আনে ২৭১ অন্যে, অপরে

আর্ত্তি ২৬৬ লালসা, ব্যাকুলতা

উ

উজান ১৬৭ ঢেউ

উজিয়ার ১৬৯ উজ্জ্বল

উজোর ১৭০ উজ্জ্বল

উপজে ২৬৭ উপজাত হয়, জন্মে

উমঙ্গ ১৭৫ উল্লাসিত, প্রফুল্ল

উলট কদলি ১৭২ উল্টা কলা-গাছ

এ

একানংশা ২৯ এক ও অভিন্না

ও

ওম্‌রাহ১৪৮ (পারসিক উমরাহ) উচ্চ রাজপুরুষ

ক

কঞ্জ ১৭৩ পদ্ম

কানু ৫৮ কৃষ্ণ

কিন্নরী ১৫১ নরদেহে অশ্বমুখ-যুক্তা দেবগায়িকা

কেঙনা আই ৯৪ ব্রজভাষায় 'ক্যোং ন আই' অর্থাৎ কেন আসিল না।

খ

খনে ২৭৪ ক্ষণে

খুরলী ১২৪ (সংস্কৃত শব্দ) মূল অর্থ স্বরাভ্যাস, এখানে 'মুরলি খুরলী' অর্থাৎ বংশীর অভ্যাস

খোদাইল ৬৮, খনন করাইল

গ

গঙ্গাকোটি ৪০ (এখানে) কোটি-বার গঙ্গাস্নান

গরগর ১৩৮ উল্লাস

গব্যূতি ১৯ দুই ক্রোশ

গাঁঠি ৯৫ গ্রন্থি, গাঁইট

গীম ১২৪ গ্রীবা

গুঞ্জার ১৭২ গুঞ্জরণ শব্দ

গুঞ্জাহার ৭১ কুঁচফলের হার

গেড়ু ১২৫ (গেন্দুক) গোলাকার খেলনা, ভাটা

গোঙাইল ১৬৭ যাপন করিল, কাটাইল

গোফা ৭৯।১১১ ভজনার্থ নির্জ্জন গহ্বর

গোরী ৬২ গৌরী, গৌর বর্ণা

গোবিন্দ ১ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

গোড়িয়া ৯৭ গৌড়বাসী

চউতোর ১৭৩ (হিন্দী চবুত্র) বসিয়া আলাপ করিবার ঘর

চাঁপা ১৩৫ চম্পককলি, অলঙ্কারভেদ।

চাতুর্মাস্য ২২ চতুর্মাসসাধ্য ব্রতভেদ। বরাহপুরাণ মতে "আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা। কার্ত্তিক্যাং শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং তৎসমাপয়েৎ॥" আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশী বা পূর্ণিমায় আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বাদশীতে এই ব্রত শেষ করিতে হয়।

ছ

ছেনা ৮৫ ছানা

জ

জনু ১৪৪ জন্ম

জিতি ১২৪ জিতিয়া, জয় করিয়া

জুড়ি ১১১ যুক্ত করিয়া

জোড়ি ৬২ যুক্ত করিয়া

ঝ

ঝাঁপি ১৩৭ ঢাকি

ঝিনিনি ১৭৬ ঝঙ্কার শব্দ

ঝুলনা ৯৮ ঝুলিবার দোলা, হিন্দোল

বিশাম্পতি ১৭ রাজা

বিহরণ ২৭৫ বিহার

বীথিকা ৭ পঙ্‌ক্তি, শ্রেণি

বেঢ়ি ৫৬ বেষ্টন করিয়া

বেরি বেরি ১৩৯ (হিন্দী বের বের) পুনঃ পুনঃ, বারবার

বেশর ১৩৫ নাসিকালঙ্কার ভেদ

বৈজয়ন্তী মালা ১৭২ বিষ্ণুর কণ্ঠালঙ্কারভেদ, পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পঞ্চরত্নে এই মালা নির্ম্মিত। এই পঞ্চরত্নের মধ্যে ক্ষিতি হইতে নীল, অপ্‌ হইতে মুক্তা, তেজ হইতে পদ্মরাগ, মরুৎ হইতে বিদ্রুম এবং ব্যোম হইতে হীরক

বোলনী ১২৪ শব্দ, বাক্য (হিন্দী বোলনা হইতে)

ব্যালাঙ্গনা ফণা ৯১ গোখুরিয়া সাপের ফণা

ব্রজেন্দ্রনন্দন ৫২।৫৭ নন্দপুত্র কৃষ্ণ

ভ

ভট্টযুগ ৩১৯ রঘুনাথ ও রাঘব ভট্ট

ভাখত ১৭৩ ভাষত, বলে

ভ্রাজে ৬২ দীপ্তি করে

ভাঁতি ১৩৬।১৭১ প্রকার

ভাষ ৪৮ ভাষা, কথা

ভোরণী ১২৪ ভ্রমরী (হিন্দী ভোঁরা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ হইতে)

ম

মঞ্জু ১২৪ মনোহর

মঞ্জুল ১৭০ মনোহর

মনুজ ১৭ মনুষ্য

মহাপ্রসাদ ১৫৭ দেবনৈবেদ্য, "পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ। মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা গ্রাহ্যং বিষ্ণোঃপ্রযত্নতঃ"

মহাবিদ্যেশ্বরী ২৯ কালী, তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার যিনি ঈশ্বরী

মাথুরব্রাহ্মণ ৪৮ মথুরার চোবে

মিচলী ১০১ (হিন্দী মিচৌলনা হইতে) চোখ বোজা

মোতিম ১২৪ (হিন্দী মোতী) মুক্তা

মোদ ১৭২ আনন্দ
মোদসদন ১৭৯ আনন্দভবন
মুদ্রা ২২৪ দেবারাধনাকালে অঙ্গুল্যাদির সন্নিবেশপ্রকার

য

যাযাবর ১৮ ভ্রমণশীল

র

রসিকেন্দ্র ৮০ রসিকরাজ, শ্রীকৃষ্ণ
রোহিণীনন্দন ৪৯ রোহিণীর পুত্র বলরাম

ল

লড্ডু ১৫০ লাড়ু
লালন ১৬০ স্নেহপূর্ব্বক পালন
লেহ ১৭৩ লেহ্য, অমৃত
লোলনী ১২৪ চঞ্চল

শ

শঙ্কু ১২৪ গোঁজ, কীলক
শাকট ১৮১ শাখোট বৃক্ষ, সেওড়া গাছ
শেষ ৪০ অনন্ত, নাগরাজ
শোহে ২৬৮ শোভে
শ্বাস ১৩১ শাশুড়ি

সঙ্কলয় ২১১ সঙ্কলিত বা একত্রীভূত হয়
সচ্চিদানন্দ ৪৩ নিত্যজ্ঞান-সুখময় ব্রহ্ম
স্বজন ২২৪ নিজ পার্ষদ
সপ্তদ্বীপ ২৮ জম্বু, প্লক্ষ, শাক, শাল্মলী প্রভৃতি সাতটী দ্বীপ
সম্প্রদা ২৪৯ সম্প্রদায়
স্পর্শমণি৪৪ মণিভেদ, এই মণিস্পর্শে লোহাও সোণা হয়
সরতীর ৬২ সরোবরতীর
সাবহিত ২৫।৬৮ মনোযোগ বা অবধানপূর্ব্বক
সুতয়ে ১৭৮ সুপ্ত হয়, নিদ্রা যায়
সেজ ১৭৮ শয্যা
সোঙরি ২৪৭ স্মরণ করিয়া
সোমলোক ৩৮ চন্দ্রলোক
সোহত ১২৪ শোভত, শোভা করে

হ

হিন্দোর ১২২ হিন্দোল, ঝুলন
হোরী ১৬৮ হোলী, ফল্গূৎসব

ব্রজের পুরাবৃত্ত

ব্রজে প্রথম আর্য্য-প্রভাব

ব্রজধাম কেবল বৈষ্ণবের প্রধানতম তীর্থ বলিয়া নহে; সৌর, গাণপত্য, শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকটও ব্রজধাম বহুদিন হইতে পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। কেবল হিন্দু বলিয়া নহে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কাছেও এইস্থান পুণ্যক্ষেত্র ও পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যসমাজে মধুপুরের নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ব্রজধামের প্রাচীন নাম শূরসেন। রামায়ণে লিখিত আছে, লোণার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুদৈত্য মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া এক অপূর্ব্ব শূল লাভ করিয়াছিল, মহাদেব তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে, এই শূল যতদিন তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততদিন কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই অদ্ভুত বর লাভ করিয়া মধু এক সুন্দর পুর নির্ম্মাণ করিল। মধুর নামানুসারে তাহা মধুপুরী নামে খ্যাত হইয়াছিল। মধুর পত্নী কুম্ভনসীর গর্ভে লবণ দৈত্যের জন্ম হইল, মধু তাহাকে শিবদত্ত শূল অর্পণ করিয়া বরুণালয়ে গমন করিল। ক্রমে লবণের দৌরাত্ম্যে তপোবনবাসী ঋষিগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং সকলে গিয়া সেই অত্যাচারকাহিনী রামচন্দ্রকে জানাইলেন। রামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করিতে আসিলেন।

শত্রুঘ্নের বীরত্বে ও কৌশলে ত্রিশূলহীন লবণ নিহত হইল। তৎপরে এই দেব-নির্ম্মিত মধুপুরী মধুরা ও শূরসেনা নামে খ্যাত হইল। অতঃপর শত্রুঘ্ন সেনা আনাইয়া পৌরজানপদ স্থাপন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ মধ্যে এই স্থান শূরসেনদিগের দেশ বলিয়া গণ্য এবং চাতুর্বর্ণ্যের বসতি হইল। (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৮৩ সর্গ)

রামায়ণের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, রামচন্দ্রের অভ্যুদয়কালে বর্ত্তমান মথুরামণ্ডলে কোন আর্য্যেতর শৈবের আধিপত্য ছিল, তখনও এখানে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, শত্রুঘ্ন সেই দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে পরাজয় করিলে পর এইস্থানে শূরসেন জাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইল, সেই সঙ্গে এখানে চাতুর্ব্বর্ণ্য আর্য্য-সমাজও গঠিত হইল। মনুসংহিতায় মধুপুর বা মথুরার কোন উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এই শূরসেন জনপদ ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণেও মথুরা নাম নাই। মধুপুরী ও মধুরা নাম আছে। মহাভারত ও সকল পুরাণে মথুরা নাম পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, রামায়ণ ও মনুসংহিতার রচনার পর মথুরা নামকরণ হইয়া থাকিবে। বৃন্দাবন বা ব্রজ নামও রামায়ণ অথবা কোন প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে নাই; মথুরার ন্যায় বৃন্দাবনের নামকরণও পরবর্ত্তীকালে হইয়া থাকিবে। ইংরাজ পুরাবিৎ কনিংহাম্ প্রভৃতি অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান মথুরা সহরের দক্ষিণপশ্চিমে মহোলি নামে যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই স্থানেই মধু দৈত্যের মধুপুরী ছিল। পরে আর্য্যরাজ শত্রুঘ্ন যে পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহা বর্ত্তমান ভূতেশ্বরমন্দির ও তন্নিকট-বর্ত্তী কাঠ্রা গ্রামে অবস্থিত ছিল; সে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অবশেষে যমুনাদুর্গশোভিত বর্ত্তমান সহরই মথুরা নামে খ্যাত

হইল। কিন্তু তাঁহাদের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কারণ রামায়ণে স্পষ্টই লিখিত আছে, যেখানে মধু দৈত্য মধুপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই স্থানেই রামানুজ শত্রুঘ্ন শূরসেনদিগের রাজধানী মধুরাপুরীর পত্তন করিয়াছিলেন, সেই পুরী যমুনাতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।* সুতরাং বর্ত্তমান কাট্‌রার নিকটই যে প্রথম আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব? শূরসেনদিগের প্রভাববিস্তারের সঙ্গে যাদবগণ পূর্ব্বস্থান হইতে একটু সরিয়া আসিয়া যমুনার ঠিক উপরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কালে তাহাই মথুরা নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই মথুরার সমৃদ্ধির সহিত শত্রুঘ্ন-প্রতিষ্ঠিত সেই মধুরা নগরী লোকাবাসবিরহিত এবং পরে বিজন অরণ্যে পরিণত হইলে তাহাই "মধুবন" নামে পরিচিত হইল।

ব্রজে শৈবপ্রভাব

রামায়ণোক্ত মধুদৈত্যের প্রসঙ্গ যদি এককালে আমরা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া না দিই, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, মথুরায় শূরসেনগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে শৈবপ্রভাব ঘটিয়াছিল। মধুদৈত্য ও তৎপুত্র লবণদৈত্য ইহারা সকলেই

* "প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্।
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্ম্মিতা॥
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ।
তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্॥
করিষ্যতি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ।"
(রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৮৩ সর্গ)

শৈব ছিলেন, শূরসেনদিগের সংস্রবে এখানে চাতুর্ব্বর্ণসমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও শৈবপ্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে এখানে ভাগবত বা সাত্বতপ্রভাব এবং তৎপরে সৌরদিগের প্রতিষ্ঠা ঘটিলেও মথুরা এককালে শৈবহীন হয় নাই। এমন কি বুদ্ধাবিভাবের পূর্ব্বে মথুরা হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম ভারতে বহু সংখ্যক শৈব-সন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে যখন আলেকসান্দার পঞ্চনদ আক্রমণ করেন, সে সময়ও তিনি পঞ্চনদের শিবিস্থানে শিবপূজা ও শৈবোৎসব দর্শন করিয়াছিলেন। শকরাজগণ অনেকে আপনাদিগকে পরমমাহেশ্বর বলিয়া স্ব স্ব শিলালিপিতে ও মুদ্রালিপিতে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তসম্রাট্‌গণও পরমশৈব ও পরমবৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের সময় হরিহরের মিলন সাধিত হয়। স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্তরাজবংশধর মাতৃকা বা শক্তি উপাসক ছিলেন। তাঁহাদেরই যত্নে শক্তি ভিন্ন কেহই শিব পূজা করিতে পারিবে না ইত্যাদি পৌরাণিক মত প্রচারিত হয়। গুপ্তরাজগণের সময়ে ও কনোজপতি পরম মাহেশ্বর হর্ষদেবের যত্নে মথুরামণ্ডলে বহুতর শিবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। বলভদ্রকুণ্ডের নিকটস্থ ভূতেশ্বর মহাদেব মন্দির ও চতুঃপার্শ্বস্থ ভগ্নাবশেষ অবলোকন করিলে মনে হইবে যে এখানে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মন্দির ও তীর্থাদি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কাম্যবনে কামেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর ও বৃন্দাবনে গোপেশ্বর মূর্ত্তি আজও প্রতিষ্ঠিত আছে ; ঐ মূর্ত্তিত্রয় অতি প্রাচীন। ভূতেশ্বর মহাদেবের নিকট কাজীবাগ নামক উদ্যানে একটী মস্‌জিদ দেখা যায়, ঐ মস্‌জিদের গঠনপ্রণালী দেখিলেই মনে হইবে, তাহা কোন প্রাচীন শৈব

কীৰ্ত্তির উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। অম্বরীষ শৈলের নিকট বৃন্দাবন-দ্বার ও শাহগঞ্জ সরাই ছাড়াইয়া একটু গেলে অকবর শাহের অধীন শাসনকর্ত্তা আলিখাঁর ছত্রী ; তাহারই নিকট সরস্বতীসঙ্গমের সেতু। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী প্রাচীন শিব-মন্দির বিদ্যমান। নিকটে কৈলাস পর্ব্বত, তাহাতে গোকর্ণেশ্বর মহাতীর্থ এবং উক্ত সেতুর নিম্নে গার্গী ও শার্গীতীর্থ। প্রবাদ, গোকর্ণ অষ্ট বীতরাগের মধ্যে একজন, তিনি মহাদেবের অবতার এবং গার্গী সার্গী নাম্নী পত্নীদ্বয় গৌরীর অংশাবতার মাত্র। কৈলাসে কতকগুলি ভৈরবমূর্ত্তি, শীতলা দেবী, মশানী ও মায়াবিদ্যাদেবীর মূর্ত্তি আছে। কঙ্কালী-টীলার নিকট শিবতলাও নামক একটী পবিত্রতীর্থ আছে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর একজন রাজা উহার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে কৃষ্ণা একাদশীতে এখানে একটী মেলা হয়। প্রাচীরের বহির্ভাগে শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত অচলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। প্রয়াগ-ঘাটের রামেশ্বর মহাদেব এবং শৃঙ্গারঘাটে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব ও বটুকনাথ বিদ্যমান। বলিতে কি, মথুরামণ্ডলের প্রায় প্রত্যেক ঘাটেই এক একটী শিব বা বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

ব্রজে ভাগবত-প্রভাব

যাদব-রাজধানী মথুরাপুরী কালে বহু বিস্তৃত হইয়া মথুরা-মণ্ডল বা ব্রজনামে খ্যাত হইল। যে সময়ে গিরিপরিবেষ্টিত মগধের রাজধানী গিরিব্রজ নাম ধারণ করিয়াছিল, সেই সময় হইতেই মথুরামণ্ডলের অধিকাংশ ব্রজনামে খ্যাত হইয়াছিল।

ভাগবতাদি পুরাণ হইতে জানিতে পারি যে যদুকুলপাবন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত শূরসেনবংশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার

পূর্ব্বপুরুষগণ এখানেই রাজত্ব করিতেন। অল্পকালের জন্য কংস এই যাদবরাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। যমুনার উত্তরাংশে একটী পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, সাধারণের নিকট উহা 'কংস-কা-কিল্লা' নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ এইখানে কংসের বাসস্থান ছিল। মথুরাধামে বর্ত্তমান কাঠরার নিকট লোকে "কংসের কারাগার" বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিয়া কংসপিতা উগ্রসেনকে পুনরায় মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পরে জরাসন্ধের ভয়ে তাঁহার দ্বারকায় প্রস্থান ঘটিলেও এই স্থান শূরসেনদিগের হস্তচ্যুত হয় নাই। মেগেস্থিনিসের বর্ণনা-দৃষ্টে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান্ লিখিয়াছেন যে, 'মেথোরা' (Methora) ও ক্লিসোবোরা (Clisobora) শূরসেনদিগের এই দুইটী প্রধান নগরী, এই দুই সহরের মধ্য দিয়া যমুনী নদী প্রবাহিত হইতেছে মথুরা ও কৃষ্ণপুর যে বিদেশীর নিকট মেথোরা ও ক্লিসোবোরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেগেস্থিনিসের বিবরণী হইতে বুঝিতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দেও মথুরা ও কৃষ্ণপুর জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল এবং সেই প্রাচীন কালেও এখানে শূরসেনগণ আধিপত্য করিতেছিলেন। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ প্লিনি ঐ দুই প্রসিদ্ধ নগরীকে পালিবোথ্রা বা পাটলিপুত্র রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালে প্রাচীন শূরসেনরাজ্য পাটলিপুত্রের অধীন হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের দায়াদ শূরসেনগণ সকলেই ভাগবত বা সাত্বত মতাবলম্বী ছিলেন। শূরসেনগণের যত্নেই সমস্ত ব্রহ্মাবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শূরসেনদিগের প্রভাবেই মথুরা

ভারতীয় আর্য্যগণের একটী প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বৃন্দাবন তাহারই উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র। শূরসেনদিগের প্রভাব হ্রাস ও মগধরাজ্যের অধিকার-বিস্তৃতির সহিত মথুরামণ্ডলেও ধীরে ধীরে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শূরসেনদিগের উপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল স্মৃতি ব্রজপরিক্রমার প্রতি পৃষ্ঠায় উন্মেষিত হইয়াছে। তৎপরে অপর ধর্ম্ম- সম্প্রদায় এখানে কোন্ সময়ে ও কিরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি।

ব্রজে সৌরপ্রভাব

আজকাল ব্রজবাসী সকলেই পরম বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত বলিয়াই পরিচিত, কেহ গোপ-গোপীগণের সাধক, কেহ বা মুরলীমোহনের উপাসক ; কিন্তু মাথুর ব্রাহ্মণ বা মথুরার চৌবেগণের প্রকৃত উপাস্য কুলদেবতা সাধারণের অজ্ঞাত। তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই সহসা কুলদেবতার কথা প্রকাশ করেন না। কিন্তু আমরা বরাহপুরাণ (১৬০।৭৫) হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, মাথুর ব্রাহ্মণগণের কুলদেবতা সূর্য্যদেব অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই আদিসৌর।* সূর্য্যদেব মাথুরগণের কুলদেবতা বলিয়া তাঁহাকে দর্শন না করিলে পরিক্রমা সম্পন্ন হইত না। মথুরামণ্ডল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সময় হইতে ভাগবতপ্রধান স্থান বলিয়াই গণ্য এবং ব্রজবাসিগণও পরম ভাগবত বলিয়া

* "সূর্য্যং তং বরদং দেবং মাথুরাণাং কুলেশ্বরম্।
দৃষ্ট্বা তত্রৈব দানঞ্চ দত্ত্বা যাত্রাং সমাপয়েৎ ॥"

(বরাহপুরাণ ১৬০ । ৭৫)

পরিচিত, এরূপ স্থলে মাথুর ব্রাহ্মণগণের কুলদেবতা বিষ্ণু না হইয়া সূর্য্যদেব হইলেন কেন? অবশ্য তাহার বিশেষ কারণ আছে। সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে—

"সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে ভুবি॥"

অর্থাৎ মাথুর (মথুরার চৌবে) ও মাগধ (গয়ালী) ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্তের সকল ব্রাহ্মণই কনোজীয় অর্থাৎ পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত। বরাহদেবের ঘর্ম্ম হইতে মাথুর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

মথুরার চৌবেরাও বলিয়া থাকেন, হিরণ্যাক্ষবধের সময় ভগবান্ বরাহরূপ ধারণ করেন। হিরণ্যাক্ষ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে বধ করিয়া বরাহদেব ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হন এবং মথুরার বিশ্রান্তি-ঘাটে বসিয়া কিরূপে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন; এই সময় বরাহদেবের গাত্র হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। সেই ঘর্ম্ম হইতেই মাথুর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। যাহা হউক, উক্ত পুরাণবচন ও কিংবদন্তী হইতে সহজেই মনে হয় যে, ভারতবাসী বিপ্রগণের যেরূপে উৎপত্তি ঘটিয়াছে, মাথুর বা মাগধ ব্রাহ্মণগণের সেরূপে উৎপত্তি ঘটে নাই। অর্থাৎ মাথুর ব্রাহ্মণ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। আজও ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মথুরার চৌবেদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণি ও হীন ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহারই বা কারণ কি? পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এক শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের এক একটী কুলদেবতা নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

"বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ স ভস্মদ্বিজান্
মাতৃণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রহ্মণঃ।
তীর্থিকস্য জিনস্য শুক্লবসনান্ বুদ্ধস্য রক্তাম্বরান্
যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়া॥"

(ভবিষ্যপুরাণ ১৩৮।৫, বৃহৎসংহিতা ৬০।১৯)

অর্থাৎ বিষ্ণুর পূজক ভাগবতগণ, সূর্য্যের মগগণ, শিবের ভস্মধারী দ্বিজগণ, মাতৃগণের মাতৃমণ্ডলবিৎ ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মার বেদবিৎ বিপ্রগণ, তীর্থঙ্কর জিনের শ্বেতাম্বর জৈনগণ এবং বুদ্ধের রক্তাম্বরধারী শ্রমণগণ উপাসক। এইরূপে যে যে দেবের উপাসক, তাহারা স্ব স্ব বিধি অনুসারে স্ব স্ব দেবের পূজা করিবে।

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, একমাত্র মগ ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যপূজায় অধিকারী ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে সূর্য্যপূজার ও সূর্য্যপূজক মগ ব্রাহ্মণগণের সুবিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যে বরাহপুরাণ সূর্য্যকে মাথুরগণের কুলদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—সেই বরাহপুরাণেই রহিয়াছে—

"এবং সাম্বস্য তুষ্টেন মধ্যাহ্নে তু নভস্তলাৎ।
দ্বিধাকৃতাত্মযোগেন সাম্বকুষ্ঠমপোহত।
সাম্বপ্রখ্যাততীর্থে তু তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
সাম্বস্তু সহ সূর্য্যেণ রথস্থেন দিবানিশম্।
রবিং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা পুরাণং সূর্য্যভাষিতম্॥
ভবিষ্যৎপুরাণমিতি খ্যাতং কৃত্বা পুনর্নবম্।
সাম্বঃ সূর্য্যপ্রতিষ্ঠাঞ্চ কারয়ামাস তত্ত্ববিৎ॥
উদয়াচলে চ সংশ্রিতো যমুনায়াশ্চ দক্ষিণে।
মধ্যে কালপ্রিয়ং দেবং মধ্যাহ্নে স্থাপ্য চোত্তমম্।

মূলস্থানং ততঃ পশ্চাদস্তমানাচলে রবিম্‌।
স্থাপ্য ত্রিমূর্ত্তিং সাম্বস্তু প্রাতর্মধ্যাপরাহ্নিকম্‌ ॥
মথুরায়াং তথা চৈকং স্থাপ্য সাম্বো বসুন্ধরে।
স্বনাম্না স্থাপয়ামাস পুরাণবিধিনা স্বয়ম্‌ ॥
এবং সাম্বপুরং নাম মাথুরাণাং কুলেশ্বরম্‌।
রথযাত্রাং তথা কৃত্বা রবিণা কথিতা যদা ॥"

(বরাহপুরাণ ১৭৮।৪৯-৫৫)

এইরূপে ভগবান্‌ সূর্য্যদেব সাম্বের প্রতি তুষ্ট হইয়া মধ্যাহ্নে নভস্তলে আত্মযোগে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সাম্বতীর্থ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সাম্বও সূর্য্যের সহিত রথে দিবানিশি বিরাজ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণনন্দন সূর্য্যভাষিত ভবিষ্যৎপুরাণকথা রবিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভবিষ্যৎপুরাণ নবভাবে পুনরায় প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞ সাম্ব সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। যমুনার দক্ষিণে উদয়াচলে একটী, মধ্যে মধ্যাহ্নে কালপ্রিয় মূর্ত্তি এবং অবশেষে মূলস্থানে অস্তাচলে একটী রবিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইরূপে সাম্ব প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নিক এই ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে মথুরায় নিজ নামানুসারে সাম্বপুর এবং তথায় পুরাণবিধি অনুসারে মাথুরগণের কুলদেবতা অপর এক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে সূর্য্যদেব তাঁহাকে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বিধি অনুসারে সূর্য্যদেবের রথযাত্রা সম্পন্ন করিলেম।

কেন সাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কেন তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন, সূর্য্যমূর্ত্তির উপাসক এদেশে না পাইয়া কিরূপে তিনি শাকদ্বীপ হইতে সৌর ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন

করিয়াছিলেন, তাহার সবিস্তার ইতিহাস ভবিষ্যৎপুরাণে ব্রাহ্মপর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে এস্থানে তাহা উদ্ধৃত হইল না।*

বারাহকথিত ভবিষ্যপুরাণের ব্রাহ্মপর্ব্বে ১১৭ অধ্যায়ে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে যে, মগ বা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণই সূর্য্যপূজায় ও সূর্য্যপ্রতিষ্ঠায় একমাত্র অধিকারী, অন্য কোন ব্রাহ্মণের সূর্য্যমূর্ত্তিপূজায় ও সূর্য্যমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায় অধিকার নাই। এই কারণে সাম্ব শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বরাহপুরাণ হইতে এই মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, যমুনার দক্ষিণদেশে (মগধে), মধ্যাহ্নে অর্থাৎ মাধ্যন্দিন যজ্ঞসাধিত দেশে† অর্থাৎ কালপ্রিয়শোভিত উজ্জয়িনী অঞ্চলে, অস্তাচলে অর্থাৎ ভারতের পশ্চিমাংশে মূলস্থান (মূলতান) নগরে এবং অবশেষে মথুরায় সৌরপ্রভাববিস্তারের সহিত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, সূর্য্যপূজক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ অগ্রে 'মগ' নামে পরিচিত ছিলেন। কীকট দেশে তাঁহাদের উপনিবেশ ও প্রতিষ্ঠার সহিত ঐ দেশ 'মগধ' নামে খ্যাত হয়, ভবিষ্যপুরাণে 'মগ' ব্রাহ্মণগণও 'মগধ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে মথুরায় যে সকল সূর্য্যপূজকের অধিষ্ঠান ঘটে, তাঁহারা মাথুর নামে, মূলতানে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারা শাকল নামে এবং আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যাংশে যাঁহারা উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভোজক নামে অতি পূর্ব্বকাল হইতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

রাজপুত-ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ টড্ সাহেব লিখিয়াছেন

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড) ৪র্থাংশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবিবরণ দেখ।

† "মধ্যাহ্নে যাজ্ঞবল্ক্যাত্তু যজুং মাধ্যন্দিনীয়কম্।" (বরাহপুরাণ ১৭০ অঃ)

যে, খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে শাকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।* কিন্তু আমরা শাকসম্পর্ক তাহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে করি। ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ, ও গ্রহযামল প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থ এবং শাকদ্বীপীয় সূর্য্যপূজক ও অগ্নিপূজক মধ্যে পরস্পর বিবাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে মগদিগের ভারতাগমন সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী কারণ স্বীকার করিতে হয়ঃ—

১ম—বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩০১ বর্ষ পূর্ব্বে মগাচার্য্য জরথুস্ত্র আবির্ভূত হইয়া অগ্নিপূজা প্রচার করেন†। তদুপলক্ষে পূর্ব্বতন সৌর মগদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে সূর্য্যপূজক মগাচার্য্যগণ অধিকাংশই পরাজিত হইয়া জরথুস্ত্রমত গ্রহণ করেন এবং অল্পসংখ্যক লোক নিজ কুলধর্ম্ম ও প্রাণরক্ষার জন্য ভারতবর্ষে পলাইয়া আসেন।

২য়—কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর যখন ভারতীয় রাজন্যকুল এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়াছিল, সেই সময় সুযোগ পাইয়া হিমালয়ের বহির্দেশ হইতে নানা দুর্দ্ধর্ষ জাতি স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ সময়েই সম্ভবতঃ শাকদ্বীপী ক্ষত্রিয়াদির সহিত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণও ভারতসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ চিরদিন সুচিকিৎসক বলিয়া গণ্য। আজও ভারতের নানাস্থানে তাঁহারা সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত। সাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে ঐরূপ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের সুচিকিৎসায় তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উপাস্য সূর্য্যদেবের ভক্ত হইয়া সূর্য্যমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার সহিত ভারতের

* Tod's Rajasthan, Vol 1. p. 63.

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবিবরণ ৬২পৃঃ বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নানাস্থানে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির ও রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লণের মতে ৬৫৩ কলি-গতাব্দে কুরুপাণ্ডবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। এক্ষণে কলিগতাব্দ ৫০০৬ বর্ষ চলিতেছে। এরূপ স্থলে এখন হইতে ৪৩৫৩ বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩০১ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্রের অভ্যুদয় এবং তাঁহার প্রভাবে সূর্য্যপূজক মগ ব্রাহ্মণগণ স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের সমরাবসান ও তাহার অনতিকাল পরেই ভারতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণাগমন ঘটিয়াছিল, তাহা এক প্রকার মোটামুটী স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মথুরায় সূর্য্যপূজক ব্রাহ্মণ-গণের প্রথম উপনিবেশকালে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সাম্বের কৌশলে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিশেষ আনুকূল্য হেতু সাধারণে বিষ্ণুরূপী বরাহের ঘর্ম্ম হইতে মাথুর ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকিবেন। আজ কাল কেহ কেহ মাথুর ব্রাহ্মণদিগকে কনোজীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন, কিন্তু মাথুর ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি কনোজীয় ব্রাহ্মণগণ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। মগধের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের মত মাথুরগণের মধ্যেও 'আর' বা গাঁই নির্দ্দিষ্ট আছে; অন্যদেশীয় শাকদ্বীপীয়গণের ন্যায় মাথুর ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব সমাজগণ্ডীর বাহিরে বৈবাহিক আদান প্রদান করিতে সহজে সম্মত হয়েন না; তাঁহারা কৃষ্ণোপাসক

হইলেও আজিও অনেক তাঁহাদের কুলদেবতা সূর্য্যকে ভুলিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, মথুরামণ্ডলে যে সময়ে ভাগবতগণের পূর্ণপ্রভাব, সেই সময়ে সৌরদিগেরও অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, মথুরায় ভাগবত ও সৌরগণের প্রভাব সহস্রাধিক বৎসর অপ্রতিহত ছিল, তৎপরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এখানকার ভাগবত ও সৌরগণের প্রভাব খর্ব্ব হইল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দে মথুরায় শাক ক্ষত্রপগণের অভ্যুদয় ঘটে। এই বংশ বহুদিন মথুরায় আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। মথুরা হইতে এই রাজবংশের নানা মুদ্রা ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রপগণ কেহ সৌর, কেহ অগ্নিপূজক, কেহ শৈব, কেহ জৈন, কেহ বৌদ্ধ ছিলেন; আবার কেহ কেহ সকল সম্প্রদায়ের উপরই সমভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সময় হইতেই ব্রজমণ্ডলে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত। মথুরার মহাক্ষত্রপগণ অনেকেই ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। যাহা হউক, মহাক্ষত্রপগণের অধিকারলোপের সহিত সৌরদিগের কীর্ত্তিও কতকটা লোপ হয়, তৎকালে বৈষ্ণব ও শৈবদিগেরই অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে সৌর হূণরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত মাথুর সৌরগণের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। এই সময়ে মথুরায় বহু সূর্য্যমন্দির ও সূর্য্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার কএক শতাব্দ পরে মুসলমানগণের অত্যাচারে যে সমস্ত প্রাচীন মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এক্ষণে সূর্য্যতীর্থ, সূর্য্যকুণ্ড, সূর্য্যঘাট, সূর্য্যালয় ও মগহেরা সেই প্রাচীন স্মৃতির ক্ষীণালোক জাগাইয়া রাখিয়াছে। এমন কি সৌর ব্রজবাসিগণও কালস্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিয়াছেন,

সাধারণের অভিরুচি অনুসারে এখন সকলেই বিষ্ণুভক্ত এবং পূর্ব্বপুরুষগণের সেই অতীত স্মৃতি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

জৈন-প্রভাব

আরম্ভেই লিখিয়াছি, মথুরা জৈন সম্প্রদায়ের নিকটও মোক্ষ-ধাম বলিয়া গণ্য। ব্রজমণ্ডলের নানাস্থান খনন করিয়া মৃত্তিকা মধ্য হইতে যে সকল জৈন পুরাকীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে ও যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবলোকন করিলে ভারতের অতীত ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। * জৈনধর্ম্মগ্রন্থসমূহ হইতে জানিতে পারি, জৈনদিগের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ১৯শ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ এবং ২১শ তীর্থঙ্কর নমীনাথ মথুরায় জন্মগ্রহণ ও মোক্ষলাভ করেন। ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ৭৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সুতরাং তাঁহারও পূর্ব্বে মল্লিনাথ ও নমীনাথের আবির্ভাব, এবং তাঁহাদের সহিত ব্রজমণ্ডলে জৈনসংস্রব ঘটিয়াছিল। মথুরার কঙ্কালী-টীলা হইতে আবিষ্কৃত খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দে উৎকীর্ণ প্রাচীন জৈন শিলালিপিসমূহ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই এখানে নানা স্থবির ও বিভিন্ন জৈনশাখার বিস্তার ঘটিয়াছিল। নানা শ্রেণির জৈনগণ এখানে তীর্থ করিতে আসিতেন এবং তাঁহারা নানা দেবকীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল প্রাচীন শিলাফলক হইতে জৈন-রমণীগণের স্বার্থত্যাগের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ

* Wiener zeitschrift fur die kunde des Morgenlandes. Vol 1. p. 165 ff, 118. p. 1 and Epigraphia Indica, Vol I & 11. দ্রষ্টব্য।

একখানি প্রাচীন লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুমারমিত্রা নামে একজন সাধ্বী পতির মৃত্যু হইলে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়া শিষ্য কুমারভট্টির উপদেষ্ট্রী হইয়াছিলেন। এই প্রমাণ বলে জানিতে পারিতেছি যে, বর্ত্তমান সময়ের ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জৈনসাধ্বীগণও গুরুগিরি করিতেন। জামালপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী জৈনটীলা হইতে শকরাজ কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের লিপিযুক্ত দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদিগের পদ্মপ্রভ প্রভৃতি তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মথুরায় অধিষ্ঠিত প্রবলপরাক্রান্ত শকনরপতিগণের মধ্যেও যে কেহ কেহ এক সময় জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে শকনরপতিগণ প্রধানতঃ সৌর ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে জৈন দেব-মূর্ত্তি সকল যেমন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহাদের যত্নে মথু-রায় নানাস্থানে নানা বৌদ্ধবিহারও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কানিংহাম্, ফুহরার, বার্গেশ প্রভৃতির যত্নে স্তূপনিহিত শিলাফলক হইতেও হুবিষ্কবিহার, কনিষ্কবিহার প্রভৃতি নাম পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পুরাতত্ত্ব আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, প্রায় দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ভাগবতপ্রধান মথুরামণ্ডলে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত সৌর, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম সমভাবে বিরাজ করিতেছিল। জৈনদিগের উত্তরাধ্যয়নসূত্রের ৩য় অধ্যয়নের সূত্রার্থদীপিকায় ৮টী নিহ্নবের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭ম নিহ্নবের প্রসঙ্গে দেখা যায় যে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্ব্বাণের ৫৮৪ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৫৭ খৃষ্টাব্দে মথুরায় অক্রিয়াবাদীর অভ্যুদয় ঘটে। কেহই অক্রিয়াবাদীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারিয়া দশপুরে আর্য্যরক্ষিত সূরিকে জানাইল। আর্য্যরক্ষিত গোষ্ঠামাহিলকে মথুরারাজসভায় পাঠাইয়া দেন। গোষ্ঠা

মাহিলের নিকট অক্রিয়াবাদী পরাজিত হইল। তাঁহার অবস্থানকালে মথুরাসঙ্ঘের খ্যাতিও বিস্তৃত হইয়াছিল। দিগম্বর জৈনদিগের মতে এই মথুরাসঙ্ঘেই বীরনির্ব্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১০৭ হইতে ১৫৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পুষ্পদন্ত আচার্য্য কর্ত্তৃক সমুদায় জৈনাঙ্গ লিপিবদ্ধ হয়। আবার শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে ৯৯৩ বীরগতাব্দে (৪৬৬ খৃষ্টাব্দে) মথুরাসঙ্ঘেই জৈনসিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উপরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দ পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডলে জৈনগণের গতিবিধি ছিল এবং ঐ স্থান জৈনসম্প্রদায়ের একটী প্রধান স্থান বলিয়াই গণ্য ছিল। অদ্যাপি কেশোপুরের উপকণ্ঠে জৈনশিল্পকার্য্যসম্বলিত জম্বুস্বামীর ভজনাগৃহ দৃষ্ট হয়। বহু দূরদেশ হইতে জৈনতীর্থযাত্রী উক্ত পবিত্র গৃহ দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। মণিরাম নামে এক শ্রেষ্ঠী উক্ত ভজনাগৃহের সংস্কার করিয়া তন্মধ্যে ২য় তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

বুদ্ধ শাক্যসিংহের অভ্যুদয়ে তাঁহার শিষ্যগণ মথুরায় পদার্পণ করিলেও তৎকালে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। সম্রাট্ অশোকের আধিপত্যকালে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে উপগুপ্ত মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার করেন। সম্রাট্ অশোক এখানে চারিটী বৃহৎ স্তূপ এবং শাক্যশিষ্য সারীপুত্র, মৌদ্গলায়ন, পূর্ণ মৈত্রায়ণীপুত্র, উপালি, আনন্দ, রাহুল, মঞ্জুশ্রী ও অপরাপর বোধিসত্ত্বের স্মরণার্থ কতকগুলি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং আসিয়া সেই সকল অশোককীর্ত্তির

নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে শকসম্রাট কনিষ্ক বিশেষ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে মথুরায় বহু বিহার ও চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সে সমস্ত প্রাচীন স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও মথুরার অভ্যন্তরভাগ খনন করিয়া যে সকল শিলালিপি ও প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে গুঙ্গমিত্রসদবিহার, হুবিষ্কবিহার, কুণ্ডুকবিহার, উপগুপ্ত বিহার, যশোবিহার প্রভৃতির নাম পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ বৌদ্ধদিগের প্রধান কেন্দ্র মধ্যদেশান্তর্গত মথুরায় আগমন করেন। তাঁহার সময় এখানে ২০টী সঙ্ঘারাম ও বিহারাদি বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে তিনি অনেকগুলির প্রাচীনত্বজ্ঞাপক দাতার উৎকীর্ণ তাম্রফলক দেখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল বৌদ্ধমঠে ৩ সহস্র বৌদ্ধযতি থাকিয়া সর্ব্বদা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ধর্ম্মাচার্য্য সারীপুত্র, মুদগলপুত্র ও আনন্দের স্মৃতিস্তূপ দেখিয়া যান। অতঃপর ব্রাহ্মণভক্ত গুপ্ত সম্রাট্‌গণের অভ্যুদয়ে মথুরায় বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং মথুরায় আসিয়া অশোকনির্ম্মিত ও ফা-হিয়ান্ বর্ণিত বৌদ্ধনিদর্শন দেখিয়াছিলেন। তখনও বৌদ্ধযতিগণ প্রতিবর্ষে ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৯ম মাসের উপবাসদিনে উক্ত স্তূপসমূহের নিকট আসিয়া পূজা করিতেন। এখন যে চরণপাহাড়ী শ্রীকৃষ্ণের বিচরণস্থান বলিয়া বৈষ্ণবগণ দেখিতে গিয়া থাকেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং সেই স্থান বুদ্ধের বিচরণভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া তিনি নগরের পূর্ব্বদিকে উপগুপ্ত-নির্ম্মিত একটী সঙ্ঘারাম ও তন্মধ্যস্থ তথাগতের নখস্তূপ, তাহার দক্ষিণে চারি বুদ্ধ এবং শারিপুত্র,

মুদ্গলপুত্র প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের উপাসনা-ভূমি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে ৫টী বৃহৎ হিন্দুমন্দিরও তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এখানে বৌদ্ধপ্রভাবই দেখিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে সম্রাট্ যশোধর্ম্মের অভ্যুদয়ে উত্তরভারতে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু মথুরায় তাহার প্রতিক্রিয়ার বিশেষ সাফল্য দৃষ্ট হয় নাই। স্থানেশ্বরের বর্দ্ধনরাজগণ পরম সৌর বলিয়া পরিচিত হইলেও এই বংশীয় শেষ নৃপতি হর্ষদেবের উৎসাহে বৌদ্ধ আচার্য্যগণ সম্মানিত হইয়াছিলেন, মথুরাতেও বৌদ্ধপ্রভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শেষে একবার প্রজ্জলিত হইয়া যেমন নির্ব্বাপিত হয়, মথুরায় বৌদ্ধগণেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। শেষাবস্থায় হর্ষদেব পরম মাহেশ্বর হইলেন, বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের শেষভাগে কান্যকুব্জের সিংহাসনে মহারাজ যশোবর্ম্মা অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ মথুরাধামেও পূর্ণ ব্রাহ্মণপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল! তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। রাজানুকূল্যের অভাবে, বিশেষতঃ হিন্দু রাজগণের বিপক্ষতাচরণে মথুরা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এক প্রকার উৎসাদিত হইয়াছিল। বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ উপেক্ষিত ও অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকায় কাল-প্রভাবে নানা বৈদেশিক আক্রমণে সেই সমস্ত অপূর্ব্ব অতীতকীর্ত্তি ভূমিসাৎ হইয়াছে। কাট্রা, কঙ্কালী-টীলা, আনন্দটীলা, বিনায়কটীলা ও কেশোপুরী প্রভৃতি স্থানে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধকীর্ত্তি এবং নানা শিলালিপি হইতে মথুরার বৌদ্ধপ্রভাবের কথঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

আজও তীর্থযাত্রী হিন্দুগণ এখানকার বোধিতীর্থে (বর্ত্তমান বুদ্ধঘাটে) পিণ্ডদান করিয়া বুদ্ধদেবের নাম এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছেন।

বৈষ্ণবপ্রভাব

মথুরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, গোকুলে নন্দগৃহে শিশুখেলা, বৃন্দারণ্যে গোপাঙ্গনা সঙ্গে কেলিবিহার, মথুরায় আগমন, কংসবধ ও রাজপাট গ্রহণ প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি আজও প্রত্যেক বৈষ্ণবের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে! ভক্ত বৈষ্ণবের প্রাণ মথুরা বৃন্দাবনের নামে আজও নাচিয়া উঠে। মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, গোকুল ও মহাবন প্রভৃতি স্থানে সেই ভগদবতারের অসংখ্য নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, শাকদ্বীপ হইতেই বিষ্ণুমূর্ত্তিপূজা ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এরূপ মনে করি না, বিষ্ণুর অবতার-ভূমি ভারত হইতেই বিষ্ণুপূজা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, শূরসেন-দিগের যত্নেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সময়েই তৎপ্রবর্ত্তিত ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় বৈদিক আর্য্যগণ বিষ্ণুপূজা করিতেন, বেদ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিকযুগে ভারতীয় আর্য্যসমাজে মূর্ত্তিপূজার তেমন প্রচার ছিল না। ভাগবত-ধর্ম্মপ্রচারের সহিত যখন বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নস্থান লাভ করিলেন, তৎপরে ভাগবতদিগের প্রধান কেন্দ্র মথুরায় যখন সৌরদিগের সংস্রবে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ক্রমে তাঁহাদের দেখা দেখি মথুরার ভাগবতগণও নানা বৈষ্ণবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মথুরামণ্ডলে বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যেই ভগবানের জন্মমি মথুরাপুরীভূ

বৈষ্ণবের নিকট মোক্ষদায়িনী বলিয়া পরিগণিত হইল। সৌর ও জৈন অধিষ্ঠান ঘটিলেও বহুকাল মথুরায় বৈষ্ণবপ্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের সহিত এখানকার বৈষ্ণবশক্তি খর্ব্ব হইয়াছিল। অনেকেই পূর্ব্বধর্ম্ম এককালে পরিত্যাগ না করিলেও বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে বহুতর প্রাচীন বৈষ্ণবকীর্ত্তি পরিত্যক্ত ও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে বৈষ্ণবের প্রধান কেন্দ্র বৈষ্ণবী শক্তি হীন হইয়া বহুকাল পড়িয়া থাকে। খৃঃ পূর্ব্ব ২য় শতাব্দে কোন কোন নরপতি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে ভাগবততীর্থ উদ্ধারের চেষ্টা হয়। এ সময় মথুরাপুরী ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী কেশবপুর জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, সে কথা প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বৌদ্ধপ্রিয় শকাধিপ কনিষ্কের সময় মথুরার বৈষ্ণবগণ পুনরায় স্ব স্ব মর্য্যাদা হারাইয়াছিলেন। কএক শতাব্দ বৌদ্ধ নিগ্রহভোগের পর খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। পরম শৈব ও পরম ভাগবত গুপ্ত সম্রাট্‌গণের উৎসাহে ও ভক্তিপ্রবণতায় আবার মথুরা বৈষ্ণব মহিমায় আলোকিত হইল। এই সময় মথুরাপুরী প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া খ্যাত হয়। বিষ্ণুপুরাণে সেই সময়ের মথুরামণ্ডলের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে কনোজের সার্ব্বভৌম হিন্দু নরপতিগণের ও রাজপুতনায় রাণাগণের যত্নেও মথুরায় বৈষ্ণবপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবপ্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানসমূহ ভক্ত বৈষ্ণবের দ্রষ্টব্য বলিয়া গণ্য হইল। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে যে স্থানে লীলা করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান উদ্ধারের চেষ্টা হইতে লাগিল।

এই সময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীর এইরূপ আয়তন নির্দ্দিষ্ট হইল :—

"বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
পদে পদেঽশ্বমেধানাং পুণ্যং নাত্র বিচারণম্॥" (বরাহপু° ১৬৮।৯)

(ভগবান্ বলিতেছেন,) আমার এই মাথুরমণ্ডল বিংশতি যোজন; এই স্থানে প্রতিপদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। শূরসেনদিগের আধিপত্যকালে শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে যে যে স্থান বহু জনাকীর্ণ বলিয়া খ্যাত ছিল, এ সময়ে সে সমস্ত নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল, ভক্ত বৈষ্ণবগণ যে সমস্ত ভাগবত স্থান উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বরাহপুরাণ হইতে আমরা দ্বাদশটী বন, দ্বাদশটী তীর্থ এবং পাঁচটী স্থলের উল্লেখ পাই।

১২টী বন যথা—১ মধুবন, ২ তালবন, ৩ কুমুদবন, ৪ কাম্য-বন, ৫ বকুল (বহুলা) বন, ৬ ভদ্রবন, ৭ খাদিরবন, ৮ মহাবন, ৯ লোহজঙ্ঘবন, ১০ বিল্ববন, ১১ ভাণ্ডীরবন, ১২ বৃন্দাবন।

১২টী তীর্থ যথা—১ অবিমুক্ত তীর্থ, ২ বিশ্রান্তি তীর্থ, (বরাহপু° ১৫৩ অঃ) ৩ প্রয়াগতীর্থ, ৪ কনখলতীর্থ, ৫ তিন্দুকতীর্থ, ৬ সূর্য্যতীর্থ, ৭ ধ্রুবতীর্থ, ৮ তীর্থরাজ, ৯ ঋষিতীর্থ, ১০ মোক্ষ-তীর্থ, ১১ কোটিতীর্থ, ১২ বায়ুতীর্থ। (বরাহপুঃ ১৫২ অঃ)

৫টী স্থল যথা—১ অর্কস্থল, ২ বীরস্থল, ৩ পুষ্পস্থল, ৪ মহাস্থল, ৫ কুশস্থল। (বরাহপু° ১৫৭ অ°)

উপরোক্ত প্রধান বন ও প্রাচীন তীর্থস্থলাদি ব্যতীত বরাহ-পুরাণে আরও কতকগুলি তীর্থস্থলের বিবরণ আছে। যথা—ধারাপতন, সরস্বতীপতন, ঘণ্টাভরণ, বৎসক্রীড়নক, বৃষভাঞ্জনক,

বসুপত্র, দশাশ্বমেধ, যমলার্জ্জুন, বকুল, গোপীশ্বর, ফাল্গুনক, সংপীঠক, মানস, পিশাচ, গোকর্ণ, ব্রহ্ম, শিব, সোম ও নাগতীর্থ।

বরাহপুরাণ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, বৈষ্ণব প্রাধান্যকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী উদ্ধারের সঙ্গে সৌর, শৈব ও ব্রাহ্মতীর্থগুলিও উপেক্ষিত হয় নাই।

বৈষ্ণবপ্রাধান্য ঘটিলে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরাজগণ মনের সাধে ব্রজধাম সাজাইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয় ব্রজপরিক্রমার পরিশিষ্ট পাঠ করিতে করিতে নানাস্থানে ভক্ত বৈষ্ণব কবির বর্ণনায় পাইবেন—

১। "নন্দের মন্দির সেই গোকুল নগরে।
তাহে কৃষ্ণ বাল্যলীলা কৈল বহুতরে॥
সুবর্ণের পুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রত্নবান্ধা ঘাট সব অতি অনুপাম॥" (ব্রজপরিক্রমা ৩১৩ পৃঃ)

২। "বৈকুণ্ঠ জিনিয়া স্থান সেই মধুপুরী।
মণিমাণিক্য নির্ম্মাণ সে অতি চিত্রকারী॥" (৩১২ পৃষ্ঠা)

৩। "স্বর্ণময় ভূমি বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
মণি-মাণিক্য নির্ম্মাণ কৃষ্ণের রাজস্থান॥" (৩১৪ পৃষ্ঠা)

৪। "যাবটের পূর্ব্বদিকে রাধার মন্দির।
সুবর্ণের পুরী তাহে বিচিত্র প্রাচীর॥" (৩১৫ পৃষ্ঠা)

৫। "সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিম তটে সূর্য্যালয়।
সুবর্ণমন্দির তথি মণিরত্নময়॥" (৩১৬ পৃষ্ঠা)

উদ্ধৃত বর্ণনা কেহ অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবেন না। প্রকৃতই মথুরাধাম একদিন নন্দনকাননের গৌরব উপেক্ষা করিয়া-ল,—ভূতলে অমরাবতী বলিয়া প্রকৃতই একদিন প্রতীয়মান হইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণবগণ যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছিলেন,

যেন সে সমস্ত ধনরত্ন দিয়া এখানকার দেবমন্দির সাজাইয়াছিলেন ও মহামূল্য-মণি মাণিক্যদ্বারা ভগবানের বরাঙ্গ বিভূষিত করিয়াছিলেন। যদি দেবদ্বেষী মুসলমানগণ ভারতে না আসিতেন, তাহা হইলে হয় ত আজও আমরা সেই সকল অপূর্ব্ব বৈষ্ণব শিল্পনিদর্শন দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতাম এবং বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ হইতেন। আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ তাজমহল সেই বিরাট্ কীর্ত্তির নিকট অতি সামান্য বলিয়া গণ্য হইত, সন্দেহ নাই! তবে সে সমস্ত কিরূপে বিলুপ্ত হইল? সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণই তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যিনি বারবার ভারতাক্রমণ করিয়া হিন্দুর প্রধানতীর্থসমূহ কলঙ্কিত ও যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছেন, গজনীর সেই সুলতান মাহ্মূদ হইতেই ব্রজধামের অপূর্ব্ব গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। নিজাম উদ্দীন্ আহ্মদ কৃত তবকাত-ই-অকবরী, খুলাসৎ-উৎতবারিখ, অথ্বারি মুহব্বত, ফেরিস্তা, তারিখ-ই-যামিনি প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয়ে সেই নিদারুণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তাহারই সারাংশ প্রকাশ করিতেছি :—

সুলতান মাহ্মূদ যে সময়ে ভারতাক্রমণ করেন, তৎকালে যমুনার অপর পারে বারণে রাজা হরদত্ত, ও মহাবনে রাজা কুলচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। ১০১৮ খৃঃ অব্দে ২ রা ডিসেম্বর সুলতান মাহ্মূদ যমুনা পার হইয়া নিকটবর্ত্তী দুর্গশৈল অধিকার ও বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া হরদত্ত রাজার অধিকারে পৌঁছিলেন। হরদত্তের মন্ত্রিগণ মুসলমানদিগের সৈন্য দেখিয়া রাজাকে বুঝাইলেন, পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ফেনিল সমুদ্রের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য লইয়া স্বর্গ হইতে দূত আসিতেছেন, আকাশে দেববালাগণ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন,

আর উপায় নাই ! তাঁহাদের মুখে এরূপ অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া হরদত্ত কম্পান্বিত কলেবরে কহিলেন, তবে জীবন ও সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা হইবে ? বিচক্ষণ (উৎকোচগ্রাহী ?) সচিবগণ তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন হতভাগ্য হরদত্ত অবিলম্বে রাজ্য মধ্যস্থ প্রতিমাগুলি জলে বিসর্জ্জন দিয়া দশসহস্র অনুচর সহ কৃতাঞ্জলি-পুটে সুলতানের শিবিরে আসিয়া ইস্‌লাম্‌ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার নিকট এককোটী টাকা ও ৩০টী হস্তী লইয়া সুলতান তথা হইতে কুলচন্দ্রের দুর্গাভিমুখে সৈন্য চালাইলেন।

কুলচন্দ্র সংগ্রামে অজেয় ও পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া গণ্য ছিলেন। মহাবনস্থ তাঁহার রাজধানীর চতুর্দ্দিক্ দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। ধনভাণ্ডার মণিমুক্তা মরকতাদি রত্নরাশিতে সজ্জিত, গৃহসজ্জা সমস্তই সুবর্ণ-নির্ম্মিত ও সহস্র সহস্র সুবর্ণপাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিত। কুলচন্দ্র জন্মভূমি ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য সৈন্যসামন্ত লইয়া সুলতান মাম্‌দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। কুলচন্দ্রের সৈন্যগণ পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে মাম্‌দের সুশিক্ষিত একলক্ষ অশ্বারোহী সেনা ভীমবেগে দুর্গের উপর আসিয়া পড়িল। কুলচন্দ্রের সৈন্যগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল না। তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিয়া সম্মুখে ফেনায়-মান নদীতরঙ্গে লম্ফপ্রদান করিল। প্রাবৃটের প্রখর প্লাবনের ন্যায় মুসলমান সৈন্য দুর্গমধ্যে আসিয়া পড়িল। পঞ্চাশ হাজার বৈষ্ণবী সেনা রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিল, দশসহস্রের অধিক সেনা জলমগ্ন হইল, আবার কেহ কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিল।

আর মানসম্ভ্রম রক্ষার উপায় নাই ভাবিয়া রাজা কুলচন্দ্র দ্রুতপদে দুর্গমধ্যে আসিয়া প্রথমেই তরবারির আঘাতে প্রিয়তমা মহিষীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া শেষে নিজ কণ্ঠে সেই অস্ত্র বসাইয়া দিলেন।

১৮৫টী হস্তী ও ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এরূপ মহামূল্য রত্ন-সম্পত্তি সুলতানের করায়ত্ত হইল। এখানে তিনি মথুরার অপূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিলেন। মহাবনে আর সময় অতিবাহিত না করিয়া তিনি প্রচণ্ডবেগে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহচর মুসলমান ঐতিহাসিক বিস্ময় বিমুগ্ধ হৃদয়ে ওজস্বিনী ভাষায় মথুরার স্থাপত্যশিল্পের যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হইবে যে, ভক্ত বৈষ্ণবকবি যেরূপ ভাবে মথুরার উজ্জ্বল কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রাচীন রাজধানী তখনও শোভাসম্পদ্ হারায় নাই। সুলতান মাহ্মূদ মথুরায় প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তিনি স্বপ্নে কখনও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি ইস্লাম্ ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সুখময় স্বর্গের কথা শুনিয়াছেন, এই কি সেই অপার্থিব স্বর্গ! সুলতান দেখিলেন, সেই পরম শোভাসম্পদের আকর মথুরা-নগর চারিদিকে দুর্ভেদ্য শ্বেত মর্ম্মপ্রস্তরময় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেন যমুনার বক্ষ ভেদ করিয়া দুইটী মর্ম্মর প্রস্তরের সোপানশ্রেণি উত্থিত হইয়া দুর্গের দুইটী প্রবেশদ্বাররূপে বিদ্যমান। অপর দিক্ দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার আর সুবিধা নাই! দুর্গের সম্মুখে স্থাপত্যশিল্পের অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ আকাশভেদী একটী অপূর্ব্ব মন্দির। এরূপ সুন্দর ও সকল শোভার আস্পদ অপূর্ব্ব দেবালয় সুলতান আর দেখেন নাই। তিনি শুনিলেন, এই অসাধারণ কীর্ত্তি মানবনির্ম্মিত নহে, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা বহু পরিশ্রমে এই মহা-

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। দেবদ্বেষী সুলতানও তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মন্দিরের বহির্দেশে নানা রত্নখচিত বিবিধ খোদিত মূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল, তাহা অবলোকন করিয়া সুলতানও চমৎকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুর নিতান্ত দুরদৃষ্ট যে তাঁহাদের অতীত গৌরবের প্রকাশক সেই সকল ভাস্কর কার্য্য নির্ম্মম গজনীপতি রক্ষা করা অনুচিত মনে করিয়াছিলেন! মুসলমান সৈন্যের হস্ত হইতে তাহার কোনটী অক্ষত ছিল না। সেই গগনস্পর্শী মন্দিরই তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমন্দির বলিয়া প্রথিত ছিল।

পূর্ব্বে যে দুইটী দুর্গদ্বারের কথা লিখিয়াছি, ঐ দুইটী দ্বার এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত ছিল যে, তন্মধ্য দিয়া ইচ্ছামত দুর্গ-মধ্যে জলপ্রবেশ ও জল নির্গম হইতে পারিত। সুলতান আরও দেখিয়াছিলেন, রাজপথের দুই পার্শ্বে ও যমুনাকূলে উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যে অলঙ্কৃত পাষাণময় দুই সহস্র দেবমন্দির! প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে বহুমূল্যের মণিমাণিক্যমণ্ডিত দেবমূর্ত্তি শোভিত! সেই সমস্ত ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে সুলতান বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই সমস্ত একবার দেখিয়া লইয়া ছিলেন! অধিকাংশ দেবমূর্ত্তি সুবর্ণময় ও হীরকখচিত অলঙ্কারে বিমণ্ডিত! মন্দিরের অলিন্দ সকল বহু প্রসারিত ও লৌহশলাকা দ্বারা পরি-বেষ্টিত। মন্দিরের বহির্ভাগ ও চূড়াগুলিও অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের আস্পদ। নগরের মধ্যভাগে এক অতিবৃহৎ দেবমন্দির ছিল, এই মন্দির অপর সকল মন্দির হইতে উচ্চ এবং বহুমূল্য বিচিত্র বর্ণের মর্ম্মর-প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেই অদ্বিতীয় মন্দিরের প্রকৃত পরিচয় বর্ণ বা চিত্র-

তুলিকায় প্রকাশ করা যায় না! তারিখ্-ই-যামিনিতে বর্ণিত হইয়াছে, সুলতান সেই মন্দির দেখিয়া নিজেই বলিয়াছিলেন, 'যদি কেহ ইহার তুল্য সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে চাও, তবে সহস্র সহস্র সুবর্ণ দির্‌হাম ব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু পৃথিবীর সুনিপুণ স্থপতিদিগকে দুইশত বর্ষ অবিশ্রান্ত খাটাইলেও, এরূপ সৌধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে কিনা সন্দেহ!'

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সেই সকল অপূর্ব্ব দেবকীর্ত্তির যথাযথ উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তন্মধ্যে অতি সামান্যই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতেই জানিতে পারি যে, উক্ত মন্দিরগুলির মধ্যে ৫টী দেবমূর্ত্তি রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ সুবর্ণ নির্ম্মিত, প্রত্যেকটী ১০ হাত উচ্চ এবং অবলম্বন ব্যতীত ঐন্দ্রজালিক কৌশলে শূন্যে লম্বিত। মূর্ত্তিগুলির নেত্রতারকা সকল এরূপ মহামূল্য হীরকে নির্ম্মিত যে, ৫০০০ সুবর্ণ দির্‌হাম্ দিলেও তাহার একটী কিনিতে পাওয়া যায় না। নেত্রতারকার কএকটী নীলকান্ত মণি এরূপ সমুজ্জ্বল যে নির্ম্মল জল অথবা বিশুদ্ধ স্ফটিকের সহিতও তাহার তুলনা হইতে পারে না। প্রত্যেকটীর ওজন ৪৫০ মিস্কাল। একটী স্বর্ণপ্রতিমা দুই ফিট্ লম্বা, তাহাও মণিমণ্ডিত, ওজন প্রায় ৪৪০০ মিস্কাল। শ্রেষ্ঠ প্রতিমাগুলি সকলই প্রায় সুবর্ণগঠিত। দুই শতের অধিক রৌপ্যপ্রতিমাও ছিল। সুলতান ২০ দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে নগর লুণ্ঠন করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। লুণ্ঠনকার্য্য শেষ হইলে, সুলতান দেবমূর্ত্তির ধ্বংসসাধনে মনোযোগী হইলেন। তিনি নিজ হস্তে লগুড় লইলেন, তাঁহার সহস্র সহস্র অনুচরও প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লগুড়াঘাতে দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিতে লাগিল ও অগ্নিদান করিয়া সমস্ত মন্দির

ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিল। শত শত বর্ষের সহস্র সহস্র শিল্পীর সেই অপূর্ব্ব দেবকীর্ত্তিসমূহ এইরূপে বিলুপ্ত ও ভস্মরাশিতে পরিণত হইল! তৎপরে নাগরিকগণ মুসলমানের হস্তে নৃসংসরূপে নিহত হইয়াছিল। কুড়িদিন পর্য্যন্ত হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ ররক্তে কালিন্দী রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

অনেকে হয় ত বলিতে পারেন যে, সুলতান মাহ্মূদ হিন্দুর একটী প্রধান তীর্থস্থান এইরূপে নষ্ট করিলেন, অথচ কেহই তাঁহার প্রতিবাদী হইলেন না! ইহার কারণ কি? মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে তৎকালে মথুরার চারিদিকে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত, একারণ মহাবন অধিকারের পর মাহ্মূদের পথ সুগম হইয়াছিল; এখানে কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হন নাই।

যাহা হউক, গজনীর সুলতান মাহ্মূদ আসিয়া ব্রজ-ধামের যে দুর্দ্দশা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর পুনরুদ্ধার ঘটিল না। তৎপরে ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রাণভয়ে আর তাঁহাদের পরম প্রিয়স্থানে আসিতে চাহিতেন না। সুলতান মাহ্মূদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ধিক বর্ষকাল হিন্দুশাসন পরিচালিত হইলেও মথুরার পূর্ব্ব-রব উদ্ধারের জন্য কোন হিন্দু নরপতি বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সুলতান মাহ্মূদের সময় হিন্দু নরপতিগণ একতা হারাইয়া যে অন্তর্বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফল অতি নিদারুণ;—সেইজন্য জাতীয় শক্তি হারাইয়া তাহারই শতাধিক বর্ষ পরে হিন্দুগণ মুসলমান করে সোণার ভারতকে বলি দিতে পারিয়াছিলেন। চাহমান-শিরোমণি পৃথ্বীরাজের অভ্যুদয়ে অল্প দিনের জন্য ভারতে ক্ষত্রিয়শক্তি সঞ্চালিত হইলেও

পরশ্রীকাতর কনোজপতি জয়চন্দ্রের কূট বুদ্ধিতে তাহার পরিণাম অন্যরূপ হইল ;—মহম্মদ ঘোরী আসিয়া উত্তর ভারত অধিকার করিলেন,—অল্পদিন মধ্যেই ইন্দ্রপ্রস্থের ক্ষাত্রসিংহাসনে মুসলমান-রাজের কৃতদাস অধিষ্ঠিত হইলেন ; কৃতদাসের দাসত্বই ভারত-বাসীর সম্বল হইল ! দাসত্বের সহিত হিন্দু আপনার জাতীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে লাগিলেন ;—ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ, দেবতার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ, পরাধীন হিন্দু এককালেই ভুলিয়া গেলেন ;—তাই যেখানে এক সময়ে ভক্তির পরাকাষ্ঠা, স্বার্থের অপূর্ব্ব বলিদান, ও দেবকার্য্যের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণের পরিচয় পাইয়াছিলাম, যেখানে একদিন প্রতি কুঞ্জকুটীরে ভক্ত প্রেমের বংশীধ্বনি শুনিয়া আসিয়াছিলেন, নরলোকেও যাহা একদিন প্রকৃত বৈকুণ্ঠ-ধাম বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল,—কোটি কোটি ভক্তের প্রেমাশ্রুতে যে ব্রজধামের সহস্র সহস্র দেবস্থান প্রক্ষালিত হইয়াছিল ;—ভক্তি হারাইয়া, শক্তি হারাইয়া হিন্দু সেইস্থান বন্যশ্বাপদের আবাস বিজন কাননে পরিণত করিল। মুসলমান দাসরাজগণের আধিপত্যকালে ক্রমে সেই বহু জনাকীর্ণ ব্রজধাম জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। দুই একজন ব্রজবাসী সেই বিজন নিভৃত নিকুঞ্জে থাকিয়া ভগবানের লীলাভূমির উপর অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। বলিতে কি কয়েক শতাব্দ পরে ভাগবত-গণের লীলাস্থলী এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল, পবিত্র হিন্দুকীর্ত্তি দ্বাদশ যোজনব্যাপী ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, একে পথ দুর্গম, তদুপরি মুসলমানের অত্যাচার ও দস্যুভয় ইত্যাদি নানা কারণে বহুকাল গৃহী তীর্থযাত্রী ঐ সকল পবিত্র স্মৃতি দেখিবার জন্য এখানে আসিতে সাহসী হয় নাই। নির্ভীক ভক্ত সন্ন্যাসিগণ

মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া ভগবানের চিহ্ন দর্শন করিতে আসিতেন মাত্র।*

মোগল-বংশের সাম্রাজ্য-শাসন আরম্ভে হিন্দুগণ অনেকটা মুসলমান অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। গৌড়ে হোসেনশাহের ন্যায় দিল্লীতেও প্রজারঞ্জক মুসলমান নরপতিগণের অধিষ্ঠান ঘটিয়াছিল। হিন্দুগণের এই সামান্য সুবিধার সময় তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি উদ্ধার করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজধামে আসিয়া তাঁহারা ভগবানের সমস্ত নিদর্শন খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণপৌত্র (অনিরুদ্ধের পুত্র) বজ্রনাভ মথুরার রাজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা নামানুসারে গ্রাম বসাইয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত

* ব্রজধামে যে বরাবর মুসলমান অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি হইতেই বেশ জানা যাইবে :—

"অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল॥
আজি রাত্রে পালাও গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥" (মধ্যলীলা ১৮ পরি°)

পরবর্ত্তী কালে প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। (ব্রজ-পরিক্রমা ৪পৃঃ।) বলিতে কি মুসলমান-দৌরাত্ম্যে বৈষ্ণবগণের সেই সর্ব্বপ্রধান ভাগবততীর্থের অধিকাংশই এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া গৌরাঙ্গদেব যখন ব্রজমণ্ডলে আসিলেন, তিনি ভগবানের লীলাস্থান বাহির করিতে না পারিয়া কাঁদিয়াই আকুল হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার নিজের ঐশীশক্তিপ্রভাবে লীলাস্থান উদ্ধারের পথ করিয়া গিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্যে ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস আছে। অবশেষে গৌরাঙ্গের পার্ষদ শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী বহুকাল ব্রজমণ্ডলে থাকিয়া লুপ্ত তীর্থসমূহ উদ্ধারপূর্ব্বক মহাপ্রভুর অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।*

ভক্তিরত্নাকরে কবি নরহরি লিখিয়াছেন,—

"বৃন্দাবনে আচার্য্য শ্রীরূপ সনাতন।
প্রভু মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুইজন॥

* এ সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামী লঘুতোষণী নামক ভাগবতটীকায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"আদিঃ শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্বেদ্য যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাপ্ত ভক্তিশ্রিয়ে॥ ১০
যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।
যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতোভক্তির-
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্ব্বত্র সংবর্দ্ধিতা॥"

লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে।
শ্রীরূপ গোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে ॥*
১। শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রকুমার।
সদা যোগপীঠে স্থিতি শাস্ত্রে এ প্রচার ॥
হেন শ্রীগোবিন্দদেবে না পাই দর্শন।
গ্রামে গ্রামে বনে বনে করএ ভ্রমণ ॥
ব্রজবাসি ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি।
যমুনার তীরে রহে ধৈর্য্য পরিহরি ॥
এক দিন এক ব্রজবাসী অকস্মাৎ।
শ্রীরূপ গোস্বামী আগে হইলা সাক্ষাৎ ॥
পরম সুন্দর তেঁহো মধুর বচনে।
শ্রীরূপে কহএ স্বামী দুঃখী দেখি কেনে ॥
তাঁহার মধুর বাক্যে চিত্ত আকর্ষিল।
শ্রীরূপ গোস্বামী ক্রমে সভ নিবেদিল ॥
ব্রজবাসী কহে চিন্তা না করিহ মনে।
গোমা-টীলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে ॥
তথা কোন গাভীশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণ সময়।
দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস হৃদয় ॥

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে ॥
মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া ॥" (মধ্যলীলা ২৫ পরিঃ)

শ্রীগোবিন্দ দেব তথা আছেন গোপনে।
এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেইখানে ॥
স্থান জানাইয়া তেঁহো অদর্শন হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে ॥
কতক্ষণ পরে রূপ পাইয়া চেতন।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী কোটিসমুদ্রগভীর।
প্রভুর রহস্য জানি হইলেন স্থির ॥
মনের উল্লাসে কহে ব্রজবাসিগণে।
শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এখানে ॥
শুনি ব্রজবাসী প্রেমে বিহ্বল হইলা।
বালবৃদ্ধ আদি সভে গোমা-টীলা আইলা ॥
কেহো কার প্রতি কহে সহাস্য বদনে।
গোমাটীলা যোগপীঠ জানিনু এখনে ॥
যত্নে যোগপীঠ ভূমি-খননের কালে।
কৈল বলরাম আজ্ঞা দেখ মধ্যস্থলে ॥
যোগপীঠ মধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
হইলা সাক্ষাৎ কোটি কন্দর্পমোহন ॥
শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসঙ্খ্য লোক ধায় চারিভিতে ॥"...

২। "শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল।
ব্রহ্মকুণ্ডতট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল ॥
শ্রীবৃন্দা দেবীর শোভা মহিমা অপার।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় হৈলে কৃপা তাঁর ॥"

৩। "সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত বিলাস।
মধ্যে মধ্যে করেন শ্রীমহাবনে বাস॥
মদনগোপাল তথা বালক সহিতে।
যমুনাপুলিনে খেলে দেখায় সাক্ষাতে॥
মদনগোপাল সনাতন প্রেমাধীন।
স্বপ্নচ্ছলে সনাতনে কহে এক দিন॥
সনাতন তোমার কুটীর মোরে ভায়।
মহাবন হৈতে আমি আসিব হেথায়॥
এত কহি প্রভু হইলেন অদর্শন।
প্রেমাবেশে বিহ্বল হইলা সনাতন॥
প্রভুর ভঙ্গিমা ভক্ত জানে ভালমতে।
মদনগোপাল আইলা রজনী প্রভাতে॥
সনাতন মনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
পত্র কুটীরেতে সেবা করেন প্রভুর॥
মহারাজকুমার শ্রীমদনমোহন।
তেঁহো শুষ্ক রুটি ভুঞ্জে দুঃখী সনাতন॥
সনাতন মন জানি মদনগোপাল।
নিজ সেবা বৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তৎকাল॥
হেনকালে মুলতান-দেশীয় একজন।
অতিশয় ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ॥
কপূর-ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হৈতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ॥
গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া।
কৈল কত দৈন্য নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥

সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীমদনমোহন-চরণে সমর্পিলা॥
শ্রীমদনমোহনে দেখিয়া কৃষ্ণদাস।
ভূমে পড়ি প্রণমএ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস॥
সেই দিন মন্দিরের আরম্ভ করিল।
নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত করাইল॥
পরিধেয় বস্ত্রাদি সে বিবিধ প্রকার।
রাখাইল যত্ন করি পৃথক্ ভাণ্ডার॥
ভোগের সামগ্রী নানা প্রকার করিলা।
ভুঞ্জিবেন প্রভু ইথে মহাহর্ষ হৈলা॥
মদনগোপালে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে।
ব্রজবাসিগণ ভাসে সুখের সাগরে॥"

৪। "বংশীবট নিকট পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন দয়া করি।
শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা সেবা অধিকারী॥" (২য় তরঙ্গ)

ভক্তিরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা জানিতেছি যে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন কর্ত্তৃক লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার হইবার পর শ্রীরূপ গোস্বামী গোমা নামক স্তূপ হইতে গোবিন্দদেব* ও ব্রহ্মকুণ্ড হইতে বৃন্দা মূর্ত্তি, সনাতন গোস্বামী মহাবন হইতে মদনগোপাল মূর্ত্তি

* লচমনদাসের ভক্তসিন্ধু মতে নন্দগাঁও হইতে রূপসনাতন গোবিন্দজীকে প্রাপ্ত হন এবং বৃন্দাবনে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

† কালিদহ[illegible] দুঃশাসনশৈলে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এবং শ্রীমধুপণ্ডিত বংশীবটের নিকট হইতে গোপীনাথ মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। এ ছাড়া সাধনদীপিকা ও ভক্তিরত্নাকর হইতে শ্রীরূপগোস্বামী কর্ত্তৃক রাধাদামোদর মূর্ত্তি, গোপালভট্ট কর্ত্তৃক রাধারমণ মূর্ত্তি এবং লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামিকর্ত্তৃক রাধা-বিনোদ ও গোপীনাথ মূর্ত্তি প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায়।

তৎপূর্ব্বে অধিকাংশ দেবমূর্ত্তিই যে লুপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে মনে হইবে যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালের পূর্ব্ববর্ত্তী দেবমূর্ত্তির মধ্যে মথুরায় কেবল কেশবদেব ও তাঁহার ভগ্ন মন্দির বিরাজ করিতেছিল। গৌড়াধিকারী সুবুদ্ধিরায়ের উপর কাশীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তপ্তঘৃতপান ব্যবস্থা করিলে, অবশেষে গৌরাঙ্গদেবের উপ-দেশে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া এই কেশবদেবের মন্দিরে থাকিয়া হরিনাম করিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

যাহা হউক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাবেই ব্রজধাম আবার হিন্দু জগতের দ্রষ্টব্য হইয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমান-প্রভাব

১০১৭ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মাহ্মূদ মথুরা আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে রাজা হরদত্তের ন্যায় আরও অনেকে যে মুসলমান অত্যা-চার-ভয়ে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই সময় হইতেই ব্রজে মুসলমানসংস্রব ঘটে। মুসলমানের হস্তে মথুরার দেবকীর্ত্তি বিধ্বস্ত হইলেও এবং মাহ্মূদ অতি ঘৃণার চক্ষে দেবতা-নিগ্রহ করিলেও তিনি এখানকার হিন্দু স্থাপত্যশিল্প ভুলিতে পারেন নাই, অথবা এখানকার মণিমাণিক্যমণ্ডিত সুন্দর দেবমূর্ত্তি-গুলি এককালে ফেলিতে পারেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ

লিখিয়াছেন যে, সুলতান মাহ্মূদ মথুরার অপূর্ব্ব হিন্দুস্থাপত্য দর্শন করিয়া নিজ রাজধানীতে তদনুকরণে স্বীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং সুবর্ণের দেবমূর্ত্তিগুলি তাঁহার প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

মাহ্মূদের আক্রমণের পর পরিত্যক্ত মথুরায় বহুকাল উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। অবশ্য দাসরাজ কুতব্‌উদ্দীন্ আইবকের সময় হইতে মথুরামণ্ডল দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। আব্‌দুল্লা-রচিত তারিখ্-ই-দাউদী পাঠে অবগত হই যে, সুলতান সিকন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া (১৪৮৮-১৫১৫ খৃঃ অঃ) ইস্‌লামধর্ম্মের প্রভাববিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি মথুরার হিন্দু দেবালয়গুলি একটীও অক্ষত বা পবিত্র রাখিতে দেন নাই। সমস্ত দেবালয় বিধ্বস্ত করিয়া প্রধান প্রধান দেবালয়গুলিতে মুসলমান সরাই ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রস্তরের দেবমূর্ত্তি ও শালগ্রামশিলাগুলি গোমাংস ওজনের বাটখারারূপে ব্যবহার করিবার জন্য কসাইদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ধোবা নাপিত বন্ধ ও কোন প্রকার দেবপূজা বা নিত্যকর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছিল।”

যাহা হউক, হিন্দুদিগের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ কঠোর নিগ্রহ তাঁহাদিগকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অকবর দিল্লীশ্বর হইলেন;—তাঁহার ন্যায়পরতায় ও সাম্য-ব্যবস্থায় দিল্লীসাম্রাজ্যের সকল স্থানের ন্যায় মথুরাতেও হিন্দুগণ কতকটা শান্তিলাভ করিল। বদাউনির বিবরণীতে দেখি, অকবরের সময় মথুরায় আব্‌দুল রহিম নামে এক কাজি ছিলেন। ঐ সময়ে শেখ আব্‌দুন্ নবি দিল্লীদরবারে সদর-উল্-সদুর পদে অধিষ্ঠিত। কাজি শেখের নিকট

সংবাদ পাঠাইলেন যে, এক ব্রাহ্মণ মস্‌জিদ নির্ম্মাণের জন্য সংগৃহীত টাকায় এক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাঁহার এই অন্যায় কার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করায় তিনি প্যাগম্বর ও তাঁহার শিষ্যদিগকেও গালাগালি করিয়াছেন। ঐ সংবাদ আসিবামাত্র ব্রাহ্মণের তলব হইল। ব্রাহ্মণ সে আদেশ মানিলেন না। আবুলফজল্ আসিয়া তাঁহাকে দিল্লী লইয়া গেলেন। এখানে তাঁহার বিচার হইল। বিচারকগণের মধ্যে কএকজন তাঁহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করিলেন, এবং অপর কএকজন সর্ব্ব সমক্ষে ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিয়া যথেষ্ট অর্থদণ্ডের আদেশ করিলেন। শেখ আবদুন্ নবি প্রাণদণ্ডেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বাদশাহের নিকট নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া পাঠাইলেন। বাদশাহের হিন্দু মহিষীগণ ব্রহ্মহত্যা হইবে শুনিয়া সকলেই বাদশাহকে ধরিয়া পড়িলেন। সম্রাট্ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। এদিকে আবদুন্ নবি কারারুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণবধের হুকুম দিলেন। অকবর সে সংবাদ পাইয়া শেখের উপর এতই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শেখকে আর ভাল ভাবে দেখেন নাই।

জাহাঙ্গীর পিতৃ-সিংহাসন লাভের পর পিতার সাম্য-নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাহজহানের সময় হইতে শাসননীতি কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে শাহজহান্ মুর্শিদ্ আলী খান্‌কে মথুরা ও মহাবনের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন, সকল প্রকার বিদ্রোহ ও প্রতিমাপূজা লোপ করিবার জন্য তাঁহার উপর বিশেষ আদেশ ছিল। যাহা হউক, এ সময় হিন্দুগণ ততদূর নিগৃহীত হন নাই; অকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় যে সকল দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, শাহজহানের সময় মুসলমান শাসন-

কর্ত্তারা সেই সমস্ত হিন্দুকীর্ত্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। বরং শাহজহানের রাজ্যকালে কতকগুলি দেবালয়-প্রতিষ্ঠার সন্ধানই পাওয়া যায়*। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী তাবের্ণিয়ার (Tavernier) প্রায় ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদলিত মথুরা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, "জগন্নাথ ও বারাণসীর মন্দিরের পরই মথুরার প্রসিদ্ধ মন্দির। ভারতবর্ষে যে কয়টী প্রধান দেবালয় আছে, ইহা তন্মধ্যে একটী। পূর্ব্বে এখানে তীর্থযাত্রীর বহু জনতা হইত। ঐ মন্দির অতি উচ্চ ও অতি চমৎকার। ৫।৬ ক্রোশ দূর হইতে দর্শকের নয়ন-পথে পতিত হয়। লাল মর্ম্মরপ্রস্তরে ঐ মন্দির নির্ম্মিত।" তাবের্ণিয়ার ২৲ টাকা দর্শনী দিয়া মন্দির মধ্যে গিয়া স্বর্ণসিংহাসনে কৃষ্ণ ও বলরামের† মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের উপরও সাধারণের অসাধারণ ভক্তি ছিল। মুসল-মানের দারুণ অত্যাচারেও সে ভক্তির হ্রাস হয় নাই। তাবের্ণিয়ার ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় অবস্থানকালে লিখিয়াছেন যে, বলদাস নামে এক ব্যক্তি ওলন্দাজ কোম্পানীর দালাল ছিল, তাহার বয়স আশীর বেশী হইবে। মথুরার প্রধান পুরোহিতের মৃত্যু সংবাদ পাইবা

* ঐ সকল হিন্দুকীর্ত্তির মধ্যে মেবারপতি রাণা অমরসিংহের পুত্র ভীম সিংহের পত্নী রাণী রম্ভাবতী নির্ম্মিত অতি সুন্দর ছত্রি উল্লেখযোগ্য। ছত্রির একটী স্তম্ভে নিম্নলিখিত শিলালিপি দৃষ্ট হয়—

"সংবৎ ১৬৯৩ বরষে কার্ত্তিক বদি ৫ শুভদিনে হজরত শ্রীশ্রীশ্রী শহাজহাং রাজ্যে রাণা শ্রীঅমর সিংহজীলে বেটা রাজা শ্রীভীমজী রী রাণী শ্রীরম্ভাবতী চৌবণ্ডী পৌরাই ছৈজী।"

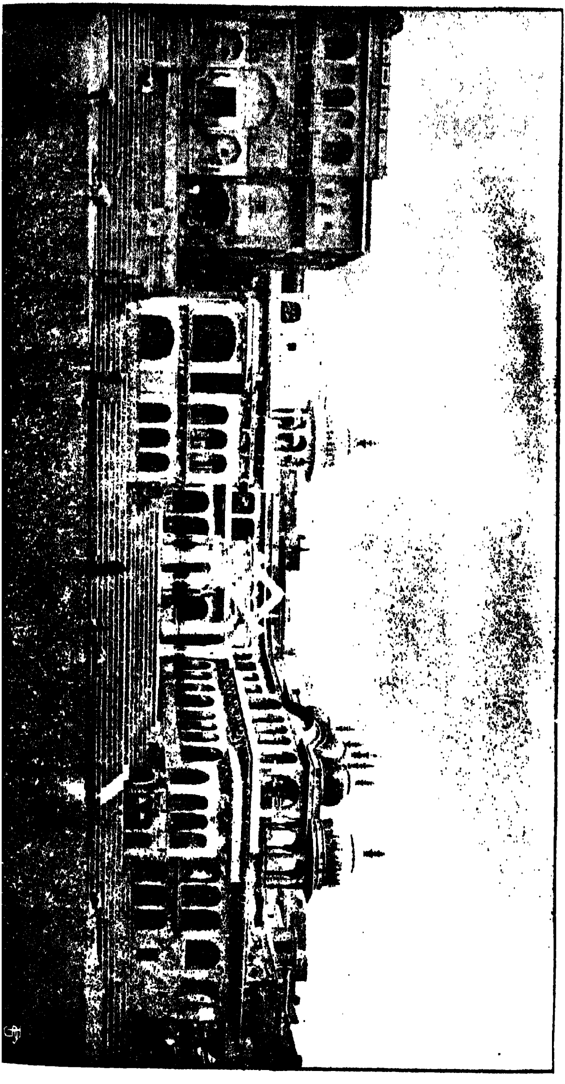
† তাবের্ণিয়ার ঐ মূর্ত্তিকে "কৃষ্ণরাম" স্থলে "রামরাম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

াত্র সে ব্যক্তি কোম্পানীর কুঠীতে গিয়া জানাইল যে, "আমার দেনা পাওনা মিটান হউক, আমার গুরু মরিয়াছেন। আমিও তাঁহার াহিত যাইব।" বাস্তবিক সে ব্যক্তি হিসাব পরিষ্কার করিয়া মথুরায় মাসিল এবং অনাহারে থাকিয়া কয়দিন পরে জীবন বিসর্জ্জন করিল। ধন্য গুরুভক্তি!

তৎপরে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পর্য্যাটক বার্ণিয়ার মথুরায় মাসিবার কালে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পথ ঘাট নিরানন্দময় বিরক্তিজনক, দেখিবার মধ্যে মথুরার এক প্রকাণ্ড দেবমন্দির।

ঐ সময়ে অরঙ্গজেবের রাজ্য চলিয়াছে। তৎপূর্ব্বেই মথুরায় তিনি অনেক লীলাখেলা করিয়াছেন। এইখানে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে াাহজাদা মহম্মদ সুলতানের জন্ম হয়। শাহজহানের রাজ্যকালের শেষ বর্ষেও অরঙ্গজেব মথুরায় উপস্থিত ছিলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সমোগড়ের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। অরঙ্গজেব ভক্ত ধার্ম্মিক সাজিয়া জ্যেষ্ঠ মুরাদকে সাম্রাজ্যাধিকারী করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। খুব নাচ গান ও পানভোজন চলিয়াছে। কোরাণে মদ্যপান নিষেধ এই ভাব দেখাইয়া তিনি কোন প্রকার নেশায় পড়িলেন না; গভীর নিশীথে মুরাদ মদ্যপানে বিভোর হইয়াছেন, এই অবসরে ভণ্ড ধার্ম্মিক অরঙ্গজেব তাঁহাকে বন্দী করিয়া সালিমগড় দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। রটাইলেন যে মুরাদের মৃত্যু হইয়াছে। যেন কত অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া মথুরায় অরঙ্গজেব ভারত সম্রাট্ হইলেন। দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি মথুরার কথা ভুলিতে পারেন নাই। মথুরা দেবশূন্য করিতে হইবে ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে আবদুন্-

নবি মথুরার কতকগুলি মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই মালমসলায় প্রসিদ্ধ জুম্মা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং এখানকার হিন্দুদিগকে সামান্য কারণে নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। প্রাচীন মথুরা ধ্বংশ করিয়া আবদুন্‌নবি এক প্রকার নুতন মথুরার পত্তন করিলেন। মুসলমানের অত্যাচার অসহ্য হইয়া পড়িল। হিন্দুরা অস্ত্রধারণ করিলেন। অরঙ্গজেব দেবব্রাহ্মণশূন্য করিবার জন্য মথুরায় আবদুন্‌নবির নিকট বহু সৈন্য পাঠাইলেন। মহাবন পরগণাস্থ সহর গ্রামে উভয়দল সম্মুখীন হইল। প্রথমে আবদুন্‌নবি জয়ী হইয়াছিলেন। অবশেষে জাটপতি কোকিলের কৌশলে আবদুন্‌নবি গুলির আঘাতে নিহত হইলেন! অরঙ্গজেব সাফশিকন্ খাঁকে পাঠাইলেন। তিনিও বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার স্থানে হাসন-আলী খান্ ফৌজদার হইয়া আসিলেন। তাঁহার নাএবের কৌশলে জাট সর্দ্দার কোকিল ধরা পড়িলেন ও দিল্লীতে ঘাতুক হস্তে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। ঐ বর্ষে অরঙ্গজেব স্বয়ং মথুরায় আসিলেন। পূর্ব্বেই আবদুন্‌নবি কেশবদেবের প্রকাণ্ড মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল, উর্চ্চার বুন্দেলারাজ বীরসিংহদেব ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কেশবের মন্দির আবার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অরঙ্গজেবের প্রথম লক্ষ্য এই মন্দিরের উপর পড়িল। বহু সংখ্যক লোক সাহায্যে তাহা শীঘ্রই ধূলিসাৎ করা হইল। মুসলমান ইতিহাস মআসীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, মন্দির ধূলিসাতের সহিত হিন্দু ধর্ম্মও যেন সমূলে উচ্ছিন্ন হইল। মহামূল্য মণিমাণিক্যজড়িত দেবমূর্ত্তিগুলি আগ্রায় আনিয়া কুদসিয়া বেগমের মসজিদের সোপাননিম্নে প্রোথিত করা হইল। উদ্দেশ্য এই, যে ব্যক্তি মসজিদে যাইবে, সে অনায়াসেই উক্ত দেবমূর্ত্তিগুলিকে পদদলিত



করিয়া যাইতে পারিবে। এই সময় হইতে মথুরার নাম হইল ইস্লামাবাদ।*

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং সেই সঙ্গে জাট-সর্দ্দার চূড়ামণির অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু অল্পকাল পরেই চূড়ামণির সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ বদনসিংহের বিবাদ বাধে। সৈয়দদিগের আহ্বানে অম্বরপতি জয়সিংহ জাট-সর্দ্দারকে দমন করিতে আসিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে চূড়ামণি পরাজিত হইয়া সপুত্র দেশ ছাড়িয়া পলাইলেন। বদনসিংহ জাটসর্দ্দার হইলেন। দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করায় তাঁহার উপর আর অত্যাচার হয় নাই।

এই সময় অম্বরপতি সবাই জয়সিংহ জয়পুরের ন্যায় মথুরাতেও একটী বেধালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহারই কিছুকাল পরে ভ্রমণকারী টিফেন্থলের (Tieffenthaller) ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে মথুরা দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহার পথগুলি অতি সরু ও অপরিষ্কার, অধিকাংশ গৃহেরই ধ্বংসাবস্থা। এখানকার দুর্গ অতি বৃহৎ ও দুর্ভেদ্য, দেখিলেই প্রস্তররাশি বলিয়া মনে হইবে। ইহার সংলগ্ন বেধালয়। এ সময় বিশ্রান্তিঘাট ভিন্ন মথুরার তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান আর ছিল না।

জাটসর্দ্দার বদনসিংহ মথুরা জেলায় সহর গ্রামে একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বহুদিন সেই ভবনে ইংরাজরাজের তহসীলী কাছারী হইত। বদনপুত্র প্রতাপসিংহ। এই প্রতাপসিংহের পুত্র প্রসিদ্ধ জাট সর্দ্দার সুরজ মল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সুরজমল দিল্লীশ্বর আহ্মদ শাহের আমন্ত্রণে হোলকরের সহিত রোহিল্লা দমন করিতে গিয়াছিলেন।

* অরঙ্গজেবের অত্যাচার-কাহিনী অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে।

ইহারই বর্ষাধিক পরে সর্দ্দার জহান্ খান্ জাট-রাজ্য জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। জাটগণ চারিদিকে নানা দুর্গশৈলে ছড়াইয়া পড়ায় তাহাদের সহিত বিবাদে সুবিধা নাই দেখিয়া মুসলমান-সেনাপতি মথুরার উপর আসিয়া পড়িলেন। কেবল লুট পাট করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। অতি জঘন্যভাবে মথুরার সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে নিহত করিলেন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি খর্ব্ব হইল দেখিয়া জাট সর্দ্দার সুরজমল সদলবলে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে আগ্রায় আসিয়া এই স্থান দখল করিয়া বসিলেন। এমন কি ফরুখনগরের ফৌজদারী দাবী করিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নয়, দিল্লীতে রাজকীয় গোলযোগ দেখিয়া তিনি দিল্লীর ৬ মাইল দূরে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে কেহই তাঁহার বিরোধী হইল না দেখিয়া তিনি আমোদ প্রমোদে মৃগয়ায় কাটাইতে লাগিলেন। একদিন অতি অল্প লোক সঙ্গে লইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন, এমন সময় শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল ও তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া সেই মুণ্ড তাঁহার পুত্র জবাহির সিংহের নিকট পাঠাইয়া দিল। পিতার মুণ্ড দেখিয়া জবাহির ভগ্নহৃদয়ে সসৈন্যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। তিনি গোবর্দ্ধনে আসিয়া নিকটবর্ত্তী কুসুম-সরোবরের তীরে পিতার স্মরণার্থ একটী সুন্দর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। জবাহিরের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ রত্নসিংহ সর্দ্দার হইলেন। ইনি অনেক সময়ে বৃন্দাবনে থাকিতেন। বৃন্দাবনে মদনমোহনের মন্দিরের নিকট এই রত্নসিংহের বৃহৎ ছত্রী অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ নবল-সিংহ শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবক ও প্রকৃত প্রস্তাবে জাটপতি

হইলেন। এই সময় (১৭৬৮ খৃঃ অব্দে) মহারাষ্ট্রগণ পুনরায় মস্তকোত্তলন করিলেন। তাঁহারা জয়পুর ও ভরতপুর হইতে চৌথ আদায় করিতে ধাবিত হইলেন। ইহারই পর তাঁহারা শাহ আলম্‌কে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময় নবল সিংহের উত্তরাধিকারী রণজিৎ সিংহ বল্লভগড় দুর্গ পাইবার জন্য দিল্লীশ্বরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বল্লভগড় অপর একজন জাট-সর্দ্দার দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। রণজিতের সাহায্যের জন্য দিল্লী হইতে সৈন্য আসিল। কিন্তু তাহারা সিন্দিয়া-পরিচালিত মহারাষ্ট্র সৈন্য ও ভরতপুর সৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। জাটেরা এইরূপে শক্তিহীন হইবার পরও নষ্টগৌরব উদ্ধার করিবার আশায় জাবিতা খাঁকে উজীরপদে বসাইবার জন্য উজীর নজফ খানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। এ সময় নবল সিংহের শ্যালক দান-সহায় আগ্রা দুর্গস্থ জাট-সৈন্যের অধিনায়ক। নজফ খাঁও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি অবিলম্বে হোদল নামক স্থানে রণজিতের সৈন্যদিগকে পরাজয় করিলেন। জাট সৈন্য কোটান ও কোশীতে আসিয়া পড়িল। একপক্ষ কাল ঐ স্থান তাহাদের অধিকারে ছিল। তৎপরে তাহারা দিগ্‌ অভিমুখে অগ্রসর হইল। বর্ষান্‌ গ্রামে নজফ খাঁ সসৈন্যে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তৎকালে জাটসৈন্যের সেনাপতি ওয়াল্‌টার রিণ্‌হার্ড (Walter Rinhard) নামক এক য়ুরোপীয়। সুরজমলের সময় হইতে এই ব্যক্তি জাটসৈন্যের একজন সেনানীপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বীরের অসম সাহসে ও রণকৌশলে জাটসৈন্যের জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু জাটসৈন্য শেষে অনেকটা অবহেলা প্রকাশ করায় মুসলমানসৈন্যের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

এই সময়ে ব্রজমণ্ডলের এক প্রধান গ্রাম রাধার জন্মস্থান বর্ষান্ বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, বহু ধনী লোকের অট্টালিকা এখানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমানসৈন্য গুপ্ত ধন পাইবার আশায় সেই সমস্ত অট্টালিকা ধূলিসাৎ করিল।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নজফ্ খাঁর মৃত্যু হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সিন্দিয়া দিল্লীর প্রধান উজীর হইয়া রাজপুতদিগের নিকট চৌথ চাহিয়া পাঠাইলেন। এই সময় সিন্দিয়া প্রায়ই মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গোলাম কাদেরের নিগ্রহে বাদশাহের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হয়। এই নিদারুণ সংবাদ মথুরায় পৌঁছিবামাত্র সিন্দিয়া দিল্লীতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। মরাঠাসৈন্য আসিতেছে শুনিয়া দুর্বৃত্ত গোলাম কাদের মীরাটে পলায়ন করেন। অবশেষে ধৃত হইয়া তিনি মথুরায় আনীত হইলেন। এখানে তিনি সিন্দিয়ার হস্তে যথেষ্ট অপমানিত ও নিগৃহীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মথুরাজেলা বৃটীশ অধীনে আসিল। কি আশ্চর্য্য! ইংরাজাধিকারে আসিবার পরই উক্ত বর্ষে ৩১এ আগষ্ট রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে ভীষণ ভূমিকম্প হইল! এরূপ ভূকম্পন মথুরায় কখন হয় নাই। যেন মুসলমান অধিকার লোপের সহিত এখানকার সমস্ত মুসলমানকীর্ত্তি লোপ করিবার জন্য এই ভূকম্প হইয়াছিল! বলিতে কি সেই প্রবল ভূমিকম্পে হিন্দুর রক্তে যে সকল মসজিদ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার অধিকাংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিরাশিতে পরিণত হইল!

বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের অভ্যুদয়

গোস্বামিপ্রবর রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ, রঘুনাথ, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি

শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয় ভগবৎ-প্রেমিকগণ বহুকাল বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থানকালে ব্রজধাম বৈষ্ণবতত্ত্ব-শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ব্রজ-মণ্ডলে অবস্থিতিকালেই উক্ত গোস্বামিগণ শত শত বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করিয়া প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে অপূর্ব্ব ভগবত্তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে সাধু ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হইয়া-ছিল। এমন কি, স্বয়ং দিল্লীশ্বর অকবর রূপ সনাতনের মুখে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সারতত্ত্ব শুনিবার জন্য রাজপুত সামন্তরাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। সেই কৌপীনধারী বৈষ্ণবগণের এতই প্রভাব যে, দিল্লীশ্বরের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া তাহাকে নিধুবনে আনা হইয়াছিল। দিল্লীশ্বর নিধুবনে অলৌকিক দেবপ্রভাব দেখিয়া এই স্থানকে অতি পুণ্যতীর্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচর সামন্ত-রাজগণ এই পবিত্র ক্ষেত্রে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায় জানাইলে, দিল্লীশ্বর আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিয়াছিলেন।* এইরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের প্রাধান্যবিস্তার ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের সহিত দেবভক্ত হিন্দু-রাজগণের যত্নে আবার মথুরামণ্ডলে নানা দেবালয়-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল।

ব্রজবাসীরা বলেন যে, গৌড়ীয় গোস্বামিগণ বৃন্দাবনে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই যে বৃন্দাদেবীর মন্দির উদ্ধার করেন;—তাহার এখন আর কোন চিহ্ন নাই; তবে কেহ কেহ রাসমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী সেবাকুঞ্জে সেই মন্দির ছিল বলিয়া প্রকাশ করেন।

* Growse's Mathura, p. 241.

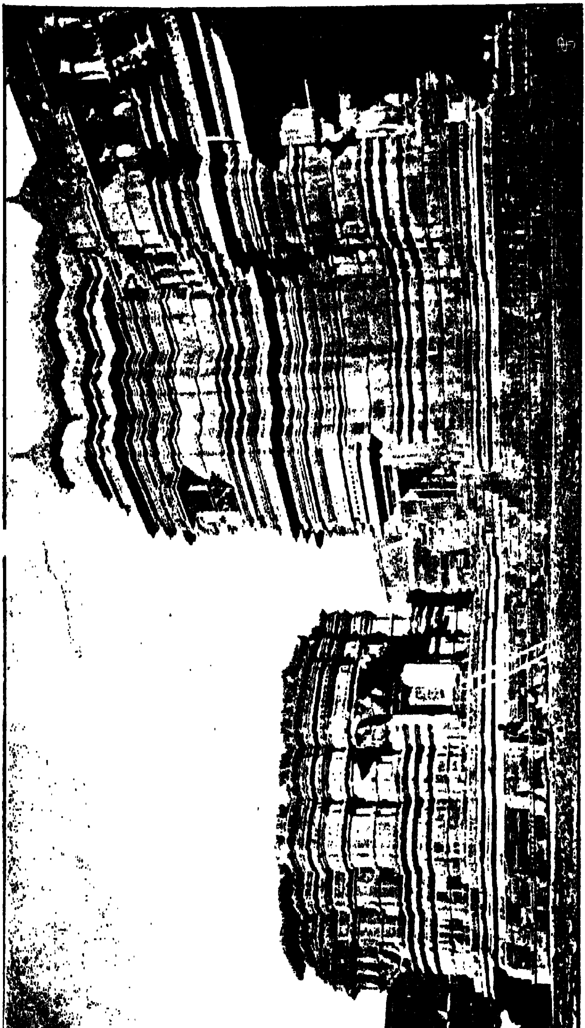
রূপ সনাতনের তত্ত্বাবধানে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান ও স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। মথুরার পুরাবৃত্তলেখক গ্রাউস্ সাহেব ঐ মন্দির দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, "ঐ মন্দিরের নক্সার সহিত বহু য়ুরোপীয় গির্জ্জার সাদৃশ্য থাকায় মনে হয়, যে স্থপতি ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে (য়ুরোপীয়) জেসুইট্ ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সাহায্যলাভ করিয়াছিল; বাস্তবিক অকবর বাদশাহের সভায় বহু জেসুইট্ উপস্থিত থাকিতেন।"* কিন্তু বলিতে কি, অকবর বাদশাহের সভায় জেসুইটগণের অবস্থান ঘটিলেও তাঁহারা যে স্থাপত্য কার্য্যে হিন্দু-গণকে কখন সাহায্য করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঐ রূপ মন্দির জেসুইট্ আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

গোবিন্দজীর মন্দির।

গোবিন্দজীর মন্দিরে একখানি অস্পষ্ট শিলাফলক আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, অকবরশাহের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে শ্রীরূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে অম্বরপতি মানসিংহ গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

গোবিন্দজীর মন্দির এক সময় পঞ্চচূড়া শোভিত ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ চূড়াটী বহুদূর হইতে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রবাদ আছে, সেই চূড়ার আলোক দিল্লীতে বসিয়া অরঙ্গজেব দেখিতে পাইতেন। একদিন তিনি বিস্ময়ে উজীরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোথা হইতে ঐ আলোক আসিতেছে। উজীর সংবাদ দিলেন যে, মথুরায় কাফেরদিগের যে বড় মন্দির আছে, উহা

* F. S. Growse's Mathura, p. 242.



তাহারই আলোক। দেবদ্বেষী অরঙ্গজেব অবিলম্বে সেই উচ্চ চূড়া ভঙ্গ করিয়া তাহার উপর মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। মন্দিরের পুরোহিত গোবিন্দজীকে লইয়া অম্বরে পলায়ন করিলেন। মুসলমানেরা মন্দিরের চূড়া কএকটী ভাঙ্গিয়া মন্দিরের মসলাতেই মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিল। অরঙ্গজেব নিজে আসিয়া সেই মসজিদে নমাজ করিয়া গেলেন। সেই পর্য্যন্ত গোবিন্দদেব জয়পুরে রহিয়াছেন। তাঁহার সেবাইতগণই এখানকার গোবিন্দদেবের সম্পত্তির অধিকারী।

পূর্ব্বেই ভক্তিরত্নাকরের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, সনাতনের অনুগ্রহ লাভ করিয়া মুলতানবাসী কৃষ্ণদাস* মদন-গোপাল বা মদনমোহনের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটী

মাহনের মন্দির।

আছে যে, "কৃষ্ণদাস নৌকাবোঝাই পণ্যদ্রব্য লইয়া আগ্রা অভিমুখে যাইতেছিলেন। কালিদহ ঘাটের বালির চরে আসিয়া তাঁহার নৌকা বাঁধিয়া যায়। তিন দিন বহু চেষ্টাতেও তিনি নৌকা বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি দেবতার অনুগ্রহ-াশায় উপরে উঠিয়া সনাতন গোস্বামীর শরণ লইলেন। সনাতনের প্রার্থনায় মদনগোপালের অনুগ্রহ হইল। কৃষ্ণদাসের নৌকা ভাসিয়া উঠিল। পরে তিনি আগ্রায় আসিয়া তাঁহার সমস্ত পণ্য বিক্রয় করিয়া মূল্য আনিয়া সনাতনের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই অর্থেই মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মিত হইল।† এই মন্দিরের

* ব্রজবাসীর নিকট ইনি "রামদাস" নামে পরিচিত।

† মদনমোহনের মন্দিরদ্বারে ঘজ ও দেবনাগরাক্ষরে নিম্নলিখিত শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে—

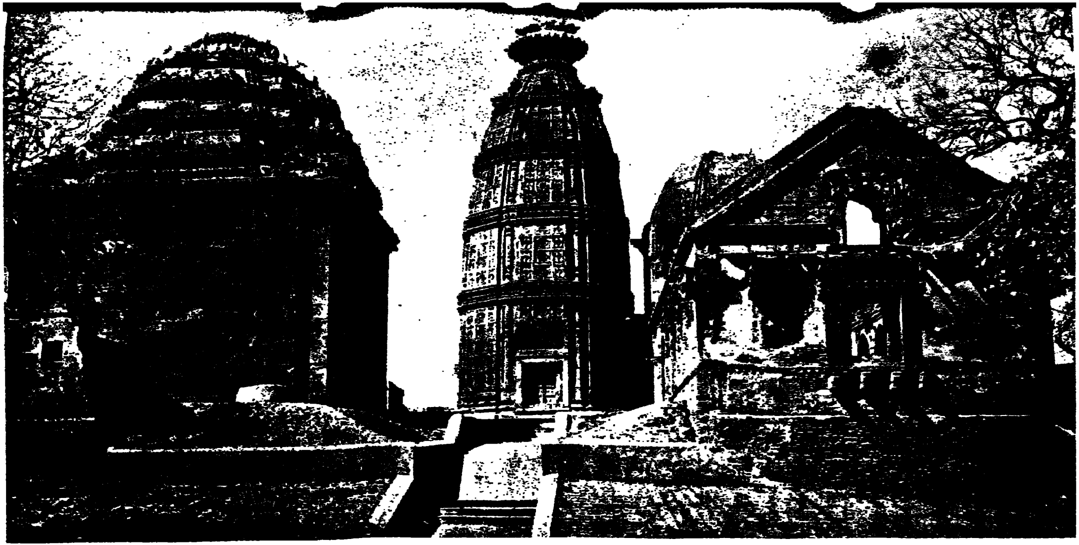
অন্তর্মধ্যভাগ দৈর্ঘ্যে ৫৭ ফিট, তৎসঙ্গে নাটমণ্ডপটী ২০ ফিট্ চৌড়া। মন্দিরের উচ্চতা ২২ ফিট। এই মন্দিরের আয় প্রায় ১০১০০৲।

মন্দিরে এখন আর মদনমোহন মূর্ত্তি নাই। অরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে এই শ্রীমূর্ত্তিও জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পরে জয়পুরপতি আপনার শ্যালক করৌলিরাজ গোপালসিংহকে সেই মূর্ত্তি প্রদান করেন। রাজা গোপালসিংহ নিজ রাজধানীতে মদনমোহনের জন্য (প্রায় ১৭৪০ খৃঃ অব্দে) একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। জয়পুরের গোবিন্দজীর মন্দিরের পুরোহিতের ন্যায় এখানকার পুরোহিতও গৌড়ীয় গোঁসাই।

যখন মদনমোহন বৃন্দাবনে ছিলেন, তৎকালে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি সুরদাস ইঁহার একজন প্রধান ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অকবরের অধীনে সুরদাস শাণ্ডিলের আমীন ছিলেন। প্রবাদ, তিনি যাহা কিছু আদায় করিতেন, সে সমস্তই মদনমোহনজীর মন্দিরে ব্যয় করিতেন। এইরূপে এক সময় দিল্লীতে টাকা পাঠাইতে না পারিয়া তিনি সিন্দুকে শিলাখণ্ড ভরিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবিলম্বে এই অমিতব্যয়িতার জন্য সুরদাস দিল্লীতে কারারুদ্ধ হইলেন। অবশেষে ভক্তবৎসল মদনমোহন ভক্তকে মুক্তিদান

"হর ইব গুরুবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো-
গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাধা বসন্তঃ।
স কৃতসুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
ব্যধিতবিধবদেমন্দিরং নন্দসূনোঃ।"

উক্ত লিপি অনুসারে কৃষ্ণদাসের অপর নাম গুণানন্দ ও পিতার নাম রামচন্দ্র



মদনমোহনের মন্দির।

করিবার জন্য দিল্লীশ্বরকে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন। সূরদাস মুক্তি-লাভ করিয়া এই কবিতাটী রচনা করেন—

"গানং কাব্য গুণরাশি সুহৃদ সহচরি অবতারী।
রাধাকৃষ্ণ উপাস্য রহস্য সুখকে অধিকারী॥
নবরস মুখ্য শিংগার বিবিধ ভাং তিন করি গায়ৌ।
বদন উচ্চরত বের সহ পাইল হৈবে ধায়ৌ॥
অঙ্গীকার কী অবধি যহ জ্যো আখ্যা ভ্রাতা জলজ।
শ্রীমদনমোহন সূরদাস কী নাম শৃংখলা জোরী অটল।"

গোপীনাথের মন্দির।

গোবিন্দজী ও মদনগোপালের মন্দির-প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইল। দিল্লীশ্বর অকবর যে সময় বৃন্দাবনে গোস্বামি-দর্শনে আগমন করেন, তৎকালে কচ্ছবাহ-ঠাকুরবংশীয় রায়সিংহ নামে তাঁহার এক সভাসদ্ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইনি শেখাবতীর কচ্ছবাহঠাকুরবংশ-প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র; রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে ইনিও মানসিংহের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি বৃন্দাবনের গোপীনাথের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অবশেষে ইনি গোস্বামি-গণের তত্ত্বাবধানে গোপীনাথের এক সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখন সেই মন্দিরের নিতান্ত ভগ্নাবস্থা। প্রাচীন মন্দিরের মধ্য-মণ্ডপ ও তিনটী কলসই এককালে নষ্ট হইয়াছে। ইহার পার্শ্বেই ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমার ঘোষ নামে এক বাঙ্গালী কায়স্থ বর্ত্তমান মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

কেশিঘাটে যুগলকিশোরের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরটী ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন, এই মন্দিরটী কচ্ছবাহঠাকুর রায়সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নোন্‌করণের

কীর্ত্তি। এই মন্দিরেরও গর্ভগৃহ এককালে নষ্ট হইয়াছে। ইহার নাটমণ্ডপের খিলানে যথেষ্ট স্থাপত্যনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। এই খিলানের নীচে গোবর্দ্ধনধারীর গোবর্দ্ধনলীলা খোদিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই মন্দিরটীও এখন পরিত্যক্ত, কপোত ও চটকের একমাত্র আবাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাধাবল্লভজীর মন্দিরও জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হরিবংশ গোঁসাই এই মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা। সুন্দরদাস নামক এক কায়স্থের বায়ে ১৬৪১ সংবতে হরিবংশ মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। হরিবংশের দুই পুত্র ছিলেন, ব্রজচাঁদ ও কৃষ্ণচাঁদ। ব্রজচাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি রাধাবল্লভের অধিকারী। কৃষ্ণচাঁদ রাধারমণের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার বংশধরেরাই এখন রাধারমণের অধিকারী।

রাধাবল্লভজীর মন্দির।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ব্রজধামে যাহা কিছু প্রাচীন কীর্ত্তি ছিল, খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৫শ শতাব্দ মধ্যে তাহার এককালে ধ্বংসকার্য্য সংসাধিত হয়। তৎপরে যোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলে আর কেহ কোন দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে সাহসী হন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের বৃন্দাবনে বাস এবং তাঁহাদের অসাধারণ প্রেমভক্তিগুণে মুসলমান সম্রাট্ অকবরের মন বিচলিত হওয়ায় আবার হিন্দুগণ বৃন্দাবনে দেবকীর্ত্তি জাগাইতে সাহসী হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় গোস্বামিগণের প্রভাবে ব্রজধাম পুনরুদ্ধার হইয়াছিল বলিয়াই আজও বৃন্দাবনে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ প্রধান সম্মানলাভের অধিকারী রহিয়াছেন। বলিতে কি, ভগবানের লীলাস্থলী বাঙ্গালী হইতে উদ্ধার হইয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা

নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চেষ্টাতেই যে এখনকার বৃন্দাবনের সর্ব্বপ্রাচীন গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল মন্দিরে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত স্থাপত্যশিল্প দেদীপ্যমান; এখন উহার অধিকাংশ নষ্ট হইলেও স্থাপত্যশিল্পীর নিকট অতি সুন্দর, অতি প্রশংসনীয় এবং দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া আদৃত হইবে।

অকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজহানের রাজত্ব পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডলে মুসলমান অত্যাচার ঘটে নাই। ঐ সময়ে মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও গোকুলে নানা স্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুর দুরদৃষ্টক্রমে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগুলির ন্যায় বহু দেবালয় অরঙ্গ-জেবের দৌরাত্ম্যে নষ্ট ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অরঙ্গজেবের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় সকল প্রাচীন মূর্ত্তিই স্থানান্তরিত করা হয়, তন্মধ্যে মেবারের রাণা রাজসিংহ মথুরার সুপ্রসিদ্ধ কেশবদেবকে আনিয়া নাথদ্বারে * প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ছাড়া নাথদ্বারে মথুরার উপকণ্ঠ হইতে নবনীত মূর্ত্তি, কোটায় মথুরার মথুরানাথ, বৃন্দাবনের মদনমোহন এবং গোকুল হইতে গোকুলনাথ ও গোকুলচন্দ্রমামূর্ত্তি এবং সুরাটে মহাবনের প্রসিদ্ধ বালকৃষ্ণমূর্ত্তি আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

মথুরা ও বৃন্দাবনের নানা কৃষ্ণমূর্ত্তি ও দেবালয় পরিদর্শন করিলে

* নাথদ্বারের প্রাচীন নাম সিয়াড়। কেশবদেবকে মেবারে আনিবার সময় এই গ্রামে আসিয়া কেশবদেবের রথচক্র বসিয়া যায়, বহু চেষ্টাতেও চক্র আর উঠিল না। ভগবানের ইচ্ছা মনে করিয়া তথায় কেশবদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইল, তাহা নাথজীর মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। এই নাথজী হইতে ক্রমে নাথদ্বারের নামকরণ হইয়া গেল।

সহজেই জানা যাইবে যে, এখানে বৈষ্ণবগণের পুনরভ্যুদয়কালে প্রথমে চৈতন্যসম্প্রদায়ী প্রাধান্যলাভ করেন। এমন কি দিল্লী পর্য্যন্ত তাঁহাদের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সম্প্রদায়ের প্রভাব এখনও বৃন্দাবন হইতে লুপ্ত হয় নাই।

চৈতন্যসম্প্রদায়ের পর এখানে রাধাবল্লভী-সম্প্রদায় দেখা দিলেন। হরিবংশ‡ নামে শাহরণপুর জেলাস্থ দেববনবাসী এক গৌড়ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। আগ্রায় ১৫৫৯ সংবতে ইঁহার জন্ম। যথাকালে ইনি পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। হোদলের নিকটবর্ত্তী চর্থাবল নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুই কন্যাসহ দেখা দিলেন। বিপ্র হরিবংশকে জানাইলেন যে, ভগবানের প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তাঁহাকে ঐ দুই কন্যা বিবা[হ] করিতে হইবে। যাহা হউক, বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়া তিনি আবার কিছু বেশী রসিক হইয়া পড়িলেন। বিবাহের পর তাঁহার নব শ্বশুর তাঁহাকে রাধাবল্লভ মূর্ত্তি দিয়া যান। সেই রাধাবল্লভের নামে কিশোরীভজন ও কামসাধন মত প্রচার করেন। ক্রমে তাঁহার অনেক শিষ্য জুটিল। রাধাবল্লভের মন্দির তাঁহারই কীর্ত্তি

তুজুক নামক মুসলমান ইতিহাসে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে

† নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রাচীন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চৈতন্য দেব মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা মধ্যে গণ্য এবং তাঁহা হইতে নিমানন্দ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। [ব্রজপরিক্রমা ২৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

‡ বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় গোস্বামিগণ যেমন চৈতন্যমতপরিপোষক শত শত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; হরিবংশ ও তাঁহার শিষ্য ধ্রুবদাস প্রভৃতি রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের জন্য সেইরূপ স্ব স্ব মতসমর্থক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

উজ্জয়িনী হইতে মথুরায় যদুরূপ নামে এক সাধু আগমন করেন, অকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়েই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারও অনেক শিষ্য হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের কোন নিদর্শন নাই।

অকবরের অধিকারকালে বৃন্দাবনে আর একজন সাধুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাঁহার নাম স্বামী হরিদাস। কোল গ্রামের নিকট বর্ত্তমান হরিদাসপুরে ব্রহ্মধীরের পুত্র জ্ঞানধীর নামে এক সনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি গিরিধারীর উপাসক ছিলেন। তৎপুত্র আশাধীর। এই আশাধীরের পুত্র সাধু হরিদাস। হরিদাস একজন সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তাঁহার এক ক্ষত্রিয়শিষ্য তাঁহাকে স্পর্শমণি অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া তাহা যমুনায় ফেলিয়া দেন, কারণ কামিনীকাঞ্চনে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। অকবরের প্রিয় গায়ক মীঞা তানসেন এই হরিদাসের শিষ্য; স্বামী হরিদাসের প্রভাবেই তানসেন অপূর্ব্ব সঙ্গীতশক্তি লাভ করেন। স্বয়ং অকবর তানসেনের নিকট তাঁহার গুরুর অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া বৃন্দাবনে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। এ সময়ে হরিদাস প্রিয়শিষ্য তানসেনকে আদর করিয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লীশ্বরের পরিচয় জানিয়াও তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। এখানে অকবর স্বামীজীর নানা অলৌকিক শক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া স্বামীজীর অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহার দেবসেবায় জন্য কিছু সম্পত্তি দান করেন।

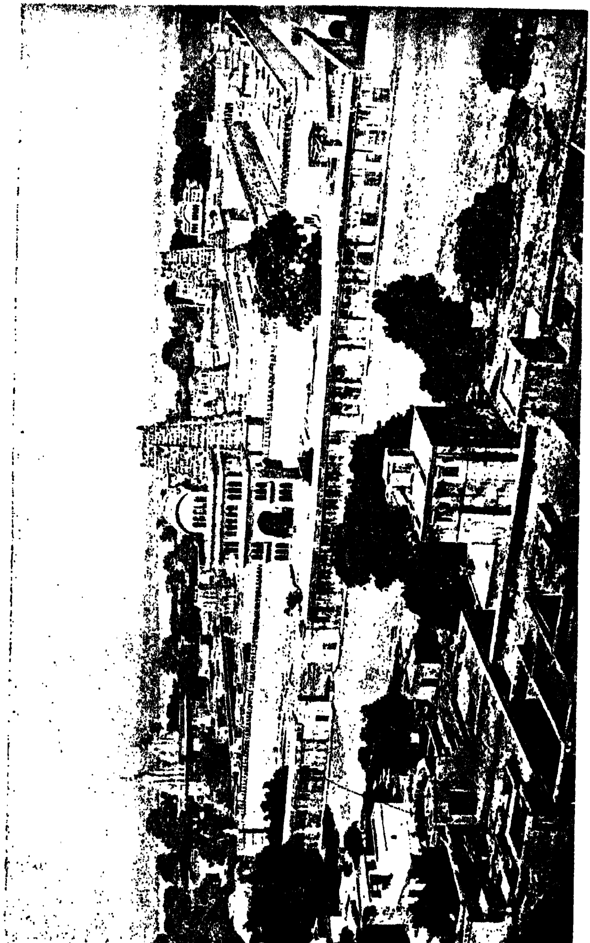
কুঞ্জবিহারী হরিদাসের উপাস্য ইষ্টদেবতা। প্রথমে তাঁহার শিষ্যগণের ব্যয়ে কুঞ্জবিহারীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। অল্পদিন হইল

স্বামী হরিদাসের বংশধর গোঁসাইগণের চেষ্টায় ও বহুদূরদেশবাসী শিষ্যগণের অর্থানুকূল্যে ৭০০০০৲ টাকা ব্যয়ে কুঞ্জবিহারীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সচরাচর এই মন্দির বিহারীজী বা বাঙ্কে-বিহারী নামে আখ্যাত। এইমন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতি সুন্দর। বৃন্দাবনের মধ্যে ইহাও একটী দ্রষ্টব্য সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বহু দূরদেশ হইতেও স্বামী হরিদাসের ভক্তগণ এই মন্দিরদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন।

বৃন্দাবনে কেশিঘাটে রামজীর মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে মলূক-দাসী -সম্প্রদায়ের একটী পাট আছে। অরঙ্গজেবের অধিকার-কালে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব। স্বামী হরিদাসের প্রবর্ত্তিত ভক্তি ও শান্তিবাদ মলূকদাসীরা গ্রহণ করিলেও তাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন।

মথুরার ধ্রুবশৈলে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের এক অতি প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ মন্দির দেখিলে মনে হইবে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত এখানে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আগমন হইয়াছিল। মথুরামণ্ডলে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি ও বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল,—অরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে সে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। বৃন্দাবনের নানা স্থানে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। বাথি ও কোকিলবনে এই সম্প্রদায়ী সাধু সন্ন্যাসীর গোফা আছে।

রামানুজ-প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের প্রভাব সমস্ত দক্ষিণভারতে বহুকাল হইতে বিস্তৃত হইলেও ব্রজধামে তাঁহাদের কোন পূর্ব্ব-নিদর্শন নাই। শ্রীসম্প্রদায়ীরা প্রধানতঃ বড়গলৈ ও তেঙ্কলই এই দুই শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে তেঙ্কলই শাখা কিছুদিন হইল বৃন্দাবনে দেখা দেন। প্রসিদ্ধ ধনকুবের শেঠ লখ্‌মিচাঁদ তেঙ্কলই গুরুর



মহিমায় মুগ্ধ হন। তিনি জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গুরুর নিকট শ্রীবৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শ্রীরঙ্গজীর মন্দির শেঠ লখ্‌মিচাঁদের বিশাল কীর্ত্তি। সাধারণতঃ উহা 'শেঠের মন্দির' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এই মন্দির উত্তরভারতে নির্ম্মিত হইলেও দাক্ষিণাত্য-স্থাপত্যনৈপুণ্যের কতকটা আভাস লক্ষিত হয়। বৃন্দাবনের পূর্ব্বসমৃদ্ধি কিছুই নাই বটে, কিন্তু ঐ শেঠের মন্দির পূর্ব্বস্মৃতির কতকটা আভাস জাগাইয়া রাখিয়াছে।

ইদানীন্তন কালের আর একটী কীর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রমার বৃহৎ মন্দির। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবু ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রকাণ্ড-কাণ্ড সম্পাদন ও রাধাকুণ্ডের সংস্কার করেন। লালাবাবুর সংসার-বৈরাগ্য ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় কেবল বাঙ্গালা বলিয়া নহে, বৃন্দাবন মথুরায় সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহাতীর্থ ভাবিয়া বহু-দূরদেশ হইতে বৈষ্ণবগণ লালাবাবুর কুঞ্জ দেখিতে গিয়া থাকেন। এখানে অতিথি-সেবার জন্য লালাবাবু লক্ষাধিক মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন; সেই সম্পত্তির আয় হইতে এখানকার দেবসেবা, শতশত অতিথি ও তীর্থযাত্রীর রাজভোগের বন্দোবস্ত আছে। এরূপ সেবার বন্দোবস্ত অন্যত্র বিরল।

ইদানীন্তনকালে আরও অনেক দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবনে জয়পুররাজের প্রতিষ্ঠিত নব মন্দির এবং রাধাকুণ্ডে রায় বনমালী রায়* বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত রাধাবিনোদের মন্দির

* বারেন্দ্র-কায়স্থকুলে এই প্রসিদ্ধ জমীদারের জন্ম। প্রায় ১৫ বৎসর হইল, ইনি অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন এবং রাধাবিনোদের

ও বৃন্দাবনে রাধাবিনোদবাগ ও তন্মধ্যস্থিত শ্রীমন্দির উল্লেখযোগ্য। রায় বনমালী বাহাদুরও উক্ত দেবসেবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন।

কবির পরিচয়।

ভক্তকবি পণ্ডিত শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ব-বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন॥
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই।
বেদে গায় তুয়া কৃপা বিনা গতি নাই॥"

(ভক্তিরত্নাকর উপসংহার)

সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। পণ্ডিত বিশ্বরূপ দাসের সাহায্যে ইনি শ্যামকুণ্ড সংস্কার করাইয়াছেন। ইঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তি ও সংসার-বৈরাগ্য দর্শনে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে "রাজর্ষি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে জানা গেল যে, কবির নামান্তর ঘনশ্যাম তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ। তাঁহার পিতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও গৌরপদতরঙ্গিণী-সংকলয়িতা শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কবি-নরহরিকেও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। * কিন্তু নরহরির রচিত ভক্তিরত্নাকরের প্রতি তরঙ্গের শেষে—

"শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥"

এইরূপ উক্তি পাঠ করিলে শ্রীনিবাসাচার্য্যকেই যেন তাঁহার গুরু আচার্য্য বা গুরু বলিয়াই মনে হয়। জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন, ঘনশ্যাম শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না; কারণ গোবিন্দ ও জ্ঞানদাসের প্রাদুর্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে, শ্রীনিবাসের প্রাদুর্ভাবকাল তাহারও পূর্ব্বে; কিন্তু গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের বন্দনা যখন ঘনশ্যাম করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদের পরবর্ত্তী, সুতরাং শ্রীনিবাসেরও পরবর্ত্তী লোক।" †

কিসে নরহরি বহু পরবর্ত্তী, ভদ্র মহাশয় তাঁহার কোন প্রমাণ দেন নাই! আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও নরহরিকে প্রায় এক সময়েরই লোক বলিয়া মনে

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ ৩৪৬ পৃঃ ও গৌরপদ-তরঙ্গিণী (উপক্রমণিকা) ৭৭ পৃঃ।

† গৌরপদ-তরঙ্গিণী ৭৭ পৃঃ।

করি। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস যে এক সময়ের লোক, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ আপনাকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীনিবাস কৈশোরবয়সে বৃন্দাবন যাত্রা করেন।* তাঁহার বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রূপসনাতনের তিরোধান ঘটিয়াছিল। সনাতন গোস্বামী লঘুতোষণীর শেষে লিখিয়াছেন,—

"শাকে ষট্‌সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপক্ষৈকগণিতে তথা ॥"

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৃহত্তোষণী নাম্নী টীকা ১৪৭৬ শকে এবং তাহারই সংক্ষিপ্ত লঘুতোষণী নাম্নী টীকা ১৫০৪ শকে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং ১৫০৪ শকেরও পর ১৫০৬ কি ১৫০৭ শকে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান ঘটে, তৎপরে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে আগমন। তখন তাঁহার কৈশোর কাল অর্থাৎ বয়স ১২।১৩ বর্ষ মাত্র, তখনও তাঁহার দীক্ষা হয় নাই। এরূপ স্থলে ১৫০০ শকের কিছু পূর্ব্বে বা ঐ সময়ে শ্রীনিবাসের জন্ম।† শ্রীরূপসনাতনের ন্যায় শ্রীনিবাসাচার্য্যও দীর্ঘজীবী ছিলেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে থাকিয়া সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রায় ২৩।২৪ বর্ষে (প্রায় ১৫২৩-৪ শকে) শ্যামানন্দের

* "কৈশোর বয়সে অতি সুন্দর শরীর।
যে দেখে যারেক সে হইতে নারে স্থির ॥" (ভক্তিরত্নাকর)

† ভদ্র মহাশয়ের মতে, ১৪৬৫ কি ১৪৬৬ শকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম, কিন্তু তাঁহার এই মত সমীচীন নহে। কারণ তিনিই ত লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমনের পূর্ব্বেই রূপসনাতনের তিরোধান ঘটিয়াছিল।

(গৌরপদ-তরঙ্গিণী উঃ ৯৫ পৃঃ)

সহিত বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহ লইয়া গৌড়দেশে প্রচার করিতে আসেন। পথে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর সে সকল বৈষ্ণব-গ্রন্থ চুরি করেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের ইতিবৃত্ত পাঠেও আমরা জানিতে পারি যে, ৮৮১ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৫১৯ শকে বীর হাম্বীর রাজা হন *। তাঁহার রাজা হইবার কএক বর্ষে পরে যে শ্রীনিবাসের আগমন ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশেষে শ্রীনিবাসাচার্য্যের অনুগ্রহে রাজা বীরহাম্বীরের মতি গতি ফিরিয়া ল, মল্লপতি একজন পরম বৈষ্ণব ভক্ত হইয়া ছিলেন। বলিতে কি, পরে রাজা বীরহাম্বীরের প্রভাবেই বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে শ্রীনিবাসাচার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

ভক্তিরত্নাকর পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, রাজা বীর হাম্বীরের উপর শ্রীনিবাসাচার্য্যের অনুগ্রহবিতরণের বহু বর্ষ পরে তিনি রামচন্দ্র কবিরাজকে শিষ্য করিলেন। তাঁহার পর রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অবশ্য এ সময়েও কবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর জন্ম হইয়াছিল কি না, সন্দেহ! এ সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও একজন নবীন যুবক। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পিতা জগন্নাথ পিতৃগুরুবংশ বলিয়াই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক, তাঁহা অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন।

নরহরি চক্রবর্ত্তী বালককালে অনেকটা উদ্ধত প্রকৃতি ছিলেন, অসৎ সংসর্গে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল, এই কারণেই বোধ হয় তিনি নিজ পরিচয় দানকালে লিখিয়াছেন—

* W. W. Hunter's Rural Bengal, p. 445.

২। "মরি মরি গৌর মুরতি অপরূপ।
ভুবনমোহন মনমথ ভূপ॥
কি করব অগণিত নয়ন না ভেল।
দারুণ দৈব দরশে দুখ দেল॥
রাখি হৃদয় ভরি ইহ অভিলাষ।
অমূল রতন সম না করি পরকাশ॥
কৌনে গঢ়ল তনু বলনি সুঠাম।
মধু সরবস এ জগতে অনুপাম॥
অনুদিন রজনী শেষে হাম পেখি।
ঐছন শয়ন কবহুঁ নাহি দেখি॥
তাহে বুঝলুঁ নব ঘুম বিরাজ।
নরহরি ইথে কি জাগাওব আজ॥"

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস অথবা গোবিন্দদাসের মত নরহরি পদগুলি উচ্চ স্থান অধিকার না করিলেও তাঁহার পদাবলিতে লালিত্য, মাধুর্য্য ও কবিত্বনৈপুণ্যের অভাব নাই। সে কালে গ ইতিহাস লিখিবার নিয়ম ছিল না, নরহরি অতি সরল কথা পদ্যে সে কালের বৈষ্ণবসমাজ-চিত্র প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশালকী ভক্তিরত্নাকর ব্যতীত তিনি প্রক্রিয়াপদ্ধতি, গৌরচরিতচিন্তাম গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাসচরিত, ও নরোত্তমবিলা রচনা করেন। ঐ সমুদয় বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সহিত বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরাট্ রাজ্যে প্রেম ও ভক্তির জয়পতাক উড়াইয়া গিয়াছেন। নরোত্তমবিলাস সম্ভবতঃ তাঁহার পরিণ বয়সের ফল, এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য তাঁহার সেরূ

আগ্রহ নাই। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর হইতেও এই গ্রন্থে তিনি সুশৃঙ্খলা ও পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

শেষে একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কবি সর্ব্ব-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয় দেখাইতে গিয়া বেদ-প্রমাণ তুলিতেও বিস্মৃত হন নাই—যেমন আলোচ্য ব্রজপরিক্রমায় ২২৪ পৃষ্ঠায় অথর্ব্ববেদের প্রমাণ এবং ২৫৭ পৃষ্ঠায় সামবেদের প্রমাণ। বলিতে কি, অথর্ব্বসংহিতা ও সামবেদ-সংহিতার কোন শাখায় ঐ প্রমাণটী পাওয়া যায় নাই। যিনি ঐ দুইটী প্রমাণ পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে বৈদিক ভাষায় ঐ দুইটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ রচিত হয় নাই।

উপসংহার।

ব্রজ-পরিক্রমা বৃহৎ গ্রন্থ, এই গ্রন্থ অনুসারে সকল স্থান দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সচরাচর সাধু বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনের যে যে স্থান পরিক্রমণ করিতে যান, তাহা কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত বৃন্দাবনধ্যান ও বৃন্দাবন-পরিক্রমায় বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণব সমাজের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য "ক" ও "খ" পরিশিষ্টে এই দুই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

ব্রজ-পরিক্রমা

প্রস্তাবনা

জয় জয় গৌর-গোবিন্দ[১] সর্ব্বেশ্বর।
জয় জয় নিত্যানন্দ[২] দেব হলধর ॥১
জয় অদ্বৈত[৩] ভক্তিদাতা-শিরোমণি।
জয় পণ্ডিত গদাধর[৪] প্রেম-খনি ॥২
জয় জয় শ্রীবাস-পণ্ডিত[৫] দীনবন্ধু।
জয় সনাতন রূপ[৬] করুণার সিন্ধু ॥৩
জয় দয়াময় প্রভুর ভক্তগণ।
অনুগ্রহ কর সবে লইনু শরণ ॥৪
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিএ শুন* হইয়া সদয় ॥৫
শ্রীনিবাসাচার্য্য[৭] নরোত্তম[৮] মহাশয়।
শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে কহনে না হয় ॥৬
একদিন শ্রীজীব-গোস্বামী[৯] কৈল মনে।
দোঁহে পাঠাইব শীঘ্র সর্ব্বত্র দর্শনে ॥৭

* আদর্শ পুথির সর্ব্বত্র 'সুন' এইরূপ দন্ত্যসকারযুক্ত পাঠ আছে, ইহাই প্রাচীন বাঙ্গালার প্রকৃত পাঠ। [সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কাশী-পরিক্রমা ১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

সঙ্গে কে যাবেন মনে ঐছে বিচারিতে।
রাঘব-গোসাঞি[১০] আইলা গোবর্দ্ধন হইতে ॥৮
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে দেখি হর্ষ হৈয়া।
জিজ্ঞাসিল কুশল আসনে বসাইয়া ॥৯
তেঁহো কহে ব্রজে আমি করিব ভ্রমণ।
এই হেতু হৈল শীঘ্র আমার গমন ॥১০
শ্রীজীব কহএ ভাল হৈল সর্ব্ব মতে।
শ্রীনিবাস নরোত্তম যাবেন সঙ্গেতে ॥১১
শুনি শ্রীরাঘব অতি আনন্দ পাইলা।
হেনকালে শ্রীনিবাস নরোত্তম আইলা ॥১২
দুহুঁ প্রণমিতে দোঁহে কৈলা আলিঙ্গন।
হইল দোহাঁর মহা উল্লাসিত মন ॥১৩
শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
শ্রীবন-ভ্রমণ-কথা কহিল উল্লাসে ॥১৪
শুনি শ্রীনিবাস নরোত্তম হর্ষ মনে।
সর্ব্বত্র বিদায় হইলেন শুভক্ষণে ॥১৫
শ্রীজীব গোস্বামী মহামনের সন্তোষে।
করিল বিদায় নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥১৬
শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তমে লইয়া।
গেলেন মথুরা অতি উল্লাসিত হিয়া ॥১৭
কেশবদেবের শ্রীমন্দির সন্নিধানে।
রহিলেন শ্রীসুবুদ্ধি[১১] ছিলেন যেখানে ॥১৮

শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের কথা করিয়া শ্রবণ।
সন্ধ্যা সময়েতে কৈলা শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ॥১৯
প্রেমানন্দে সদা মত্ত রাঘব গোসাঞি।
রাঘবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই ॥২০
দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাকুলীন প্রচার।
পরম বৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁর ॥২১

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১৬২ শ্লোকঃ—
শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাদ্যরাঘব-গোস্বামী গোবর্দ্ধন-কৃতস্থিতিঃ ॥
ভক্তিরত্ন-প্রকাশাখ্যো গ্রন্থো যেন প্রকাশিতঃ।

দীন হীনে অনুগ্রহ সীমা দেখাইলা।
ভক্তি-রত্ন-প্রকাশাদি গ্রন্থ যে বর্ণিলা ॥২২
যাহার সর্ব্বস্ব শ্রীপর্ব্বত গোবর্দ্ধন।
গোবর্দ্ধনে বাস সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥২৩
মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে ভ্রমণ করে রঙ্গে।
মধ্যে মধ্যে রহে দাস গোস্বামীর[১২] সঙ্গে ॥২৪
কভু কভু এক যোগে আসি বৃন্দাবনে।
মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে ॥২৫
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিত্র সদা গায়।
না ধরে ধৈরজ নেত্র জলে ভাসি যায় ॥২৬
ধূলায় ধূসর স্পৃহা নাই ভক্ষণেতে।
প্রবল বৈরাগ্য চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥২৭

মথুরা-মাহাত্ম্য

শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রেমভক্তিময়।
দোঁহে এক জানি স্নেহ করে অতিশয় ॥২৮
প্রদোষ সময়ে দোঁহে কহএ বিরলে।
কৃষ্ণের অশেষ লীলা মথুরা-মণ্ডলে ॥২৯
মথুরা-মণ্ডলে রাজা বজ্রনাভ[১৩] হইলা।
কৃষ্ণলীলা নামে বহু গ্রাম বসাইলা ॥৩০
শ্রীবিগ্রহ-সেবা কৈলা কুণ্ডাদি প্রকাশ।
নানারূপে পূর্ণ হইল তাঁর অভিলাষ ॥৩১
কথোদিন পরে সব হইল গুপ্ত প্রায়।
তীর্থ-প্রসঙ্গাদি কেহো না করে কোথায় ॥৩২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার।
মথুরা আইলা হইলা কৌতুক অপার ॥৩৩
করিয়া ভ্রমণ কিছু দিগ্ দর্শাইলা।
সনাতন-রূপ-দ্বারে[†] সব প্রকাশিলা ॥৩৪
যদ্যপি সে সব স্থান বেদ্য সে দোঁহার।
তথাপি করিলা শাস্ত্ররীত অঙ্গীকার ॥৩৫
নানা শাস্ত্র প্রমাণ করিয়ে সঙ্কলন।
করিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুইজন ॥৩৬

† দ্বারে=দ্বারা, কর্ত্তৃক।

গুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি।
ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ রসের মাধুরী ॥৩৭
প্রভুপ্রিয় রূপসনাতনের কৃপায়।
মথুরা-মহিমা এবে সর্ব্ব লোকে গায় ॥৩৮

তথাহি আদিবারাহে ১৫৮। ১।

"বিংশতি র্যোজনানান্ত মাথুরং মম মণ্ডলং।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥

মথুরা-মণ্ডল এই বিংশতিযোজনে।
ঘুচয়ে পাতক সব যথা তথা স্নানে ॥৩৯

তথাহি আদিবারাহে (১৫৮ অঃ)*

সূর্য্যোদয়ে তমো নশ্যেৎ যথা বজ্রভয়ান্নগাঃ।
তার্ক্ষং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতা ইব ॥
তত্ত্বজ্ঞানাদ্‌যথা দুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ।
তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরাদর্শনাৎ ক্ষণাৎ ॥
অন্যদ্‌যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে হরগৌরীসম্বাদে (৩৯এঃ)
যথা তৃণসমূহন্ত জ্বলয়ন্তি স্ফুলিঙ্গকাঃ ॥
তথা মহান্তি পাপানি দহতে মথুরাপুরী ॥

যৈছে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূর করে।
যৈছে বজ্র ভয়েতে পর্ব্বত কাঁপে ডরে ॥৪০
গরুড়ে দেখিয়া যৈছে সর্প পায় ভয়।
যৈছে মেঘঘটা বায়ুস্পর্শে দূর হয় ॥৪১

* সোসাইটীর মুদ্রিত বরাহপুরাণে এই শ্লোক নাই, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে-সংগৃহীত হস্তলিপিতে আছে।

যৈছে তত্ত্বজ্ঞানে দুঃখ না রহে কিঞ্চিৎ।
সিংহে দেখি যৈছে মৃগ হয়েত কম্পিত ॥৪২
তৃণপুঞ্জ অগ্নিসংযোগেতে হয় যৈছে।
মথুরা-দর্শনে সর্ব্বপাপ ধ্বংস তৈছে ॥৪৩

তথাহি আদিবারাহে ১৬৮। ৯।
বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলং।
পদে পদেঽশ্বমেধানাং পুণ্যং নাত্র বিচারণং ॥

বিংশতি যোজন এই মথুরা মণ্ডলে।
পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞ পুণ্য মিলে ॥৪৪

তথাহি আদিবারাহে ১৬৬.৪৯।
অন্যত্র হি কৃতং পাপং তীর্থমাসাদ্য গচ্ছতি।
তীর্থে তু যৎকৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি ॥
মথুরায়াং কৃতং পাপং তত্রৈব চ বিনশ্যতি।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎপাপং সমুপার্জ্জিতং ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানেতে যে পাপ উপার্জ্জয়।
অন্যত্র কৃত সে পাপ মথুরা নাশয় ॥৪৫

পাদ্মে পাতালখণ্ডে (৩৮ অঃ)
বহুজন্মনি পাপানি সঞ্চিতানি নিবর্ত্তত্তে।
মথুরাপ্রভবং পাপং নশ্যন্তি ক্ষণমাত্রতঃ ॥

বহু জন্মার্জ্জিত পাপ মথুরা-বিনাশে।
মথুরামহিমা সর্ব্বপুরাণে প্রকাশে ॥৪৬

তথাহি বায়ুপুরাণে

মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ ॥*

মথুরায় কৈলে পাপ মথুরা নাশয়ে।
স্থিতি হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায়ে ॥৪৭

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে (৩৮ অঃ)

অন্যত্র দশভির্ব্বর্ষৈঃ প্রারব্ধং ভুঞ্জতে তু যৎ।
কিল্বিষং তন্মহাদেবি মাথুরে দশভির্দিনৈঃ ॥

অন্যত্র প্রারব্ধ পাপ ভুঞ্জে দশবর্ষ।
মথুরাতে সে পাপ ভুঞ্জয়ে দিন দশ ॥৪৮

তথাহি আদিবারাহে ১৫২।৮।

ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমস্ত মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে ॥

সর্ব্বতীর্থ অধিক শ্রীমথুরা নিশ্চয়।
কৃষ্ণ প্রিয়স্থান ঐছে অন্যত্র না হয় ॥৪৯

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে (২৩ অঃ)

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
যৎ ফলং ভারতে বর্ষে তৎফলং মথুরাং স্মরন্ ॥

ভারতবরষে যাহা মিলে বহু দিনে।
সে ফল মিলয়ে এই মথুরা স্মরণে ॥৫০

* প্রচলিত বায়ুপুরাণে এই শ্লোকটী পাওয়া গেল না।

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে (৩৮ অঃ)

ন দৃষ্টা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে।
যত্র তত্র মৃতস্যাস্য মাথুরে জন্ম জায়তে॥

যে না দেখি মথুরা দেখিতে যে বা যায়।
যথা তথা মৈলে সে মাথুরে জন্ম পায়॥৫১

তথাহি আদিবারাহে ১৬৮। ১২।

ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ।
তীর্থসংখ্যা চ বসুধে মথুরায়াং ময়োদিতা॥

স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে (২৪ অঃ)

রজসাং গণনা ভূমেঃ কালে নাপি ভবেন্নৃপ।
মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে॥(১)

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরা বহু তীর্থাশ্রয়।
মথুরাতে তীর্থ যত সংখ্যা নাহি হয়॥৫২

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে (৩৮ অঃ)

কুরু ভো কুরু ভো বাসং মাথুরীয়াং পুরীং প্রতি।
যত্র গোপ্যশ্চ গোবিন্দস্ত্রৈলোকস্য প্রকাশকঃ॥(২)

(১) হে নৃপ! কালে ভূমির বালুকাসমূহেরও গণনা হইতে পারে, কিন্তু মথুরামণ্ডলে যে সকল তীর্থ আছে, কদাপি তাহার সংখ্যা করা যাইতে পারে না। (মথুরা-খণ্ড)

(২) অহে জীব! যেখানে গোপীগণ এবং ত্রিলোকের প্রকাশক হরি নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, সেই মথুরাপুরীতে বাস কর। (পাতালখণ্ড)

তথাহি তত্রৈব।

রে রে সংসারমগ্নাঢ্য শিক্ষামেকান্ততঃ শৃণু।
যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে ॥(৩)

মথুরা নিবাস সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় এই মথুরা নিবাসে ॥৫৩

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ১৬।

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে চ (২৪ অঃ)

মথুরামপি সংপ্রাপ্য যোঽন্যত্র কুরুতে স্পৃহাং।
দুর্ব্বুদ্ধেস্তস্য কিং জ্ঞানমজ্ঞানেন বিমোহিতঃ ॥

যে মথুরা ত্যজি করে স্পৃহা অন্যত্রেতে।
সে অতি পামর মুগ্ধ প্রভুর মায়াতে ॥৫৪

তথাহি আদিবারাহে ১৭৯। ৩০।

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥
সারাৎসারতরং স্থানং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমং।
গতিমন্বেষমাণানাং মথুরা পরমা গতিঃ ॥(৪)

(৩) রে সংসারমগ্ন মূঢ়জীব! যদি নির্ম্মল সুখ ইচ্ছা কর, তবে মদীয় শিক্ষানুসারে মধুপুরে (মথুরাতে) নিয়ত বাস কর। (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

(৪) সারাৎসারতর পরম গুহ্যতম মথুরাপুরীই সদ্গতিপ্রেপ্সুদিগের একমাত্র গতি। (আদিবরাহপুরাণ ১৭৯।৩০)

যার কোন গতি নাই সর্ব্ব প্রকারেতে।
মথুরা তাহার গতি বিদিত শাস্ত্রেতে ॥৫৫
মথুরাতে স্বয়ং কৃষ্ণ স্থিতি নিরন্তর।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বিস্তারিত মনোহর ॥৫৬

তথাহি আদিবারাহে ১৬৯। ১।

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে নহি বিদ্যতে।
যস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়ান্তু সর্ব্বদা ॥(৫)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।৮।৪২।

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচিঃ।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥(৬)

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ১।১২। ৫।

হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলং।
শত্রুঘ্নো মথুরানাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥
তত্রৈব দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ ॥(৭)

(৫) হে দেবি! যে মথুরাতে আমি নিয়ত বাস করিতেছি, ত্রৈলোক্যের ভিতর সেই মথুরার তুল্য শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র আর নাই। (আদিবরাহপুরাণ)

(৬) অতএব হে বৎস! তুমি এই সন্নিহিত যমুনাতটবর্ত্তী অতি পবিত্র মঙ্গলদায়ক ও পুণ্যজনক মধুবনে গমন কর, তথায় নিত্যই নিত্যধনপ্রদানকারী শ্রীহরির দর্শন পাইবে। (ভাগবত ৪।৮।৪২)

(৭) শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবণ-রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া যেখানে মথুরা নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন, তথায় দেব দেব ভগবান্ শ্রীহরি নিয়ত বিরাজ করিতেছেন; এবং সেই সর্ব্বপাপহারী তীর্থে শত্রুঘ্ন নিজেও তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ১। ১২। ৫)

তথাহি বায়ুপুরাণে—

চত্বারিংশাদ্‌যোজনানাং ততস্তু মথুরা স্থিতা।
তত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥(৮)

শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতে মথুরায় রতি হয়।
পুণ্যদান তপাদিতে অলভ্য নিশ্চয় ॥৫৭

তথাহি আদিপুরাণে—

ন তৎ পুণ্যৈর্ন তদ্দানৈর্ন তপোভির্ন তজ্জপৈঃ।
ন লভ্যং বিবিধৈর্যাগৈ র্লভ্যতে মদনুগ্রহাৎ ॥(৯)
শ্রীবিষ্ণুকৃপয়া নূনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি।
বিনা কৃষ্ণপ্রসাদেন ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি ॥(১০)

তথাহি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—

হরৌ যেষাং স্থিরা ভক্তির্ভূয়সী যেষু তৎ কৃপা।
তেষামেব হি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ ॥(১১)

মথুরালভ্য ভগবদ্ধ্যানাদিতে হয়।
অন্যথা অপ্রাপ্য মধুপুরী সুনিশ্চয় ॥৫৮

(৮) চল্লিশ যোজনান্তর যেখানে মথুরা পুরী অবস্থিত আছে, তথায় প্রত্যক্ষদেবতা হরি স্বয়ং নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। (বায়ুপুরাণ)

(৯) যজ্ঞ, দান, তপঃ, জপ প্রভৃতির পুণ্যফলে যে মথুরা প্রাপ্তি না ঘটে, তাহা কেবলমাত্র আমার অনুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে।

(১০) নারায়ণের কৃপায় নিশ্চয়ই তথায় নিয়ত বাস করা যায়, কিন্তু তিনি সুপ্রসন্ন না হইলে ক্ষণমাত্রও কেহ সেখানে বাস করিতে পারে না।

(১১) হরির প্রতি যাহাদিগের অটল শ্রদ্ধা এবং হরিরও যাহাদিগের প্রতি অপরিসীম দয়া, সেই পরম ধন্য সাধুপুরুষদিগেরই মাত্র মথুরার প্রতি স্পৃহা হয়।

তথাহি পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—

যদা বিশুদ্ধাস্তপ আদিনা জনাঃ শুভাশ্রয়া ধ্যানধনা নিরন্তরং।
তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং পুরীং ন চান্যথা কল্পশতৈ র্দ্বিজোত্তম ॥(১২

শ্রীমথুরা মোক্ষপ্রদা সর্ব্ব প্রকারেতে।
পুরাণাদি কহে ব্যক্ত বিদিত জগতে ॥৫৯

তথাহি আদিবারাহে—

যা গতির্যোগযুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ মথুরায়াং নরস্য চ ॥(১৩)
তীর্থেচৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা ॥(১৪)

কাশ্যাদিপুর্য্যো যদি সন্তি লোকে তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
আজন্মমৌঞ্জীকৃতমৃত্যুদাহৈ র্নৃণাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মোক্ষং ॥(১৫)

(১২) হে দ্বিজবর! লোক যে সময় তপঃ আদি দ্বারা পরিশুদ্ধ হয় এবং নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ হইয়া শুভ পথ আশ্রয় করে, তখনই আমার সেই শ্রেষ্ঠ মথুরা পুরীর দর্শন পায়, কিন্তু ইহার অন্যথাভাবে শতকল্প ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও উহার দর্শন লাভ হয় না। (পদ্মপুরাণ)

(১৩) তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মনীষী ব্যক্তি যোগসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক যে গতি লাভ করেন, মথুরায় ত্যক্ত প্রাণ ব্যক্তিরও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে।

(১৪) তীর্থ, গৃহ, পথ, অঙ্গন (উঠান), ইহার যেখানেই লোকের মৃত্যু হউক না কেন, যদি অন্তিমকালে ঐ সকল লোক একবার মথুরার চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়।

(১৫) সংসারে কাশী প্রভৃতি যে কয়েকটী মোক্ষধাম বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে মথুরাই সর্ব্বাগ্রগণ্যা, কেন না ইনি লোকের জন্মজন্মান্তরীয় মৌঞ্জীকৃত মেখলাধৃত (দেহের) মৃত্যু ও দাহনের সঙ্গে সঙ্গেই চারিপ্রকার মোক্ষের বিধান করেন।

কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যা মথুরায়াং মৃতা হি যে।
কুলাৎ পতন্তি যে বৃক্ষাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥(১৬)

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

চাণ্ডালপুক্কসস্ত্রীণাং জীবহিংসারতস্য চ।
মথুরাপিণ্ডদানেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥(১৭)
প্রণাল্যামিষ্টকে চেতি শ্মশানে ব্যোম্নি মঞ্চকে।
অট্টালে বা মৃতা দেবি মাথুরে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥(১৮)

তথাহি সৌরপুরাণে—

অস্তীহ মথুরা নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রবালুকাপূতবীথিকা ॥(১৯)
স্পর্শেন রজসস্তস্যা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ।(২০)

(১৬) কৃমি, কীট, পতঙ্গ, এমন কি নদীতীর হইতে উৎপাটিত বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত, যাহাদেরই মথুরায় মৃত্যু হউক না কেন, তাহারাই পরম গতি লাভ করিবে।

(১৭) জীবহিংসারত চণ্ডাল, পুক্কস প্রভৃতি নীচ জাতীয় পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগেরও যদি মথুরায় পিণ্ডদান করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

(১৮) হে দেবি! মথুরার অন্তর্গত পয়ঃপ্রণালী, ইষ্টকস্তূপ, শ্মশান, আকাশ, মঞ্চ, অথবা অট্টালিকোপরিস্থ গৃহ প্রভৃতি যে কোন স্থানেই লোকের মৃত্যু হউক না কেন, তাহারা অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবে। (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

(১৯) এখানে ত্রিলোকবিখ্যাত মথুরা নাম্নী পুরী আছে; তাহার পথ-সমূহের বালুকা শ্রীকৃষ্ণের পদধূলির সহিত মিশ্রিত হওয়ায় নিরন্ত পবিত্রতা লাভ করে।

(২০) উক্ত মথুরাপুরীর প্রতিপথের ধূলিকণামাত্রও স্পর্শ করিলে লোক জন্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। (সৌরপুরাণ)

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে (২৩ অঃ)

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরামহম্।
ইতি যস্য ভবেদ্বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥(২১)

বিষ্ণুলোকপ্রদ এই মথুরা-মণ্ডল।
সর্ব্বমতে নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥৬০

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে—

যে পশ্যন্ত্যচ্যুতং দেবং মাথুরে দেবকীসুতম্।
তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ক্ষরন্তে ন কদাচন॥ (২২)
যাত্রাং করোতি কৃষ্ণস্য শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥(২৩)

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ।
মথুরায়াং মৃতা যে চ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥(২৪)
সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।
অকালমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥(২৫)

(২১) "আমি মথুরায় বাস করিব" "আমি মথুরায় গমন করিব" যাহার বুদ্ধি এইরূপ হয়, সেও ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। (মথুরাখণ্ড)

(২২) যে সকল ভাগ্যবান্ সাধুপুরুষ মথুরামণ্ডলে দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া কদাচ তথা হইতে বিচ্যুত হন না।

(২৩) যিনি শ্রদ্ধায় সহিত বিধানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে যাত্রা করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(২৪) স্ত্রী, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, পশু, পক্ষী, মৃগ, ইহাদের মধ্যে যাহাদেরই মথুরায় মৃত্যু হউক না কেন, তাহারাই পরমগতি লাভ করিবে।

(২৫) সর্পদষ্ট, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশুকর্ত্তৃক আহত, অগ্নিদগ্ধ এবং জলমগ্ন

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমথুরা শাস্ত্রে কয়।
যার যে কামনা তারে তাহাই মিলয় ॥৬১

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রুবে শপথপূর্ব্বকম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নান্যন্মথুরায়াঃ সমং কচিৎ ॥(২৬)

স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে (২৩ অঃ)

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্ল্লভং ফলম্॥
ত্রিবর্গদা কামিনাঞ্চ মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বুধঃ ॥(২৭)

তথাহি আদিবারাহে—

অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টি র্বিধাতৃব্যতিরেকিণী।
ন যৎক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ ॥(২৮)
শ্রীমথুরামণ্ডল প্রপঞ্চাতীত হন।

হইয়া অথবা অন্য যে কোন ভাবেই মথুরামণ্ডলে লোকের অপমৃত্যু হউক না কেন, তাহারা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে। (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

(২৬) হে মুনিবর! আপনাকে সত্য সত্যই শপথ করিয়া বলিতেছি যে মথুরার তুল্য সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ স্থান আর কুত্রাপি নাই। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(২৭) মহাদেব সর্ব্বদা যে ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপালরূপে বিদ্যমান আছেন এবং যেখানে বিশ্রান্তিনামক তীর্থ বিরাজিত, সংসারে এমন কি ফল আছে যে তথায় তাহা দুর্ল্লভ হইতে পারে? কামনাশীল ব্যক্তিদিগের ত্রিবর্গ-(ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) প্রদ, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষপ্রদ, ভক্তিপ্রার্থীদিগের ভক্তিপ্রদ সেই মথুরাপুরীকে জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই আশ্রয় করিবে। (স্কন্দপুরাণ মথুরাখণ্ড)

(২৮) এই মথুরাপুরী যেন বিধাতার সাধারণ সৃষ্টপদার্থের অতিরিক্ত কোন বস্তু, কেননা ইহার গুণসমূহ ব্যক্ত করিতে স্বয়ং ঈশ্বর সমর্থ হন না। (আদিবারাহ)

কে বর্ণিতে পারে মথুরার গুণগণ ॥৬২

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে—

তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিতম্ ।

পদ্মাকারং সদা তত্র বর্ত্ততে শাশ্বতং নৃপ ॥(২৯)

দেবত্রয় রূপ শ্রীমথুরা মনোহিত ।

মাথুর শব্দের অর্থ পুরাণে বিদিত ॥৬৩

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

মাকারে চ থুকারে চ রকারে চান্তসংস্থিতে ।

মাথুরঃ শব্দনিষ্পন্ন ওঁকারস্তু ততঃ সমঃ ॥

মহারুদ্রো মকারঃ স্যাদুকারো বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ ।

অকারোঽস্যস্তু ব্রহ্ম স্যাৎ ত্রিশব্দং মাথুরং ভবেৎ ॥

অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবস্ত্যত ।

সা ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তি র্মথুরা তিষ্ঠতে সদা ॥(৩০)

শ্রীমদ্বিষ্ণুভক্তি মথুরাতে লভ্য হয় ।

বিবিধ প্রকারে নানা পুরাণেতে কয় ॥৬৪

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

(২৯) হে নৃপ! বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিত পদ্মাকার সেই মথুরামণ্ডলে নিত্যবন হরি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। (মথুরাখণ্ড)

(৩০) মাথুর শব্দ যথাক্রমে 'মা'কার 'থু'কার ও 'র'কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহাও 'ও'কার শব্দের তুল্য; অর্থাৎ 'ও'কার শব্দ যেরূপ 'অ'কার (বিষ্ণুস্বরূপ) 'উ'কার (শঙ্কর স্বরূপ) ও 'ম'কার (ব্রহ্মাস্বরূপ), এই তিনের যোগে উৎপন্ন হইয়া তদাত্মক বলিয়া কথিত হয়, মাথুর শব্দও তদ্রূপ, এই হেতু সত্য সত্যই সেই শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র মথুরাপুরী ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তি-রূপে সর্ব্বদা বিরাজিত। (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তিঃ মথুরায়ান্তু লভ্যতে ॥(৩১)
ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তি মনুজা মুনে।
হরির্দদাৎ সুখং তেষাং মুক্তানামপি দুর্ল্লভম্ ॥(৩২)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

ত্রৈলোক্যবর্ত্তি-তীর্থানাং সেবনাদ্দুর্ল্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধি র্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ ॥(৩৩)

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে—

স্মরন্তি মথুরাং যে চ মথুরেশং বিশাম্পতে।
সর্ব্বতীর্থফলং তেষাং স্যাচ্চ ভক্তি র্হরৌ পরে ॥(৩৪)

স্বতো মথুরা পরম ফল বিতরয়।
হেন মথুরার কেবা না করে আশ্রয় ॥৬৫

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥(৩৫)

(৩১) মুক্তিই অন্যান্য পুণ্যক্ষেত্রসমূহের একমাত্র ফল; কিন্তু সেই মুক্তপুরুষের নিয়ত প্রার্থনীয় যে হরিভক্তি, এই মথুরাতেই তাহার লাভ হইয়া থাকে।

(৩২) হে মুনে! যে সকল লোক ত্রিরাত্রমাত্রও সেই মথুরাতে বাস করে, হরি তাহাদিগকে মুক্তপুরুষেরও দুর্ল্লভ সুখ প্রদান করেন।

(৩৩) ত্রিভুবনের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়াও যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না, মথুরাপুরী স্পর্শমাত্রেই সেই পরমানন্দময়ী সিদ্ধি অনায়াসলভ্য হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুঃ

(৩৪) হে মহারাজ! যাহারা মথুরা এবং মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণকে একবারমাত্র স্মরণ করে, তাহাদের প্রথমে সর্ব্বতীর্থফল ও পরে হরিভক্তি লাভ হয়।

(৩৫) আহা! মধুপুরীই ধন্যা, যিনি বৈকুণ্ঠ হইতেও গুণগরিমায় শ্রেষ্ঠতর এবং যেখানে একদিনমাত্রও বাস করিলে শ্রীহরির প্রতি ভক্তি জন্মে।

আদিবারাহে—

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষণম্।
মথুরা গীয়তে নিত্যং কর্ম্মণা মনসাপি চ ॥(৩৬)

তথাহি আদিবারাহে—১৫৮।১।

বিংশতি র্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরামণ্ডল সর্ব্বোত্তম।
বিংশতি যোজন সীমা অতি মনোরম ॥৬৬
মথুরামণ্ডল সীমা যাযাবর হৈতে।
শৌকরী বটেশ্বর পর্য্যন্ত শাস্ত্রমতে ॥৬৭
যাযাবর বিপ্রনামে যাযাবর স্থান।
আদিশূকরের নামে শৌকরী আখ্যান ॥৬৮
বটেশ্বর শিব যেঁহো সবার পূজিত।
শ্রীশূরসেনের রাজ্য সর্ব্বত্র বিদিত ॥৬৯
বরাহদশনহ্রদ কহয়ে লোকেতে।
যাযাবর শৌকরী প্রসিদ্ধ পুরাণেতে ॥৭০

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে যমুনামাহাত্ম্যে—

রম্যমপ্সরসং স্থানং যস্মিন্ চঞ্চলতাং গতঃ।
যাযাবরঃ পুরা বিপ্রস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
চিরকালং প্রতপ্তস্তমিন্দ্রশাপাগ্নিনার্দ্দিতম্।
স্পৃষ্ট্বা বারিকণেনেমং মোচয়িত্বাথ পাতকাৎ ॥(৩৭)

(৩৬) যদি পরমসিদ্ধি এবং সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে মথুরার নামগুণ কীর্ত্তন কর।

(৩৭) এই অপ্সরাদিগের পরম রমণীয় স্থান; এখানে পূর্ব্বকালে যাযাবর

তত্রৈব—

পুনঃ স প্রাঙ্মুখী ভূত্বা সংপ্রাপ্তঃ শৌকরীং পুরীম্।
যস্যাং ধরাং সমুদ্ধর্ত্তুমুৎপন্নশ্চাদিশূকরঃ ॥(৩৮)

যৈছে যাযাবর শৌকরী সীমা প্রচার।
ঐছে সর্ব্বদিকে বিংশ যোজন বিস্তার ॥৭১
বহুতীর্থ হয় এই বিশ যোজনেতে।
তার মধ্যে বিশেষ কহএ পুরাণেতে ॥৭২

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে—

মথুরামণ্ডলং তদ্ধি যোজনানান্তু দ্বাদশ।
তত্র তীর্থসহস্রাণি কৃষ্ণরামক্রিয়াণি চ ॥

দ্বাদশ যোজন ব্যক্ত মথুরামণ্ডল।
তথা বহুতীর্থ রামকৃষ্ণ-ক্রীড়াস্থল ॥৭৩
তত্রাপি বৈশিষ্ট এই মথুরা প্রবরা।
চতুর্বিংশতি ক্রোশময়ী যে মনোহরা ॥৭৪

তথাহি আদিবারাহে (১৫৩ অঃ)

গব্যূতি র্দ্বাদশময়ী দ্বাদশারণ্যসংযুতা।
তথাপি মথুরা দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥

নামক মহাতপাঃ এক ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় হইয়াও চঞ্চলভাবাপন্ন হওয়ায় ইন্দ্রের শাপে বহুদিন সন্তপ্তহৃদয়ে কালাতিপাত করেন, পরে [যমুনার] জল-কণা স্পর্শ করিয়া পাতক হইতে পরিত্রাণ পান। (পদ্মপুরাণ যমুনা-মাহাত্ম্য)

(৩৮) সেই মহাত্মা পুনর্ব্বার পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া শৌকরীনামক পুরী প্রাপ্ত হইলেন, এই পুরীতে ভগবান্ ধরা উদ্ধারের নিমিত্ত আদিবরাহরূপে অবতীর্ণ হন।

কুমদবনাদি দ্বাদশারণ্য-সংযুতা।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী সর্ব্বত্র বিদিতা ॥৭৫

তথাহি আদিবারাহে ১৬৩। ১৫-১৬।

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্*।
কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ† ॥
কর্ণিকায়াং মৃতা যে তু তে নরা মুক্তিভাগিনঃ।
পত্রমধ্যে মৃতা যে চ তেষাং মুক্তি র্বসুন্ধরে ॥
তত্রাপি বৈশিষ্ট শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি।
ক্লেশঘ্ন কেশবদেব কর্ণিকায় স্থিতি ॥৭৬

তথাহি তত্রৈব ১৬৩। ১৮।

পশ্চিমে চ হরিং দেবং গোবর্দ্ধননিবাসিনম্।
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং কিং মনঃ পরিতপ্যসে‡ ॥
পশ্চিম পত্রেতে হরি দেব মনোহর।
গোবর্দ্ধন-নিবাসী পরমানন্দকর ॥৭৭

তথাহি তত্রৈব ১৬৩। ১৯।

উত্তরেণ তু গোবিন্দং দৃষ্ট্বা দেবং পরং শুভম্।
নাসৌ পততি সংসারে যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥
উত্তরে শ্রীগোবিন্দ পরমানন্দময়।
যাহার দর্শনে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় ॥৭৮

তথাহি তত্রৈব ১৬৩। ২০।

* "মুক্তিদায়ি চ"—পাঠান্তর।
† "কেশিনাশনঃ"—পাঠান্তর।
‡ "পরিতপ্যতে"—পাঠান্তর।

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং দেবং পূর্ব্বপত্রে ব্যবস্থিতম্।
যং দৃষ্ট্বা তু নরো যাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
পূর্ব্বপত্রে বিশ্রান্তিসংজ্ঞক দেবস্থিতি।
যাহার দর্শনে মনুষ্যের হয় মুক্তি ॥৭৯

তথাহি তত্রৈব ১৬৩। ২১।

দক্ষিণেন তু মাং বিদ্ধি প্রতিমাং দিব্যরূপিণীম্।
মহাকায়াং স্বরূপাঞ্চ তাঞ্চ কেশব-সন্নিভাম্* ॥
তাং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে† ॥
শ্রীবরাহদেব শোভে দক্ষিণ পত্রেতে।
সর্ব্বসিদ্ধি মনুষ্যের যার কৃপা হৈতে ॥৮০
মথুরায় নিবাস আদি কাল বিশেষে।
যে ফল মিলএ তাহা পুরাণে প্রকাশে ॥৮১

তথাচ আদিবারাহে ১৫৭। ৪।

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা তু নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥
জ্যৈষ্ঠে শুক্লাদ্বাদশী মথুরা স্নান করি।
মিলএ পরম গতি দেখিলে শ্রীহরি ॥৮২

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ১৮।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্র-সরাংসি চ।
মথুরায়াং গমিষ্যন্তি ময়ি সুপ্তে বসুন্ধরে‡ ॥

* "কেশবাকারসন্নিভাম্।"—পাঠান্তর।

† "ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥"—পাঠান্তর।

‡ ''মথুরায়াং প্রযান্ত্যত্র সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে ॥"—পাঠান্তর।

চাতুর্মাস্যা মথুরায় ফল অতিশয়।
পৃথিবীর যত তীর্থ মাথুরে বৈসয় ॥৮৩
ঐছে ভাদ্র-জন্মাষ্টম্যাদিক কালে যাহা।
কহিতে কি পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত তাহা ॥৮৪
মধুবনান্তর্গত মথুরাপুরী যার।
মাহাত্ম্য কহিতে কেহো নাহিঁ পায় পার ॥৮৫

স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে (২৩ অঃ)

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা ॥
মধুদৈত্যবধ এথা কৈলা ভগবান্।
এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান ॥৮৬

তথাহি তত্রৈব (২৩ অঃ)

তস্মিন্ মধুবনে রাজন্ দুর্ঘটঃ কিং হরিপ্রিয়ে।
বক্তুং নামানি তীর্থানাং শক্যতে ন ময়াধুনা ॥
এথায় যতেক তীর্থ লেখা নাই তার।
সে সব তীর্থের নাম কহে শক্তি কার ॥৮৭
ঐছে মথুরায় মহা মাহাত্ম্য কহিতে।
রাঘব পণ্ডিত হর্ষে নারে স্থির হৈতে ॥৮৮
রজনী প্রভাতে সঙ্গে লইয়া দুই জনে।
প্রাতঃক্রিয়া করি চলে মথুরা ভ্রমণে ॥৮৯
আগে গেলা সনোড়িয়া[১৩] বিপ্র যথা ছিলা।
যার ঘরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিক্ষা কৈলা ৯০॥

মাধবেন্দ্রপুরী[১৪] গোস্বামীর যেহোঁ শিষ্য।
যে দেখিল গৌরাঙ্গের পরম রহস্য ॥৯১
শ্রীরাঘব পণ্ডিত কহএ শ্রীনিবাসে।
এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য কৈলা প্রেমাবশে ॥৯২
আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে।
সবে মহা মত্ত হৈলা শ্রীনামকীর্ত্তনে ॥৯৩
সভার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার।
ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞান হইল সভার ॥৯৪
তিলার্দ্ধ ছাড়িয়া কেহো যাইতে না পারে।
সভে সাঁতারএ প্রেমসমুদ্র-পাথারে ॥৯৫
এথায় অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের বিলাস।
এত কহি শ্রীরাঘব ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥৯৬
গৌরাঙ্গ চান্দের লীলা করিয়া শ্রবণ।
শ্রীনিবাস নরোত্তম করএ ক্রন্দন ॥৯৭
করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য্য অন্তর।
হইলেন বিপ্রগণ ধূলায় ধূসর ॥৯৮
খনে খনে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে।
কতক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারিভিতে ॥৯৯
শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত।
শুনিনু প্রাচীন মুখে এ কথা বিদিত ॥১০০
তীর্থপর্য্যটন কালে অদ্বৈত গোসাঞি।
দেখি মথুরার শোভা ছিলা এই ঠাঞি ॥১০১

মথুরায় অন্য দেশী এক বিপ্রাধম।
বৈষ্ণবে নিন্দয়ে সদা এ তার নিয়ম ॥১০২
পণ্ডিতাভিমানী দুষ্ট সকল প্রকারে।
মথুরার শিষ্টলোক কাঁপে তার ডরে ॥১০৩
একদিন প্রভু অদ্বৈতের সন্নিধানে।
করএ বৈষ্ণবনিন্দা দুঃসহ শ্রবণে ॥১০৪
শুনি অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়।
কাঁপে ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় ॥১০৫
মহাদর্প করিয়া কহএ বার বার।
ওরে রে পাষণ্ড তোর নাহিক নিস্তার ॥১০৬
চক্র লইয়া হাতে এই দেখ বিদ্যমান
তোর মুণ্ড কাটিয়া করিব খান খান ॥১০৭
এত কহিয়াই প্রভু চতুর্ভুজ হৈলা।
দেখি বিপ্রাধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা ॥১০৮
কর জোড় করি কহএ বার বার।
যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার ॥১০৯
দুঃসঙ্গপ্রযুক্ত মোর বুদ্ধিনাশ হৈল।
না জানি বৈষ্ণব-তত্ত্ব অপরাধ কৈল ॥১১০
কৈনু অপরাধ যত সংখ্যা নাই তার।
মো হেন পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার ॥১১১
এত কহি বিপ্রাধম করএ রোদন।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ ॥১১২

দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হৈল মনে।
অনুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে ॥১১৩
কৈলা অপরাধ মহানরক ভুঞ্জিতে।
এবে যে কহিয়ে তাহা শুন সাবহিতে ॥১১৪
আপনাকে সাপরাধ ভাবি* সর্ব্বক্ষণ।
সর্ব্বত্যাগী† হৈয়া কর নাম সংকীর্ত্তন ॥১১৫
প্রাণপণ করি সন্তোষিয়া বৈষ্ণবেরে।
সদা সাবধান হব বৈষ্ণবের দ্বারে ॥১১৬
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে নিযুক্ত হইব।
দেখিলে যে মূর্ত্তি তাহা গোপনে রাখিব ॥১১৭
ঐছে কত কহি প্রভু গেলেন ভ্রমণে।
বিপ্র মহামত্ত হৈলা শ্রীনাম কীর্ত্তনে ॥১১৮
মথুরায় বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া।
করএ রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া ॥১১৯
দেখিয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল।
প্রসন্ন হইয়া চিন্তে বিপ্রের মঙ্গল ॥১২০
কেহ কহে অকস্মাৎ আশ্চর্য্য দেখিয়া।
কেহো কহে আছএ কারণ নিবেদিয়া ॥১২১
মথুরায় আসি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
ছিলেন গোপনে তাঁর তেজ সূর্য্যসম ॥১২২

* "হৈয়া"—পাঠান্তর।
† "সর্ব্বত্যাগ করি"—পাঠান্তর।

বিচারিনু সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার।
তাঁর অনুগ্রহে বিপ্র হৈল এ প্রকার ॥১২৩
দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি ঐছে কত কয়।
এস্থান দর্শনে ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥১২৪
অহে শ্রীনিবাস দেখ কিবা সুশোভিত।
এই অর্দ্ধচন্দ্র স্থান মাহাত্ম্য বিদিত ॥১২৫

তথাহি আদিবারাহে ১৬৯। ৩,৬ শ্লোকঃ।

তত্র মধ্যে তু যৎ স্থানমর্দ্ধচন্দ্রব্যবস্থিতং।
তত্রৈব বাসিনো লোকা মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রে তু যঃ স্নানং করোতি নিয়তাশনঃ।
তেনৈব চাক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তাশ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥(৩৯)

অত্রৈব ১৬৯। ১৫-১৭।

অর্দ্ধচন্দ্রে মৃতা দেবি মম লোকং ব্রজন্তি তে।
অন্যত্র তু মৃতা দেবি অর্দ্ধচন্দ্রে কৃতা ক্রিয়া ॥
তেঽপি মুক্তিং গমিষ্যন্তি দাহাদিকরণৈর্বিনা।
যাবদস্থীন্যর্দ্ধচন্দ্রে যস্য তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ ॥
তাবৎ স পাপকর্ত্তাপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। (৪০)

(৩৯) তাহার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যে স্থান, তথাকার অধিবাসিগণ নিঃসংশয়ে মুক্তিলাভ করেন এবং ঐ স্থানে যিনি সংযতভোজী হইয়া স্নান করেন, তিনিও অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।

(৪০) হে দেবি! আমার এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্থানে যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহারা আমারই লোক প্রাপ্ত হয় এবং অন্যত্র মৃত ব্যক্তিদিগের যদি এখানে দাহাদি কার্য্য না করিয়াও তৎপরবর্ত্তী প্রেতক্রিয়াদি করা যায়, তবে তাহাদেরও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আর এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্থানে যাহার অস্থি যত

এত কহি শ্রীনিবাসাচার্য্য করে ধরি।
মনের আনন্দে পুনঃ কহে ধীরি ধীরি ॥১২৬
মধুবনান্তর্গত মথুরা তেজোময়।
কাল বিশেষেতে যাত্রা ফল অতিশয় ॥১২৭
সর্ব্বপাপ দূরে যায় মথুরাভ্রমণে।
অন্যেত পবিত্র হয় তাহার দর্শনে ॥১২৮

তথাহি আদিবারাহে ১৬০। ৭৮-৭৯

ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো ভগ্নব্রতস্তথা।
মথুরাক্রমণং কৃত্বা বিপাপ্মানো ভবন্তি তে ॥
অন্যদেশাগতো দূরাৎ পরিক্রামতি যো নরঃ।
তস্য সন্দর্শনাদেব পূতাঃ স্যুর্গতকল্মষাঃ ॥(৪১)

এই দেখ বসুদেব দৈবকীর ঘর।
এথা জন্মিলেন কৃষ্ণ জগত-ঈশ্বর ॥১২৯
জন্মস্থানমাহাত্ম্য পুরাণে ব্যক্ত কয়।
কালবিশেষে ফলের সীমা নাহি হয় ॥১৩০
অহে শ্রীনিবাস কর কেশব দর্শন।
এথা শ্রীচৈতন্য কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন ॥১৩১

কাল অবস্থান করিবে, সে মহাপাপকারী হইলেও তত কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে পূজ্য হইবে।

(৪১) সুরাপায়ী, ভগ্নব্রত, ব্রহ্মঘ্ন অথবা গোঘ্নই হউক, সে যদি একবার মথুরা প্রদক্ষিণ করে, তবে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হয়। যে দূর দেশ হইতে আসিয়া মথুরা প্রদক্ষিণ করে, তাহাকে দর্শন করিলেও লোক নিষ্পাপ হইয়া পবিত্রতা লাভ করে।

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে

জপোপবাসনিরতো মথুরায়াং ষড়ানন।
জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥(৪২)

পাদ্মে পাতালখণ্ডে

কার্ত্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ।
সকৃৎ প্রবিষ্টা যে কৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ম্ ॥(৪৩)

ভাসিল সকল লোক প্রেমের বন্যায়।
সভে কহে ইহোঁ হয় শ্রীকেশব রায় ॥১৩২

আদিবারাহে ১৫৮। ৮,১০।

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতো যেন মথুরায়াস্তু কেশবঃ ॥
ইহজন্মকৃতং পাপমন্যজন্মকৃতং চ যৎ।
তৎসর্ব্বং নশ্যতে শীঘ্রং কেশবস্য চ কীর্ত্তনে ॥

কেশবের মাহাত্ম্য বলিতে সাধ্য কার।
সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ প্রদক্ষিণে যার ॥১৩৩
কেশবকীর্ত্তনে সর্ব্ব পাপ যায় ক্ষয়।
কাল বিশেষে যে ফল অন্ত নাহি হয় ॥১৩৪
দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য মথুরা নগরে।
শ্রীভগবানের মূর্ত্তি সদা শোভা করে ॥১৩৫

(৪২) হে ষড়ানন। মথুরার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে অবস্থিতি করিয়া যদি কেহ জপ এবং উপবাসপরায়ণ হয়, তবে সে তাহার সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

(৪৩) কার্ত্তিকমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে যাহারা একবার মাত্র প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহারা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়।

তথাহি আদিবারাহে ১৫৮। ৩৮।

দীর্ঘবিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবম্।
মথুরায়াং সকৃদ্দেবি সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥

দীর্ঘবিষ্ণু পদ্মনাভ স্বয়ম্ভুব নাম।
যে দেখে তখনি তাঁর পূরে সর্ব্বকাম ॥১৩৬

তথাহি আদিবারাহে ১৬৯। ৩৭।

একানংশাং ততো দেবীং যশোদাং দেবকীং তথা।
মহাবিদ্যেশ্বরীং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥

দেখ শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণের পরিবার।
একানংশা দেবী যশোদা দেবকী আর ॥১৩৭
মহাবিদ্যেশ্বরী এ সভার দর্শনেতে।
ব্রহ্মহত্যা হৈতে মুক্ত ব্যক্ত পুরাণেতে ॥১৩৮
এই মহাদেব ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল।
দৃষ্টিমাত্র হরে পাপ পরম দয়াল ॥১৩৯
কৃষ্ণভক্তি লভে কৈলে ইহার পূজন।
ইহাতে যে বিমুখ তাহার বিড়ম্বন ॥১৪০

তথাহি আদিবারাহে ১৬৮। ৫-২।

মথুরায়াং চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং ভবেৎ ॥
দৃষ্ট্বা ভূতপতিং দেবং বরদং পাপনাশনম্।
তেন দৃষ্টেন বসুধে মাথুরং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ (৪৪)

(৪৪) হে দেবদেব! মহাদেব! আপনিই আমার এই মথুরাতে ক্ষেত্রপাল হইবেন এবং আপনাকে দর্শন করিলে লোক এই ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে—

যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ ॥৪৮
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপূরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি ॥৫১
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়ন্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং ন নমন্তি ন স্মরন্তি স্তবন্তি যে ॥৫২ (৪৫)

এই দেখ মহাতীর্থ শ্রীবিশ্রান্তি নাম।
কংসে বধি কৃষ্ণ হেথা করিলা বিশ্রাম ॥১৪১
অহে শ্রীনিবাস এথা ন্যাসি-শিরোমণি।
কৈল যে অদ্ভুত কর্ম্ম কহিতে না জানি ॥১৪২
কিবা স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা যত।
সভে চতুর্দ্দিকে ধায় হইয়া উন্মত্ত ॥১৪৩
লক্ষ লক্ষ লোক সব কহে উভরায়।
সন্ন্যাসীর শিরোমণি আইলা মথুরায় ॥১৪৪
ঐছে কত কহি সবে ভাসে নেত্রজলে।
ঊর্দ্ধবাহু করি সভে হরি হরি* বলে ॥১৪৫

ফল পাইবে। পাপনাশকারী বরপ্রদ দেব ভূতনাথকে দর্শন করিলে সেই দৃষ্টি-ফলে নর মথুরাদর্শনের ফল প্রাপ্ত হয়।

(৪৫) যেখানে আমার পরম প্রিয়তম দেব ভূতনাথও পাপীদিগে মোক্ষসাধনে সমর্থ, তথায় আমার সেই পরমভক্ত শিবকে যে পাপপুরুষ পূজা করে না, সে কি প্রকারে হরিভক্তি লাভ করিবে? যে মানবাধম ভূতনাথকে স্মরণ, নমস্কার বা স্তব করে না, সে আমার মায়ায় মোহিত হইয়া থাকে।

* "চতুর্দ্দিকে হরি"—পাঠান্তর।

ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রশোভা দেখি।
ফিরাইতে নারে কেহো অনিমিষ আঁখি ॥১৪৬
প্রভু পূর্ণ কৈল সর্ব্বলোক-অভিলাষ।
বিশ্রাম তীর্থেতে ঐছে অদ্ভুত বিলাস ॥১৪৭
বিশ্রান্তি তীর্থ মাহাত্ম্য বিদিত জগতে।
পরম দুর্ল্লভ পদ প্রাপ্তি বিশ্রান্তিতে ॥১৪৮
সর্ব্বপাপ হরে সংসারের ক্লেশ যত।
বিশ্রান্তি স্নানের ফল কে কহিবে কত ॥১৪৯

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে

তত্র তীর্থং মহারাজ বিশ্রান্তি লোকবিশ্রুতম্।
ভ্রমিত্বা সর্ব্বতীর্থানি বিশ্রান্তিং যান্তি শাশ্বতাঃ ॥ (৪৬)

তথাহি সৌরপুরাণে

ততো বিশ্রান্তিতীর্থাখ্যং তীর্থমংহোবিনাশনম্।
সংসারমরুসঞ্চারক্লেশবিশ্রান্তিদং নৃণাম্ ॥
তত্র তীর্থে কৃতস্নানো যোঽর্চ্চয়েদচ্যুতং নরঃ।
স মুক্তো ভবসন্তাপাদমৃতত্বায় কল্পতে ॥(৪৭)

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে যমুনামাহাত্ম্যে

(৪৬) হে মহারাজ! তথাকার লোকবিখ্যাত বিশ্রান্তি তীর্থ ভ্রমণ করিলে, লোকের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করা হয় এবং তাহারা নিত্য বিশ্রান্তি (মোক্ষপদ) প্রাপ্ত হয়।

(৪৭) অনন্তর মনুষ্যদিগের সংসার-মরুভূমির ক্লেশ হইতে চির বিশ্রান্তি-দায়ক সর্ব্বপাপবিনাশক বিশ্রান্তি নামক তীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করিলে নর ভবসন্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

কলিন্দপর্ব্বতোদ্ভেদে মথুরায়াং তথা পুরি।
প্রত্যঙ্মুখ্যাঞ্চ শৌকর্য্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে ॥
ফলমুত্তরকুলোক্তং তৎ কালিন্দ্যাং শতাধিকম্।
তদেবং কোটিগুণিতং বিশ্রান্তং কথ্যতে বুধৈঃ ॥(৪৮)

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৩৩।

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥(৪৯)

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৩৪।

সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্ ॥

এই গতশ্রম দেব দেখ রম্যস্থানে।
সর্ব্বতীর্থফলপ্রাপ্তি ইহার দর্শনে ॥১৫০
অহে শ্রীনিবাস এই অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত।
শ্রীযমুনা তীর্থ চতুর্বিংশতি বিদিত ॥১৫১

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৩২।

অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
তথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

এই অবিমুক্ততীর্থ স্নানে মুক্তি হয়।
প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি সুনিশ্চয় ॥১৫২

(৪৮) কলিন্দপর্ব্বতোৎপন্ন পশ্চিমমুখী কালিন্দী (যমুনা) ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের এবং মথুরা ও শৌকরী পুরীর যেরূপ শতাধিক ফল উক্ত হইয়াছে; বিশ্রান্তি তীর্থের ফলও তদ্রূপ কোটিগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(৪৯) হে দেবি! ত্রিলোকবিখ্যাত বিশ্রান্তি নামক যে তীর্থ তাহাতে স্নান করিলে নর আমার লোক প্রাপ্ত হইয়া পূজনীয় হয়।

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৩৭।

অস্তি চান্যতরদ্‌গুহ্যং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

এই দেখ গুহ্যতীর্থ হেথা স্নান কৈলে।
সংসারেতে মুক্ত হয় বিষ্ণুলোক মিলে ॥১৫৩

তথাহি সৌরপুরাণে

প্রয়াগনাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥

দেবের দুর্ল্লভ শ্রীপ্রয়াগতীর্থ নাম।
অগ্নিষ্টোমফল মিলে এথা কৈলে স্নান ॥১৫৪

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৪০।

তথা কনখলং নাম তীর্থং গুহ্যং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥

এই কনখল তীর্থ এথা কৈলে স্নান।
স্নানমাত্র স্বর্গলাভ পুরাণে প্রমাণ ॥১৫৫

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৪১।

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

এই দেখ মহাতীর্থ তিন্দুক আখ্যান।
বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় এথা কৈলে স্নান ॥১৫৬

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৫০,৫৬।

ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা ॥

আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ॥
এই সূর্য্যতীর্থ পাপ নাশয়ে সকলি।
এথা তপ কৈলা বিরোচনপুত্র বলি ॥১৫৭
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ সংক্রান্তি রবিবারে।
রাজসূয়ফল লভে স্নান যেই করে ॥১৫৮

তথাহি সৌরপুরাণে

ততঃ পরং বটস্বামিতীর্থাখ্যং তীর্থমুত্তমম্।
বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ॥
তত্তীর্থং চৈব যে ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে।
প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্য্যমন্তে চ পরমাং গতিম্ ॥১০১
এই দেখ বটস্বামী তীর্থ তীর্থোত্তম।
বটস্বামী সূর্য্য এথা বিখ্যাত ভুবন ॥১৫৯
ভক্তি করি এ তীর্থসেবনে রোগ-ক্ষয়।
আরোগ্য সম্পদ অন্তে উত্তম গতি হয় ॥১৬০

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৫৭-৫৮।

যত্র ধ্রুবেণ সংতপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে॥
ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৃন্ সংতারয়েৎ সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ॥

তথাহি সৌরপুরাণে

ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থমুখ্যং ততঃ পরম্।
যত্র স্নানরতো মোক্ষো ধ্রুব এব ন সংশয়ঃ॥

এই ধ্রুবতীর্থ ধ্রুবতপস্যার স্থান।
ধ্রুবলোকপ্রাপ্তি ধ্রুব হয় কৈলে স্নান ॥১৬১
তীর্থমুখ্য এথা শ্রাদ্ধে পিতৃলোক তরে।
সর্ব্বতীর্থ ফল পায় জপাদি যে করে ॥১৬২

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং হি নৃণাং ভবেৎ।
তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানে ধ্রুবস্য চ ॥
ধ্রুবতীর্থে জপো হোমস্তপোদানং সমর্চ্চনম্।
সর্ব্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং ভবেৎ ॥ (৫০)

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৫৯-৬০।

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য তীর্থরাজং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি! মম লোকং প্রপদ্যতে ॥
তদ্দক্ষিণে মহাদেবি! ঋষিতীর্থং পরং মম।
তত্র স্নাতো নরো দেবি! ঋষিলোকং প্রপদ্যতে ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকে মহীয়তে ॥

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে

তস্মিন্ মধুবনে পুণ্যমৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ম্।
স্নানমাত্রেণ ভূপাল হরৌ ভক্তিং পরাং লভেৎ ॥
দেখ ঋষিতীর্থ ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে।
বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয় এ তীর্থের স্নানে ॥১৬৩

(৫০) গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে; ধ্রুবতীর্থে পিণ্ডদানে তাহার শতগুণ অধিক ফল পায়। ধ্রুবতীর্থে জপ, হোম, দান, তপ ও দেবার্চ্চন করিলে যাবতীয় তীর্থ অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ করা যায়।

কৃষ্ণপ্রিয় ঋষিতীর্থ পুরাণেতে কয়।
এথা স্নান কৈলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥১৬৪

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৬১।

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
এই মোক্ষতীর্থ ঋষিতীর্থের দক্ষিণে।
এথা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় সুখাবগাহনে ॥১৬৫

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৬২।

তত্রৈব কোটিতীর্থন্তু দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥
এই কোটিতীর্থ দেব দুর্ল্লভ এথায়।
স্নানদান করে যে সে বিষ্ণুলোক পায় ॥১৬৬

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৬৫।

তত্রৈব বোধিতীর্থাখ্যং দেবনামপি দুর্ল্লভম্।
পিণ্ডং দত্ত্বা তু বসুধে পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥
এই বোধিতীর্থ এথা পিণ্ডপ্রদানেতে।
পিতৃলোক প্রাপ্তি হয় কহে পুরাণেতে ॥১৬৭

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ৬৭।

দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্ল্লভানি চ।
এষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
এ দ্বাদশ তীর্থ শুভ বিশ্রাম-দক্ষিণে।
সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় এ সব স্মরণে ॥১৬৮

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩। ১।

উত্তরে হ্যসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থং চ নবসঙ্গকম্।
নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥

দেখ নবতীর্থ অসি-কুণ্ড উত্তরেতে।
ঐছে তীর্থ না হয় না হবে পৃথিবীতে ॥১৬৯

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩। ৩।

ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং স গচ্ছতি ॥

ত্রৈলোক্যবিদিত এই তীর্থ সংযমন।
এথা স্নানে ফল বিষ্ণুলোকেতে গমন ॥১৭০

তথাহি আদিবারাহে ১৫৪। ১৩।

ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে স মোদতে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

এ ধারা-পতন-তীর্থ স্নানে হরে শোক।
পায় মহৈশ্বর্য্য প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক ॥১৭১

তথাহি আদিবারাহে ১৫৪। ১৪।

ততঃ পরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্।
যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥

এই নাগতীর্থ তীর্থোত্তম শাস্ত্রে কহে।
স্নানে স্বর্গপ্রাপ্তি মৈলে পুনর্জ্জন্ম নহে ॥১৭২

তথাহি আদিবারাহে ১৫৪। ১৫।

ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপবিমোচনম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥

সর্ব্বপাপ নাশে ঘণ্টাভরণ প্রধান।
সূর্য্যলোকে পূজ্য এথা করএ যে স্নান ॥১৭৩

তথাহি আদিবরাহে ১৫৪। ১৬-১৭।
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সংযতো নিয়তাসনঃ॥
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।

এই ব্রহ্মতীর্থ তীর্থোত্তম এ বিদিত।
স্নানাদিতে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত ॥১৭৪

তথাহি আদিবারাহে ১৫৪। ১৮-১৯।
সোমতীর্থেতু বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ॥
মোদতে সোমলোকে তু এবমেব ন সংশয়ঃ॥

অহে শ্রীনিবাস এই সোমতীর্থ স্থল।
দেখহ যমুনাবারি বহএ নির্ম্মল ॥১৭৫
এথা অভিষিক্ত হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
সোমলোকে সুখী ইথে নাহিক সংশয় ॥১৭৬

তথাহি আদিবারাহে ১৫৪। ২০।
সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাত্বা নরো দেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ॥

সরস্বতীপতন তীর্থে যেই স্নান করে।
বর্ণহীন হয় যতি পাপ যায় দূরে ॥১৭৭

তথাহি আদিবারাহে ১৫৪। ২১-২২।

চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে।
যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ॥
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥

চক্রতীর্থ বিখ্যাত দেখহ শ্রীনিবাস।
এথা স্নান করএ ত্রিরাত্র উপবাস॥১৭৮
স্নানমাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায়।
কহিতে কি পরম দুর্ল্লভ ফল পায়॥১৭৯

তথাহি আদিবারাহে ১৫৪। ২৩।

দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা পুরা।
তত্র যে স্নান্তি নিয়তা স্তেষাং স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ॥

দেখহ দশাশ্বমেধতীর্থ পূর্ব্বে ঋষি।
এথা প্রভু পূজা কৈল সদা সুখে ভাসি॥১৮০
হেন তীর্থে নিয়ত যে সবে স্নান করে।
স্বর্গপদ দুর্ল্লভ না হয় সে সভারে॥১৮১

তথাহি আদিবারাহে ১৫৪। ২৬।

তীর্থন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাতান্ মনুষ্যাংশ্চ বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ॥

এই বিঘ্নরাজতীর্থ কল্মষ নাশয়।
এথা স্নান কৈলে বিঘ্নরাজ না পীড়য়॥১৮২

তথাহি আদিরারাহে ১৫৪। ২৯।

ততঃপরং কোটিতীর্থং পবিত্রং পরমং শুভম্।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ গঙ্গাকোটিফলং লভেৎ॥

এই দেখ কোটিতীর্থ পরম মঙ্গল।
এথা স্নানমাত্রে মিলে গঙ্গাকোটি ফল ॥১৮৩

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে
চতুর্ব্বিংশতি তীর্থানি তত্তীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে।
দশাশ্বমেধপর্য্যন্তং মোক্ষান্তং চ যুধিষ্ঠির ॥

বিশ্রান্তি হইতে দশাশ্বমেধ মোক্ষাবধি।
উত্তরে দক্ষিণে চৌবিশ তীর্থ নিরবধি ॥১৮৪
অহে শ্রীনিবাশ চতুর্ব্বিংশতি ঘাটেতে।
মহাপ্রভু কৈলা স্নান মহানন্দ চিতে ॥১৮৫
প্রতিঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ।
তাহা বর্ণিবারে জানেন মাত্র শেষ * ॥১৮৬
লক্ষ লক্ষ লোক স্নান কৈল প্রভু সঙ্গে।
ভাসিল সে সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥১৮৭
সকল দেবতা আসি মনুষ্যে মিলয়।
সভে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় ॥১৮৮
ঐছে মথুরায় অতি অদ্ভুত বিলাস।
মথুরাতে আর তীর্থ দেখ শ্রীনিবাস ॥১৮৯

তথাহি সৌরপুরাণে
ততো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থং ভুবনবিশ্রুতম্।
বিস্তুতে বিশ্বনাথস্ত বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভম্ ॥

* শেষ=অনন্তদেব।

এই বিশ্বনাথতীর্থ গোকর্ণাখ্য নাম।
বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপাম ॥১৯০

তথাহি আদিবারাহে ১৭৬। ৬৪।
পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
কৃষ্ণগঙ্গাদশগুণং লভতে তু দিনে দিনে ॥

প্রতিদিন এই কৃষ্ণগঙ্গা স্নান কৈলে।
পঞ্চতীর্থ হৈতে দশগুণ ফল মিলে ॥১৯১

তথাহি আদিবারাহে ১৬৩। ১২।
বৈকুণ্ঠতীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকঃ স গচ্ছতি ॥

বৈকুণ্ঠতীর্থ স্নানেতে মহাফল পায়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া বিষ্ণুলোকে যায় ॥১৯২

তথাহি আদিবারাহে ১৬৬। ২৪-২৫।
একা বরাহসংজ্ঞা চ তথা নারায়ণী পরা।
বামনা চ তৃতীয়া বৈ চতুর্থী লাঙ্গলী শুভা ॥
এতাশ্চতস্রো যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেঽসিসংজ্ঞকে।
চতুঃসাগরপর্য্যন্তা ক্রান্তা তেন ধরা ধ্রুবম্ ॥
তীর্থানাং মথুরাণাং চ সর্ব্বেষাং ফলমশ্নুতে।

এই অসিকুণ্ডতীর্থ দেখ শ্রীনিবাস।
এথা স্নানে বহু ফল পুরাণে প্রকাশ ॥১৯৩
শ্রীবরাহ নারায়ণী লাঙ্গলী বামনে।
কুণ্ডে স্নান করিয়া দেখএ চারিজনে ॥১৯৪

সাগর পর্য্যন্ত তীর্থ যত মথুরায়।
সে সকল পরিক্রমা ফল মিলে তায় ॥১৯৫

তথাহি আদিবারাহে ১৫৮। ৪১।
চতুঃসামদ্রিকং নাম কূপং লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাতো নরো ভদ্রে দেবৈস্তু সহ মোদতে॥

এই চতুঃসামুদ্রিক নাম কূপ হয়।
এথা স্নান কৈলে দেবলোকে বিলসয় ॥১৯৬
অহে শ্রীনিবাস এই যমুনা মহিমা।
কেবা কত কহিবে কহিতে নাই সীমা ॥১৯৭

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ২৯-৩০।
গঙ্গা শতগুণা পুণ্যা মাথুরে মম মণ্ডলে।
যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমানঘে।
যেষু স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

গঙ্গা হৈতে শতগুণ মথুরা মণ্ডলে।
বিষ্ণুলোকে পূজ্য যমুনায় স্নান কৈলে ॥১৯৮

তথাহি মাৎস্যে যুধিষ্ঠিরনারদসম্বাদে
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির।
কীর্ত্তনাল্লভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি॥
অবগাহ্য চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
প্রাণাংস্ত্যজতি যস্তত্র প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥(৫১)

(৫১) হে যুধিষ্ঠির! যমুনার নামকীর্ত্তন এবং তাহার জল পান ও

যমুনার জলে স্নান পানে সে কীর্ত্তনে।
পুণ্য লভে পরমমঙ্গল সে দর্শনে ॥১৯৯
স্নান পানে পবিত্র সপ্তম কুল হয়।
প্রাণত্যাগে পরমগতি এ সুনিশ্চয় ॥২০০

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে
যত্র সচলকালিন্দ্যাং কৃত্বা শ্রাদ্ধং নরাধিপ।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥(৫২)

ইথে শ্রাদ্ধ যে করে অক্ষয় ফল তার।
সচ্চিদানন্দাদি স্বয়ং যমুনা প্রচার ॥২০১

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মরীচিস্বর্গে—
রসো যঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্গীতঃ স এব যমুনা স্বয়ম্ ॥(৫৩)

কাল বিশেষে যমুনা স্নানাদিক ফল।
অশেষ বিশেষে বর্ণে পুরাণ সকল ॥২০২

তাহাতে স্নান করিলে অশেষবিধ পুণ্য সঞ্চয় হয়; যে ভক্তিসহকারে যমুনা দর্শন করে, তখন হইতেই তাহার ভাবী মঙ্গলসমূহ দেখিতে আরম্ভ করে। আর যে অবগাহনপূর্ব্বক স্নানানন্তর যমুনার জল পান করে, তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয় এবং যে তাহাতে প্রাণত্যাগ করে, তাহার পরম-গতি লাভ হয়।

(৫২) হে নৃপ! মানব যমুনাতীরে শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় ফল এবং স্বর্গ-সুখ প্রাপ্ত হয়।

(৫৩) উপনিষদে যে রস সচ্চিদানন্দ লক্ষণ পরমাধার ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, স্বয়ং যমুনাই সেই রস।

অহে শ্রীনিবাস এই কালিন্দী কৃপাতে।
মিলএ বাঞ্ছিত ফল বিদিত জগতে ॥২০৩

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে

যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ লোহং যাতি সুবর্ণতাম্।
তথা কৃষ্ণাজলস্পর্শাৎ পাপং গচ্ছতি পুণ্যতাম্॥

লৌহ স্বর্ণ হয় স্পর্শমণি স্পর্শে যৈছে।
পাপ যায় পুণ্য কৃষ্ণাজল-স্পর্শে তৈছে ॥২০৪
এই শ্রীমাথুর বিপ্র মহিমা অপার।
নিজ মুখে কহে প্রভু বিবিধ প্রকার ॥২০৫

তথাহি আদিবারাহে ১৬৩। ৫২।

অনূচো মাথুরো যত্র চতুর্ব্বেদ স্তথা পরঃ।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতাং॥

অত্রৈব ১৬৫। ৫৭।

চতুর্ব্বেদং পরিত্যজ্য মাথুরং ভোজয়েদ্দ্বিজং ॥(৫৪)
কৃষীবলো দুরাচারো ধর্ম্মমার্গপরাঙ্মুখঃ।
ঈদৃশোঽপি পূজনীয়ো মাথুরো মম রূপধৃক্ ॥(৫৫)

(৫৪) মথুরাবাসী অনুপবীত বালকও স্থানান্তরের চতুর্ব্বেদসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সমান। ইহাদের একটী বিপ্রকে ভোজন করাইলে স্থানান্তরের কোটিবিপ্র ভোজনের ফল হয়। অতএব অন্য স্থানের চতুর্ব্বেদসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াও মথুরাবাসী বিপ্রকে ভোজন করাইবে।১৪১

(৫৫) কৃষক অথবা ধর্ম্মপথভ্রষ্ট দুরাচার মথুরামণ্ডলস্থ এরূপ ব্যক্তিও মদীয় রূপধারী ও বিশেষ পূজনীয়। ১৪২

অত্রৈব ১৬৯। ২০।

মাথুরাণাং চ যদ্রূপং তন্মে রূপং বসুন্ধরে।
মাথুরে পরিতুষ্টে বৈ তুষ্টোঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥(৫৬)
মাথুরা মম পূজ্যা হি মাথুরা মম বল্লভাঃ ।(৫৭)

তথাচ ১৬৫। ৫৬।

ভবন্তি পুণ্যতীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি যত্র তিষ্ঠন্তি মাথুরাঃ ॥(৫৮)

অহে শ্রীনিবাস শ্রীমথুরাবাসী যত।
সভে বেদ পুরাণে মহিমা কব কত ॥২০৬

তথাহি আদিবারাহে ১৫২। ২০।

যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥(৫৯)

তত্রৈব ১৫৮। ৬।

মথুরাবাসিনো লোকাঃ সর্ব্বে তে মুক্তিভাজনাঃ।

(৫৬) পৃথিবীর মধ্যে মথুরাবাসীদিগের রূপ যেরূপ, আমারও রূপ তদ্রূপ। মথুরাবাসী বিপ্রগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়, এমন কি ইহারা পরিতুষ্ট হইলে যে আমি তাহাতে পরিতুষ্ট হই, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(৫৭) মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ আমার পূজ্য, আমার অতি প্রিয়।

(৫৮) মথুরাবাসী যেখানে অবস্থান করেন, সেই স্থান পুণ্যতীর্থ, পুণ্য-ভূমি এবং সর্ব্বমঙ্গলকর বলিয়া কথিত।

(৫৯) হে মহাভাগ! মথুরার যে সকল ইতর ব্যক্তি (নীচজাতি) বাস করে, তাহারাও যে আমার প্রসাদগুণে পরম সিদ্ধিলাভ করে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অপিচ ১৬৯। ৩-৩।

অপি কীটপতঙ্গা বা তির্য্যগ্‌যোনিগতাপি বা ॥(৬০)

তথাচ ১৬৫। ৫২।

পরদাররতা যে চ যে নরা অজিতেন্দ্রিয়াঃ।

মথুরাবাসিনাং সর্ব্বে তে দেবা নরবিগ্রহাঃ ॥(৬১)

তথাপি পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে

মথুরাবাসিনঃ যে তু দোষং পশ্যন্তি পামরাঃ।

তে স্বদোষং ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুসহস্রদং ॥(৬২)

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরা নগর।

অশেষ কৃষ্ণের লীলা-স্থান মনোহর ॥২০৭

কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা মালীর ঘর এথা।

কহিতে কি সবর্বত্র বিদিত যার কথা ॥২০৮

কংসের রজকে কৃষ্ণ বধি এইখানে।

কৌতুকে অপূর্ব্ব বস্ত্র পরে গণসনে ॥২০৯

এই পথে কৃষ্ণ কংস নিকটে চলিলা।

শোভা দেখি মথুরা নাগরী মুগ্ধ হৈলা ॥২১০

(৬০) মনুষ্যই হউক অথবা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্ত প্রাণিবর্গই হউক, যাহারাই মথুরাপুরীতে বাস করে তাহারাই মুক্তির পাত্র।

(৬১) মথুরাবাসী পরদারসেবী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাও নরদেহধারী দেবতা।

(৬২) যে নরাধম পাপিষ্ঠ মথুরাবাসীর কোনরূপ দোষ লক্ষ্য করে তাহারা নিজের সহস্রবার জন্মমৃত্যুরূপ মহাদোষের প্রতি কখনই লক্ষ্য করে না।

এথা কৃষ্ণ ধনুক ভাঙ্গিয়া মহারঙ্গে।
চলএ অদ্ভুতগতি সখাগণ সঙ্গে ॥২১১
কুবলয়াপীড় এথা পথ রুদ্ধ কৈল।
কৃষ্ণ তারে বধিয়া কৌতুকে দন্ত নিল ॥২১২
এই রঙ্গস্থল এথা মল্লযুদ্ধ কৈলা।
এই মঞ্চস্থান কংস এথাই বসিলা ॥২১৩
এথা নন্দাদিক গোপ বসিলেন সুখে।
কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ কৈল দেখিলা কৌতুকে ॥২১৪
কৃষ্ণ মহাকৌতুকে কংসের হরে প্রাণ।
এই কংসখালি এথা কংসের নির্যাণ ॥২১৫
শ্রীকুব্জার মন্দির আছিল এইখানে।
এই দেখ কুব্জাকূপ সর্ব্বলোকে জানে ॥২১৬
কুব্জাসহ কৃষ্ণের যে অদ্ভুত বিলাস।
তাহা ত্রিজগৎ মাঝে হইল প্রকাশ ॥২১৭
বলদেবকুণ্ড কৃষ্ণকূপ এই হয়।
এথা রামকৃষ্ণ গণ সহ বিলসয় ॥২১৮
অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম এইখানে।
যে আনন্দ হৈল তা কহিতে কেবা জানে ॥২১৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া।
বসিলা অসংখ্যলোকে বেষ্টিত হইয়া ॥২২০
ভাবাবেশে মহাপ্রভু হৈলা যে প্রকার।
তাহা দেখি লোকের হইল চমৎকার ॥২২১

মাথুরব্রাহ্মণগণ পরস্পর কয়।
কপট সন্ন্যাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয় ॥২২২
অতি অলৌকিক কে বুঝিবে এনা রঙ্গ।
আপনা গোপন কৈল ধরি গৌর অঙ্গ ॥২২৩
কেহ কহে মো সবার ভাগ্য অতিশয়।
দেখিলাম মথুরাতে প্রভুর বিজয় ॥২২৪
ঐছে কহে কত লোকে মনের উল্লাসে।
দেখি গৌরমাধুর্য্য পরমানন্দে ভাসে ॥২২৫
ঐছে কত কহিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
হইলা অধৈর্য্য চিন্তি চৈতন্যচরিত ॥২২৬
শ্রীনিবাস নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বাঁধে।
হা হা প্রভু বলিয়া ভূমিতে পড়ি কাঁদে ॥২২৭
শ্রীরাঘব পণ্ডিতের চরণে ধরিয়া।
দোঁহে কত কহে শুনি বিদরএ হিয়া ॥২২৮
শ্রীপণ্ডিত স্থির হৈয়া দোঁহে স্থির কৈল।
মথুরায় আর যে যে তীর্থ দেখাইল ॥২২৯
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষ।
এইখানে গোপাল ছিলেন একমাস ॥২৩০
শ্রীরূপ গোস্বামী সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণে।
হইলা বিহ্বল শ্রীগোপাল সন্দর্শনে ॥২৩১
পাইয়ে গোস্বামিগণে মথুরানিবাসী।
আনন্দে নিমগ্ন না জানএ দিবা নিশি ॥২৩২

দেখ শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন।
এথা ক্রীড়ারত পূর্ব্বে রোহিণীনন্দন ॥২৩৩
সেই প্রভু নিত্যানন্দ তীর্থপর্য্যটনে।
মথুরায় আসিয়া রহিলা এইখানে ॥২৩৪
পূর্ব্বজন্মভূমি দেখি উল্লাস হিয়ায়।
অলক্ষিত সে আবেশে সর্ব্বত্র বেড়ায় ॥২৩৫
অবধূতচন্দ্রে দেখি মথুরার লোক।
পাইলা মহানন্দ পাশরিলা দুঃখশোক ॥২৩৬
এস্থান দর্শনে সভ তাপ যায় দূর।
নিত্যানন্দপদে ভক্তি বাড়য়ে প্রচুর ॥২৩৭
শ্রদ্ধা করি শুনএ যে মথুরাভ্রমণ।
অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ ॥২৩৮
রাঘব পণ্ডিত অতি মনের উল্লাসে।
শ্রীনিবাস প্রতি কিছু কহে মৃদুভাষে ॥২৩৯

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩অ২৯।

তেন দৃষ্টা পুরী রম্যা বাসবস্য পুরী তথা।
বনৈর্দ্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥(৬৩)

দ্বাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী।
পুণ্যা পাপহরা শুভা অপূর্ব্ব মাধুরী ॥২৪০

(৬৩) অমরাবতীসদৃশ পরম রমণীয় দ্বাদশবন-পরিশোভিত সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী মঙ্গলবিধায়িনী মহাপুণ্যময়ী সেই মথুরাপুরী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

দ্বাদশ বিপিন সর্ব্ব পুরাণে প্রমাণ।
শুনিতে সে সভ নাম জুড়ায় পরাণ ॥২৪১
মধু তাল কুমুদ বহুলা কাম্য আর।
খদির শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এ পার ॥২৪২
শ্রীভদ্র ভাণ্ডীর বিল্ব লোহ মহাবন।
যমুনার পর পার মনোজ্ঞ কানন ॥২৪৩

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৩৮ অধ্যায়ে

ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীরমহাতালখদিরকাঃ।
বহুলা কুমদং কাম্যং মধুবৃন্দাবনং তথা ॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্ ॥(৬৪)

স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে—

মহাবনং গোকুলাখ্যং মধুবৃন্দাবনং তথা।
পূর্ব্বে তু পঞ্চ ভদ্রাদ্যাস্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে॥
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলম্ ॥(৬৫)

॥ * ইতি দ্বাত্রিংশৎ * ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥ ১৫৩।৩০।

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥

(৬৪) ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন,ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন, বহুলাবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন, বৃন্দাবন, মথুরার অন্তর্গত এই দ্বাদশ বন সাতটী বন যমুনার পশ্চিম ও পাঁচটী উহার পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

(৬৫) শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমির মধ্যে যমুনার পূর্ব্বপারস্থ ভদ্রাদি পাঁচটী ও

অহে শ্রীনিবাস এই দেখ মধুবন।
সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় করিলে দর্শন ॥২৪৪

তত্রৈব ১৫৭।৩৬।

তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপল-বিভূষিতম্।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥(৬৬)

স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে

অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈর্হতোঽসুরঃ।
হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায় চ ॥

তালবনে প্রভু তালরক্ষক অসুরে।
বধিল কৌতুকে সুখ সভার অন্তরে ॥২৪৫

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩।৩২।

বনং কুমুদ্বনঞ্চৈব তৃতীয়বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

দেখহ কুমুদবন পরম আশ্চর্য্য।
এথা গতিমাত্রে বিষ্ণুলোকে হয় পূজ্য ॥২৪৬
ওহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরাপশ্চিমে।
দন্তবক্রে বধে কৃষ্ণ এই উপবনে ॥২৪৭
বজ্রনাভ থুইল নাম দতিহা ইহার।
দতি উপবন পদ্মপুরাণে প্রচার ॥২৪৮

পশ্চিমপারস্থ তালাদি সাতটী বনের গোকুল, বৃন্দাবন ও মধুবন মহাবন এবং অন্যান্যগুলি উপবন বলিয়া খ্যাত।

(৬৬) এখানকার নীলোৎপলবিভূষিত নির্ম্মলজলপূর্ণ কুণ্ডমধ্যে স্নানদানাদি করিলেও লোকে অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দন্তবক্র প্রসঙ্গে কহিয়ে এক কথা।
যাহার শ্রবণে ঘুচে মরমের ব্যথা ॥২৪৯
ব্রজ হৈতে গণসহ নন্দাদি সকলে।
কৃষ্ণ লাগি গেলা কুরুক্ষেত্রে যাত্রাচ্ছলে ॥২৫০
হইল কৃষ্ণের সহ সভার মিলন।
যথা যে উচিত কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৫১
বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ সভে সন্তোষিয়া।
কহিলেন ব্রজে শীঘ্র মিলিব আসিয়া ॥২৫২
কৃষ্ণবাক্যামৃত পান করি হৃষ্টচিতে।
বিদায় হইয়া সভে আইলা তথা হৈতে ॥২৫৩
কৃষ্ণ লাগি রহিলেন যমুনার পারে।
সর্ব্ব মনোবৃত্তি কৃষ্ণে লৈয়া যাবে ঘরে ॥২৫৪
কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণে সভে বিদায় করিয়া।
হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥২৫৫
দ্বারকা যাইয়া শীঘ্র বধি শিশুপালে।
মথুরা আইলা দন্তবক্র-বধচ্ছলে ॥২৫৬
দন্তবক্রে বধিয়া যমুনা পার হৈলা।
যথা নন্দাদিক তথা ত্বরায় চলিলা ॥২৫৭
কৃষ্ণে দেখি যায় গোপ আনন্দে বিহ্বল।
আয়ো রে আয়ো রে বলি করে কোলাহল ॥২৫৮
মিলিলা সভারে কৃষ্ণ কৃষ্ণে সভে লৈয়া।
নিজালয়ে আইলা শ্রীযমুনা পার হৈয়া ॥২৫৯

হইলা পরমানন্দ ব্রজে ঘরে ঘরে।
পূর্ব্বমত সভা সহ শ্রীকৃষ্ণ বিহরে ॥২৬০
আয়োঃরে বলিয়া গোপ যেখানে মিলিল।
আয়োরে নামেতে গ্রাম সেখানে হইল ॥২৬১
নন্দাদিক সভে বাস কৈলা যেইখানে।
গৌরবাই সে গ্রামের নাম কে না জানে ॥২৬২
যে রূপে এ নাম হৈল শুনহ সে কথা।
ঢানা নামে এক বৃহদ্‌গ্রাম আছে তথা ॥২৬৩

তথাহি শ্রীগোপালচম্পূপদ্যে ॥

কথঞ্চিদপি মাথুরানমুগতাঃ কুরূণাং স্থলা-
দ্ব্রজেন্দ্রমুখগোদুহঃ পুনরুপৈতুমাত্মালয়ম্।
বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীর্য্য গো-
রয়ীতি বিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ দূরতঃ ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি তদ্‌গোরয়ীত্যপি চ
সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং গ্রামজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানম্।
গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানম্।
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতম্ ॥(৬৭)

(৬৭) নন্দপ্রমুখ গোপসমূহ কুরুক্ষেত্র হইতে মথুরায় গিয়া কিছুকাল পরে গৃহে প্রত্যাগমন জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে যমুনা পার হইয়া ব্রজের অদূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গোরয়ী নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেমন "পুরুষোত্তম" বলিলে শ্রীকৃষ্ণ ও পুরুষোত্তম (শ্রীক্ষেত্র) ধামের উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ গোকুলপতির গোকুলপতি নামক স্থানও সংস্কৃত, প্রাকৃত ও গ্রাম্যভাষায় যথাক্রমে 'গোকুলপতি, গৌরব ও গৌরয়ী' নামে অভিহিত হয়।

সেই ঢানা গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার।
শ্রীনন্দরায়ের সহ অতি প্রীতি তার ॥২৬৬
কুরুক্ষেত্র হৈতে নন্দগমন শুনিয়া।
মহাহর্ষে আগুসরি আনিলেন গিয়া ॥২৬৫
বাস করাইলা সে গৌরব সীমা নাই।
এই হেতু গ্রামনাম হৈল গৌরবাই ॥২৬৬
এবে সে গ্রামের নাম গৌরাই কহয়।
ঢানা আয়োরে গ্রামাদির নিকটস্থ হয় ॥২৬৭
এ গ্রামপ্রসঙ্গ অন্যত্রেও প্রচারয়।
আর যে যে গ্রাম নাম কহিল না হয় ॥২৬৮
যে সকল গ্রাম হয় কৃষ্ণলীলাস্থান।
মনের আনন্দে তা দেখএ ভাগ্যবান্ ॥২৬৯
ঐছে কত কহিয়া পণ্ডিত হর্ষমনে।
পরিক্রমা পথে চলে শ্রীবনভ্রমণে ॥২৭০
আদিবরাহেতে যৈছে কৈল নিরূপণ।
সে রূপ নহিব ক্রমে হইব তেমন ॥২৭১
রাঘব পণ্ডিত ইথে যাইতে যাইতে।
মনে হৈল ষষ্ঠীকরাটবী দেখাইতে ॥২৭২
পরিক্রমা পথ ছাড়ি অন্যপথে গিয়া।
শ্রীনিবাসে কহে ষষ্ঠীকরা প্রবেশিয়া ॥২৭৩
পূর্ব্বে ষষ্ঠীকরাটবী নাম সে ইহার।
এবে ষষ্ঠীঘরা নাম লোকেতে প্রচার ॥২৭৪

তথাহি আদিবারাহে ১৫৭ অঃ।

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদর্দ্ধযোজনে॥
অনেকানি সহস্রাণি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীতৈকরাত্রোপোষিতো নরঃ।
স তু বিদ্যাধরং লোকং গত্বা তু রমতে সুখম্॥(৬৮)

দেখ শ্রীনিবাস এই শকটারোহণ।
কৃষ্ণপ্রিয়স্থান এ পরম রম্য হন॥২৭৫
ভ্রমর গুঞ্জয়ে সদা পুষ্পের কাননে।
পরম আনন্দ হয় এ কুণ্ডের স্নানে॥২৭৬
এথা উপবাস একরাত্র করে যে।
বিদ্যাধরলোকে সুখে বিলসয়ে সে॥২৭৭
কালবিশেষেতে ফল বহুবিধ হয়।
এবে এ শকটাগ্রাম নাম লোকে কয়॥২৭৮
গরুড় গোবিন্দ এই দেখ শ্রীনিবাস।
এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস॥২৭৯
শ্রীদাম গরুড় হৈয়ে খেলয়ে আনন্দে।
চতুর্ভুজ গোবিন্দ চঢ়য়ে তার স্কন্দে॥২৮০

(৬৮) মথুরার অর্দ্ধযোজন পশ্চিমে শকটারোহণ নামক স্থানে অনেক ভ্রমর বাস করে, তথায় উপবাসান্তর একরাত্র বাস করিয়া অভিষেক করিলে নর গন্ধর্ব্বলোকে গমনপূর্ব্বক পরমসুখে কালযাপন করে।

গরুড় গোবিন্দ দুহুঁ শোভা অতিশয়।
এই হেতু গরুড়গোবিন্দ নাম কয় ॥২৮১

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে॥

যথা শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজ ইত্যাদি(৬৯)

ঐছে কত স্থান দেখাইয়ে দুই জনে।
পূর্ব্বপরিক্রমা পথে আইলা হর্ষমনে ॥২৮২
দূরে হৈতে কহে দেখ গন্ধেশ্বরা স্থান।
কৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য পরে তেঁই এ আখ্যান ॥২৮৩
দেখহ সাতোভা গ্রাম কুণ্ড সুনির্ম্মল।
শান্তনু মুনির এই তপস্যার স্থল ॥২৮৪
এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া।
আগে চলে নানা রম্যস্থান দেখাইয়া ॥২৮৫
রাঘব পণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলা বন এই দেখ শ্রীনিবাস ॥২৮৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ কালেতে।
প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে ॥২৮৭
লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায়।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি গৌরচন্দ্র পানে চায় ॥২৮৮
শ্রীগৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি গাভীগণে।
প্রকাশয়ে পূর্ব্বে যৈছে কৈলা গোচারণে ॥২৮৯

(৬৯) শ্রীদাম যেমন গরুড়রূপ ধারণ করিলেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে তদুপরি আরূঢ় হইলেন

মৃগাদিক পশু শিখী কোকিলাদি পক্ষ।
মহামত্ত চতুর্দ্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ ॥২৯০
বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গৌরচন্দ্রে।
দেখয়ে অসংখ্য লোক পরম আনন্দে ॥২৯১
কেহো কহে অহে ভাই মনে হেন বাসি।
ব্রজেন্দ্রনন্দন এই কপট সন্ন্যাসী ॥২৯২
শ্যাম সুচিক্কণ রূপ আচ্ছন্ন করিয়ে।
গৌররূপ ধরি ফিরে লোক প্রতারিয়ে ॥২৯৩
ঐছে কত কহে লোক অধৈর্য্য হিয়ায়।
সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ করে গৌররায় ॥২৯৪
অহে শ্রীনিবাস এই বহুলা বনেতে।
দেখহ অপূর্ব্বকুণ্ড পদ্মবন যাতে ॥২৯৫
আর এই সঙ্কর্ষণকুণ্ড অনুপম।
আর মান-সরসী পরম মনোরম ॥২৯৬
এ সব দর্শন স্নানে বহু ফল হয়।
লক্ষ্মীসহ কৃষ্ণে দেখে পুরাণেতে কয় ॥২৯৭

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩৬।

পঞ্চমং বকুলং নাম বানানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥(৭০)

(৭০) হে দেবি! বহুলা নামক পঞ্চমবনে প্রবেশ করিলে মানুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে

বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ ॥
তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম।
স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যা সহ বিশাম্পতে ॥(৭১)

ওই যে ময়ুরগ্রাম কৃষ্ণ ঐ খানে।
দেখে ময়ুরের নৃত্য প্রিয়াগণ সনে ॥২৯৮
কি অপূর্ব্ব লক্ষ লক্ষ ময়ুরমণ্ডলী।
রাই কানু পানে চায় ঊর্দ্ধপুচ্ছ তুলি ॥২৯৯
ময়ূরের মধ্যে রাই কানু বিলসয়।
নাচয়ে নাচয়ে কি অদ্ভুত হর্ষোদয় ॥৩০০
চতুর্দ্দিকে করতালি দিয়ে সখীগণ।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন ॥৩০১
ওই দেখ দক্ষিণ গ্রামাদি কথো দূরে।
ও সব স্থানেতে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে ॥৩০২

(৭১) হে রাজন্! সেই পদ্মবনে শ্রীকৃষ্ণের বহুলা নাম্নী পত্নী সর্ব্বদা বিরাজমান থাকায় তথায় বহু পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় সঙ্কর্ষণকুণ্ড, মানসরোবর এবং লক্ষ্মীজনার্দ্দন নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, চৈত্রমাসে ঐ কুণ্ডাদিতে স্নান করিলে মানব দিব্যচক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে পান।

দক্ষিণ গ্রামেতে কৃষ্ণ রঙ্গে বিলসয় ।
দক্ষিণা নায়িকা ভাব ব্যক্ত অতিশয় ॥৩০৩
আগে এ বসতি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস ।
এথা বৃষভানু রাজা করিলেন বাস ॥৩০৪
ষষ্ঠীকরা রাওল পর্য্যন্ত নন্দ রহে ।
রাওল গ্রামের নাম এবে রাল কহে ॥৩০৫
বসতি নিকট রামকৃষ্ণ তোষস্থানে ।
মহাতোষে বিলসে সকল সখা সনে ॥৩০৬
এই আগে দেখহ আরিট নামে গ্রাম ।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস অনুপাম ॥৩০৭
অরিষ্ট অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি ।
পরম কৌতুকে তারে বধিলা শ্রীহরি ॥৩০৮
কৌতুকে শ্রীরাধাঙ্গ স্পর্শিতে কৃষ্ণ চায় ।
হাসিয়া রাধিকা কহে ইহা না জুয়ায় ॥৩০৯
যদ্যপি অসুর সে ধরয়ে বৃষাকৃতি ।
তারে বধ করি হেলা অপবিত্র অতি ॥৩১০
যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান পার করিবারে ।
তবে সে ঘুচয়ে দোষ কহিনু তোমারে ॥৩১১
হাঁসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ সুমধুর বাণী ।
এথায় করিব স্নান সর্ব্ব তীর্থ আনি ॥৩১২
এত কহি পদাঘাত কৈলা মহীতলে ।
পরিপূর্ণ হৈল কুণ্ড সর্ব্বতীর্থ জলে ॥৩১৩

নিজ নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ।
সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণে করিলা স্তবন ॥৩১৪
শ্রীরাধিকা সহ সখীগণে দেখাইয়া।
স্নান কৈল কৃষ্ণ তীর্থগণে সম্বোধিয়া ॥৩১৫
অর্দ্ধরাত্র হইতেই হৈল সমাধান।
অদ্যাপিহ লোকে তৈছে কুণ্ডে করে স্নান ॥৩১৬
সখী সহ শ্রীরাধিকা বিস্মিত হইলা।
শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া কিছু কৌতুকে কহিলা ॥৩১৭
শ্রীরাধিকা শুনি কৃষ্ণ-প্রগল্ভবচন।
সখী সহ শীঘ্র কুণ্ড করিল খনন ॥৩১৯
হইল অপূর্ব্ব রাধিকার সরোবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ অন্তর ॥৩২০
সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসী গঙ্গাজলে।
করিবেন কুণ্ডপূর্ণ অতিকুতূহলে ॥৩২১
এই ইচ্ছা জানি কৃষ্ণ তীর্থে নিদেশিতে।
প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ড হৈতে ॥৩২২
তীর্থগণ করি বহুস্তুতি রাধিকার।
মানয়ে সৌভাগ্য মহাহর্ষ অনিবার ॥৩২৩
দুইকুণ্ড পরিপূর্ণ হৈল তীর্থ জলে।
সখী সহ দোঁহে শোভা দেখে কুতূহলে ॥৩২৪
নানা বৃক্ষলতায় বেষ্টিত কুণ্ডদ্বয়।
দোঁহার আশ্চর্য্য কেলিস্থান এই হয় ॥৩২৫

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৫২ শ্লোকঃ।

নীপৈশ্চম্পকপালিভির্নববরাশোকৈ রসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈর্লবঙ্গলতিকা-বাসন্তিকাভির্বৃতৈঃ।
হৃদ্যং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিলন্মধ্যপ্রদেশং পরং
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে ॥(৭২)

শ্রীরাধিকাকুণ্ড সর্ব্বদিকে নিরুপম।
ললিতাদি অষ্ট সখী কুঞ্জ মনোরম ॥৩২৬
সুবলাদি কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড সর্ব্বদিশে।
দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ বিশেষে ॥ ৩২৭

রাগ সারঙ্গ।

নাগরবর পরম ধীর, রহি রাধাকুণ্ড তীর,
নিরখত অতি মঙ্গলময় মধুর সরসীশোভা।
নিরমল পরিপূরিত জল, তঁহি কত কত ভাঁতি কমল,
অতুলিত অবিরত মঞ্জু গুঞ্জত চিতলোভা ॥
লহু লহু নব পবন সঙ্গ, উপজত মৃদুতর তরঙ্গ,
প্রমুদিত জলচরচয় বহু ফিরত কত রঙ্গে।
ঝলকত মণিখচিত ঘাট- চয় বিচিত্র চিত্র নাট,
মণ্ডিত কুটিমণ্ডপ, মদনালয় মদ ভঙ্গে ॥
প্রফুল্লিত সুরসাল হিঅরু, নীপ বকুল চম্পকতরু,
উচ্চ রুচির রচিত রতন দোলা তহি সাজে।

(৭২) কদম্ব, চম্পক, অশোক, রসাল, পুন্নাগ (নাগকেশর), বকুল ও লবঙ্গলতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ রাধামাধবের পরমপ্রিয় ও কেলীর প্রধান স্থান; অতএব আমি ঐ স্থানেই আশ্রয় লইব।

উলসিত শুক গায়ত ঘন, শুনি শুনি উনমত্ত খগগণ,
নৃত্যত শিখী কুহু কুহু কুহু, কোকিল কল গাজে ॥
কনকবেদী বিলসত বন, সেবিত ষড়ঋতু অনুখন,
বিকসিত কত কুসুম সুষম সৌরভ অনুপামা।
বেষ্টিত ললিতাদি কুঞ্জ, নিরমিত রসজনিত পুঞ্জ,
ধৈরজ ভয় ভঞ্জন ভণ নরহরি সুখধামা

রাগ সারঙ্গ।

রাধা মৃগনয়নী গোরী, নাগর কর বাহু জোড়ি,
প্রমুদিত চিত নিরখত ঘনশ্যাম সরসীশোভা।
নির্ম্মল পরিপূর্ণ বারি, পীযূষভর গরবহারী,
মন্দ পবন পরশত মৃদু বীচি ভুবনলোভা ॥
বিকসিত নবকুঞ্জনিকর, গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর,
মুঞ্জ নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা।
সারস লস হংস লাখ, ফিরতহি তহি চক্রবাক,
ক্রৌঞ্চ কীর কোকিল শিখী কলরব অভিরামা ॥
ঝলকত সরতীর অতুল, কুসুমিত তরুবল্লী বকুল,
বলয়িত জল ছলক ছাঁহ ছুটত ছবি ভারী।
অভিনব কুটি মণ্ডপগণ, মণ্ডিত কত বেদী রতন,
সুগঠন মণি জড়িত ঘাট লোচন-রুচিকারী ॥
চৌদিশ রস ঝরত পুঞ্জ, বেষ্টিত সুবলাদি কুঞ্জ,
সুরুচি রচনা তঁহি কত শত, ভাঁতি ভবন ভ্রাজে।
ষড়্ঋতু করত সেবন ঘন, অদভুত মহিমা সুরগণ,
গায়ত নরহরি অনুখন ধ্যায়ত হৃদি মাঝে ॥

অহে শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডের মহিমা।
পুরাণে বিদিত এ কহিতে নাই সীমা ॥৩২৮

তথাহি আদিবারাহে

অরিষ্টরাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥(৭৩)

অরিষ্টকুণ্ডাখ্যে শ্যামকুণ্ড সভে কয়।
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয় ॥৩২৯
এই দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে ॥৩৩০

তথাহি স্কান্দে মথুরামাহাত্ম্যে

দীপোৎসবে কার্ত্তিকে চ রাধাকুণ্ডে যুধিষ্ঠির।
দৃশ্যতে সকলং বিশ্বং ভূতৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ ॥(৭৪)

তথা পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ ॥
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্র তৎস্থিতস্য প্রতোষণম্।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ॥
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

(৭৩) অরিষ্টকুণ্ড (শ্যামকুণ্ড) ও রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে লোক রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেও অধিকতর ফল পায়, এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(৭৪) হে যুধিষ্ঠির! রাধাকুণ্ডবাসী বিষ্ণুভক্ত প্রাণিগণ কার্ত্তিকী দীপান্বিতা তিথিতে বিশ্বরূপ দর্শন করে।

তৎকুণ্ডে কার্ত্তিকেহষ্টম্যাং স্নাত্বা পূজ্য জনার্দ্দনম্।
প্রবোধন্যাং যথাপ্রীতস্তথা প্রীতস্ততো ভবেৎ ॥(৭৫)

দেখ শ্রীনিবাস রাধাশ্যাম-কুণ্ডদ্বয়।
চতুর্দ্দিকে বনশোভা মুনীন্দ্রে মোহয় ॥৩৩১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ করিয়া।
এই তমালের তলে বসিলা আসিয়া ॥৩৩২
অরিষ্টগ্রামীয় লোকগণে জিজ্ঞাসিলা।
কুণ্ডদ্বয় বার্ত্তা কেহ কহিতে নারিলা ॥৩৩৩
সঙ্গেতে আইলা বিপ্র মথুরা হইতে।
তারে জিজ্ঞাসিল সেহো না পারে কহিতে ॥৩৩৪
প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতীর্থ নিরীখয়।
দুই ধান্যক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয় ॥৩৩৫
তথা অল্পজলে স্নান কৈল হর্ষচিতে।
শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানা মতে ॥৩৩৬
লইয়া মৃত্তিকা যত্নে তিলক করিল।
দেখি গ্রামী লোক মহাবিস্ময় হইল ॥৩৩৭

(৭৫) হে বিপ্র! শ্রীহরির গোবর্দ্ধন গিরিতে যেরূপ প্রীতি, রাধাকুণ্ডও তাঁহার তদ্রূপ প্রিয়, কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে এই কুণ্ডে স্নান এবং ইহার তীরে বাস করিলে নর হরির প্রিয়ভক্ত হইয়া যাবজ্জীবন সুখে থাকে। রাধার ন্যায় এই কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। এমন কি, সমস্ত গোপীতে তাঁহার যেরূপ প্রীতি একমাত্র রাধাকুণ্ডে তদ্রূপ। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক-মাসের অষ্টমী তিথিতে এই কুণ্ডে স্নানান্তে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করে, তাহার প্রতি তিনি প্রবোধনী অপেক্ষাও অধিকতর সন্তুষ্ট হন।

কেহ কহে এই যে সন্ন্যাসী মহাশয়।
কোথা হৈতে অকস্মাৎ করিলা বিজয় ॥৩৩৮
কেহ কহে অহে ভাই ইহারে দেখিতে।
না জানি কি করে হিয়া না পারি বুঝিতে ॥৩৩৯
কেহ কহে মনুষ্য সন্ন্যাসী কভু নয়।
কহিতে না পারি মোর মনে যাহা হয় ॥৩৪০
কেহ কহে ইহারে সন্ন্যাসী কহে কে।
এই রূপে এই বেশে কৃষ্ণ হয় এ ॥৩৪১
দেখহ তাহার সাক্ষী নানা পক্ষিগণ।
নিকটে আসিয়ে সভে করয়ে দর্শন ॥৩৪২
শুক পিক সুখে কৃষ্ণ সম্বোধন করে।
নাচয়ে ময়ূর মহা উল্লাস অন্তরে ॥৩৪৩
নানা শব্দ করে পক্ষী কর্ণরসায়ন।
দেখ কি অদ্ভুত প্রফুল্লিত বৃক্ষগণ ॥৩৪৪
অহে ভাই এ কপট সন্ন্যাসি-উপরে।
দেখ লতা সহ বৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥৩৪৫
হরিণ-হরিণীগণ সমীপে আসিয়া।
একদৃষ্টে রহিয়াছে মুখপানে চায়্যা ॥৩৪৬
ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধাইয়া আইসে ধেনুগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি মুখ করে নিরীক্ষণ ॥৩৪৭
দেখ আনন্দাশ্রু ঝরে সভার নয়নে।
ইহাতে সূচায় দেখা হইল বহুদিনে ॥৩৪৮

অহে ভাই ভাগ্য প্রশংসিয়ে বারে বারে।
হেন রূপে হেন বেশে দেখিনু কৃষ্ণেরে ॥৩৪৯
অহে ভাই এ প্রভু চরণে নমস্কার।
লোকে জ্ঞান দিতে বুঝি এই অবতার ॥৩৫০
কালী গোরী নামে এই ধান্যখেত কৈনু।
ইহার কৃপাতে কুণ্ডদ্বয় সে জানিনু ॥৩৫১
ঐছে সভে পরস্পর নানা কথা কয়।
শ্রীদর্শনামৃত পানে মত্ত অতিশয় ॥৩৫২
কুণ্ড দেখি প্রভুর যে হৈল ভাবাবেশ।
ব্রহ্মাদিক বর্ণিতে নারএ তার লেশ ॥৩৫৩
অহে শ্রীনিবাস ধান্যক্ষেত্র কুণ্ডদ্বয়।
এবে জলে পরিপূর্ণ হৈল অতিশয় ॥৩৫৪
এরূপ হইল যৈছে ধান্যখেত গিয়া।
শুন সে প্রসঙ্গ কহি সংক্ষেপ করিয়া ॥৩৫৫
অকস্মাৎ রঘুনাথ মনে এই হৈল।
কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল ॥৩৫৬
অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়।
এত বিচারিয়ে হইলেন স্তব্ধপ্রায় ॥৩৫৭
আপনাকে ধিক্কার করেন বার বার।
কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার ॥৩৫৮
বিবিধ প্রকারে নিজ মন বুঝাইয়া।
রহএ নির্জনে অতি সাবধান হৈয়া ॥৩৫৯

ভক্ত মনে যে হয় তা না হয় অন্যথা।
কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত মনঃকথা ॥৩৬০
কোন এক ধনী বদরিকাশ্রমে গিয়া।
প্রভুকে দর্শন কৈল বহুমুদ্রা দিয়া ॥৩৬১
নারায়ণ তারে আজ্ঞা করিলা স্বপ্নেতে।
মুদ্রা লইয়া যাহ ব্রজে আরিটগ্রামেতে ॥৩৬২
তথা রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব প্রধান।
তার আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম ॥৩৬৩
যদি এই মুদ্রা তেঁহো না করে গ্রহণ।
তবে এই কথা তারে করাবে স্মরণ ॥৩৬৪
কুণ্ডদ্বয় জলে স্নান পানের লাগিয়া।
করিয়াছ মনে তা করহ মুদ্রা লৈয়া ॥৩৬৫
এত কহি বিদায় করিলা সেইক্ষণে।
আরিটগ্রামেতে তেঁহ আইলা হর্ষমনে ॥৩৬৬
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আগে গিয়া।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে মুদ্রা ভেট দিয়া ॥৩৬৭
প্রভু যৈছে আজ্ঞা কৈল সে সব কহিলা।
শুনি রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলা ॥৩৬৮
কতক্ষণে কহে প্রশংসিয়া বার বার।
শীঘ্র কুণ্ডদ্বয়ের করহ পঙ্কোদ্ধার ॥৩৬৯
শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইলা।
সেইক্ষণে বহুলোক নিযুক্ত করিলা ॥৩৭০

শীঘ্র কুণ্ডদ্বয় খোদাইল যত্ন মতে।
শ্যামকুণ্ড বক্র যৈছে শুন সাবহিতে ॥৩৭১
শ্যামকুণ্ডতীরে এই বৃক্ষ পুরাতন।
সভে স্থির কৈল কালি করিব ছেদন ॥৩৭২
স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথে।
বৃক্ষরূপে মোরা পঞ্চ আছি হে এথাতে ॥৩৭৩
কালি প্রাতে মানস পাবন ঘাটে গিয়া।
করিবেন রক্ষা পঞ্চ বৃক্ষ নিরখিয়া ॥৩৭৪
স্বপ্ন দেখি রঘুনাথ রজনী প্রভাতে।
দেখে এক বৃক্ষে পঞ্চ বৃক্ষ ক্রম মতে ॥৩৭৫
বৃক্ষের ছেদন সভে বারণ করিল।
এই হেতু শ্যামকুণ্ড চৌরস নহিল ॥৩৭৬
নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কুণ্ডদ্বয়।
দেখি রঘুনাথ হৃষ্ট হৈলা অতিশয় ॥৩৭৭
দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে।
কুটীর করিতে তাঁর কভু ইচ্ছা নহে ॥৩৭৮
একদিন সনাতন বৃন্দাবন হৈতে।
এথা আইলা শ্রীগোপাল ভট্টের বাসাতে ॥৩৭৯
মানস পাবন ঘাটে চলিলেন স্নানে।
দেখে এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেইখানে ॥৩৮০
রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া।
ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁর নিকট হইয়া ॥৩৮১

কতক্ষণে রঘুনাথ চাহে চারি পানে।
দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে ॥৩৮২
ভূমিতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল।
সনাতন স্নেহাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥৩৮৩
রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে।
বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটীরে ॥৩৮৪
জানাইয়া বিশেষ গোসাঞী গেলা স্নানে।
কুটীরের আরম্ভ হইল সেই দিনে ॥৩৮৫
অন্যহিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে।
রহিলেন কুটীরে গোসাঞীর আজ্ঞামতে ॥৩৮৬
অহে শ্রীনিবাস রঘুনাথ চেষ্টা যত।
একমুখে তাহা আমি কহিব বা কত ॥৩৮৭
দাস নামে এক ব্রজবাসী এথা রয়।
দাসগোস্বামীর তারে স্নেহ অতিশয় ॥৩৮৮
তেঁহো একদিন সখীস্থলী গ্রামে গেলা।
বৃহৎ পলাশপত্র দেখি তুলি নিলা ॥৩৮৯
দাস গোস্বামীর কথা মনে মনে কহে।
অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে ॥৩৯০
এক দোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাহার।
ইথে অতিরিক্ত কিছু হইব আহার ॥৩৯১
ঐছে মনে করি ঘরে আসি দোনা কৈলা।
তাহে তক্র লৈয়া রঘুনাথ আগে আইলা ॥৩৯২

নব্য পত্র দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোসাঞী।
এ বৃহৎ পত্র আজি পাইলা কোন্ ঠাঞি ॥৩৯৩
দাস কহে সখীস্থলী গেনু গোচারণে।
পাইয়া উত্তম পত্র আনিনু এখানে ॥৩৯৪
সখীস্থলী নাম শুনি ক্রোধে পূর্ণ হৈলা।
তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা ॥৩৯৫
কতক্ষণে স্থির হইয়া কহে দাস প্রতি।
সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম না যাইবা তথি ॥৩৯৬
ইহা শুনি দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া।
জানিলেন সাধক দেহেতে সিদ্ধ ক্রিয়া ॥৩৯৭
এ সভার এই দেহ নিত্য সিদ্ধ হয়।
ইথে যে পামর সেই করএ সংশয় ॥৩৯৮
অহে শ্রীনিবাস একদিন রঘুনাথ।
ভুঞ্জিলেন মানসে প্রসাদী দুধভাত ॥৩৯৯
হইল অজীর্ণ দেহ ভার অতিশয়।
কৈছে দেহ ভার হৈল কেহ না বুঝয় ॥৪০০
শ্রীবল্লভপুত্র শ্রীবিট্ঠলনাথ শুনি।
দুই চিকিৎসক লৈয়া আইলা আপনি ॥৪০১
নাড়ী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার।
দুগ্ধ অন্ন খাইলা ইহোঁ ইথে দেহ ভার ॥৪০২
শ্রীবিট্ঠলনাথ কহে হইয়া বিস্ময়।
দুগ্ধ অন্ন ইহারে সম্ভব কভু নয় ॥৪০৩

রঘুনাথ কহে এই সুসত্য বচন।
মানসে করিনু মুই দুগ্ধান্ন ভোজন ॥৪০৪
শুনিয়া সভার মনে হৈল চমৎকার।
ঐছে রঘুনাথ ক্রিয়া কি কহিব আর ॥৪০৫
অহে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয় জান চিতে।
রাধাকুণ্ডবাস রঘুনাথ কৃপা হৈতে ॥৪০৬
শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহার।
শ্রীরঘুনাথের এই সেবা সুপ্রচার ॥৪০৭
পরম উজ্জ্বল কুণ্ডে বৃক্ষলতাগণ।
দেখ রাধাশ্যাম কুণ্ডদ্বয়ের মিলন ॥৪০৮
এই মনোহারী কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস।
মুক্তামালা ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস ॥৪০৯
শ্রীমুক্তাচরিত্র গ্রন্থে এ সব বিস্তারি।
বর্ণিল শ্রীরঘুনাথ দাস কৃপা করি ॥৪১০
এই শিবখোর ভানুখোর কুণ্ডদ্বয়।
এত কহি রাঘবের উল্লাস হৃদয় ॥৪১১
ঐছে আর কুণ্ড নানা স্থান দেখাইয়া।
শ্রীদাস গোস্বামী আগে গেলা দোঁহে লৈয়া ॥৪১২
শ্রীরাঘব পণ্ডিত সকল নিবেদিলা।
শুনি দাস গোস্বামীর চিত্তে হর্ষ হৈলা ॥৪১৩
শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামিচরণে ॥৪১৪

গোস্বামীর শুষ্ক দেহ দুর্ব্বল অতিশয়।
তথাপি উঠিয়া দুই বাহু পসারয় ॥৪১৫
শ্রীনিবাস নরোত্তমে আলিঙ্গন করি।'
শ্রীনিবাস প্রতি কি কহিলা ধীরি ধীরি ॥৪১৬
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় আইলা।
তাঁরে প্রণমিতে যে উচিত তেঁহো কৈলা ॥৪১৭
শ্রীনিবাস জানে তেঁহো প্রাণের সমান।
কহিতে কি পরম অদ্ভুত চেষ্টা তান ॥৪১৮
দাসগোস্বামীর প্রিয় দাস ব্রজবাসী।
তেঁহো সেইখানে শীঘ্র মিলিলেন আসি ॥৪১৯
আর যে যে বৈষ্ণব ছিলেন কুণ্ডতীরে।
শ্রীনিবাস নরোত্তম মিলে সে সভারে ॥৪২০
সভে হৃষ্ট হৈয়া স্নানে অনুমতি দিলা।
ভক্ষণ সামগ্রী অতি শীঘ্র করাইলা ॥৪২১
দোঁহে স্নান করিবারে গেলা শীঘ্র করি।
নয়ন ভরিয়া দেখে কুণ্ডের মাধুরী ॥৪২২
সুবলের কুঞ্জ শ্যামকুণ্ডের উত্তরে।
তথা ঘাট মানস পাবন শোভা করে ॥৪২৩
মানস পাবন রাধিকার প্রিয় অতি।
তথা বৃক্ষরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের স্থিতি ॥৪২৪
সেই ঘাটে দোঁহে স্নান কৈল প্রেমাবেশে।
বাঢ়িল দোঁহার সুখ অশেষ বিশেষে ॥৪২৫

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর কুটীর যথা।
শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিলেন তথা ॥৪২৬
সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া।
চলিলা পণ্ডিত প্রাতঃকালে দোঁহে লৈয়া ॥৪২৭
শ্রীকুণ্ড দক্ষিণে মুখরাই গ্রাম হয়।
তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয় ॥৪২৮
রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা।
তাঁর এই বাসস্থান জানে সর্ব্বজনা ॥৪২৯
এথা মহাকৌতুক মুখরা অলক্ষিত।
রাধাকৃষ্ণে মিলএ হইয়া উল্লসিত ॥৪৩০
এত কহি আগে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে।
বহু লীলাস্থলী গোবর্দ্ধন চারি পাশে ॥৪৩১
দেখহ কুসুম-সরোবর এই বনে।
দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুমচয়নে ॥৪৩২
এই যে নারদ-কুণ্ড নারদ এখানে।
তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল যা মনে ॥৪৩৩
মুনি মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ।
মনোরথ সিদ্ধ হেতু বৃন্দা উপদেশ ॥৪৩৪
এই রত্ন সিংহাসন ইথে বহু কথা।
রত্ন-সিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিলা এথা ॥৪৩৫
শঙ্খচূড়-বধের কারণ এথা হৈতে।
যৈছে কৃষ্ণবধে তা বিদিত ভাগবতে ॥৪৩৬

এই দেখ পালিগ্রাম অপূর্ব্ব উদ্যান।
পালিকা নামেতে যূথেশ্বরী বাসস্থান ॥৪৩৭
ওইত দেখহ দূরে যমুনা গ্রামেতে।
তথা বিলসএ কৃষ্ণ সখাগণ সাথে ॥৪৩৮
ইন্দ্রধ্বজবেদী এই এথা নন্দরায়।
করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্ব্বলোকে গায় ॥৪৩৯
এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে গোচারণ।
বংশীস্বনে নিকটে আনএ ধেনুগণ ॥৪৪০
এ ঋণমোচন পাপমোচন আখ্যান।
ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান ॥৪৪১
এই দেখ সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড তেজোময়।
এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥৪৪২
এইত রাসৌলি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
বসন্ত সময়ে এথা করিলেন রাস ॥৪৪৩
এই দেখ চন্দ্র-সরোবর অনুপাম।
এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥৪৪৪
দেখহ গন্ধর্ব্বকুণ্ড অতি রম্যস্থল।
এথা কৃষ্ণগুণগানে গন্ধর্ব্ব বিহ্বল ॥৪৪৫
গোবর্দ্ধনে বসন্তরাসেতে রঙ্গ যত।
পরম মধুর তা বর্ণিবে কেবা কত ॥৪৪৬

তথাহি স্তবাবল্যাং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে

রাসে শ্রীশতবন্দ্যসুন্দরসখীবৃন্দাঞ্চিতাসৌরভ-

ভ্রাজৎকৃষ্ণরসালবাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥(৭৬)

দেখ পৈঠ নামে গ্রাম অতি সুশোভিত।
পৈঠ নাম হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিত ॥৪৪৭
রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা এই বনে।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি ফিরে গোপীগণে ॥৪৪৮
চতুর্ভুজ হৈয়া কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল।
রাই দৃষ্টে দুই ভুজ দেহে প্রবেশিল ॥৪৪৯

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—
নায়িকা-প্রকরণে ৫।৬ শ্লোকৌ,

ভুজাচতুষ্টয়ং কাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্ণা দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥
রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥(৭৭)

(৭৬) রাসের সময় শত শত বন্দনীয় সুন্দর সখীবৃন্দপূজিত বাসন্তী মাধবীলতার ন্যায় সৌরভিণী ও দীপ্তিশালিনী শ্রীকৃষ্ণরূপ রসালদ্রুমের বাহু (শাখা) দ্বারা বিলসিত-(আলিঙ্গিত)-কণ্ঠী স্বয়ং শ্রীরাধিকা যেস্থানে রাসস্থলীতে নৃত্য করেন, কোন্ সুকৃতী ব্যক্তি সেই উচ্চতম স্থান এবং গোবর্দ্ধন গিরিকে আশ্রয় না করে?

(৭৭) কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াচ্ছলে ভুজচতুষ্টয় প্রদর্শনানন্তর শ্রীরাধিকার প্রেমবশতঃ তাহার দুই ভুজ সম্বরণ করেন। ভগবান্ রাসবিহারী

দেহে পৈঠে দ্বিভুজ এ কৌতুক অপার।
এই হেতু পৈঠ নাম লোকেতে প্রচার ॥৪৫০
পৈঠগ্রাম আদি রম্য স্থান দেখাইয়া।
গৌরীতীর্থে পণ্ডিত আইলা উলটিয়া ॥৪৫১
পণ্ডিত উল্লাসে কহে দেখ শ্রীনিবাস।
এই গৌরীতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস ॥৪৫২
গৌরীতীর্থে নীপ বৃক্ষরাজ মনোহর।
নীপকুণ্ড দেখ এই পরম সুন্দর ॥৪৫৩
এই আনিয়োর গ্রাম গিরি সন্নিধানে।
এথা যে কৌতুক তা কহিতে কেবা জানে ॥৪৫৪
নন্দাদিক গোপ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করি।
কৃষ্ণের কথায় পূজে গোবর্দ্ধন গিরি ॥৪৫৫
বিবিধ সামগ্রী গোবর্দ্ধনে ভোগ দিলা।
কৃষ্ণ এক রূপে তথা সকল ভুঞ্জিলা ॥৪৫৬
মেঘ হৈতে গভীর বচন উচ্চারয়।
আনিয়োর আনিয়োর বার বার কয় ॥৪৫৭
গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুক অপার।
এই হেতু আনিয়োর নাম সে ইহার ॥৪৫৮

শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জকাননে রাসক্রীড়ায় আশ্লিষ্ট হইয়া ভারবোধে মৃগাক্ষী সখীবৃন্দ পরিদৃষ্ট ভুজচতুষ্টয় গোপন করিয়া রমণীয় দ্বিভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন আহা! রাধিকার প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে জন্য স্বয়ং প্রভাবশালী হরিও স্বীয় চতুর্ব্বাহুতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

অন্নকূট স্থান এই দেখ শ্রীনিবাস।
এ স্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥৪৫৯

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৫ শ্লোকঃ—
ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিতভোগমুচ্চৈ-
র্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ।
বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্‌ক্তে
যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে ॥ (৭৮)

এই শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড মহিমা অনেক।
এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক ॥৪৬০

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৪ শ্লোকঃ—
নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতে রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা-
ত্তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥৭৯

এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড স্নানে ফল যত।
পুরাণে প্রচার তাহা কে বর্ণিবে কত ॥৪৬১

(৭৮) অঘাসুরঘাতন ভগবান্ গোপনন্দন বৃহৎকায় ধারণপূর্ব্বক বরদ্বারা শ্রীরাধাকে ছলনা করিয়া ব্রজবাসিবৃন্দ-সমর্পিত সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনাদি কৌতুকে যেস্থলে ভোজন করিয়াছিলেন, সেই অন্নকূটকে আমি আশ্রয় করি।

(৭৯) স্বয়ং সুরপতি ইন্দ্র প্রবল ভয়ে ধীরে ধীরে পদদ্বয় ধারণ করিয়া এই ভূমণ্ডলেই সুরভি মন্দাকিনী সলিলে গোবিন্দের অভিষেক করাইলে সেই পবিত্র তোয়ে যাহার অভিনব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই গোবিন্দকুণ্ড আমার নয়নযুগলে সর্ব্বদাই পরিস্ফুরিত হউক।

তথাহি স্কান্দে মথুরামাহাত্ম্যে—

যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্ ॥(৮০)

এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈল নানা মতে।
বহু ফল শক্রতীর্থে স্নান তর্পণেতে ॥৪৬২

তথাহি আদিবারাহে

অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনির্ম্মিতম্।
তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ ॥(৮১)

কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড় কানন।
এথাই গোপাল ছিলা হৈয়া সংগোপন ॥৪৬৩
দাননিবর্ত্তন এথা দেখ এইখানে।
এ অতিগোপন স্থান অন্যে নাহি জানে ॥৪৬৪

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৮ শ্লোকঃ—

নিভৃতমজনি যস্মাদ্দাননির্বৃত্তিরস্মি-
ন্নত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎ সভায়াম্।
রসবিমুখনিগূঢ়ে তত্র তজ্‌জ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনেন ॥ (৮২)

(৮০) দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমতঃ যাদবদিগের বৈরতা করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যেখানে তাঁহার অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করেন, সেই স্থানের নাম গোবিন্দকুণ্ড, তথায় স্নান করিলে মানব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

(৮১) অন্নকূট নামক স্থানের সন্নিকটে শক্রতীর্থ, তথায় স্নান ও তর্পণ করিলে মানব একশত যজ্ঞের ফললাভ করে।

(৮২) এই স্থলে গোপনে দাননির্বৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম দান-

মাধবেন্দ্রপুরী এথা ছিলা বৃক্ষতলে।
গোপাল দিলেন দেখা দুগ্ধদান ছলে ॥৪৬৫
গোপালের স্থান ওই দেখহ পর্ব্বতে।
মধ্যে মধ্যে গোপালের স্থিতি গাঠুলিতে ॥৪৬৬
দেখহ অপ্সরাকুণ্ড গোবর্দ্ধন অন্তে।
এথা স্নান করএ পরম ভাগ্যবন্তে ॥৪৬৭
এই দেখ পলাশের বৃক্ষ পুরাতন।
শ্যামঢাক কহে লোকে এ অতি নির্জ্জন ॥৪৬৮
এত কহি আগে চলে মনের উল্লাসে।
নিজ বাসস্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে ॥৪৬৯
এই মোর গোফা আমি রহিয়ে এথাই।
দেখি গোবর্দ্ধন-শোভা মহাসুখ পাই ॥৪৭০
এই গোবর্দ্ধন গুহা অতি মনোহর।
এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসএ নিরন্তর ॥৪৭১

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬৫ শ্লোকঃ—

যেষাং কাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্ব্বয়স্যোৎকরৈ-
স্তদ্ধাতুদ্রবপুঞ্জচিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।
খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নর্ম্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধাসহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্য্যান্ ভজে ॥(৮৩)

নিবর্ত্তন হইয়াছে। অরসিকের দুর্ল্লভ রসজ্ঞবেদ্য এই দাননিবর্ত্তন সরোবরে দাননিবর্ত্তন করিয়া আমার অবস্থিতি হউক।

(৮৩) শ্রীমাধব যে সকল পর্ব্বতের কোনও স্থলে স্নিগ্ধ বয়স্যবর্গের সহিত

দেখ ঐরাবত পদচিহ্ন ইন্দ্র এথা।
কহিলেন কৃষ্ণের অদ্ভুত কৃপা-কথা ॥ ৪৭২
দেখহ সুরভিকুণ্ড মহিমা অপার।
এথা নানা কৌতুক কহিতে সাধ্য কার ॥৪৭৩
দেখ রুদ্রকুণ্ড শোভা নির্জ্জন কাননে।
এথা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে ॥৪৭৪
এই যে কদমখণ্ডি কৃষ্ণ এইখানে।
চাহি রহে রাধিকা-গমন-পথ পানে ॥৪৭৫
অহে শ্রীনিবাস এই দানঘাটি স্থান।
রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্য দান ॥ ৪৭৬
এইখানে শ্রীচৈতন্য সঙ্গের বিপ্রেরে।
জিজ্ঞাসেন দান প্রসঙ্গাদি ধীরে ধীরে ॥ ৪৭৭
দান প্রসঙ্গাদি বিপ্র কহিল বিবরি।
শুনি হর্ষে মন্দ মন্দ হাসে গৌরহরি ॥ ৪৭৮
প্রেমাবেশে করি হরি দেবের দর্শন।
করএ অদ্ভুত নৃত্য দেখে সর্ব্বজন ॥ ৪৭৯
প্রেমে মত্ত লোক নেত্রে বহে অশ্রুধার।
সভে কহে এই হরি দেব অবতার ॥ ৪৮০

বিহার করিতে করিতে বিবিধ পার্ব্বত্য ধাতুদ্রবে তাহাদিগকে রঞ্জিত করিয়া স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক চিত্রিত হইতেন, কোনস্থানে খেলা করিয়া, কোন স্থানে গোচারণ করিয়া, কোথাও বা গুহাতে রাধিকার সহিত নর্ম্মোৎসবে রত থাকিয়া আনন্দিত হইতেন, সেই শৈলশ্রেষ্ঠগণের আমি ভজনা করি।

যৈছে প্রভু আপনা প্রকাশে গোবর্দ্ধনে।
অহে শ্রীনিবাস তা বর্ণিতে কেবা জানে॥ ৪৮১
দানঘাট পরম নির্জ্জন স্থান হয়।
দানঘাট নাম কেহ কৃষ্ণবেদী কয়॥ ৪৮২

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৭ শ্লোকঃ—
ঘট্টক্রীড়া কুতকিতমনা নাগরেন্দ্রো নবীনো
দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীম্॥ (৮৪)

এথা দান-লীলার উপমা নাহি দিতে।
বর্ণিল শ্রীরূপ দানকেলীকৌমুদীতে॥ ৪৮৩
এই দেখ ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা অপার।
চারি পার্শ্বে তীর্থ চারু পুরাণে প্রচার॥ ৪৮৪

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে—
অত্র জাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানি চ সরাংসি চ॥ (৮৫)
তথাচ আদিবারাহে ১৬৪।২-৩।

(৮৪) জলক্রীড়ায় হৃষ্টচিত্ত নবীন নাগরাজ সখীগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প প্রণোদিত হইয়া সখীগণবেষ্টিত গান্ধর্ব্বিকাকে যে স্থলে গব্যদানচ্ছলে অবরোধ করিতেন, সেই কৃষ্ণবেদীকে আমি প্রণিপাত করি।

(৮৫) এই ব্রহ্মকুণ্ডে ব্রহ্মা শ্রীহরিকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের সরোবর-সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

হ্রদং তত্র মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতাযুতম্।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ ॥(৮৬)
ইন্দ্রং পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থস্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু ॥
তেষাং মধ্যে স্থিতো ভদ্রে ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া ॥(৮৭)
দেখহ মানসগঙ্গা শ্রীকৃষ্ণ এথায়।
নৌকা-বিহারাদি করে আনন্দ হিয়ায় ॥ ৪৮৫

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬৪ শ্লোকঃ—

গান্ধর্ব্বিকা মুরবিমর্দ্দননৌবিহার-
লীলাবিনোদরস-নির্ভরভোগিমূলে।
গোবর্দ্ধনোজ্জলশিলাকুলমুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাম্ ॥ (৮৮)
শ্রীমানসগঙ্গাবারি পরম নির্ম্মল।
কে কহিতে পারে এথা যৈছে স্নানফল ॥ ৪৮৬
এত কহি হরিদেবে দর্শন করিয়া।
গোবর্দ্ধন-মহিমা কহএ হৃষ্ট হৈয়া ॥ ৪৮৭

(৮৬) হে মহাভাগে! তথায় বৃক্ষ ও লতাগুল্মাদি-পরিশোভিত হ্রদ এবং চারিটী শুভাবহ পুণ্যতীর্থ বিরাজিত।

(৮৭) পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রতীর্থ, দক্ষিণদিকে যমতীর্থ, পশ্চিমদিকে বারুণতীর্থ এবং উত্তরদিকে কুবেরতীর্থ। এই সকল তীর্থের মধ্যে আমি স্বেচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকি।

(৮৮) মুরবৈরি রাধিকার সহিত যাহাতে নৌবিহার লীলা দ্বারা রসানুভব করিতেন, যাহার তরঙ্গাঘাতে গোবর্দ্ধন-শিলাকুল উৎক্ষিপ্ত হইতেছে সেই মানসগঙ্গা আমার রক্ষা করুন।

অহে শ্রীনিবাস গোবর্দ্ধনানন্দময়।
মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয়॥ ৪৮৮
মথুরা পশ্চিম ভাগে গোবর্দ্ধন ক্ষেত্র।
বিষম সংসার দুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র॥ ৪৮৯
মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন।
গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করএ দর্শন॥ ৪৯০
অন্নকূট গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে।
তার গতাগতি কভু না হয় সংসারে॥৪৯১
এই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ বাম করে ধরি।
ব্রজ রক্ষা কৈল ইন্দ্র গর্ব্বচূর্ণ করি॥ ৪৯২
গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের সুখের নাই সীমা।
বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা॥ ৪৯৩

তথাহি আদিবারাহে ১৬৪ অধ্যায়ে

অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরমদুর্ল্লভম্।
মথুরা পশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্‌যোজনদ্বয়ম্॥৯
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য কুর্য্যাদস্য প্রদক্ষিণম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তি র্দেবি সত্যং ব্রবীমি তে॥১০ (৮৯)
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনে হরিম্।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিশোচতে॥১১ (৯০)

(৮৯) মথুরার পশ্চিমভাগে ক্রোশদ্বয় মধ্যে পরম দুর্ল্লভ গোবর্দ্ধন নামক ক্ষেত্র আছে। হে দেবি! আমি সত্য বলিতেছি,ইহার পরবর্ত্তী অন্নকূট নামক ক্ষেত্র যে প্রদক্ষিণ করে, তাহার আর পুনর্ব্বার মর্ত্তভূমে আসিতে হয় না।

(৯০) মানসগঙ্গায় স্নান এবং গোবর্দ্ধনে হরি সন্দর্শন ও অন্নকূট পরিক্রম করিলে লোকের কি আর কোন কালে পরিতাপ ভোগ করিতে হয়?

ইন্দ্রস্য বর্ষতোঽত্যর্থং গবাং পীড়াকরং জলম্।
তাসাং গবাং রক্ষণায় ধৃতো গিরিবরো ময়া ॥১৩ (৯১)

স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে—,

গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ ॥(৯২)
অহো গোবর্দ্ধনং বিষ্ণুর্যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তত্র ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মীর্বসত্যেব ন সংশয়ঃ ॥(৯৩)

আদিবারাহে—

গোবর্দ্ধনং পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা দেবং পরং হরিম্।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥(৯৪)

ওহে শ্রীনিবাস গোবর্দ্ধন সন্নিধানে।
ছিলা এক বিপ্র অর্থবন্ত সভে জানে ॥৪৯৪
তেঁহো সদা বিহ্বল বলাইচাঁদে প্রীত।
নিরন্তর চিন্তে বলরামের চরিত ॥৪৯৫
অবশ্য দিবেন দেখা দঢ়াইয়া মনে।
করিছে ভ্রমণ এই গোবর্দ্ধন বনে ॥৪৯৬

(৯১) গো-সমূহের অত্যন্ত পীড়াকর জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট হইতে ঐ সকল গো-রক্ষার্থ আমি গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়াছিলাম।

(৯২) ভগবান্ যেখানে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের অতিশয় বর্ষণ হইতে যদুকুল রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার নামও গোবর্দ্ধন।

(৯৩) অহো! যে গোবর্দ্ধনে বিষ্ণু সর্ব্বদা বাস করেন, তথায় ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মীও যে নিয়ত অবস্থান করেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(৯৪) গোবর্দ্ধন পরিক্রমের পর শ্রীহরির দর্শন করিলে মানব নিঃসংশয়ে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে।

বিপ্রের সৌভাগ্য কিছু কহনে না যায়।
অকস্মাৎ হৈল আজ্ঞা মিলিব তোমায় ॥৪৯৭
নিত্যানন্দ রাম প্রিয়ভক্তের কারণে।
তীর্থপর্য্যটন রঙ্গে আইলা গোবর্দ্ধনে ॥৪৯৮
এথাই রহিলা আসি দেখিয়া নির্জ্জন।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষে মূর্ত্তি কন্দর্প-মোহন ॥৪৯৯
দূরে দেখি সেই বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
কোথা হৈতে অবধূত আইলা এখানে ॥৫০০
করিল বিপিন আলো অঙ্গের ছটায়।
এ নহে মনুষ্যমাত্র মনুষ্যের প্রায় ॥৫০১
হবে মনোরথসিদ্ধি ইহার কৃপাতে।
এত বিচারিয়া বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥৫০২
দধি দুগ্ধ ছেনা নবনীত আদি লৈয়া।
প্রভু আগে আসি কিছু কহে প্রণমিয়া ॥৫০৩
ওহে অবধূত মোর এই নিবেদন।
কৃপা কর দেখি যেন রোহিণীনন্দন ॥৫০৪
কর অঙ্গীকার মুঞি যে কিছু আনিল।
শুনি প্রভু হাসি মহাকৌতুকে ভুঞ্জিল ॥৫০৫
অবশেষ লৈয়া বিপ্র নিজস্থানে গেলা।
করিতে ভক্ষণ প্রেমে বিহ্বল হইলা ॥৫০৬
পুন আর প্রভু আগে যাইতে নারিল।
প্রায় সন্ধ্যা সময়েতে নিদ্রা আকর্ষিল ॥৫০৭

স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিলা।
দেখি অবধূতচন্দ্রে বিপ্র হর্ষ হৈলা ॥৫০৮
বলদেব মূর্ত্তি প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
বিপ্র লোটাইয়া পড়ে প্রভুর চরণে ॥৫০৯
কিবা বলদেব মূর্ত্তি ভুবনমোহন।
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ ॥৫১০
বিপ্রে অনুগ্রহ করি অদর্শন হৈতে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল বিপ্র চাহে চারিভিতে ॥৫১১
যথা প্রভু অবধূতে করিলা দর্শন।
তথাই চলএ শীঘ্র স্থির নহে মন ॥৫১২
হৈল দৈববাণী ধৈর্য্য ধরহ এখনে।
এথা হৈতে যাবে তথা রজনী বিহানে ॥৫১৩
শুনি বিপ্র মনে মনে করএ বিচার।
হইল সফল আশা যে ছিল আমার ॥৫১৪
পাইনু প্রভুরে এবে না দিব ছাড়িয়া।
ঘুচাইব এই বেশ চরণে পড়িয়া ॥৫১৫
রজনী প্রভাতে আনাইয়ে স্বর্ণকার।
পরাইব প্রভুরে বিবিধ অলঙ্কার ॥৫১৬
এত কহিতেই নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
স্বপ্নচ্ছলে নিত্যানন্দ দিলা দরশন ॥৫১৭
বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর।
দেখি বিপ্ররাজ স্তুতি করএ বিস্তর ॥৫১৮

প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
প্রাতে প্রভু আগে গিয়া সব জানাইল ॥৫১৯
মন্দ মন্দ হাসি প্রভু বিপ্র করে ধরি।
জানাইলা সর্ব্বতত্ত্ব অনুগ্রহ করি ॥৫২০
বিপ্র প্রতি কহে পুন মধুর বচনে।
অলঙ্কার পরাইতে করিয়াছ মনে ॥৫২১
বিপ্র কহে যে দেখিনু প্রভুর ভূষণ।
তা সম নির্ম্মাণ করে কে আছে এমন ॥৫২২
ভক্তাধীন প্রভু কহে কত দিন পরে।
অবশ্য ভূষিত হব নানা অলঙ্কারে ॥৫২৩
এবে এ অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধনের শিলায়।
স্বর্ণবদ্ধ করি দেহ রাখিব গলায় ॥৫২৪
স্বর্ণবদ্ধ করি বিপ্র শিলা দিলা আনি।
রাখিল গলায় অবধূত শিরোমণি ॥৫২৫
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ নিত্যানন্দের এ লীলা।
ইহা অন্যে প্রকাশিতে বিপ্রে নিষেধিলা ॥৫২৬
ভক্তপ্রীতে কিছুদিন রহিলা এখানে।
মিলএ দুর্ল্লভ প্রীতি এ স্থানদর্শনে ॥৫২৭
এই চক্রতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস।
ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥৫২৮
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা ক্রীড়া এইখানে ॥৫২৯

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে। ৭৯। ৮০ শ্লোকৌ ॥

সীরিব্রহ্মকদম্বখণ্ডসুমনো রুদ্রাপ্সরো গৌরিকা
জ্যোৎস্নামোক্ষণমাল্যহারবিবুধারীন্দ্রধ্বজাদ্যাখ্যয়া।
যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি ভান্তি পরিতো গোবর্দ্ধনাদ্রেরমূ-
নীড়ে চক্রকতীর্থদৈবতগিরিশ্রীরত্নপীঠান্যপি ॥ (৯৫)

অহো দোলাক্রীড়ারসবরভরোৎফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।
সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধং গোবিন্দস্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥ (৯৬)

অহে শ্রীনিবাস শ্রীগোস্বামী সনাতন।
চক্রতীর্থে আজ্ঞা কৈল রহিতে এখন ॥৫৩০
এথা বাস কৈল অতি উল্লাস অন্তরে।
এই দেখ তাঁর কুটী বনের ভিতরে ॥৫৩১
প্রতিদিন গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা তাঁর।
ভ্রমএ দ্বাদশ ক্রোশ ঐছে শক্তি কার ॥৫৩২
বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি গোপীনাথ।
গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥৫৩৩

(৯৫) গোবর্দ্ধনগিরির চতুর্দ্দিকে পরিশোভমান সীরি, ব্রহ্ম, কদম্বখণ্ড, সুমনা, রুদ্রাপ্সর, গৌরিকা, জ্যোৎস্না, মোক্ষণ, মাল্যহার, বিবুধারি ও ইন্দ্রধ্বজ নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সরোবর ও চক্রতীর্থ দৈবতগিরি, শ্রীরত্নপীঠকে আমি প্রণিপাত করি।

(৯৬) প্রতিবসন্ত সময়ে সখীগণ পরমানন্দে নিমগ্ন দোলক্রীড়ারসে উৎফুল্লবদন গান্ধর্ব্বিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যেস্থলে সংদোলিত করিত, সেই গোবিন্দস্থলকে আমি ভজনা করি।

সনাতন তনু ঘর্ম্ম নিবারি যতনে।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে ॥৫৩৪
বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা।
অহে স্বামী যে কহি তা অবশ্য মানিবা ॥৫৩৫
সনাতন কহে কহ মানিব জানিয়া।
শুনি গোপ গোবর্দ্ধনে চড়িলেন গিয়া ॥৫৩৬
নিজ পদচিহ্ন গোবর্দ্ধন-শিলা আনি।
সনাতন কহে পুন সুমধুর বাণী ॥৫৩৭
অহে স্বামী লহ এই কৃষ্ণপদচিন্।
আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ ॥৫৩৮
সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইব ইহাতে।
এত কহি শিলা আনি দিলেন কুটীতে ॥৫৩৯
শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈলা অদর্শন।
বালকে না দেখি ব্যগ্র হৈল সনাতন ॥৫৪০
সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে।
নিজ পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥৫৪১
সনাতন নিজ নেত্র জলে সিক্ত হৈলা।
করি কত খেদ চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বিলা ॥৫৪২
সনাতন প্রেমাধীন ব্রজেন্দ্রকুমার।
এই পুষ্পবনে করে বিবিধ বিহার ॥৫৪৩
শ্রীরাধিকা আইসেন সখীগণ সনে।
তা সভারে আগুসরি আনে এই খানে ॥৫৪৪

মানসী গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া।
করেন সভারে পার নাবিক হইয়া ॥৫৪৫
শ্রীরাধিকা সহ এথা অদ্ভুত বিলাস।
ললিতাদি সখী পূর্ণ কৈল অভিলাষ ॥৫৪৬
তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে ৬ শ্লোকঃ।
যস্যাং মাধবনাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকেলিপাতবলনাত্রাসৈঃ স্তবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদদে বহতি সা যস্মিন্ মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতী প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ (৯৭)
এই সোঁকরাই গ্রামে কৌতুক বাঢ়িল।
সখীগণ কৃষ্ণেরে শপথ করাইল ॥৫৪৭
শপথ করিয়া কৃষ্ণ কহে বার বার।
শ্রীরাধিকা বিনু কভু না জানিয়ে আর ॥৫৪৮
অহে শ্রীনিবাস এই সখীস্থলী গ্রাম।
চন্দ্রাবলীস্থিতি এবে সখীঘরা নাম ॥৫৪৯
এই দেখ উদ্ধব বসিয়া এই খানে।
কৃষ্ণকথা কহে দ্বারকার প্রিয়াগণে ॥৫৫০
এই গোবর্দ্ধন পাশে কৃষ্ণ মহারঙ্গে।
খেলএ বিবিধ খেলা গোপগণ সঙ্গে ॥৫৫১

(৯৭) শ্রীমাধব নাবিকবেশ ধারণপূর্ব্বক শ্রীরাধিকাকে নৌকায় লইয়া কৌতুকে নৌকম্পন পূর্ব্বক সংত্রস্তা স্তুতিপরায়ণা রাধার নিকটে স্বীয় অভিলাষিত পণ যেস্থলে গ্রহণ করিতেন, সেই পবিত্র মানসগঙ্গা যেস্থলে প্রবাহমাণ, কোন্ দম্পতী সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ করে না?

দেখ রামকৃষ্ণ দুই ভাই এইখানে।
বসিলেন বেষ্টিত হইয়া সখাগণে ॥৫৫২
এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে।
রাধাকুণ্ডতীরে গেলা মনের উল্লাসে ॥৫৫৩
শ্রীগোবিন্দঘাট গোবিন্দের প্রিয় অতি।
তথা স্নান করি কহে শ্রীনিবাস প্রতি ॥৫৫৪
অহে শ্রীনিবাস এই বৃক্ষের তলায়।
হইল যে রঙ্গ তাহা কহিয়ে তোমায় ॥৫৫৫
এক দিন সনাতন গোবর্দ্ধন হৈতে।
এথা আইলা রূপ রঘুনাথেরে দেখিতে ॥৫৫৬
শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্য করএ রচনা।
বেণীর উপমা দিল ব্যালাঙ্গনা-ফণা ॥৫৫৭
সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়।
দিলা এ উপমা ইহা হয় বা না হয় ॥৫৫৮
এত কহি আসিয়া নামিলা কুণ্ড জলে।
দেখএ বালিকাগণ খেলে বৃক্ষতলে ॥৫৫৯
বালিকা মস্তকে বেণী পিঠেতে লোটায়।
সনাতন দেখে সর্প ভ্রম হৈল তায় ॥৫৬০
বালিকার প্রতি কহে অতি ব্যগ্র হৈয়া।
মাথায় চড়এ সর্প পৃষ্ঠদেশ দিয়া ॥৫৬১
অবোধ বালিকাগণ হও সাবধান।
এত কহি নিবারিতে করিলা পয়ান ॥৫৬২

সনাতনে অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া।
অন্তর্ধান হৈলা সভে ঈষৎ হাসিয়া ॥৫৬৩
সনাতন বিহ্বল হইলা এইখানে।
স্থির হৈয়া গেলা রূপ গোস্বামীর স্থানে ॥৫৬৪
রূপে কহে যে লিখিলা সেই সত্য হয়।
শ্রীরূপ জানিলা সনাতনের হৃদয় ॥৫৬৫
মনের আনন্দে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
কতক্ষণ রহিয়া গেলেন গোবর্দ্ধন ॥৫৬৬
শ্রীরূপ গোস্বামীহ গেলেন বৃন্দাবনে।
কহি কিছু আসিয়াছিলেন যে কারণে ॥৫৬৭
ললিতমাধব বিপ্রলম্ভ সীমা যাতে।
পূর্ব্বে দিয়া ছিলা রঘুনাথে আস্বাদিতে ॥৫৬৮
গ্রন্থপাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥৫৬৯
কভু দূরে রহে গিয়া গ্রন্থ পরিহরি।
কভু ভূমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে করি ॥৫৭০
খেনে খেনে নানা দশা হয় উপস্থিত।
সভে চিন্তাযুক্ত যবে হয়েন মূর্চ্ছিত ॥৫৭১
শ্রীরূপ গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি।
দান-কেলি-কৌমুদী বর্ণিলা শীঘ্র করি ॥৫৭২
রঘুনাথে কহে ইহা কর আস্বাদন।
পূর্ব্বে গ্রন্থ দেহ মোরে করিব শোধন ॥৫৭৩

রঘুনাথ গ্রন্থরত্ন ছাড়িতে না পারে।
শোধন করিব শুনি দিলা শ্রীরূপেরে ॥৫৭৪
দান-কেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর।
সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর ॥৫৭৫
সনাতন রূপ রঘুনাথ রীত যত।
অহে শ্রীনিবাস তা কহিব আমি কত ॥৫৭৬
এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে।
চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাসে ॥৫৭৭
রাধাকুণ্ড নিকট আছএ যে যে স্থান।
সে সব দর্শনে শীঘ্র করিলা পয়ান ॥৫৭৮
শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত।
এই নিম গ্রাম নাম ঐছে এ বিদিত ॥৫৭৯
গোবর্দ্ধন হৈতে সবে নির্গত হইয়া।
প্রাণাধিক নির্ম্মঞ্ছিল কৃষ্ণমুখ চায়া ॥৫৮০

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৪৩ শ্লোকঃ।

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজযুগ্মবিগলদ্ঘর্ম্মস্য বিন্দোঃ কণম্
নির্ম্মঞ্ছ্যোরুশিখণ্ডসুন্দরশিরশ্চূম্বন্তি গোপ্যশ্চিরং
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্ম্মঞ্ছয়ামি স্ফুটম্ ॥ (৯৮)

(৯৮) প্রাণ হইতেও প্রিয়তম পুত্রগণ সহ যে সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দবিগলিত ঘর্ম্মবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া মনোহর শিখণ্ড পরিশোভিত মস্তকে ধারণ করিত, আমি সেই গোপিনীগণের পদরজ সর্ব্বদা পরমানন্দে মার্জ্জনা করি।

দেখহ পাটল গ্রাম এথা সখী সঙ্গে।
পাটল পুষ্পচয়ন করেন রাই রঙ্গে ॥৫৮১
এই ডেরাবলি গ্রাম ষষ্ঠীঘরা হৈতে।
এথা ডেরা কৈলা নন্দ নন্দীশ্বর যাইতে ॥৫৮২
এই কুঞ্জে নবাগ্রাম দেখহ অগ্রেতে।
শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জসীমা হয় এথা হৈতে ॥৫৮৩
এবে লোক কহএ কুঞ্জেরা নামে গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপাম ॥৫৮৪
এই সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম মোরনাখ্যা হয়।
দেখ সূর্য্যবিগ্রহ বিপিনে সূর্য্যালয় ॥৫৮৫
সখীসহ সূর্য্য পূজে রাই মহাসুখে।
কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজায় কৌতুকে ॥৫৮৬
কৃষ্ণে প্রীতিদাতা এই সূর্য্য দয়াময়।
কহিতে কি মহিমা কেবা না আরাধয় ॥৫৮৭

তথাহি—

যমুনাজনকং সূর্য্যং সর্ব্বরোগাপহারকম্।
মঙ্গলালয়রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদম্ ॥ (৯৯)

এই আগে দেখহ কেঙনাই নামে গ্রাম।
এথা রাই বিহনে ব্যাকুল ঘনশ্যাম ॥৫৮৮
কেঙনা আই শ্রীকৃষ্ণ দূতীরে পুছয়।
এহেতু কেঙনাই এবে কোনাই কহয় ॥৫৮৯

(৯৯) সর্ব্বরোগনিসূদন মঙ্গলালয় স্বরূপ কৃষ্ণভক্তিপ্রদ যমুনাজনক সেই সূর্য্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

হেরো দেখ ভদাঅর নাম গ্রাম হয়।
এইখানে ভদ্রা যূথেশ্বরী বিলসয় ॥৫৯০
ওই দেখ মগহেরা গ্রাম ওই খানে।
কৃষ্ণের গমনপথ হেরে সর্ব্বজনে ॥৫৯১
যেরূপ ব্যাকুল সঙ্গে কহিল না হয়।
এবে লোকে মঘেরা ইহার নাম কয় ॥৫৯২
ঐছে আর নানা লীলাস্থান দেখাইয়া।
আইলেন রাধাকুণ্ডে উল্লসিত হৈয়া ॥৫৯৩
এ সকল দর্শন শ্রবণে যার রতি।
অনায়াসে ঘুচে তার দারুণ দুর্গতি ॥৫৯৪
সে দিবস রাধাকুণ্ড তটেই রহিলা।
কৃষ্ণ কথায় সে নিশা প্রভাত করিলা ॥৫৯৫
ঐছে পরিক্রমা করি গোবর্দ্ধন দিয়া।
গেলেন গাঠুলি গ্রামে উল্লসিত হৈয়া ॥৫৯৬
রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
কহিয়ে গাঠুলি গ্রাম নাম যৈছে হয় ॥৫৯৭
এথা হোলি খেলি দোঁহে বৈসে সিংহাসনে।
সখী দুহুঁ বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে ॥৫৯৮
সিংহাসন হৈতে দোঁহে উঠিলা যখন।
দেখএ বসনে গাঁঠি হাসি সখীগণ ॥৫৯৯
হইলা কৌতুক অতি দোঁহে লজ্জা পাইলা।
ফাগুয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি দিলা ॥৬০০

এ হেতু গাঠুলি এ গুলালকুণ্ড জলে।
এবে ফাগু দেখে লোক বসন্তের কালে ॥৬০১
এত কহি গোপালের দর্শনে চলিলা।
দেখি গোপালের সৌন্দর্য্যাধৈর্য্য হইলা ॥৬০২
বিট্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ।
তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ ॥৬০৩
শ্রীবিট্‌ঠল নাথ ভট্ট বল্লভ-তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি কহিল না হয় ॥৬০৪
মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঠুলিতে বাস।
সর্ব্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত অভিলাষ ॥৬০৫
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
যাঁর তীর্থপর্য্যটনে ধন্য এ ধরণি ।।৬০৬
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন কুণ্ড গোবর্দ্ধনে।
যে লীলা প্রকাশে তা দেখএ ভাগ্যবানে ॥৬০৭
ভক্তভাবে প্রভু না লঙ্ঘএ গোবর্দ্ধন।
ইচ্ছা হৈল গোপালের করিতে দর্শন ॥৬০৮
গাঠুলি গ্রামে গোপাল আইলা ছল করি।
তাঁরে দেখি নৃত্যগীতে মগ্ন গৌরহরি ॥৬০৯
শ্রীমহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমাবেশ।
দেখিতেই কারু না রহিল ধৈর্য্য লেশ ॥৬১০
সে সময়ে গোপালের সেবা অধিকারী।
সেই দুই বিপ্র যারে শিষ্য কৈলা পুরী ॥৬১১

মাধবেন্দ্র কৃপাতে গৌড়িয়া বিপ্রদ্বয়।
বৈরাগ্যে প্রবল প্রেমভক্তিরসময় ॥৬১২
কহিতে কি সে দুই বিপ্রের অদর্শনে।
কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে ॥৬১৩
শ্রীদাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি।
শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী ॥৬১৪
পিতা শ্রীবল্লভভট্ট তাঁর অদর্শনে।
কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে ॥৬১৫
পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়।
সদা সাবধান এবে গোপালসেবায় ॥৬১৬
গোপালের গুণ কহি রাঘব পণ্ডিত।
গাঠুলি হইতে চলে হৈয়া উল্লসিত ॥৬১৭
কথো দূরে গিয়া শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
এই দেখ রেহেজ নামেতে গ্রাম হয় ॥৬১৮
এথা ইন্দ্র অতিহীন মানি আপনায়।
কৃষ্ণ আগে যান করি সুরভি সহায় ॥৬১৯
আর এই লীলাস্থলী অতি তেজোময়।
দেখ দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড সুশোভয় ॥৬২০
সখা সহ দেখিয়া কৃষ্ণের গোচারণ।
এথা মহাহর্ষে স্তুতি কৈলা দেবগণ ॥৬২১
দেখ মুনিশীর্ষস্থান কুণ্ড সুমাধুরী।
এথা কৃষ্ণে পাইলা মুনিগণ তপ করি ॥৬২২

এই দেখ রামকৃষ্ণ এ সকল স্থানে।
সখা সহ নানা ক্রীড়া কৈলা গোচারণে ॥৬২৩
এই প্রমোদনা গ্রামে কৃষ্ণ কুতূহলে।
দিলেন প্রমোদ ব্রজসুন্দরী সকলে ॥৬২৪
এই হেতু প্রমোদনা নাম গ্রাম হয়।
এবে পরমাদনা সকল লোকে কয় ॥৬২৫
এই সেতু কন্দরা পরম রম্য স্থান।
দেখ আদি-বদরীনারায়ণ কৃপাবান্ ॥৬২৬
পরম অপূর্ব্ব সেবা বনের ভিতর।
গন্ধ-শিলা রসিয়া পর্ব্বত মনোহর ॥৬২৭
এথা কৃষ্ণ আনি নন্দাদিক গোপগণে।
খেদ দূর কৈল দেখাইয়া নারায়ণে ॥৬২৮
এই আগে শুদ্ধ দেখ কদম্বকানন।
এথা সুখে মগ্ন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ ॥৬২৯
বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করে এই খানে।
রচিয়া ঝুলনারঙ্গে ঝুলএ শ্রাবণে ॥৬৩০
এহি ইন্দ্রোলিতে ইন্দ্র মগ্ন কৃষ্ণধ্যানে।
এবে গ্রাম ইদঁরোলি কহে সর্ব্বজনে ॥৬৩১
অহে শ্রীনিবাস এই দেখ সন্নিধান।
কনোআরো গ্রাম কণ্বমুনি তপস্থান ॥৬৩২
এই দেখ সর্ব্ববনোত্তম কাম্যবন।
বিষ্ণুলোকে পূজ্য তথা করিলে গমন ॥৬৩৩

তথাহি আদিবারাহে ১৬১। ৭।

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ (১০০)

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে—

ততঃ কাম্যবনং রাজন্ যত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্।
স্নানমাত্রেণ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥(১০১)

সর্ব্বকামফলপ্রদ কাম্যবন হয়।
যথা তথা কৈলে স্নান সর্ব্বদুঃখক্ষয় ॥৬৩৪
এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর।
করিবে দর্শন স্নানকুণ্ড বহুতর ॥৬৩৫
অহে শ্রীনিবাস দেখ বিষ্ণুসিংহাসন।
শ্রীচরণ কুণ্ড হেথা ধুইল চরণ ॥৬৩৬
কি বলিব অহে এই স্থানের মহিমা।
ব্রহ্মাদি বর্ণিয়া যার নাহি পায় সীমা ॥৬৩৭
দেখ মহাতেজোময় শিব কামেশ্বর।
গরুড় আসন স্থান অতি মনোহর ॥৬৩৮
এই ধর্ম্মকুণ্ড ধর্ম্মরূপে নারায়ণ।
এথা বিলসএ শোভা না হয় বর্ণন ॥৬৩৯

(১০০) হে দেবি! বনসমূহের উত্তম কাম্যক নামক চতুর্থ বনে গমন করিলে নর আমার লোকেও পূজনীয় হয়।

(১০১) হে মহারাজ! তারপর সেই কাম্যবন; যেখানে আপনি বাল্যকালে অবস্থান করিতেন, তথায় স্নান করিলে সকল লোকেরই সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়।

এইত বিশোকা নাম বেদী সভে জানে।
পঞ্চ পাণ্ডবের কুণ্ড দেখ এই খানে ॥৬৪০
এই মণিকর্ণিকা সকল লোকে গায়।
বিশ্বনাথ প্রভাবাদি অনেক হেথায় ॥৬৪১

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩।৩৫।
বিমলস্য চ কুণ্ডে চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥(১০২)

এ বিমল কুণ্ড স্নানে সর্ব্বপাপক্ষয়।
হেথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ॥৬৪২
বিমল-কুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়।
এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায় ॥৬৪৩
দেখহ যশোদাকুণ্ড পরম নির্ম্মল।
এথা গোচারণে কৃষ্ণ হইয়া বিহ্বল ॥৬৪৪
দেখহ নারদকুণ্ড নারদ এখানে।
হৈল মহা অধৈর্য্য কৃষ্ণের লীলাগানে ॥৬৪৫
এই যে কামনাকুণ্ড জানে সর্ব্বজনা।
এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা ॥৬৪৬
এই সেতুবন্ধকুণ্ড ইথে বহু কথা।
সমুদ্র-বন্ধন লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা ॥৬৪৭

(১০২) বিমলকুণ্ডে পাপসমূহের নাশ হয়, আর যে সেখানে প্রাণত্যাগ করে, আমার লোকে তাহার গতি হয়।

এই লুকলুকানী মিচলী স্থান হয়।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অতিশয় ॥৬৪৮
মিচলীর অর্থ নেত্র মুদ্রিত এখানে।
লুকলুকানীতে সুখ বাড়ে লুক্কায়নে ॥৬৪৯
লুকলুকানী মিচলীকুণ্ড সুশোভয়।
এ অতি নিবিড় বন অন্ধকারময় ॥৬৫০
দেখ কাশীকুণ্ড গয়া প্রয়াগ পুষ্কর।
গোমতী দ্বারকাকুণ্ড নির্জ্জন সুন্দর ॥৬৫১
এই তপকুণ্ড মুনি তপস্যার স্থান।
এই ধ্যানকুণ্ড কৃষ্ণ কৈল রাধাধ্যান ॥৬৫২
শ্রীচরণচিহ্ন দেখ পর্ব্বত উপরে।
এই ক্রীড়াকুণ্ডে কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে ॥৬৫৩
শ্রীদামাদি পঞ্চগোপকুণ্ড মনোহর।
ঘোষরাণীকুণ্ড এই পরম সুন্দর ॥৬৫৪
ঘোষরাণী যশোধর গোপের দুহিতা।
গোপরাজা কন্যার বিবাহ দিলা এথা ॥৬৫৫
দেখহ বিহ্বলকুণ্ড রাই এই খানে।
হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ মুরলীর গানে ॥৬৫৬
এই শ্যামকুণ্ড এথা শ্যাম রসময়।
রাধিকার পথপানে নিরখিয়া রয় ॥৬৫৭
শ্রীললিতা কুণ্ড এ বিশাখাকুণ্ড নাম।
এথা দোঁহে পূর্ণ কৈলা কৃষ্ণ মনস্কাম ॥৬৫৮

দেখ মানকুণ্ড রাধা মানিনী এথায়।
মানভঙ্গ কৈল কৃষ্ণ কৌতুক কথায় ॥৬৫৯
এ মোহিনীকুণ্ডে কৃষ্ণ মোহিনী হইলা।
যে মোহিনীরূপে সুধা প্রদান করিলা ॥৬৬০
দেখহ দোহনীকুণ্ড গোদোহন স্থান।
বলভদ্রকুণ্ড এই ব্রহ্মার নির্ম্মাণ ॥৬৬১
এই সূর্য্যকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড সন্নিধানে।
কৃষ্ণে স্তুতি কৈল সূর্য্য রহি এহিখানে ॥৬৬২
চন্দ্রসেন পর্ব্বতে এ পিছলিনী শিলা।
এথা সখা সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা ॥৬৬৩
ভঙ্গিতে বসিয়া খর্ব্ব পর্ব্বত উপরে।
পিছলি নামএ ঐছে পুনঃ পুনঃ করে ॥৬৬৪
দেখ গোপিকারমণ কামসরোবর।
কি বর্ণিব এথা যে বিলাস মনোহর ॥৬৬৫

তথাহি স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে
তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণং সরঃ।
তত্র তীর্থসহস্রাণি সরাংসি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥(১০৩)

এই কামসরোবর মহাসুখময়।
কামসরোবরে কামসাগর কহয় ॥৬৬৬

(১০৩) হে রাজন্! তথায় সহস্রতীর্থ, কামসরঃ, গোপিকারমণ সরঃ প্রভৃতি বহু সরোবর বিদ্যমান আছে

দেখহ স্মুরভিকুণ্ড শোভা অতিশয়।
গোগোপ সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয় ॥৬৬৭
এই চতুর্ভুজকুণ্ড পরম নির্জ্জন।
এথা যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন ॥৬৬৮
দেখহ ভোজনস্থলী কৃষ্ণ এইখানে।
করিলেন ভোজন কৌতুকে সখা সনে ॥৬৬৯
দেখহ বাজনশিলা অহে শ্রীনিবাস।
এথা নানা বাদ্যে হয় সভার উল্লাস ॥৬৭০
পরশুরামস্থিতি স্থান করহ দর্শন।
এথা সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ ॥৬৭১
এ সন্তনকুণ্ড বেদকুণ্ড দামোদর।
এ গন্ধর্ব্বকুণ্ড পৃথূদক কুণ্ডবর ॥৬৭২
দেখহ অযোধ্যাকুণ্ড পরম নির্জ্জন।
বিস্তারিতে নারি এ কুণ্ডের বিবরণ ॥৬৭৩
শ্রীনৃসিংহকুণ্ড দেখ অর্ঘ্যকুণ্ড আর।
এ মধুসূদনকুণ্ড মহিমা প্রচার ॥৬৭৪
রোহিণীকুণ্ড গোপালকুণ্ড গোদাবরী।
দেখহ দেবকীকুণ্ড অপূর্ব্ব মাধুরী ॥৬৭৫
চৌর্য্যখেলা স্থান এ পর্ব্বতে ব্যোমাস্মুরে।
বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফাদ্বারে ॥৬৭৬
দেখহ প্রহ্লাদকুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড আর।
কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাই তার ॥৬৭৭

কৃষ্ণক্রীড়াস্থান এই পর্ব্বত উপর।
এথা হৈতে দেখ চতুর্দ্দিক্ মনোহর ॥৬৭৮
ওই ধূলাউড়া গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
ওথা গাভীপদরেণু ব্যাপিল আকাশ ॥৬৭৯
উধানামে গ্রাম ওই সর্ব্বলোকে কয়।
ওথা রহি উদ্ধব গেলেন নন্দালয় ॥৬৮০
এ আটোর গ্রাম রম্য নির্জ্জন এথায়।
কৃষ্ণাষ্টপ্রহর মগ্ন হয়েন ক্রীড়ায় ॥৬৮১
দেখহ কদম্বখণ্ডী স্বর্ণহার গ্রাম।
রত্নকুণ্ড চতুর্ম্মুখস্থান অনুপাম ॥৬৮২
স্বর্ণহার স্থানেতে বিলাস অতিশয়।
সোন-আর সোন-হেরা নাম এবে কয় ॥৬৮৩
দেখহ পর্ব্বত এথা কৃষ্ণ গোচারণে।
যে আনন্দ পান তা কহিতে কেবা জানে ॥৬৮৪
বৃষভানুপুর এ বর্ষাণ নাম কয়।
পর্ব্বত সমীপে বৃষভানুর আলয় ॥৬৮৫
অপূর্ব্ব পর্ব্বত এথা ব্রজেন্দ্রকুমার।
করিলেন দানলীলা অন্য অগোচর ॥৬৮৬
এইখানে রাধিকার মানভঙ্গ কৈল।
এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হৈল ॥৬৮৭
পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সংকীর্ণ পথে।
যে কৌতুক তাহা কেহ না পারে কহিতে ॥৬৮৮

এবে এ সাঁকরিখোর নাম সভে কয়।
দান মান বিলাস পর্ব্বত গড় হয় ॥৬৮৯
অহে শ্রীনিবাস শ্রীরাধিকা সখী সনে।
বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এখানে ॥৬৯০
রাধিকার অপূর্ব্ব বয়স সন্ধিকালে।
এথা মহা উল্লাসে বিলসে সখী মিলে ॥৬৯১

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনে বয়ঃসন্ধৌ ৬ শ্লোকঃ।
বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে ॥ (১০৪)

বাল্যযৌবনের সন্ধি ঐছে চমৎকার।
একরাজ্য অন্যে যৈছে করে অধিকার ॥৬৯২

তদ্‌যথা তত্রৈব ১১ শ্লোকঃ
বাদ্যং কিঙ্কিণিমাহরত্যুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বো গুণী
স্বস্থ ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভির্যোগং ক্রসন্মধ্যমম্।
বক্ষঃ সাধু ফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়াস্তনুরাজ্যমঞ্জতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ॥ (১০৫)

(১০৪) বাল্য এবং যৌবনের সন্ধি অর্থাৎ বাল্যাপগম ও যৌবনের প্রারম্ভ সময়ই বয়ঃসন্ধি বলিয়া কথিত হয়।

(১০৫) গুণী নিতম্ব কিঙ্কিণীরবের প্রকারান্তর বুঝিয়া কটিপ্রদেশের ক্ষীণতা সাধনপূর্ব্বক নিজে স্থূলতা অবলম্বন করিলে, সেই সময় বাল্য ও যৌবনাগমনের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া নিজের ধ্বংস সম্ভাবনায় উভয়ের (বাল্য ও যৌবনের) সন্ধি অর্থাৎ মিলন ইচ্ছা করিল। নবীন যৌবন ভূপতি শ্রীরাধার তনুরাজ্য অধিকার করিলে তদীয়বক্ষ রাজোপহারযোগ্য সুন্দর ফলদ্বয় সঞ্চয় করিল।

এই কুঞ্জে সখী রাধিকার বেশ করি।
দেখে নব্য যৌবনের শোভা নেত্র ভরি ॥৬৯৩
তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে নব্যযৌবনলক্ষণে ১২ শ্লোকঃ
দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মঞ্জুলস্মিতম্।
মনাগপি স্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে ॥ (১০৬)
এ নীপকাননে সুখে রাধা বিলসয়।
ব্যক্ত যৌবনের শোভা সখী নিরিখয় ॥৬৯৪
তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে ব্যক্তযৌবনলক্ষণে ১২ শ্লোকঃ
বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ম্।
উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে ॥ (১০৭)
সকল সম্ভবে ব্যক্তযৌবনী সদাই।
অনঙ্গচাতুরী রসবর্দ্ধিনী সে রাই ॥৬৯৫
এ মদনকুঞ্জে সুখী সখীর সঙ্গেতে।
কিবা সে অদ্ভুত শোভা পূর্ণ যৌবনেতে ॥৬৯৬
তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে পূর্ণযৌবনলক্ষণে ৪১ শ্লোকঃ
নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গবরদ্যুতিঃ।
পীনৌ কুচাবুরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে ॥ (১০৮)

(১০৬) যৌবনপ্রারম্ভে হৃদয়ে স্তনোদ্গম, অল্প অল্প দৃষ্টিচাঞ্চল্য, মুখে ঈষৎ মধুর হাসি এবং শরীরের স্বল্প স্ফূর্ত্তিভাব পরিলক্ষিত হয়।

(১০৭) যৌবনের ব্যক্তাবস্থায় বক্ষোদেশ ঈষদ্ ব্যক্ত কুচদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে সুবলিত্রয় এবং অঙ্গসমূহ স্ফূর্ত্তির সহিত উজ্জ্বলভাব ধারণ করে।

(১০৮) পূর্ণযৌবনাবস্থায় নিতম্বের গুরুত্ব মধ্যপ্রদেশের কৃশতা, সর্ব্বাঙ্গের ঔজ্জ্বল্য, কমনীয়তা, কুচদ্বয় পীনোন্নত এবং উরুযুগল রম্ভাতরুর ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হয়।

কি বলিব এ তমাল কুঞ্জে সখীগণ।
করাইল ছলে রাধাকৃষ্ণের মিলন ॥৬৯৭
চিকসৌলী গ্রাম পূর্ব্ব নাম চিত্রশালী।
হেথা রাই বিচিত্র বেশেতে করে কেলি ॥৬৯৮
পর্ব্বত গহ্বরে দেখ নিবিড় কানন।
এবে লোকে কহে এই গহবর বন ॥৬৯৯
এ শীতলাকুণ্ড সুবেষ্টিত বৃক্ষগণ।
দেখহ দোহনীকুণ্ড এথা গোদোহন ॥৭০০
ডভরারো গ্রাম এই কৃষ্ণের এখানে।
ভরিল নয়নে অশ্রু রাধিকা দর্শনে ॥৭০১
ডভরারো অর্থ অশ্রুযুক্ত নেত্রে কয়।
এবে লোকে প্রসিদ্ধ ডাভারো নাম হয় ॥৭০২
দেখ মুক্তাকুণ্ড এথা রাধিকা সুন্দরী।
মুক্তা ক্ষেত কৈলা কৃষ্ণ সহ বাদ করি ॥৭০৩
বৃষভানুপুর পূর্ব্বে দেখ ভানুখোর।
অতি স্নিগ্ধ সলিল শোভার নাই ওর ॥৭০৪
দেখহ পিয়াল সরোবর গ্রামোত্তরে।
প্রিয়া প্রিয় দোঁহে এথা নানা ক্রীড়া করে ॥৭০৫
জিয়াল বৃক্ষের বন এথা অতিশয়।
শোভা দেখি সখী সহ দোহে হর্ষ হয় ॥৭০৬
এই পিলুখোর এথা পিলু ফল ছলে।
সখীসহ রাই কানু ক্রীড়া কুতূহলে ॥৭০৭

ভানুখোর পিলুখোর এবে লোকে কয়।
ভানু পিলু সরোবর পূর্ব্ব নাম হয় ॥৭০৮
বর্ষাণ নিকট এই নদী যে ত্রিবেণী।
এথা কৃষ্ণ লীলা যৈছে কহিতে না জানি ॥৭০৯
দেখ কৃষ্ণ লীলাস্থলী অতি অনুপাম।
কথো লুপ্ত হৈল বজ্রকৃত যে যে গ্রাম ॥৭১০
এই প্রেম সরোবর দেখ শ্রীনিবাস।
এথা প্রেমবৈচিত্র্যভাবের পরকাশ ॥৭১১
দেখহ বিহ্বল কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ এথাতে।
হইলা বিহ্বল রাই নাম শ্রবণেতে ॥৭১২
এ সঙ্কেতকুঞ্জে সখী সঙ্কেত করিয়া।
রাই কানু দোঁহেরে আনেন যত্ন পাইয়া ॥৭১৩
অলক্ষিত প্রথম গমন শুভক্ষণে।
পূর্ব্বরাগে সংক্ষেপ মিলন এই খানে ॥৭১৪
পূর্ব্বরাগে যে কৌতুক কহিল না হয়।
পূর্ব্বরাগ লক্ষণ শাস্ত্রেতে নিরূপয় ॥৭১৫

তথাহি;উজ্জ্বলনীলমণৌ বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫ শ্লোকঃ
রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ (১০৯)

(১০৯) নায়ক নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে তাঁহাদের দর্শন ও গুণগ্রামাদি শ্রবণ জন্য উভয়ের মনে যে অত্যুৎকট আসক্তি জন্মে, তাহাকেই বিজ্ঞবর্গ পূর্ব্বরাগ বলিয়া উল্লেখ করেন।

দেখ কৃষ্ণকুণ্ডাদিক স্থান মনোহর।
সঙ্কেতে অশেষ লীলা অন্ত অগোচর ॥৭১৬
নন্দীশ্বর বর্ষাণ গ্রামীয় লোকচয়।
তা সভার গতাগতি এই পথে হয় ॥৭১৭
এই পথে শ্রীরাধিকা পিতার ঘর হৈতে।
জাবট গ্রামেতে যান শ্বশুরালয়েতে ॥৭১৮
এ অপূর্ব্ব বন স্নিগ্ধ ছায়া নিরন্তর।
নানাশব্দ করে পক্ষী গুঞ্জরে ভ্রমর ॥৭১৯
দেখ শ্রীনিবাস নন্দীশ্বর নন্দালয়।
এথা গূঢ়রূপে রামকৃষ্ণ বিলসয় ॥৭২০

তথাহি—শ্রীভাগবতে দশমে ৪৪ অঃ ১২ শ্লোকঃ

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ (১১০)

এই দেখ নন্দের বসতি সীমা স্থান।
নন্দের ভবন পূর্ব্বে অপূর্ব্ব উদ্যান ॥৭২১
জাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী সাথে।
নন্দের আলয়ে আইসেন এই পথে ॥৭২২

(১১০) অহো সেই পুণ্যময় ব্রজভূমিই ধন্য! যেথানে এই নরদেহে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান পরমপুরুষ স্বয়ং (ঈশ্বর) সর্ব্বদা শিব এবং লক্ষ্মীকর্ত্তৃক পূজিতপাদ হইয়াও বিচিত্র বনমালা ধারণপূর্ব্বক বেণুবাদন করত গোপালনস্থলে নিজবল সমভিব্যাহারে নিরত ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া বিরাজ করেন।

অহে শ্রীনিবাস এ পাবন সরোবরে।
স্নান করি কৃষ্ণে যে দেখএ নন্দীশ্বরে ॥৭২৩
শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার করিলে দরশন।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ তার হয় সেই ক্ষণ ॥৭২৪

তথাহি—মথুরামাহাত্ম্যে ॥
পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরং গিরৌ।
দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ (১১১)

এ পাবন সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি।
দেখি এ অপূর্ব্ব শোভা কেবা ধরে ধৃতি ॥৭২৫

তথাহি—স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৫৯ শ্লোকঃ।
কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কারললিতৈঃ,
পরীতে যত্রৈব প্রিয়সলিললীলাহৃতিমিষৈঃ।
মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজমভিসরন্ত্যম্বুজদৃশো
বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ ॥ (১১২)

দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন।
কৃষ্ণ বিলাসের স্থান ভুবন পাবন ॥৭২৬

(১১১) গিরিসন্নিবিষ্ট এই পরমপাবন সরোবরে স্নান করিয়া, নন্দীশ্বর নন্দ, যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে মানব সকল প্রকার অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়।

(১১২) মধুকরকুলের সুললিত-ঝঙ্কারে শব্দায়মান কদম্ব তরুরাজি-পরিবেষ্টিত যে সরোবরে কমলনয়নাগণ আত্মবিনোদনার্থ পরমানন্দে প্রিয়তম সলিলকেলীছলে গোপেন্দ্র-নন্দনের অনুসরণ করিত, সেই পাবন সরোবর আমাকে রক্ষা করুন।

পর্ব্বত উপরে দেখ পুত্রের সহিতে।
শ্রীনন্দ যশোদা শোভে অপূর্ব্ব গোফাতে ॥৭২৭
অহে শ্রীনিবাস এথা শ্রীচৈতন্য রায়।
করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায় ॥৭২৮
শ্রীনন্দ যশোদা দুইদিকে দুই জন।
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি প্রফুল্ল নয়ন ॥৭২৯
শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার চরণ বন্দিয়া।
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হৈয়া ॥৭৩০
প্রেমের আবেশে নৃত্য গীত আরম্ভিল।
দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল ॥৭৩১
কেহো কহে ইহা ত মনুষ্য কভু নয়।
মনুষ্যে এমন শোভা সম্ভব কি হয় ॥ ৭৩২
কেহ কহে ইহোঁ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।
মনুষ্যের রূপে ব্রজে করএ ভ্রমণ ॥৭৩৩
কেহ কহে অহে মোর মনে এই হয়।
পুন বা প্রকট হৈলা নন্দের তনয় ॥৭৩৪
নহিলে এমন চেষ্টা হইবে বা কেনে।
পুনঃ পুনঃ পড়ে নন্দ-যশোদাচরণে ॥৭৩৫
নিরন্তর শ্রীপদ্মনয়নে অশ্রু ঝরে।
না জানি কি করজুড়ি কহে ধীরে ধীরে ॥৭৩৬
কি বলিব অহে ভাই ইহার দর্শনে।
কৃষ্ণ এ নিশ্চয় মোর হৈল এই মনে ॥৭৩৭

ঐছে কত কহি ভাসে প্রেমের তরঙ্গে।
হরিবোল বলিয়া নাচয়ে প্রভু সঙ্গে ॥৭৩৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
এথা যে প্রকাশে প্রেম কহিতে না জানি ॥৭৩৯
এই যে তড়াগতীর্থ সর্ব্বত্র বিদিত।
চতুর্দ্দিকে কিবা বৃক্ষ লতা সুশোভিত ॥৭৪০
অহে শ্রীনিবাস অল্পে কহি আর কথা।
দেবমীঢ়পুত্র পর্জন্যের বাস এথা ॥৭৪১
কৃপা করি নারদ আসিয়া নন্দীশ্বরে।
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র দিলা পর্জন্যেরে ॥৭৪২
পর্জন্য তড়াগ-তীর্থে তপস্যা করিল।
নিজাভীষ্ট পূর্ণ পঞ্চ নন্দন হইল ॥৭৪৩
উপনন্দ অভিনন্দ নন্দ নাম আর।
সনন্দ নন্দন পঞ্চ ভ্রাতা এ প্রচার ॥৭৪৪
সেই এ তড়াগ দেখ কৃষ্ণপ্রিয় হন।
ভক্তের প্রার্থনা সদা তড়াগ সেবন ॥৭৪৫

তথাহি—স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬০ শ্লোকঃ

পর্জন্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
ত্যক্ত্বাহারমভূতপুত্রক ইহ স্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে।
যত্রাবাপি সুরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রো গুণৈকাকরঃ
কুণ্ডাহারতয়া প্রসিদ্ধমবনৌ তন্মে তড়াগং গতিঃ ॥ (১১৩)

(১১৩) পিতামহ পর্জন্য যে স্থলে নিরাহারে ভগবান্ নারায়ণকে

ক্ষুণ্ণাহার সরোবর দেখ শ্রীনিবাস।
কি বলিব এথা যৈছে কৃষ্ণের বিলাস ॥৭৪৬
ধোআনি কুণ্ড এ নন্দীশ্বরের ঈশানে।
দধিপাত্র ধৌত জল রহে এই খানে ॥৭৪৭
এই কৃষ্ণকুণ্ডে দেখ কদম্বের বন।
এথা বিহরএ রঙ্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৭৪৮
দেখহ ললিতা-কুণ্ড ললিতা এথায়।
রাধিকারে আনি ছলে কৃষ্ণেরে মিলায় ॥৭৪৯
পরম আশ্চর্য্য সূর্য্যকুণ্ড এইখানে।
হইলা অধৈর্য্য সূর্য্য কৃষ্ণদরশনে ॥৭৫০
এই যে বিশাখা কৃষ্ণ করহ দর্শন।
এথা মহারঙ্গে রাই কানুর মিলন ॥৭৫১
দেখ পৌর্ণমাসীকুণ্ড পরম নির্জ্জনে।
পৌর্ণমাসী রহে পর্ণ কুটীরে এখানে ॥৭৫২
রাধাকৃষ্ণ বিলাসে উল্লাস অনিবার।
যৈছে তাঁর ক্রিয়া তা বুঝিতে শক্তি কার ॥৭৫৩

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২৫ শ্লোকঃ।

গূঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতার্চ্চিতসখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ
প্রেম্না সুষ্ঠু বিদগ্ধয়োরনুদিনং মানাভিসারোৎসবম্।

অতিশয় আরাধনা করিয়া অপুত্রক স্বকীয় তনয় গোষ্ঠপতি নন্দে নিখিল গুণনিদান মুরারিশাতন গিরিধর পৌত্র লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীপ্রসিদ্ধ সেই পবিত্র ক্ষুণ্ণাহার নামক তড়াগই আমার গতি হউক।

রাধামাধবয়োঃ সুখামৃতরসং যৈর্বোপভুঙ্‌ক্তে মুহু-
র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥ (১১৪

এথা নান্দীমুখীর আলয় মনোহর।
যেহ রাধাকৃষ্ণ সুখে সুখী নিরন্তর ॥৭৫৪
শ্রীনান্দীমুখীর চারু চরিত্র যতনে।
বর্ণিলেন পূর্ব্বে মহাভাগবতগণে ॥৭৫৫

তথাহি—

স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩৪ শ্লোকঃ

অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভরতো মুগ্ধহৃদয়া
প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভির্ব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা।
মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসসুখং বর্দ্ধয়তি তাং
মুখীং নান্দীপূর্ব্বাং সততমভিবন্দে প্রণয়তঃ ॥ (১১৫)

দেখহ পরম রম্য কুঞ্জ ঠাঁই ঠাঁই।
এ সকল স্থানে কৃষ্ণ লীলা অন্ত নাই ॥৭৫৬
এই শ্রীযশোদা-কুণ্ড যশোদা এখানে।
দেখে রাম কৃষ্ণ ক্রীড়া করে সখা সনে ॥৭৫৭

(১১৪) যিনি পরম বিদগ্ধ রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠস্থিত গূঢ় মান ও অভিসার উৎসবের সুচতুর সখীবৃন্দ দ্বারা উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রতিক্ষণ সুধামৃত উপভোগ করিতেন, সেই মঙ্গলবিধায়িনী ভগবতী পৌর্ণমাসীকে ভজনা করি।

(১১৫) কীর্ত্তিপুঞ্জশ্রবণে মুগ্ধ হৃদয়ে যিনি প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় ব্রজপুরে আসিয়া রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসে সুখবর্দ্ধন করিতেন, সেই নান্দীমুখীকে আমি সর্ব্বদা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রণাম করি।

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ প্রেমানন্দময়।
ত্রিবিধ বয়সে এথা বিলাসাদি হয় ॥৭৫৮

তথাহি—

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ১ম লহর্য্যাং
বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরমিতি তৎত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্ ॥ (১১৬)

কৌমার বয়সে কৃষ্ণ যশোদা এখানে।
প্রকাশে যে বাৎসল্য তা কহিতে কে জানে ॥৭৫৯
কৌমার বয়সাবেশে কৃষ্ণ নিরন্তর।
বাঢ়ান মায়ের সুখ অন্য অগোচর ॥৭৬০

তথাহি তত্রৈব ৪৯ শ্লোকঃ।

ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে ॥ (১১৭)

পৌগণ্ড বয়সে কৃষ্ণ এ নীপকাননে।
উপজে কৌতুক যে তা দেখে প্রিয়গণে ॥৭৬১
পৌগণ্ড বয়স আদি মধ্য শেষ ত্রয়।
ইথে যে খেলাদি সে পরমানন্দময় ॥৭৬২

(১১৬) কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরভেদে বয়স তিন প্রকার; তন্মধ্যে পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশমবর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোরকাল, আর ইহার পরই যৌবনকাল।

(১১৭) বাৎসল্য রসের ভিতরই কৌমারকাল সম্বন্ধে বলা উচিত, অতএব কৌমারকালের বিষয় তথায় বলা হইল।

তথাহি তত্রৈব ১৪৯ শ্লোকঃ।

পৌগণ্ডং ... ... এবং পৌগণ্ডঞ্চ ... তঃ। (১১৮)

আদ্য পৌগণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ শোভাতি ... ভবেৎ॥ (১১৯)

এথা বৎস চারণাদি চেষ্টা মনোহ...র।

তথাহি তত্রৈব ২৪ শ্লোকঃ।

অধরাদেঃ সুলৌহিত্যং জঠরস্য চ তা... ॥৭৬৩

কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যঞ্চ পৌগণ্ডে প্রথমে...ম্।

পুষ্পমণ্ডনবৈচিত্র্যং চিত্রাণি গিরিধাতু...ভিঃ॥

পীতপট্টদুকুলাদ্যমিহ প্রোক্তং প্রসা...ঃ।

সর্ব্বাটবীপ্রচারেণ নৈচিকীচয়চারণম্ ...॥

নিযুদ্ধকেলিনৃত্যাদিশিক্ষারম্ভোঽত্র চে...

মধ্য পৌগণ্ডেতে প্রায় কৈশোর ...ক্রম॥(১২০)

বিলসে এথায় চেষ্টা কহিতে না ...পর্শয়।

তথাহি তত্রৈব ২৫ শ্লোকঃ।

নাসা সুশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ড... ॥৭৬৪

পার্শ্বাদ্যঙ্গং সুবলিতং পৌগণ্ডে সতি ...কৃতী।

(১১৮) পৌগণ্ড খেলাদি যোগে পৌগণ্ড বয়স হয় ...ধ্যমে॥

(১১৯) আদ্য, মধ্য ও অন্তভেদে পৌগণ্ড ত্রিবি...

(১২০) আদ্য পৌগণ্ড বয়সে অধরাদির লৌহি...

কম্বুগ্রীবাদির উদ্গম হইয়া থাকে। প্রথম পৌগণ্ড ব...

ধাতুরচিত চিত্র ও পীতবর্ণ পট্ট বস্ত্রাদি প্রসাধন, জঠরের তনুতা...

নৈচিকীচারণ, যুদ্ধকেলী, নৃত্য এবং শিক্ষারম্ভাদি চেষ্টা...স পুষ্পমালা, গো...

...বং অরণ্য পরিভ্র...

...কথিত।

উষ্ণীষঃ পট্টসূত্রোত্থপাশেনাত্র তড়িত্ত্বিষা।
যষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদি মণ্ডনম্ ॥
ভাণ্ডীরক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণাদ্যঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥ (১২১)

তত্রৈব ২৭ শ্লোকঃ।

পৌগণ্ডমধ্য এবায়ং হরির্দ্দীব্যন্ বিরাজতে।
মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ কৈশোরাগ্রাংশভাগিব ॥ (১২২)

শেষ পৌগণ্ডেতে অঙ্গ সৌষ্ঠবাতিশয়।
চেষ্টাদ্ভুত এথা সখা সঙ্গে বিলসয় ॥৭৬৫

তথাহি তত্রৈব।

বেণী নিতম্বলম্বাগ্রা নীলালকলতাদ্যুতিঃ।
অংসয়োস্তুঙ্গতেত্যাদি পৌগণ্ডে চরমে সতি ॥
উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা সরসীরুহপাণিতা।
কাশ্মীরেণোর্দ্ধপুণ্ড্রাদ্যমিহ মণ্ডনমীরিতম্ ॥ (১২৩)

তত্রৈব ২৯ শ্লোকঃ।

(১২১) মধ্যম পৌগণ্ডে নাসিকা সুশিখরা ও উন্নতা, কপোল মণ্ডলাকার বং পার্শ্বভাগ উত্তম বলিবিশিষ্ট হয়। বিদ্যুদ্বর্ণ পট্টসূত্রবিনির্ম্মিত উষ্ণীষ, র্ণযুক্তাগ্র ত্রিহস্তপরিমিত শ্যামবর্ণ যষ্টি প্রভৃতি ভূষণ এবং ভাণ্ডীরক্রীড়ন, বিতলঙ্ঘন প্রভৃতি আচরণ হইয়া থাকে।

(১২২) ভগবান্ শ্রীহরি, অতিমাধুরীজন্য রূপের অদ্ভুতত্বহেতু মধ্যম ৌগণ্ড বয়সে ও কৈশোর বয়সের প্রথমাংশে প্রবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ক্রীড়া রতঃ বিরাজিত হইতেন।

(১২৩) চরম পৌগণ্ডবয়সে নিতম্ব-লম্বিতাগ্রা বেণী, নীলবর্ণ কুন্তলের তাসদৃশ কান্তি, অংশদ্বয়ের ঔন্নত্য, উষ্ণীষে বক্রিমা এবং হস্তে লীলাকমল ঙ্কুম দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা প্রভৃতি মণ্ডন কথিত হইয়াছে।

অত্র ভঙ্গী গিরাং নর্ম্মসখৈঃ কর্ণকথারসঃ।
এষু গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাদি চেষ্টিতম্॥ (১২৪)
আদ্য মধ্য অন্ত্য ত্রিধা কৈশোর বয়সে।
সর্ববিচিত্তাকর্ষে এই বিপিন বিলাসে॥৭৬৬
তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ১ম লহর্য্যাং ১৫৯, ১৬০ শ্লোকঃ
শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ॥
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ। (১২
প্রথমকৈশোরে বর্ণোজ্জ্বল চারু শোভা।
বিহরে এ কুঞ্জে নানা চেষ্টা মনোলোভা॥৭৬৭
তথাহি তত্রৈব।
বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।
রোমাবলীপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি॥ (১২৬)
তত্রৈব ১৬১ শ্লোকঃ।
বৈজয়ন্তী শিখণ্ডাদি নটপ্রবরবেশতা।
বংশী মধুরিমা বস্ত্রশোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ॥ (১২৭)

(১২৪) এ অবস্থায় বাক্যের চাতুর্য্য, সুরতসখ ব্যক্তিগণের সহিত আলাপে শ্রবণের প্রীতি এবং এই বিষয়ে গোপবালাগণের শোভাপ্রশংসা দিই চেষ্টা হইত।

(১২৫) যদিও কৈশোর বয়সে শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ, তথাপি ইহাতে প্রায় সমস্ত রসই অভ্যাস বশতঃ উদাহৃত হয়। আদ্য, মধ্য ও অন্ত ভেদে কৈশোর ত্রিবিধ।

(১২৬) প্রথম কৈশোরে বর্ণের অতিশয় উজ্জ্বলতা কখনও নয়নপ্রান্তে রক্তিম ছবি, এবং রোমাবলীর প্রকটতা হইয়া থাকে।

(১২৭) এই প্রথম কৈশোরে শিখণ্ডাদি বৈজয়ন্তী, মনোহর নটবরবেশ ধারণ, বংশীরবের মধুরিমা এবং পরিচ্ছদ বস্ত্রের শোভাতিশয্য হইয়া থাকে।

তত্রৈব ১৬২ শ্লোকঃ।

খরতাত্র নখাগ্রাণাং ধনুরান্দোলিতা ভ্রুবোঃ।
রদানাং রঞ্জনং রাগচূর্ণৈরিত্যাদি চেষ্টিতম্ ॥ (১২৮)

মধ্য কৈশোরে এ কুঞ্জপুঞ্জে বিলসয়।
কন্দর্পমোহন চেষ্টা কহিতে না হয় ॥৭৬৮

তথাহি তত্রৈব ১৬৩ শ্লোকঃ।

উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রী রুরসস্তথা।
মূর্ত্তে র্মধুরিমাস্তঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে ॥
মুখং স্মিতবিলাসাঢ্যং বিভ্রমোত্তরলে দৃশৌ।
ত্রিজগন্মোহনং গীতমিত্যাদিরিহ মাধুরী ॥
বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলিমহোৎসবঃ।
আরম্ভো রাসলীলাদেরিহ চেষ্টাদি সৌষ্ঠবম্ ॥ (১২৯)

যে শেষ কৈশোর বয়সে নব যৌবন।
এ কুঞ্জ ক্রীড়ায় রত চেষ্টা মনোরম ॥৭৬৯

তথাহি তত্রৈব ১৬৪ শ্লোকঃ।

(১২৮) নখাগ্রের তীক্ষতা ভ্রূযুগের ধনুর ন্যায় বক্রতা রাগচূর্ণ দ্বারা দন্ত রঞ্জনাদি চেষ্টা হয়।

(১২৯) মধ্যম কৈশোরে উরুযুগল ও বাহু যুগের এবং কোথাও উরঃস্থলেও শৌভাতিশয্য হইয়া মূর্ত্তির মাধুর্য্য হয়। মুখের স্মিতবিলাসলালিত্য, নয়ন যুগলের বিলাসতরলতা, গীতের ত্রিজগন্মোহিত্তাদি মাধুরী হইয়া থাকে। চাতুর্য্যবিস্তার, কুঞ্জকেলি মহোৎসব, এবং রাসলীলাদির আরম্ভ প্রভৃতি চেষ্টা দেখা যায়।

পূর্ব্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি ॥ (১৩০)

তত্রৈব ১৫৫, ১৫৬ শ্লোকঃ।

ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈ র্নবযৌবনমুচ্যতে।
অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্ব্বস্বশালিতা ॥
অভূতপূর্ব্বকন্দর্পতন্ত্রলীলোৎসবাদয় ইতি ॥ (১৩১)

এ সকল রম্যস্থলে কৃষ্ণ রসময়।
চতুর্বিধ কৈশোর বয়সে বিলসয় ॥৭৭০

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনপ্রকরণে ৫ শ্লোকঃ।

বয়শ্চতুর্বিধস্তত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়ঃসন্ধি স্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাদিতি ॥ (১৩২)

দেখহ করেলকুণ্ড করিলেন বন।
হেথা কৃষ্ণ রহি শোভা করে নিরীক্ষণ ॥৭৭১
নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণের পদ চিন।
দেখএ প্রভাব বহু কহএ প্রাচীন ॥৭৭২
এ মধুসূদনকুণ্ড পুষ্প বনান্তরে।
কৃষ্ণ মহাহর্ষ এথা ভ্রমর গুঞ্জরে ॥৭৭৩

(১৩০) কৈশোরের চরমে অঙ্গ সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিক উৎকর্ষ ধারণ করে এবং ত্রিবলী ব্যক্ত হইয়া থাকে।

(১৩১) প্রাজ্ঞগণ কর্ত্তৃক ইহাই শ্রীহরির নবযৌবন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ অবস্থায় অভূতপূর্ব্ব কামাধীন লীলোৎসব প্রভৃতি এবং গোকুলদেবীগণের ভাবসম্পৎ প্রকাশ পায়।

(১৩২) মধুররসে বয়ঃসন্ধি, নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ এই ক্রমে চতুর্ব্বিধ বয়স কথিত হইয়াছে।

দেখ পাণিহারিকুণ্ড পরম নির্ম্মল।
ভোজনের কালে কৃষ্ণ পিয়ে এই জল ॥৭৭৪
এই যে রন্ধনাগার দেখ শ্রীনিবাস।
রোহিণী সহিত রাধার রন্ধনে উল্লাস ॥৭৭৫
এইখানে সখা সহ কৃষ্ণের ভোজন।
শতপদে আসি এথা করএ শয়ন ॥৭৭৬
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অবশেষান্ন ভুঞ্জিয়া।
বাটী মধ্যে এ স্নিগ্ধ আরামে বৈসে গিয়া ॥৭৭৭
অলক্ষিত সখী কৃষ্ণে আনিয়া মিলায়।
উপজে কৌতুক যত কেবা অন্ত পায় ॥৭৭৮
এথা শ্রীযশোদা রামকৃষ্ণে মজাইয়া।
বিপিনে বিদায় দিতে বিদরএ হিয়া ॥৭৭৯
সখাগণ মধ্যে রামকৃষ্ণ এই পথে।
চলে গোচারণে শোভা উপমা কি দিতে ॥৭৮০
এইখানে যশোদা রাধায় করি কোলে।
যাবটে বিদায় দিতে ভাসে নেত্র জলে ॥৭৮১
ললিতাদি সখীগণ প্রাত স্নেহ যত।
একমুখে তাহা কহিবেক কেবা কত ॥৭৮২
যশোদা রোহিণী সখী সহ রাধিকারে।
কারয়ে বিদায় স্থির হইবারে নারে ॥৭৮৩
দেখ দধিমন্থনের স্থান এই হয়।
এই যে দেখহ দেবী প্রভাবাতিশয় ॥৭৮৪

পৌর্ণমাসী আসি যশোদায় কত কৈয়া।
এই পথে যান নিজালয়ে হর্ষ হৈয়া।।৭৮৫
এই কথো দূরে বৃন্দাদেবী এ নির্জ্জনে।
দোঁহে মিলাইতে যুক্তি বিচারএ মনে ॥৭৮৬
দোঁহে মিলাইয়া সখী সহ সুখে ভাসে।
এ হেন বৃন্দার গুণ কেবা না প্রকাশে ॥৭৮৭

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩১ শ্লোকঃ।
প্রতি নবনবকুঞ্জং প্রেমপূরেণ পূর্ণা
প্রচুরসুরভিপুষ্পৈর্ভূষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণমতি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবং বা
প্রিয়গণবৃতরাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে ॥ (১৩৩)

এ সাহসিকুণ্ড সখী কৃষ্ণে এই খানে।
জন্মাইয়া সাহস মেলায় রাই সনে ॥৭৮৮
হেথা বৃক্ষ ডালে রচি বিচিত্র হিন্দোর।
ঝুলে রাই কানু সখী সহ সুখে ভোর ॥৭৮৯
এই মুক্তাকুণ্ড এথা নন্দের কুমার।
মুক্তাখেত কৈল হৈল কৌতুক অপার ॥৭৯০
অহে শ্রীনিবাস এই অক্রূরের স্থান।
কহিতে তাহার কথা বিদরে পরাণ ॥৭৯১

(১৩৩) প্রেমপ্রবাহ পরিপূর্ণ হইয়া যিনি নব নব প্রত্যেক কুঞ্জে সুরভি-প্রসূনসমূহে ভূষিত করিয়া প্রিয়গণ পরিবৃত রাধাকৃষ্ণের লীলোৎসব সম্পাদন করিতেন, সেই বৃন্দাকে আমি প্রণাম করি।

মথুরা হইতে কংস প্রেষিত অক্রূর।
রামকৃষ্ণে লইয়া যাইবেন মধুপুর ॥৭৯২
এ হেতু আসিয়া এথা চিন্তে মনে মনে।
কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে এইখানে ॥৭৯৩
প্রেমেতে বিহ্বল এথা হইলা অক্রূর।
অক্রূরের স্থান এই লোকে কহে ক্রূর ॥৭৯৪
দেখহ যোগিয়া স্থান উদ্ধব এখানে।
কহিলেন যোগকথা বিবিধ বিধানে ॥৭৯৫
উধো ক্রিয়াস্থান এই উদ্ধব এথায়।
গোপীক্রিয়া দেখি ধন্য মানে আপনায় ॥৭৯৬
এই ঠাঁই উদ্ধব নন্দাদি প্রবোধিলা।
দেখিয়া অদ্ভুত ভাব অধৈর্য্য হইলা ॥৭৯৭
কথোদিন উদ্ধব ছিলেন এই খানে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় এ স্থান দর্শনে ॥৭৯৮

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৯ শ্লোকঃ।

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপো র্দাসঃ সখা চ প্রিয়ং
স্বপ্রাণার্ব্বুদতোঽপি তৎপদযুগং হিত্বেহ মাসান্ দশ।
প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয়কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জীবয়-
ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মূর্দ্ধ্না বহাম্যুদ্ধবম্ ॥(১৩৪)

(১৩৪) যিনি প্রেমরসে পরিপূর্ণ, মুরারির সখা ও দাস, যিনি দশসহস্র নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণপদারবিন্দদ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে দশমাস বাস করিয়াছিলেন এবং যিনি "আগত সেই কৃষ্ণকে দর্শন কর" ইত্যাদি কৃষ্ণবিষয়ক বাক্যে প্রীতিভরে গোষ্ঠকে পুনঃ পুনঃ জীবিত করিয়াছিলেন, সেই উদ্ধবকে আমি মস্তকে ধারণ করি।

ওহে শ্রীনিবাস সখা সহ কৃষ্ণ এথা।
বিচরএ গোচারণে যাইবেন যথা ॥৭৯৯
এসব গোশালা স্থান দেখ শ্রীনিবাস।
এথা গোপগণ সহ কৃষ্ণের বিলাস ॥৮০০
সুবলাদি সহ কৃষ্ণ উল্লসিত চিতে।
অতিশয় শোভা এই বিপিন যাইতে ॥৮০১

ধানশ্রী।

আজু বিপিনে আওত কান, মূরতি ফুরত কুসুমবাণ,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ, ভঙ্গি নটবর সোহিনী।
ঈষত হসিত বয়ান চন্দ, তরুণী নয়ন নয়ন ফন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলি খুরলী, ত্রিভুবন মনমোহিনী ॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জ
পিঞ্ছনিচয় রচিত মুকুট, মকর কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন লোর, সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম সোহত রতন রাজ, মোতিম হার লোলনী ॥
কটি পীত পট কিঙ্কিনীরাজ, মদগতি জিতি কুঞ্জররাজ
জানু লম্বিত কদম্ব মাল, মত্ত মধুকর ভোরণী।
অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ, তরুণ তরণী কিরণ গঞ্জ,
গোবিন্দ দাস হৃদয় রঞ্জ, মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী ॥

দেখহ গোবৎস বন্ধনের শঙ্কুগণ।
পূজে ব্রজস্ত্রী অদ্যাপি করিয়া যতন ॥৮০২
নন্দীশ্বরে কৃষ্ণলীলা স্থান বহু হয়।
যথা যে বিলাস তা কহিতে সাধ্য নয় ॥৮০৩

এই পরিক্রমা পথ দক্ষিণ বামেতে।
কৃষ্ণলীলা স্থান বহু কে পারে কহিতে ॥৮০৪
নন্দীশ্বর চতুষ্পার্শ্বে দেখি কথো স্থান।
পুন এই পথে আগে করিব পয়ান ॥৮০৫
এত কহি চলিলেন নন্দগ্রাম হৈতে।
বাঢ়এ আনন্দ চাহিতেই চারিভিতে ॥৮০৬
শ্রীনিবাসে কহে এ শোভার নাহি ওর।
নন্দীশ্বর বায়ুকোণে দেখ গেড়ুখোর* ॥৮০৭
এই গেড়ুখোরে গেড়ু লইয়া উল্লাসে।
সখাসহ রামকৃষ্ণ মত্ত খেলা রসে ॥৮০৮
এই দেখ কদম্বকানন শোভাময়।
এথা বলরাম নানা রঙ্গে বিলসয় ॥৮০৯
এই খানে বলদেব করিলা শয়ন।
কৃষ্ণ করিলেন তাঁর পাদসংবাহন ॥৮১০

তথাহি পূর্ব্বগোপালচম্পূদ্বাদশপূরণে ৪৮ সংখ্যকগীতে,—

রমতে রামং পরিতঃ কৃষ্ণঃ সখিগণগীতগুণেষু সতৃষ্ণঃ।
অনুগায়তি পিকষট্পদগানং পরিজল্পতি শুকহংসসমানম্।
এবং চক্রচকোরবকাদিরনুরৌতি স্ফুটহাসবিবাদী।
দ্বীপিমুখার্পিতভীতপশূনাং রুতিমিব সৃজতি ভয়ায় শিশূনাং।
পক্ষিমৃগাদিকমহবহবচনং বিরচিতনামভিরাহ চ সকলম্।
ভ্রমতি সখা যদি তস্মিন্ কোঽপি কর্ষতি বিহসনপ্রণয়মুতাপি।

*'গেন্ডুখোর'—পাঠান্তর।

দূরগপশুমাহ্বয়তি নাম্না কৃতগোগোপমনোরমনাম্না।
গব্যাহূতৌ শিখিনাং হূতিঃ জাতা যদসৌ ঘনকৃতিভূতিঃ।
ব্যনিযুঞ্জানো ভ্রাত্রা স্বকরং শংসতি হসতি সখীহিতনিকরং।
সখিভির্ব্বিশ্রময়ন্নয়মার্য্যং প্রণয়তি তৎপদলালনকার্য্যং।
সুললিতপল্লবতল্পবিধানঃ সুহৃদূরুস্থিরমূর্দ্ধনিধানঃ।
কেলিশ্রমমনুহ্রতশয়নেহঃ পুণ্যতমৈরুপবীজিতদেহঃ।
অত্র চ কৈরপি লালিতচরণঃ অস্মতৃন্মাত্রদপরিচরণঃ।
যঃ স্নিগ্ধানাং গানবিনোদৈর্নিদ্রামিতবান্ স্বরকৃতমোদৈঃ।
স্মরতাং তস্যঃ কিমপি মনস্থাং সময়ং সহতে নান্যাবস্থাং।
বয়মিহ কে বা লুব্ধমন্যা লুব্ধা যস্মিন্ শুকমুখধন্যাঃ ॥ (১৩৪)

(১৩৪) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের গীতে সতৃষ্ণ হইয়া বলরামের নিকটে আসিতেছেন। মধ্যে মধ্যে কোকিল ও ভ্রমরের ন্যায় গান করিতেছেন। কখন শুক এবং হংসের সমান জল্পনা করিতেছেন। কখন বা চক্রবাক, চকোর, বক প্রভৃতির স্বর অনুকরণ করিতেছেন। কখন কখন শিশুগণের ভয়প্রদর্শন জন্য ব্যাঘ্র-মুখ-প্রস্ত পশুগণের ন্যায় হাস্যবিরোধী শব্দ করিতেছেন। নাম রচনা করিয়া পক্ষী মৃগাদির বিবিধ শব্দে সকলকে বলিতেছেন। তাহাতে যদি কোনও সখা ভ্রান্ত হয়, তবে হাস্যপূর্ব্বক তাহাকে অতীব আনন্দিত করিতেছেন। গোগণ গোপগণের মনোরম মধুর নামে দূরস্থিত পশুগণকে আহ্বান করিতেছেন। গোগণের আহ্বানে যেন মেঘ-গর্জ্জন হইয়া ময়ূরগণকেও ডাকিতেছিল। উভয় ভ্রাতায় পরস্পর হস্তবদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে সখীগণের মঙ্গলকর কতই কথা কহিতেছিলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সখাগণদ্বারা বিশ্রাম করাইয়া তাঁহার পাদে (কৃষ্ণ) হাত বুলাইয়া দিলেন। সুললিত পল্লবে শয্যা রচনা করিয়া সুহৃদের ঊরুতে মাথা রাখিয়া কেলিশ্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কোন কোন পুণ্যবান্ তাহার শ্রীঅঙ্গে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কেহ চরণসেবা করিল, যিনি স্নিগ্ধ

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৫।১৪।

কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ (১৩৫)

এই গুপ্তকুণ্ড এথা গুপ্তের নানারঙ্গে।
ভ্রময়ে কাননে কৃষ্ণ সুবলাদি সঙ্গে॥৮১১
ঐ দেখ মেহেরাণ গ্রাম সবে জানে।
অভিনন্দ গোপের গোশালা ঐ খানে॥৮১২
অহে শ্রীনিবাস আর এই রম্য স্থান।
এই দেখ যাওগ্রাম যাবট আখ্যান॥৮১৩
যাবট গ্রামেতে বিলাসের স্থান যত।
সে অতি আশ্চর্য্য তাহা কে কহিবে কত॥৮১৪
দেখ অভিমন্যুর আলয় এই খানে।
এথা বিলসএ রাই সখীগণ সনে॥৮১৫
অভিমন্যুর শ্রীযোগ মায়ার প্রভাবেতে।
রাধিকার কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে॥৮১৬
অভিমন্যু রহে নিজ গোগোপসমাজে।
জটিলা কুটিলা সদা রহে গৃহকাজে॥৮১৭

র্গের সঙ্গীতবিনোদ স্বরকৃত আনন্দে নিদ্রাগত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করুন। যাঁহাতে শুকদেবপ্রমুখ ধন্যগণ লোলুপ লুব্ধমানী আমরাই বা তাহাতে কেন না লুব্ধ হইব?

(১৩৫) ইহার কোনস্থানে ক্রীড়াপরিশ্রান্ত বলরাম গোপের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পদসেবাদ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদন করিয়াছিলেন।

সখী সুচতুরা কৃষ্ণে আনিয়া এথায়।
দোঁহার বিলাস দেখে উল্লাস হিয়ায় ॥৮১৮
জটিলা কুটিলা অভিমন্যু ভাঁড়াইয়া।
বিলসে কৌতুকে কৃষ্ণ এথায় আসিয়া ॥৮১৯
মুখরা নাতিনী এথা দেখিয়া উল্লাসে।
জটিলার প্রতি কত কহে মৃদু ভাষে ॥৮২০
এই খানে কুটিলা হইয়া মহাহর্ষ।
রাধিকারে দুষিতে করএ পরামর্শ ॥৮২১
ঐ পথে রাধিকা চলেন সূর্য্যালয়ে।
কদম্বকাননে রহি কৃষ্ণ নিরখিয়ে ॥৮২২
পথে আস রাধিকার বস্ত্র আকর্ষয়।
রাই কানুর দোঁহার কৌতুক অতিশয় ॥৮২৩

স্তবমালাগীতাবল্যাং যথা ধান্যশ্রী—

ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং ॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগং।
করবাণ্যধুনা ভাস্করযাগম্ ॥ (১৩৬)
ধ্রু ॥ ন রচয় গোকুলবীরবিলম্বং।
বিদধে বিধুমুখ বিনতিকদম্বং ॥

(১৩৬) হে গোপাল! আমি পতিব্রতা এবং অসহায়া, এই পথিমধ্যে এরূপ আচরণ করিও না। আমার চঞ্চল বস্ত্রাঞ্চলভাগ পরিত্যাগ কর, আমার ভাস্কর যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

রহসি বিভেমি বিলোলদৃগন্তং ।
বীক্ষ্য সনাতন দেব ভবন্তং ॥ (১৩৭)

এই কৃষ্ণকুণ্ড বটবৃক্ষাদি-বেষ্টিত ।
এথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি সুললিত ॥৮২৪
এই মুক্তাকুণ্ড গ্রীষ্ম সময়ে এথায় ।
মুক্তাময় ভূষা সখী রাইরে পরায় ॥৮২৫
এ পীবনকুণ্ড নদী কদম্ব কাননে ।
সুখে রাধাকৃষ্ণ বিলসএ সখী সনে ॥৮২৬
পরম কৌতুকী কৃষ্ণ সখীঙ্গিত পাইয়া ।
রাধিকা অধরসুধা পিয়ে মত্ত হৈয়া ॥৮২৭
এই যে লাড়িলী কুণ্ড ললিতা এথায় ।
সঙ্গোপনে রাই কানু মিলন করায় ॥৮২৮
দেখহ নারদকুণ্ড অহে শ্রীনিবাস ।
এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥৮২৯
এই খানে মুনি রাধিকারে বর দিল ।
হইল অমৃতহস্তা সভেই জানিল ॥৮৩০
শ্রীরাধিকা এথা দাঁড়াইয়া সখী সনে ।
দেখেন শ্রীকৃষ্ণ যবে যান গোচারণে ॥৮৩১
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে বেণু বাজাইয়া ।
গোচারণে যান কৃষ্ণ এই পথ দিয়া ॥৮৩২

(১৩৭) হে গোকুলবীর! তোমাকে বিনতি করিতেছি, আর বিলম্ব করিও না। হে দেব! নির্জ্জনে তোমার বিলোল অপাঙ্গ দর্শনে আমার ভয় হইতেছে।

ভুবনমোহন কৃষ্ণ গোগোপ মধ্যেতে।
রাই নেত্রে নেত্র সমর্পএ অলক্ষিতে ॥৮৩৩

গীত

বসন্ত অতি প্রচণ্ড প্রতাপ ধেনু ভুবন বন্দিত ইয়া।
চঞ্চল খুররেণু, গত দিবি দেব, বৃন্দনন্দিত ইয়া ॥
আয়ত বন প্রপন্ন রঞ্জন, গমন মঞ্জু কুঞ্জর গঞ্জন,
মৃদুতর তনু সুচিক্কণাঞ্জন নৃত্যাগ দৃগন্ত নবীন,
খঞ্জন কামিনীগণ ধৈর্য্যবিভঞ্জন, গোপমধ্যে বিলসিত ইয়া ॥
বিকসিত শ্বেতসরোজকানন, বিজয় স্বচ্ছ ঝালকতানন
মঞ্জু অলকাবলি অলিসম শ্যামরঙ্গ তরলিত ইয়া।
তাতা থিয়া মিয়া কিটি ঝিক্ ঝিক্, ঝাঙ্কিটি তাঝুক,
ঝুঙ্ক ঝিক ঝিক ঝিক, তেনাতি আই আইয়া।
আইয়া শ্যামঘন সবর্ণিত ইয়া ॥
বাজত যন্ত্র, সুগান সুশ্রুতি, সুরযুক্ত মধুরিম ছন্দিয়া।
বংশীধ্বনি শুনি, রাধিকা গৃহ তেজে, সহ সখীবৃন্দয়া ॥
ললিত নটবর, বেশ নিরখত, নয় অনিমিখ নন্দয়া।
প্রবল মনসিজ, অঙ্গ থর হর, কম্পগতি অতি মন্দয়া ॥
তাতা তাকুট, তাকুট নাকুট, তাকু থৈতা, থৈ থৈ দিগতা,
থৈতা, তাতা কিটিতক্ থোদি কিটিতক্, থুন্না ক্রমকট,
ঝাঁ ঝাঁ কিটিঝক্ ঝাঙ্কণা ঝাঙ্কণা ক্বণা ক্বণা।
মিলত দৃগন্তে, কলিত দৌ অন্তর, কো জানত অদ্ভুত লগনা ॥
কৌতুক অধিক, হোত ব্রজবীথন, শোভা সিন্ধু শ্যামঘন মগনা।
বিলসত শ্যামঘন মগনা।

দিগ দিগ থৈ থৈ থৈ থৈ থৈতা ধিধি কট ধিধি কট আইয়া।
ঝাঁ কিন্ কিন্ ঝাঁ, কিন কিন্ কিন ঝাঁ, ঝাঁ কিন কিন,
ঝা ঝা ঝাক্কণা ঝাক্কণা ক্কণা ক্কণা ক্কণা ॥

অহে শ্রীনিবাস এই যাব গ্রামেতে।
রাধিকারে মিলে কৃষ্ণ অতি কৌতুকেতে ॥৮৩৪
ননদ কুটিলা শ্বাশ জটিলা রাধার।
লখিতে না পারে কৃষ্ণ চাতুর্য্য অপার ॥৮৩৫
কহিতে কি সে সকল সুখের নাই অন্ত।
বিবিধ প্রকারে আস্বাদয়ে ভাগ্যবন্ত ॥৮৩৬

গীত।

নাগরবর বর, বরজ ধৃতিহর,
হরষ হিয়া পিয়া রসভরে।
কুসুম সজ্জ করি, মালিনী বেশ ধরি,
যাবটপুর পরবেশ করে ॥
আপনি আপনারে, হেরিয়া বারে বারে,
বসনে ঝাপি মুখ বিহসিয়া।
অতি মধুর স্বরে, কহএ ঘরে ঘরে,
কে লিবে হার আইস লহসিয়া ॥
কোকিল যিনি বাণী, শুনিয়া বিনোদিনী,
বিশাখা সখী সঙ্গে কহে কথা।
অপূর্ব্ব হার হবে, পাছে বা কেহো লিবে,
ত্বরিতে মালিনীরে আন এথা ॥

বিশাখা শুনি বাণী, পরম সুখ মানি,
মালিনী প্রতি কহে হের আইস।
ফিরায়া মালিনীরে, লইয়া আসে ঘরে,
আদরে কহে এইখানে বৈস॥
মালিনী পানে চায়া, রাধিকা চলে ধায়া,
আনন্দ পায়া মনে মনে ভাবে।
এরূপ এ মালিনে, না দেখি কোন খানে,
বুঝি এ সুরপুরবাসী হবে॥
এমতি চিতে বাসি, মালিনী কাছে বসি,
কহএ তুয়া হার দেখি অহে।
শুনি দেখায় হার, উপমা নাহি যার,
শোভাএ সভাকার মন মোহে॥
রাধিকা রসবতী, মদনভরে অতি,
পীড়িত পুন পুলকিত হিয়া।
চাহিয়া হার পানে, বিচার করে মনে,
এরূপ গাথে মোর প্রাণপিয়া॥
সুন্দরী থির নহে, মালিনী প্রতি কহে,
মনে করি প্রাণ দিয়ে তোরে।
শুণ কি কব আমি, ধন্য ধন্য হে তুমি,
মূল্য যে হয় তাহা কহ মোরে॥
মালিনী কহে শুন, না বলি পুন পুন,
মিছা না বলি কভু কার কাছে।
এ হার পরাইব, ও গজমতি লিব,
সাজিলে যে দিবে তা লয় পাছে॥

মালিনী প্রতি ধনী, কহএ প্রিয়বাণী,
যে চাহি লেই তাহা নিজ বলে।
শুনিয়া রসে ভাসি, ঈষৎ হাসি হাসি,
পরান হার রাধিকার গলে॥
কত যতন করি, রুচির কুচগিরি,
উপরে সাজাইয়ে করে ঝাঁপে।
মালিনী পরশিতে, উল্লাস বাসি চিতে,
অমনি ধনী থরহরি কাঁপে॥
বুঝিয়া নরহরি, যতেক সহচরী,
রহএ দূরে হরষিত মনা।
নিভৃত মন্দিরেতে, না পারে থির হৈতে,
অনঙ্গ রঙ্গে মাতে দুই জনা॥

রুচিচ্চ পৌরবী।

ারবর বরজশশী, নারী সুবেশ ধরি বিহসি,
রসের ভরে যাবটপুরে পরবেশ করএ।
ি সজল জলদঘটা, ললিত প্রতি অঙ্গের ছটা,
পহিরে বাস ভূষণশোভা পরাণ হরএ॥
ধিকা তাঁরে নিরখি দূরে, বারেক আঁখি ফিরাইতে নারে,
কহএ নিজ সখীর প্রতি করেতে ধরিয়া।
ানী কোথা হইতে আইলো, দেখহ রূপে করিলো আলো,
আনহ এথাই ইহারে অতি যতন করিয়া॥
নাদিনীর ব্যাকুল বাণী, শুনিয়া সখী মরম জানি,
সে ধনী যথা আইসে তথা তুরিতে চলএ।

চাতুরী করি নিকটে গিয়া, মধুরতর বচন কৈয়া,
হৈয়া হরষ লৈয়া তারে সুপ্রবেশে নিলয়ে ॥
আইসে পাশে উল্লাসে ধনী, বসায়া তারে রমণীমণি,
আদরে কহে কখন আমি না দেখি তোমারে।
অশেষ সুখ পাইনু আজি, নিশ্চয় বলি কপট ত্যজি,
কি কাজে একা যাইছে কোথা বলহ আমারে ॥
অমিয়া সম বচন শুনি, অধিক সুখে মগন ধনী,
দরিদ্র জন যেন পরম রতন পাইল।
সুচারু চাঁদ বদন পানে, চাহিয়া কহে চাতুরী মনে
শুনগো যদি পুছিলে কিছু কহিতে হইল ॥
অধিক সাধে মনের মত, শিখিনু বেশ রচনা যত,
করিনু শ্রম অশেষ তাহে হইয়া নবীনা।
সে সব প্রকাশিবার তরে, ফিরিয়ে এই বরজপুরে,
গুণ বিচার করএ হেন না পাইয়া প্রবীণা ॥
তাহাতে এক রমণী মোরে, কহিল বৃথা ফিরহ পুরে
এথা পরম চতুরা অভিমন্যুর ঘরণী।
রূপে গুণে কি হবেক রমা, জগতে কেহো নাহিক সমা,
যাহার পদপরশে ধন্য মানএ ধরণী ॥
আছএ বহু নায়িকা এথা, কত না কব তাদের কথা,
তিলেক বশ করিয়া যারে রাখিতে নারএ।
সে শ্যামশশী সুঘরবর, নাহিক কেহো যাহার পর
তাহার প্রেমে অধীন হৈয়া সতত ফিরএ ॥
যাহ সেখানে মানহ কথা, গুণের পূজা হইবে তথা,
এতেক শুনি অন্তরে অতি উলাস হইনু।

কি কব তুয়া আগে সে বাণী, আইনু তাঁর বচন মানি,
যেরূপ তেঁহো কহিল তাহা দেখিতে পাইনু ॥
এ বাণী শুনি সুন্দরী রাই, অন্তরে অতি আনন্দ পাই,
কহেন বেশ রচহ ওগো আপন জানিয়া।
পাইয়া অনুমতি সুভাষে, উছায়ে উঠি বৈশএ পাশে,
বেশের যত সামগ্রী দাসী দেওয়ে আনিয়া ॥
যতনে ধনী ধৈরজ ধরি, মধুর পৃষ্ঠ মাধুরী হেরি,
রচএ বেণী ফণি শিরসি মুনিরে মোহএ।
পরশ রসে হরষ হিয়া, নয়নে চারু কাজর দিয়া,
আঁচরে মুখ মোছএ, সাধে অধিক সোহএ ॥
সুচারু চাঁপা পরায়া কাণে, আপনা ধন্য করিয়া মানে,
সো পিয়া সীঁথে সিন্দুর ভালে সুচিত্র রচএ।
নাসায় দিয়া বেশর খানি, দোলায়া কহে মধুর বাণী,
উপমা নাহি মদন ইথে মুরুছে নিচয়ে ॥
চিবুকে চারু কস্তূরীবিন্দু দিতে উথলে আনন্দসিন্ধু,
তা দেখি দূরে নিমিখ আঁখি ফিরাতে নারএ।
পরশি কুচ রুচিরতর, কাঁচুলি দিতে অথির কর,
ভুধরধর ধৃতি লেশ না ধরিতে পারএ ॥
অতুল তনু সঘনে কাঁপে, যতনে মুখ ও মুখে ঝাপে,
তা দেখি সখী কহে চিবুকে অঙ্গুলি ধরিয়া।
একি বিষম না শুনি কাণে, রমণী হৈয়া রমণী সনে,
এরূপ ক্রীড়া করহ ওগো কিরূপ করিয়া ॥
অপূর্ব্ব বেশ রচিলে তুমি, কি কব নিজ সখীরে আমি,
না বুঝি যারে তারে আপন করিয়া জানএ।

ভাল যে কেহ নাহিক এথা, নহে এ অতি লাজের কথা,
কারে কব এ দুঃখ নিষেধ কভু না মানএ ॥
শুনিয়া স্মিতবদনী রাই, লজ্জিতে শ্যাম পানেতে চাই,
কহএ ওহে চপল ইথে কেবা হাসিবে।
নাগর কহে কর উচিত, বাঁধহ ভুজপাশে ত্বরিত,
তব সে ঘনশ্যাম সুখের সায়রে ভাসিবে ॥

কচিচ্চ গৌরী।

শ্যাম সুনাগর বর সুখকারী, কুন্দলতা সহ যুগতি বিচারি,
অপরূপ নারী বেশ ধরে রাই, দরশন আশে হরষ হৈয়া।
যশোদা প্রেষিত কুন্দলতা সতী, যাবটেতে চলে অতুলিত গতি,
তা সহ সুন্দর চলে চারু করে, থারি করি কিছু সামগ্রী লৈয়া॥
প্রবেশি যাবটে জটিলার পায়, প্রণমএ হেরি হরষ হিয়ায়,
হাতে ধরি অভিমন্যুর জননী, কহে কত ভাঁতি মধুর কথা।
কুন্দলতা তঁহি চাতুরী প্রকাশি, সামগ্রী দেখায়া নিকটেতে বসি,
যশোমতী বাণী কৈয়া অনুমতি, পাইয়া চলে রাই বিলসে যথা॥
রসবতী অতি আনন্দ হইয়া, হাসি কুন্দলতা পানেতে চাহিয়া,
কত কত মতে কৌতুকেতে পাশে, বৈসায়ে সাধে ধরিয়া হাতে
প্রাণ পিয়া কথা পুছিয়া যতনে, পুন কহে রাই চাহিয়া তা পানে
এ নবরঙ্গিণী কোথাতে পাইলে, কেন বা আইল তোমার সাথে
শুনি কুন্দলতা আনন্দেতে ভাসি, কহে আমাদের পড়স নিবাসী
এ নবীনা বধূ অধিক সাধের, পাছে পরিচয় দিব যে আমি।
মোর মুখে শুনি তুয়া গুণকথা, নিতি সাধ করে আসিবারে এথা
দেখি বিয়াকুল আনিলাম আজি, নিজ জন সম জানিবে তুমি।

বহু গুণে বিহি গড়িল ইহারে, জগতে উপমা দিব বা কাহারে,
সদা থাকে অতি গোপনে আপন কাজে বিচক্ষণা চরিত চারু।
কি কহিব আর চাতুরীর কথা, পরশিতে নাশে দেহাদির ব্যথা,
সুখময়ী তুয়া সখীগণ মাঝে, হেন মৃদুকর নাহিক কারু॥
শুনি বিনোদিনী উলসিত চিতে, মনে হৈল তনু পরশ করাইতে,
বুঝি কুন্দলতা শ্যামবধূ প্রতি, কহে ভঙ্গি করি ঈষত হাসি।
সফল হল যে মনে ছিল সাধ, আপন করিয়া নিল তোরে রাধা,
তাহে চারু করকমলে চরণ, চাপিয়া সিঞ্চহ অমিয়া রাশি॥
শুনি বাণী মনে মানি মহাসুখ, আঁখি ভরি হেরি সুধামাখা মুখ,
পালঙ্কের পাশে বসি হাসে মৃদু চরণ পরশে রসের ভরে।
চমকি চঞ্চল কাঁপে রাই তনু, বাতাতুর হেমলতা তড়িৎ জনু,
অনুপম গুণ প্রকাশি হাসিয়া, শ্যাম শশী থির হইতে নারে॥
অপরূপ দুঁহু দুঁহু মনলোভা, প্রেমরঙ্গে বহু বাঢ়ে দুঁহু শোভা,
ভঙ্গ নহে নব আলিঙ্গন ঘন, চুম্বন বিপুল পুলক অঙ্গে।
দূরে সখীগণ মনে মহাসুখ, বিহসি বসনে ঝাঁপি রহে মুখ,
আঁখি কোণে ঠারা ঠারি করি, পরিহাস করে কুন্দলতার সঙ্গে॥
সময় জানিয়া পুন কুন্দলতা, হাসি বিনোদিনী পাশে আসি তথা,
হেরি শ্যাম পানে রাই প্রতি কহে, একি বিপরীত করিলা তুমি।
বধূ আলিঙ্গিলে বন্ধুয়ার ভাণে, না জানি যে ও কি করিবেক মনে,
এমতি যদি তুয়া ক্রিয়া জানিতুঁ, তবে না ইহারে আনিতু আমি॥
রাই রঙ্গে কহে নতমুখী হৈয়া, বুঝিলাম লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া,
এইরূপ বেশ বনাইয়া নিজ, দেহরে লইয়া বিলস নিতি।
এত দিন ইহা গোপনে আছিল, যে সে হউক এবে প্রকাশ হইল,
এমতি দোঁহে কত কহে তা শুনি ঘনশ্যাম মন মগন অতি॥

তথা গৌরী।

শ্যাম সুনাগর, রসের সাগর,
গর গর রাই দরশন আশে।
চন্দ্রোদয় হেরি, দ্বিজবেশ ধরি,
চলিলা যাবটে জটিলা পাশে॥
দেখি দ্বিজবর, জুড়ি দুই কর,
প্রণমিয়া তারে জটিলা কহে।
আজু ধন্য মানি, শুনি তুয়া বাণী,
বোল কেনে আইলা গোপের গৃহে॥
শুনি দ্বিজরাজ, কহে আছে কাজ,
চন্দ্র পূজি আজি কিছু না খাইনু।
তুয়া বধূখানি, পতিব্রতা জানি,
তাঁর হাতে কিছু লইতে আইনু॥
জটিলা শুনিয়া, আনন্দিত হৈয়া,
বিশাখারে কহে মধুর বাণী।
রাধা আছে যথা, লৈয়া যাহ তথা,
যে চান তা দিবে সুকৃতি মানি॥
করজোড় করি, চরণেতে ধরি,
আশীর্ব্বাদ নিতে কহিবে তারে।
অমঙ্গল যাবে, মঙ্গল হইবে,
ধেনু ধন এই দ্বিজের বরে॥
এতেক শুনিয়া, দ্বিজে সঙ্গে লইয়া,
আইলেন যথা রমণীমণি।

শাশুড়ী বচন, কৈল নিবেদন,
পরম আনন্দ পাইলা শুনি ॥
অপূর্ব্ব আসনে, বসাইয়া ব্রাহ্মণে,
প্রণমি বিনয় বচন কৈয়া।
দধি দুগ্ধ ঘৃত, আদি যত যত,
আনিল নিকটে যতন পায়া ॥
দ্বিজ বেরি বেরি, রাই পানে হেরি,
বিশাখারে কহে শুনহ সখি।
নিতি নানা ছান্দে, পূজিয়ে যে চান্দে,
সে চান্দ ইহার বদনে দেখি ॥
পাইনু সমীপে, উপেক্ষি কি রূপে,
আগে সুধাপান করিতে হইল।
এত কহি হাসি, প্রেমরসে ভাসি,
রাই মুখশশী চুম্বন কৈল ॥
বিনোদিনী কহে, একি কর অহে,
ব্রাহ্মণ হইয়া এমন কেনে।
দ্বিজ কহে ভুখ, গেল মন দুখ,
সুখ পাই মুখ অমৃত পানে ॥
রোষে রসবতী, বিশাখার প্রতি,
কহে না বুঝি এ তোমার খেলা।
বিশাখিকা ভণে, জানিলাম মনে,
অলৌকিক শাশুড়ী বোর লীলা ॥
শুনি শশিমুখী, হানে নত আঁখি,
তা দেখি ঘনশ্যাম প্রিয় হাসি।

রায়ে ক্রোড়ে করি, কাঁপে থরহরি,
কিবা সে অনঙ্গ রঙ্গেতে ভাসি ॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণলীলা মনোরম ॥৮৩১
সর্ব্বভাষাবিজ্ঞ কৃষ্ণ রসের মূরতি।
কোকিলাদি শব্দ উচ্চারিতে প্রাজ্ঞ অতি ॥৮৩২
সঙ্কেত প্রযুক্ত মিলে অভিমন্ব্যালয়।
দৈবযোগে কোন দিন মিলন না হয় ॥৮৩৩

তথাহি পদ্যাবল্যাম্

সঙ্কেতীকৃতিকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্কাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভজরতী-বাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপি-ক্রোড়ে গতা সর্ব্বরী ॥(১৩

কৃষ্ণ মহাকৌতুকী পরমানন্দময়।
কোকিল সৌভাগ্য হেতু সে শব্দ মিলয় ॥৮৩৪
যাবটের পশ্চিমে এ বন মনোহর।
লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর ॥৮৩৫
এক দিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া।
কোকিল সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া ॥৮৩৬

(১৩৮) কংসঘাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোকিলাদি তুল্য নিনাদে সঙ্কেত করিলে দ্বারোন্মোচন-চঞ্চলা শ্রীরাধার শঙ্খ ও বলয় শব্দ শ্রবণ করিলেন। এমন সময়ে প্রগল্‌ভ বৃদ্ধার "কেও কেও" এই প্রকার জিজ্ঞাসাবাক্য শুনিয়া তিনি ভীতচিত্তে রাধার প্রাঙ্গণস্থিত কুলবৃক্ষমূলেই রাত্রিযাপন করিলেন।

সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর।
যে শুনে বারেক তার ধৈর্য্য যায় দূর ॥৮৩৭
জটিলা কহএ বিশাখারে প্রিয় বাণী।
কোকিলের শব্দ ঐছে কভু নাহি শুনি ॥৮৩৮
বিশাখা কহএ এই মো সভার মনে।
যদি কহ এ কোকিলে দেখি গিয়া বনে ॥৮৩৯
বৃদ্ধা কহে যাও শুনি উল্লাস অশেষ।
রাই সখী সহ বনে করিলা প্রবেশ ॥৮৪০
হৈল মহা কৌতুক সুখের সীমা নাই।
সকলেই আসিয়া মিলিলা এক ঠাঁই ॥৩৪১
কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে।
এ হেতু কোকিলাবন কহএ ইহারে ॥৮৪২
অহে শ্রীনিবাস দেখ আঁজনক গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপাম ॥৮৪৩
শ্রীরাধিকা নিজ বেশ করএ নির্জ্জনে।
হইলা ভূষিত নানা রত্নাদি ভূষণে ॥৮৪৪
কেশবন্ধনাদি করি অঞ্জন পরিতে।
অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে ॥৮৪৫
সেই ক্ষণে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
এথা আসি কৃষ্ণে মিলিলেন মহারঙ্গে ॥৮৪৬
আগুসরি আসি কৃষ্ণ বিহ্বল হইয়া।
বৃন্দাবিরচিত পুষ্পাসনে বসাইয়া ॥৮৪৭

দেখে অঙ্গ শোভা নেত্র না দেখে অঞ্জন।
জিজ্ঞাসিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগণ ॥৮৪৮
রসের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া।
দিলেন রাধিকা নেত্রে মহাহর্ষ হৈয়া ॥৮৪৯
অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল।
এ হেতু এ স্থান নাম আঁজনক হৈল ॥৮৫০
এই বিদ্যুদ্বারি গ্রাম বিজোয়ারি কয়।
এ গ্রাম প্রসঙ্গ শুনি কেবা না দ্রবয় ॥৮৫১
অহে শ্রীনিবাস ব্রজে অক্রূর আসিতে।
হৈল এই ধ্বনি আইলা রামকৃষ্ণে নিতে॥৮৫২
রাত্রিবাস আনন্দে করিয়া নন্দালয়ে।
নন্দাদিক সহ প্রাতে মথুরা চলএ ॥৮৫৩
ব্রজ শূন্য হইল রামকৃষ্ণের গমনে।
কহিতে কি তাহা যে দেখিল সেই জানে ॥৮৫৪
কৃষ্ণেরে দেখিতে ধায় ব্রজাঙ্গনাগণ।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরএ নয়ন ॥৮৫৫
সে দশা দেখিতে দারু পাষাণ বিদরে।
লক্ষ লক্ষ মুখে তা বর্ণিতে কেহ নারে ॥৮৫৬
চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল কৃষ্ণের প্রিয়াগণ।
এথা কৃষ্ণ রথেতে করিলা আরোহণ ॥৮৫৭
কৃষ্ণ মুখ পদ্মে গোপী নেত্র সমর্পিলা।
হা হা প্রাণনাথ বলি মূর্চ্ছিত হইলা ॥৮৫৮

স্থির বিজুলির পুঞ্জ আকাশ হইতে।
যৈছে পড়ে তৈছে গোপী পড়ে পৃথিবীতে ॥৮৫৯
বিজুলির পুঞ্জ জ্ঞান হইল সভার।
এই হেতু বিজোয়ারি নাম সে ইহার ॥৮৬০
পরশো নাম গ্রাম এই দেখহ অগ্রেতে।
পরশো নাম হৈল যৈছে কহি সঙ্ক্ষেপেতে ॥৮৬১
রথে চড়ি কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কৈলা।
গোপিকার দশা দেখি ব্যাকুল হইলা ॥৮৬২
লোক দ্বারে কহিলেন শপথ খাইয়া।
কালি পরশের মধ্যে মিলিব আসিয়া ॥৮৬৩
এ হেতু পরশো নাম হইল ইহার।
কহিতে না জানি যৈছে চেষ্টা গোপিকার ॥৮৬৪
পরশো নিকট শীঘ্রসি নামে গ্রাম।
সংক্ষেপে কহিয়ে যৈছে হৈল শীঘ্রসি নাম ।৮৬৫
এথা কৃষ্ণচন্দ্র ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
গোপিকার দশা দেখি কহে বারে বারে ॥৮৬৬
মথুরা হইতে শীঘ্র করিব গমন।
এই হেতু শীঘ্রসি কহএ সর্ব্বজন ॥৮৬৭
রথে চড়ি কৃষ্ণচন্দ্র চলে মথুরায়।
কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ হৈলা মৃতপ্রায় ॥৮৬৮
অসংখ্য গোপীর নেত্র অঞ্জন সহিতে।
নেত্র অশ্রু বুকবাহি পড়ে পৃথিবীতে ॥৮৬৯

একত্র হইয়া জল চলে নদী পারা।
সবে কহে এই হয় যমুনার ধারা ॥৮৭০
এই গোপিকার প্রেম অশ্রুময় স্থান।
অহে শ্রীনিবাস এ দেখএ ভাগ্যবান্ ॥৮৭১
দেখ এই কামাই করালা গ্রামদ্বয়।
কামাইগ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয় ॥৮৭২
ললিতার স্থান এই করালাগ্রামেতে।
লুধৌনীগ্রামেও বাস বিদিত ব্রজেতে ॥৮৭৩
এই করালাগ্রামেতে চন্দ্রাবলী স্থিতি।
করালার পুত্র গোবর্দ্ধন যার পতি ॥৮৭৪
চন্দ্রভানু পিতা ইন্দুমতী মাতা যার।
চন্দ্রাবলী হন জ্যেষ্ঠভগ্নী রাধিকার ॥৮৭৫
শ্রীচন্দ্রাবলীর পিতা পঞ্চ সহোদর।
সকলের জ্যেষ্ঠ বৃষভানু নৃপবর ॥৮৭৬
চন্দ্রভানু রত্নভানু সুভানু শ্রীভানু।
ক্রমে এ পঞ্চের সূর্য্যসম তেজ জনু ॥৮৭৭
গোবর্দ্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর সহিতে।
সখীস্থলী গ্রামে কভু রহে করালাতে ॥৮৭৮
পদ্মা আদি যূথেশ্বরী রহি এই ঠাঁঞি।
কৃষ্ণে যৈছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই ॥৮৭৯
ওই যে পিয়াসো গ্রামে কৃষ্ণে প্যাস হৈল।
বলদেব আনি জল কৃষ্ণে পিয়াইল ॥৮৮০

এ সাহার গ্রামে উপনন্দের বসতি।
অধিক বয়স মন্ত্রণাতে বিজ্ঞ অতি ॥৮৮১

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১৫ শ্লোকঃ।
শ্বেতশ্মশ্রুভরেণ সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রণা-
ভিজ্ঞঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্ব্বন্ স্থিতিং যোঽর্চ্চিতঃ।
স্বপ্রাণার্ব্বুদখণ্ডনৈর্মুরভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ
সাহারে নিবশন্ স গোষ্ঠমবতান্নাম্নোপনন্দঃ সদা ॥ (১৩৯)

উপনন্দ গোপের অদ্ভুত স্নেহকথা।
যার পুত্র সুভদ্র কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ ৮৮২

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ১৭ শ্লোকঃ।
শ্যামঃ সূক্ষ্মমতির্য়ুবাতিমধুরো জ্যোতির্ব্বিদামগ্রণীঃ
পাণ্ডিত্যৈর্জিতগীষ্পতির্ব্রজপতে সব্যে কৃতাবস্থিতিঃ।
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্ব্বুদৈরপ্যলং
মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহ তং প্রীত্যা সুভদ্রং নুমঃ ॥ (১৪০)

(১৩৯) যাহার মুখমণ্ডল শ্বেতশ্মশ্রুবিরাজিত, যিনি শ্যামবর্ণ, কার্য্যকুশল, ...ায় মন্ত্রণাভিজ্ঞ, সর্ব্বদা ব্রজপতির সমীপে অবস্থিত এবং লোকপূজিত, যে ...পনন্দ সাহার গ্রামে থাকিয়া মুররিপু ভ্রাতৃপুত্রকে নিজ প্রাণ দিয়া তুষ্টি ...ধন করেন, তিনিই গোষ্ঠ রক্ষা করেন।

(১৪০) শ্যামবর্ণ, অতিসূক্ষ্মবুদ্ধি, যুবা, অতিশয় মধুরাকৃতি, জ্যোতির্বিদ্-...গের অগ্রণী, যিনি পাণ্ডিত্যের দ্বারা বৃহস্পতিকে জয় করিয়াছেন, যিনি ...র্ব্বদা ব্রজপতির বামভাগে অবস্থিত থাকেন, এবং যিনি স্নেহের দ্বারা প্রাণ ...য় করিয়াও কৃষ্ণকে পালন করিয়া থাকেন, সেই উপনন্দপুত্র সুভদ্রকে ...ক্তিভরে প্রণাম করি।

শ্রীনন্দের প্রিয় গুণ কহনে না হয়।
পরম পণ্ডিত কৃষ্ণে স্নেহ অতিশয় ॥৮৮৩
সুভদ্রের ভার্য্যা কুন্দলতা নাম যার।
কৃষ্ণ সে জীবন যেহোঁ সখী রাধিকার ॥৮৮৪

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৩২ শ্লোকঃ।
সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্ম্মভব্যেন রাধাং
পাকার্থং সা ব্রজপতিমহিষ্যাজ্ঞয়া সন্নয়ন্তী।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যত্বেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্বাং লতাং তাম্ ॥ (১৪১

সাহার গ্রামেতে যে আনন্দ দিবা রাতি।
তাহা বিবরিয়া কহে কাহার শকতি ॥৮৮৫
এই শাঁখি নামে গ্রাম দেখ এই খানে।
শঙ্খচূড় দুষ্টে কৃষ্ণ বধিলা যতনে* ॥৮৮৬
শঙ্খচূড় মাথে মণি ছিল তাহা লৈয়া।
বলদেব পাশে আসি দিলা হর্ষ হৈয়া ॥৮৮৭
এই কথোদূর যথা ছিলা বলরাম।
তথা রামকুণ্ড এবে রামতলাও নাম ॥৮৮৭

(১৪১) পরম রুচিরাকৃতি অত্যন্ত সখ্যভাবাপন্না সুভদ্রভার্য্যা কুন্দল[তা] খেলা করিবার জন্য ব্রজপতি-মহিষীর আজ্ঞায় শ্রীমতী রাধাকে পাকার্থ প্রে[রণ] করিয়া পথে পথে শ্রীহরির বার্ত্তা দ্বারা লোকদিগের সন্তোষ বিধান করি[য়া] থাকেন ; তিনি তুষ্টিলাভ করুন এবং আমরা তাঁহাকে ভজনা করি।

* 'আপনে'—পাঠান্তর।

বলদেব মণি মধুমঙ্গল লইয়া।
রাধিকারে দিলা মহাকৌতুক হইয়া ॥৮৮৯
অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম এই খানে।
কৌতুকে বিহ্বল রাই সখীগণ সনে ॥৮৯০
ছত্রবনে কৃষ্ণে রাজা করি সখাগণ।
রাজআজ্ঞা বলি করে সর্ব্বত্র শাসন ॥৮৯১
মধুমঙ্গলাদি সভে প্রগল্‌ভ বচনে।
কৃষ্ণের দোহাই দিয়া ফিরে বনে বনে ॥৮৯২
মহারাজ ছত্রপতি নন্দের কুমার।
তাঁর এ রাজ্যেতে নাই অন্য অধিকার ॥৮৯৩
যদি কেহো পুষ্পচয়নেতে এথা আইসে।
তবে দণ্ড দিব তারে লৈয়া রাজা পাশে ॥৮৯৪
ললিতাদি সখী ক্রোধে কহে বার বার।
রাধিকার রাজ্যে কার নাহি অধিকার ॥৮৯৫
ঐছে কত কহি ললিতাদি সখীগণ।
রাধিকারে ওমরাহ করিল সেই ক্ষণ ॥৮৯৬
ওমরাহ যোগ্য সিংহাসনে বসি রাই।
সখীগণ প্রতি কহে চতুর্দ্দিকে চাই ॥৮৯৭
মোর রাজ্য অধিকার করে যেই জন।
পরাভব করি তারে আন এই ক্ষণ ॥৮৯৮
শুনি সজ্জ হৈয়া চলে যুদ্ধ করিবারে।
বৃন্দা বিনির্ম্মিত পুষ্পযষ্টি লৈয়া করে ॥৮৯৯

সহস্র সহস্র সখী চলে চারি ভিতে।
সুবলাদি সখা তাহা দেখে দূর হৈতে ॥৯০০
মধুমঙ্গলেরে না কহিয়ে পলাইল।
কোন সখী গিয়া মধুমঙ্গলে ধরিল ॥৯০১
পুষ্পমালা দিয়া হস্ত বন্ধন করিলা।
ওমরাহ পাশে শীঘ্র লইয়া আসিলা ॥৯০২
দেখি মধুমঙ্গলে কহএ বার বার।
কার রাজ্যে করাও কাহার অধিকার ॥৯০৩
তোমা সভা সহ দণ্ড দিব সে রাজারে।
যেন ঐছে কর্ম্ম আর কভু নাহি করে ॥৯০৪
শুনি মধু কহএ করিয়া মুণ্ড হেট।
ঐছে দণ্ড কর যাতে ভরে মোর পেট ॥৯০৫
ওমরাহ কহে এই পেটুক ব্রাহ্মণে।
ছাড়ি দেহ যাউক রাজার সন্নিধানে ॥৯০৬
সখীগণ দিলা মধুমঙ্গলে ছাড়িয়া।
বন্ধন সহিত মধু চলিল ধাইয়া ॥৯০৭
মহাদর্পে রাজা বসি রাজসিংহাসনে।
মধুমঙ্গলেরে কহে ঐছে দশা কেনে ॥৯০৮
বিমর্ষ হইয়া মধু কহে বার বার।
তোমারে করিনু রাজা এই ফল তার ॥৯০৯
তেঁহো ওমরাহ তাঁর প্রতাপ অপার।
তুমি কি করিবে তাঁর রাজ্য অধিকার ॥৯১০

যে কন্দর্প জগতের ধৈর্য্য ধন হরে।
সে কন্দর্প কাঁপে তাঁর নেত্রভঙ্গি দ্বারে ॥৯১১
তাহাতে মানহ তুমি আমার বচন।
নিজাঙ্গ সঁপিয়া লহ তাঁহার শরণ ॥৯১২
কৃষ্ণ কহে মধু যে কহিলা সর্ব্বোপরি।
তোমারে বান্ধিল দুঃখ সহিতে না পারি ॥৯১৩
মধু কহে তোমার মঙ্গল মাত্র চাই।
অপমান হইলেও কোন দুঃখ নাই ॥৯১৪
এত কহি কৃষ্ণ হস্ত করি আকর্ষণ।
রাধিকার নিকটে আইসে সেই ক্ষণ ॥৯১৪
প্রাণনাথ গমন দেখিয়া সুখে রাই।
হইলেন অধৈর্য্য লজ্জার সীমা নাই ॥৯১৫
ওমরাহ বেশ রাই ঘুচাইতে চায়।
সখী কহে এই বেশে রহিবে হেথায় ॥৯১৬
রাধিকার ঐছে বেশ কৃষ্ণ দেখি দূরে।
হইয়া অধৈর্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥৯১৭
কৃষ্ণ চেষ্টা দেখি মধু উল্লাস হিয়ায়।
রাধিকা সমীপে কৃষ্ণে আনিল ত্বরায় ॥৯১৮
রাধিকা দক্ষিণ পাশে কৃষ্ণে বসাইল।
কৃষ্ণবামে রাই কি অদ্ভুত শোভা হৈল ॥৯১৯
রাধিকার প্রতি মধু কহে বার বার।
এবে কৃষ্ণ দেহ রাজ্য কর অধিকার ॥৯২০

কৃষ্ণ যে দিবেন এক আলিঙ্গন রত্ন।
সে তোমার ভেট তা লইবে করি যত্ন ॥৯২১
শুনি মধু বচন ললিতা হাসি মুখে।
দিলেন মোদক মধুমঙ্গলের মুখে ॥৯২২
মধু কহে কৈলা দোষ বান্ধিলা আমায়।
ঐছে লক্ষ লড্ডু ভুঞ্জাইলে দোষ যায় ॥৯২৩
এত কহি ভঙ্গি করি মোদক ভুঞ্জএ।
সখী সুবেষ্টিত দুহুঁ শোভা নিরীক্ষএ ॥৯২৪
মোদক ভুঞ্জিয়া অতি সুমধুর ভাষে।
বহু কার্য্য আছে বলি চলএ উল্লাসে ॥৯২৫
ওমরাহ রাজা দোঁহে নিকুঞ্জকাননে।
করিলা প্রবেশ অতি উল্লাসিত মনে ॥৯২৬
সুরত সমরে দোহে শ্রমযুক্ত হৈলা।
বিবিধ কৌতুকে সখী শ্রম দূর কৈলা ॥৯২৭
ওহে শ্রীনিবাস রঙ্গ কহিতে কি আর।
উমরাও নাম গ্রাম এ হেতু ইহার ॥৯২৮
বৃষভানু কিশোরীর প্রিয় অতিশয়।
এই যে কিশোরীকুণ্ড সদা শোভাময় ॥৯২৯
দেখি এ অপূর্ব্ব বন মহাহর্ষ মনে।
লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন এই খানে ॥৯৩০
যে বৈরাগ্য তাঁর তা কহিতে অন্ত নাই।
শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই ॥৯৩১

ফল মূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়।
যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয় ॥৯৩২
বর্ষাশীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্ব্বাস ॥৯৩৩
আপনি হইয়া সিক্ত অতিবৃষ্টি নীরে।
ঠাকুরে রাখিত এই বৃক্ষের কোটরে ॥৯৩৪
অন্য সময়েত জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লাসিত হিয়া ॥৯৩৫
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা করিয়া স্মরণ।
হইয়া ব্যাকুল হেথা করিত ক্রন্দন ॥৯৩৬
ঐছে কত কহি ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
রাঘব পণ্ডিত নেত্র-জলেই সাঁতারে ॥৯৩৭
শ্রীনিবাস নরোত্তম ধূলায় লোটায়।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ভাসে নেত্রের ধারায় ॥৯৩৮
কতক্ষণে শ্রীপণ্ডিত সুস্থির হইয়া।
দোঁহে স্থির করি আগে চলে দোঁহে লৈয়া ॥৯৩৯
পণ্ডিত কহএ নরীশ্যামরী এ গ্রাম।
শ্যামরী কিন্নরী এ গ্রামের পূর্ব্ব নাম ॥৯৪০
রাধিকার মানভঙ্গ উপায় না দেখি।
এই খানে শ্রীকৃষ্ণ হইলা শ্যামসখী ॥৯৪১
বীণাযন্ত্র বাজাইয়া আইলা এথায়।
শ্রীরাধিকা কহে এ কিন্নরী সর্ব্বথায় ॥৯৪২

শুনি বীণাবাদ্য রাই বিহ্বল হইলা।
নিজ রত্নমালা তার গলে পরাইলা ॥৯৪৩
কিন্নরী কহএ মান রত্ন মোরে দেহ।
অনুগ্রহ করিয়া আপন করি লেহ ॥৯৪৪
এ বাক্য শুনিয়া রাই মন্দ মন্দ হাসে।
দূরে গেল মান মগ্ন হইলা উল্লাসে ॥৯৪৫
এই রূপে এই দুই গ্রামের নাম হয়।
এথা এই দেবীর প্রভাব অতিশয় ॥৯৪৬
অহে শ্রীনিবাস আগে দেখ ছত্রবন।
এই খানে হৈলা রাজা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৯৪৭
কৃষ্ণ রাজা হৈলে কিছু দিনে পৌর্ণমাসী।
রাধিকার অভিষেক কৈলা সুখে ভাসি ॥৯৪৮
বৃন্দারণ্য-রাণী রাধা রাধাস্থলী স্থানে।
অভিষেকে যে রঙ্গ তা কহিতে কে জানে ॥৯৪৯

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬১ শ্লোকঃ।

সার্দ্ধং মানসজাহ্নবীমুখনদীবর্গৈঃ সরঙ্গোৎকরৈঃ
সাবিত্র্যাদিসুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধোঃ।
বৃন্দারণ্যবরণ্যে রাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা
রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু সুখং সোন্মত্তরাধাস্থলী ॥ (১৪২)

(১৪২) মানসগঙ্গাপ্রমুখ নদী সকল এবং সাবিত্রী প্রভৃতি দেবকুলাঙ্গনাদিগকে চন্দ্রের আকাশবাণী যেরূপ নিরন্তর রঙ্গোৎফুল্ল করে, সেইরূপ শ্রেষ্ঠতম এই বৃন্দাবনরাজ্যে শ্রীপৌর্ণমাসী প্রহৃষ্ট চিত্তে যেথানে রাধাকে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেই হর্ষোন্মত্ত রাধাস্থলী সুখসেচন করুক।

তথাহি আদি বারাহে ১৬১। ৮।

সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥

দেখহ খদিরবন বিদিত জগতে।
বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি এথা গমন মাত্রেতে ॥৯৫০
ওহে শ্রীনিবাস দেখ কৃষ্ণ এই খানে।
সখা সহ নানা খেলা খেলে গোচারণে ॥৯৫১
দেখহ সঙ্গমকুণ্ড অতি মনোরম।
কৃষ্ণ সহ গোপিকার এথা সুসঙ্গম ॥৯৫২
পরম নির্জ্জন এথা সুখে লোকনাথ।
মধ্যে মধ্যে রহিতেন ভূগর্ব্ভের সাথ ॥৯৫৩
এই যে কদম্বখণ্ডি শোভা মনোহর।
এথাদ্ভুত লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৯৫৪
বকথরা গ্রাম এ যাবট সন্নিধানে।
বকাসুরে কৃষ্ণ বধিলেন এই খানে ॥৯৫৫
নেওছাক স্থান এই দেখ শ্রীনিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের হয় ভোজন বিলাস ॥৯৫৬
ছাক* শব্দে ভক্ষণ সামগ্রী ব্রজে কয়।
কৃষ্ণে ভুঞ্জিবেন তেঞি যশোদা প্রেরয় ॥৯৫৭
আর যত গোপবালকের মাতাগণে।
সভে ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠায়েন এই বনে ॥৯৫৮

* 'শাক'—পাঠান্তর।

এই ভাণ্ডাগোর গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥৯৫৯
এবে গ্রাম নাম লোকে ভাদালি কহয়।
এ কুণ্ডের স্নানাদিতে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ॥৯৬০

তথাহি আদিবারাহে ১৫৬। ৩।
ভাণ্ডাগোরমিতি খ্যাতং গুহ্যমস্তি ততো মম।
লভন্তে মনুজা ভূমিসিদ্ধিং তত্র ন সংশয়ঃ॥
তত্র কুণ্ডং মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতাবৃতম্।
তত্রৈব ১৫৭।৭-৮।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ॥
লোকং বিদ্যাধরং গত্বা মোদতে কৃতনিশ্চয়ঃ। (১৪৩)
তত্রৈব ১৪৯।৬১-৬২।
তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি ভূমিগুহ্যং পরং মম॥
চতুর্ব্বিংশতি দ্বাদশ্যাং মম ভক্তিব্যবস্থিতাঃ।
অর্দ্ধরাত্রেষু শৃণ্বন্তি গীতং কর্ণসুখাবহম্॥ (১৪৪)

এত কহি আর নানা স্থান দেখাইয়া।
পুন নন্দীশ্বরে আইলা উল্লাসিত হৈয়া ॥৯৬১

(১৪৩) হে মহাভাগ! সেই স্থলে দ্রুম, গুল্ম ও লতাদি দ্বারা পরিশোভিত ভাণ্ডাগোর নামক এক কুণ্ড আছে। নর সেই স্থানে গমন করিলে ভূমিসিদ্ধি লাভ করে এবং তথায় অহোরাত্র বাস করিলে বিদ্যাধর লোকে গমন করিয়া সুখে অবস্থিতি করেন।

(১৪৪) সেই স্থলে আমার ভূমিগুহ্য নামে একটী আশ্চর্য্য কুণ্ড আছে, সেইস্থলে দ্বাদশী তিথিতে আমার চতুর্বিংশতি প্রকার ভক্তি বিরাজিত থাকেন এবং তথায় অর্দ্ধরাত্রে শ্রুতিসুখাবহ গীত শ্রুত হইয়া থাকে।

নন্দাদি চরিত্র কিছু কহি শ্রীনিবাস।
দাঁড়াইলা শ্রীপাবন সরোবর পাশ ॥৯৬২
সনাতন গোস্বামীর কুটীর দর্শনে।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু ঝরএ নয়নে ॥৯৬৩
রাঘব পণ্ডিত কহে শ্রীনিবাস প্রতি।
কহি কিছু যৈছে গোস্বামীর এথা স্থিতি ॥৯৬৪
বৃন্দাবন হৈতে আসি এ নির্জ্জন বনে।
প্রেমেতে বিহ্বল সদা কৃষ্ণ আরাধনে ॥৯৬৫
সঙ্গোপনে রহে ভক্ষণের চেষ্টা নাই।
কেহো না জানএ কে আছএ এই ঠাঁই ॥৯৬৬
কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া ॥৯৬৭
গোরক্ষক বেশ মাথে উষ্ণীষ শোভয়।
দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি গোস্বামীরে কয় ॥৯৬৮
আছহ নির্জ্জনে তোমা কেহো নাহি জানে।
দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে ॥৯৬৯
এই দুগ্ধ পান কর আমার কথায়।
লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিহ এথায় ॥৯৭০
কুটীর রহিলে মো সভার সুখ হবে।
ঐছে রহ ইথে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে ॥৯৭১
এত কহি গোপালের হইল গমন।
মুগ্ধ হৈয়া দুগ্ধ পান কৈলা সনাতন ॥৯৭২

দুগ্ধ পানমাত্রে প্রেমে অধৈর্য্য হইলা।
নেত্র-জলে সিক্ত হৈয়া বহু খেদ কৈলা ॥৯৭৩
অলক্ষিত প্রভু সনাতনে প্রবোধিলা।
ব্রজবাসী দ্বারে এক কুটীর করাইলা ॥৯৭৪
ঐছে সনাতনের হইল বাসালয়।
মধ্যে মধ্যে এথা শ্রীরূপের স্থিতি হয় ॥৯৭৫
এক দিন শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতনে।
ভুঞ্জাইতে দুগ্ধান্নাদি করিলেন মনে ॥৯৭৬
ঐছে মনে করি পুন সঙ্কোচিত হৈলা।
শ্রীরূপের মনোবৃত্তি রাধিকা জানিলা ॥৯৭৭
ঘৃত দুগ্ধ তণ্ডুল শর্করাদিক লৈয়া।
গোপবালিকার ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া ॥৯৭৮
রূপ প্রতি কহে স্বামী এই সব লেহ।
শীঘ্র পাক করি কৃষ্ণে সমর্পি ভুঞ্জহ ॥৯৭৯
মাতা মোর এই কথা কহিল কহিতে।
কোনই সঙ্কোচ যেন নহে কভু চিতে ॥৯৮০
এত কহি শ্রীরাধিকা কৌতুকে চলিলা।
শ্রীরূপ গোস্বামী সুখে শীঘ্র পাক কৈলা ॥ ৮১
কৃষ্ণে সমর্পিয়া শ্রীগোস্বামী সনাতনে।
করে পরিবেশন পরমানন্দ মনে ॥৯৮২
সনাতন গোস্বামী সামগ্রী সুগন্ধিতে।
না জানে কতেক সুখ উপজএ চিতে ॥৯৮৩

দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া সনাতন।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ ॥৯৮৪
সনাতন সামগ্রী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলা।
শ্রীরূপ ক্রমেতে সব বৃত্তান্ত কহিলা ॥৯৮৫
শুনিয়া গোস্বামী নিষেধএ বার বার।
ঐছে ভক্ষ্য দ্রব্য চেষ্টা না করিহ আর ॥৯৮৬
এত কহি শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা কৈলা।
শ্রীরূপ গোস্বামী অতি খেদযুক্ত হৈলা ॥৯৮৭
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন।
প্রবোধিলা শ্রীরূপে জানিলা সনাতন ॥৯৮৮
অহে শ্রীনিবাস যৈছে শ্রীরূপের ধৈর্য্য।
বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইল আশ্চর্য্য ॥৯৮৯
এক দিন রাধাকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কথায়।
কান্দএ বৈষ্ণব মূর্চ্ছাগত এ ধরায় ॥৯৯০
অগ্নিশিখা প্রায় জ্বলে রূপের হৃদয়।
তথাপি বাহিরে কিছু প্রকাশ না হয় ॥৯৯১
কারু দেহে শ্রীরূপের নিশ্বাস স্পর্শিল।
অগ্নিদগ্ধ প্রায় তার দেহে ব্রণ হৈল ॥৯৯২
দেখিয়া সভার মনে হৈল চমৎকার।
ঐছে শ্রীরূপের ক্রিয়া কহিতে কি আর ॥৯৯৩
কি কহিব যত সুখ এই নন্দীশ্বরে।
এত কহি চলে গোস্বামীর শ্রীকুটীরে ॥৯৯৪

তথা বিপ্র শ্রীগোপাল মিশ্র সুচরিত্র।
সনাতন গোস্বামীর পুরোহিতপুত্র ॥৯৯৫
শ্রীসনাতনের শিষ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
এ সভে দেখিতে তাঁর উল্লাস অন্তর ॥৯৯৬
শ্রীউদ্ধব দাস মাধবাদি যে যে ছিলা।
পরস্পর মিলি সবে মহাহর্ষ হৈলা ॥৯৯৭
ব্রজবাসিগণ অতি উল্লাসিত মনে।
ভক্ষণ সামগ্রী আনাইলা সেই খনে ॥৯৯৮
সে দিবস তথা মহা মহোৎসব কৈল।
নামসঙ্কীর্ত্তনে সভে রাত্রি গোঙাইল ॥৯৯৯
এ হেন অপূর্ব্ব কথা যে করে শ্রবণ।
অচিরে মিলএ তার কৃষ্ণ প্রেমধন ॥১০০০
শ্রীগোপাল দাস আদি যত বিজ্ঞবর।
হইল সভার মহা উল্লাস অন্তর ॥১০০১
শ্রীরাঘব দোঁহে লৈয়া রজনীপ্রভাতে।
বিদায় হইয়া চলে পরিক্রমা পথে ॥১০০২
শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস নরোত্তম কয়।
আগে এই দেখহ বৈঠান গ্রাম হয় ॥১০০৩
যবে যে করএ পরামর্শ গোপগণে।
এই খানে আসিয়া বৈসএ সর্ব্বজনে ॥১০০৪
গোপগণ বৈসে এই হেতু এ বৈঠান।
এবে লোকে কহে ছোট বড় দুই নাম ॥১০০৫

ব্রজবাসিস্নেহে বদ্ধ হৈয়া হর্ষ মনে।
সনাতন গোস্বামী ছিলেন এইখানে ॥১০০৬
যেরূপে রহিত এথা সে চারু চরিত্র।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ যাথে জগত পবিত্র ॥১০০৭
সনাতন গোস্বামী এ ব্রজবাসিগণে।
নিরন্তর প্রাণের অধিক করি মানে ॥১০০৮
ব্রজ-পরিক্রমা যবে করেন গোঁসাই।
গ্রামে গ্রামে রহে সে সুখের সীমা নাই ॥১০০৯
এক গ্রামে রহি আর গ্রামে যবে যায়।
গ্রামবাসী লোক গোস্বামীর পাছে ধায় ॥১০১০
কিবা বাল বৃদ্ধ কেহো ধৈর্য্য নাহি মানে।
গোস্বামীর বিচ্ছেদে কান্দএ সর্ব্বজনে ॥১০১১
সনাতন গোস্বামীও ক্রন্দন করিয়া।
নিজ নিজ গৃহে পাঠায়েন প্রবোধিয়া ॥১০১২
ক্রন্দন সম্বরি সভে নিজ গৃহে গেলে।
তবে সনাতন অন্য গ্রামে শীঘ্র চলে ॥১০১৩
যে গ্রামে যাইব সেই গ্রামবাসিগণ।
দূরে হৈতে দেখে সনাতনের গমন ॥১০১৪
কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রীপুরুষগণে।
সভে কহে ঐ দেখ রূপ সনাতনে ॥১০১৫
ব্রজবাসিগণের অদ্ভুত স্নেহ হয়।
রূপে দেখিলেও রূপ সনাতন কয় ॥১০১৬

গ্রামিলোকগণ কেহো স্থির হৈতে নারে।
আগুসরি চলে সনাতনে আনিবারে ॥১০১৭
বহুরত্ন লভ্য দরিদ্রের সুখ যৈছে।
সনাতন-দর্শনে সভার সুখ তৈছে ॥১০১৮
অতিবৃদ্ধ বৃদ্ধ যত স্ত্রীপুরুষগণ।
পুত্রভাবে সনাতনে করএ লালন ॥১০১৯
কেহো কহে অরে পুত্র মো সভে ভুলিয়া।
কিরূপে আছিলা কোথা মরিএ চিন্তিয়া ॥১০২০
ঐছে কহি সবে সনাতন মুখ চাই।
আপনা নির্ম্মঞ্ছে মনে মহাসুখ পাই ॥১০২১
স্ত্রীপুরুষ যুবা যার জন্মে সে গ্রামেতে।
তা সবার ভ্রাতৃভাব বিহ্বল স্নেহেতে ॥১০২২
কেহো কহে ভ্রাতা তুমি আছিলা কেমনে।
বুঝি মো সভারে কভু না করিলা মনে ॥১০২৩
কেনে ভ্রাতা মো সভারে হইলা নির্দ্দয়।
ঐছে কত কহে নেত্রে অশ্রুধারা বয় ॥১০২৪
বালিকা বালক আসি চরণ স্পর্শিতে।
করে নিবারণ সভে নারে নিবারিতে ॥১০২৫
কিছু দূরে রহিয়া গ্রামের বধূগণ।
সঙ্কোচিত হৈয়া সভে করএ দর্শন ॥১০২৬
অহে শ্রীনিবাস সনাতনের দর্শনে।
প্রণামাদি ক্রিয়া কারু স্মৃতি নাই মনে ॥১০২৭

গ্রামে প্রবেশিতে যে যে আইসে ধাইয়া।
হস্তে ধরি লৈয়া চলে দঢ় আলিঙ্গিয়া ॥১০২৮
দিব্য বৃক্ষতলে সভে মনের উল্লাসে।
সনাতনে বসাইয়া বৈসএ চারি পাশে ॥১০২৯
দধি দুগ্ধ নবনীত আদি গৃহ হৈতে।
আনে যত্নে সভে সনাতনে ভুঞ্জাইতে ॥১০৩০
ভোজন কৌতুক সমাধিয়া কতক্ষণে।
সুস্থির হইয়া সুখে বৈসে সর্ব্বজনে ॥১০৩১
সনাতন গোস্বামী পরম স্নেহাবেশে।
সভে সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গল জিজ্ঞাসে ॥১০৩২
কার কত কন্যা পুত্র বিবাহ কোথায়।
কি নাম কাহার কৈছে প্রবীণ বিভায় ॥১০৩৩
গাভী বৃষাদিক কত কৃষিকর্ম্ম কার।
কার গৃহে শস্য কত কৈছে ব্যবহার ॥১০৩৪
শরীর আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি।
ঐছে জিজ্ঞাসিতে সভে হন হর্ষ অতি ॥১০৩৫
গোস্বামীরে ক্রমে সভে সব নিবেদয়।
কারু দুঃখ শুনাতেই মহাদুঃখী হয় ॥১০৩৬
সনাতন প্রবোধে তাহার দুঃখ ক্ষয়।
এ সব প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত করয় ॥১০৩৭
প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া শীঘ্র করি সনাতন।
স্নানাদিক করিতেই আইসে সর্ব্বজন ॥১০৩৮

দধি দুগ্ধাদিক সভে আনায় ত্বরায়।
সনাতন গোস্বামীরে ভুঞ্জিতে কহয় ॥১০৩৯
ভুঞ্জে শ্রীলগোস্বামী সভারে ভুঞ্জাইয়া।
দেখএ সভার শোভা উল্লাসিত হৈয়া ॥১০৪০
পূর্ব্বমত গ্রামে হৈতে করিতে গমন।
ব্যাকুল হইয়া কাঁদে ব্রজবাসিগণ ॥১০৪১
যৈছে স্নেহ-চর্য্যা তা কহিতে অন্ত নাই।
বিবিধ প্রকারে সভে প্রবোধে গোঁসাই ॥১০৪২
কথো দূর সঙ্গে সভে গমন করিতে।
দেন নিজ শপথ সভারে ফিরাইতে ॥১০৪৩
এইরূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ।
আইসেন বৈঠান গ্রামেতে সনাতন ॥১০৪৪
সনাতন দেখিয়া গ্রামের লোক যত।
যে আনন্দে মগ্ন তা কহিবে কেবা কত ॥১০৪৫
সনাতন সভার মঙ্গল জিজ্ঞাসয়।
গোঙায়েন দিবানিশি উল্লাস হিয়ায় ॥১০৪৬
এক রাত্রি বাস এ নির্ব্বন্ধ সভে জানে।
হইয়া ব্যাকুল তেঞি কহে সনাতনে ॥১০৪৭
কথো দিন থাকিলে সভার ভাল হয়।
মান মো সভার কথা না হও নির্দ্দয় ॥১০৪৮
প্রাতঃকালে যাবে এই নির্ব্বন্ধ তোমার।
ছাড়হ নির্ব্বন্ধ প্রাণ রাখহ সভার ॥১০৪৯

ঐছে গ্রামবাসী কত কহেন কাঁদিয়া।
এ হেতু রহিলা এথা সভে সুখ দিয়া ॥১০৫০
বৈঠান গ্রামীর আর নিকটস্থ যত।
সভে সনাতন গুণে মগ্ন অবিরত ॥১০৫১
অহে শ্রীনিবাস মহা আনন্দ এথায়।
দেখ নীপবন মন মোহএ শোভায় ॥১০৫২
এই কৃষ্ণকুণ্ড এথা কৌতুক অশেষ।
এ কুন্তলকুণ্ডে কৃষ্ণ কৈল কেশ বেশ ॥১০৫৩
এই বেড়োখোর কুঞ্জ ভবন মাঝার।
বিলসএ দোঁহে বন্ধ করি কুঞ্জদ্বার ॥১০৫৪
চরণপাহাড়ি এই পর্ব্বতের নাম।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অনুপাম ॥১০৫৫
সখা সুবেষ্টিত কৃষ্ণ চড়িয়া পর্ব্বতে।
গোগণ চরএ দূরে দেখে চারিভিতে ॥১০৫৬
ভুবনমোহন বেশে বংশী করে লৈয়া।
দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥১০৫৭
বংশীবাদ্যারম্ভ মাত্রে জগত মাতিল।
যে যথা ছিলেন সভে ধাইয়া আইল ॥১০৫৮
বংশীগান শ্রবণে চকিত সবে হৈলা।
তুলনা কি গানে এই পর্ব্বত দ্রবিলা ॥১০৫৯
বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইল এথায়।
তা সভার পদচিহ্ন দেখহ শিলায় ॥১০৬০

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মচিহ্ন এ রহিল।
এই হেতু চরণ-পাহাড়ি নাম হৈল ॥১০৬১
দেখ কৃষ্ণকুণ্ড এই হারোআল গ্রাম।
এথা বিলসএ রঙ্গে রাই ঘনশ্যাম ॥১০৬২
পাশা খেলাইতে রাই কৃষ্ণে হারাইলা।
খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মহা লজ্জা পাইলা ॥১০৬৩
ললিতা কহএ রাই পাশক ক্রীড়াতে।
অনায়াসে তুমি হারাইলা প্রাণনাথে ॥১০৬৪
হইল তোমার জিত অনেক প্রকারে।
দেখিব কন্দর্প যুদ্ধে কেবা জিতে হারে ॥১০৬৫
এত কহি নিকুঞ্জ মন্দিরে দোহে থুইয়া।
সখীগণ দেখে রঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া ॥১০৬৬
হইল পরমানন্দ কহিতে কি আর।
এই হারোআলে হয় অদ্ভুত বিহার ॥১০৬৭
দেখহ মাতোঙা গ্রাম নাম শোভা করে।
এথায় শ্রীমন্ত মুনি আরাধে কৃষ্ণেরে ॥১০৬৮
সূর্য্যকুণ্ড নন্দনকূপ বাছশিলা আর।
অপূর্ব্ব পর্ব্বত এথা কৃষ্ণের বিহার ॥১০৬৯
দেখ পাই গ্রাম রাই সখীগণ সনে।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি পাইল এখানে ॥১০৭০
দেখ এ চলন-শিলা এথা শ্যামরায়।
চলিতে নারএ প্রেমে বৈসএ শিলায় ॥১০৭১

দেখ এ কামরি গ্রাম কৃষ্ণ এইখানে।
কামে ব্যস্ত হৈয়া চাহে রাই পথ পানে ॥১০৭২
দেখ এ বিছোর গ্রাম এথা চন্দ্রমুখী।
কৃষ্ণ সহ মিলএ সঙ্গেতে প্রিয়সখী ॥১০৭৩
ক্রীড়াবসানেতে দোঁহে চলে নিজালয়।
বিচ্ছেদ প্রযুক্ত এ বিছোর নাম হয় ॥১০৭৪
দেখহ কদম্বিখণ্ডি তিলোআর গ্রাম।
এথা ক্রীড়ারত নাই তিলেক বিশ্রাম ॥১০৭৫
এই যে শৃঙ্গারবট কৃষ্ণ এইখানে।
রাধিকার বেশ কৈল বিবিধ বিধানে ॥১০৭৬
এই দেখ কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাস্থান।
এবে যে হইল লীলাপুর নাম গ্রাম ॥১০৭৭
এই যে বাসোলী গ্রাম কৃষ্ণাঙ্গ সুবাসে।
ভ্রমর মাতিব জগজনধৈর্য্যনাশে ॥১০৭৮
এথা রাধাকৃষ্ণ প্রিয়সখীগণ সঙ্গে।
নিরন্তর মগ্ন হোলিখেলাদিক রঙ্গে ॥১০৭৯
অহে দেখ পয়গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ এখানে।
পয়ঃ পান কৈলা কৃষ্ণ সখাগণ সনে ॥১০৮০
এ কোটরবন কোটবন সবে কয়।
এথা সখাসহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয় ॥১০৮১
এই দধিগ্রামে কৃষ্ণ দধি লুট কৈল।
গোপাঙ্গনা সহ মহা কৌতুক বাঢ়িল ॥১০৮২

এই শেষশায়ী ক্ষীরসমুদ্র এথায়।
কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যায় ॥১০৮৩
শ্রীরাধিকা-পাদপদ্ম করএ সেবন।
যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন ॥১০৮৪

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯১ শ্লোকঃ।
যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়িতু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥ (১৪৫

এই শেষশায়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে ॥১০৮৫
করিয়া দর্শন মহা কৌতুক বাঢ়িল।
সে প্রেম আবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল ॥১০৮৬
প্রভু তেজ দেখি ভাগ্যবন্ত লোকগণ।
আনন্দে উন্মত্ত নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥১০৮৭
পরস্পর কহে এ মনুষ্য কভু নয়।
সন্ন্যাসীর বেশ এ ঈশ্বর সত্য হয় ॥১০৮৮
কেহ কহে অহে ভাই ইথে নাহি আন।
এ সন্ন্যাসী এই শেষশায়ী ভগবান্ ॥১০৮৯
ঐছে কত কহে কেহ স্থির হৈতে নারে।
প্রভু মুখচন্দ্র নিরীখএ বারে বারে ॥১০৯০

(১৪৫) কোমলা শ্রীরাধিকা সুখ জন্য ভীতা হইয়াও কুচাগ্রের কার্কশ্য-দোষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কোমল পাদপদ্মে নিজ উচ্চকুচাগ্র অর্পণ করিতে যাঁহাকে অবকাশ দেন নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা আমাদের গোষ্ঠে স্থিতিবিস্তার করুন

অহে শ্রীনিবাস প্রভু চরিত্র অপার।
প্রভু জানাইলে সে পারএ জানিবার ॥১০৯১
এই দেখ কদম্ব কানন মনোহর।
এথা বিহরহে রঙ্গে রসিকশেখর ॥১০৯২
এই ব্রজ সীমা খম্বহরে খামী গ্রাম।
এথা গোচারণে রঙ্গ কৃষ্ণ বলরাম ॥১০৯৩
বনচারী আদি গ্রামে অদ্ভুত বিলাস।
এ সব ব্রজের সীমা অহে শ্রীনিবাস ॥১০৯৪
যমুনা নিকট গ্রাম খররো এখানে।
বলরাম মঙ্গল জিজ্ঞাসে সখাগণে ॥১০৯৫
দেখহ উজানী গ্রাম যমুনা এখানে।
বহএ উজান শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে ॥১০৯৬
দেখহ খেলন বন এথা দুই ভাই।
সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই ॥১০৯৭
মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম।
এ খেলন বটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম ॥১০৯৮
অহে শ্রীনিবাস এই রামঘাট হয়।
এথা রামলীলা করে রোহিণীতনয় ॥১০৯৯
যথা কৃষ্ণপ্রিয়া সহ কৈল রাসকেলি।
তথা হৈতে দূর এ রামের রাসস্থলী ॥১১০০
কহিতে কি তেঁহো কোটি সমুদ্র গভীর।
কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ পরম সুধীর ॥১১০১

দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা।
চৈত্র বৈশাখ এ দুই মাস স্থিতি কৈলা ॥১১০২
শ্রীনন্দ যশোদা আদি প্রবোধে সভারে।
সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥১১০৩
নানা অনুনয় বিজ্ঞ রোহিণীতনয়।
কৃষ্ণপ্রিয়াগণ নানা প্রকারে শান্তয় ॥১১০৪
নিজ প্রিয়া গোপীগণ মনোহিত করে।
যে সব সহিত পূর্ব্বে বসন্তে বিহরে ॥১১০৫
কে বর্ণিতে পারে সে কৌতুক অতিশয়।
শঙ্খচূড়ে বধ কৃষ্ণ করে সে সময় ॥১১০৬
বলদেবপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া সম্বলিত।
হোরীক্রীড়া রঙ্গ বৃদ্ধি হৈল যথোচিত ॥১১০৭
রামকৃষ্ণ দোঁহে নিজ নিজ প্রিয়াসনে।
বিলসএ যৈছে তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥১১০৮

তথাহি শ্রীমুরারিগুপ্তকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতে ৪র্থপ্রক্রমে ১০।১৮

ততশ্চ পশ্যাম বসন্তবেশৌ শ্রীরামকৃষ্ণৌ ব্রজসুন্দরীভিঃ।
চিক্রীড়তুঃ স্ব স্ব যূথেশ্বরীভিঃ সমং রসজ্ঞৌ কলধৌতমণ্ডিতৌ
নৃত্যন্তৌ গোপীভিঃ সার্দ্ধং গায়ন্তৌ রভসান্বিতৌ।
গায়ন্তীভিশ্চ রামাভির্নৃত্যন্তীভিশ্চ শোভিতৌ ॥(১৪৬)

(১৪৬) অনন্তর বসন্তবেশধারী স্বর্ণভূষণভূষিত, রসজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব যূথেশ্বরী গোপীগণের সহিত এই স্থানে ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা আমরা অবলোকন করি। রাম ও কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত কখন নৃত্য ও কখন গীত করিয়া তথায় শোভিত হইয়াছিলেন।

পরম অদ্ভুত বলদেবের বিহার।
বলদেব-প্রেয়সীগণের নাহি পার ॥১১০৯
কৃষ্ণক্রীড়াকালে অনুৎপন্না বালাগণ।
বলদেব-প্রিয়ায় সে সভার গণন ॥১১১০
এ সকল গোপী রতিবর্দ্ধন বলাই।
যৈছে ক্রীড়ারত তা কহিতে অন্ত নাই ॥১১১১
চৈত্র বৈশাখ মাসের ভাগ্য অতিশয়।
রোহিণীনন্দন যাতে ব্রজে বিলসয় ॥১১১২

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০।৬৫।১৭।
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥ (১৪৭)

অহে শ্রীনিবাস বলদেব প্রিয়া সনে।
করিবেন রাসক্রীড়া এ উল্লাস মনে ॥১১১৩
কে বুঝিতে পারে বলরামের চরিত।
পরম কৌতুকে হেথা হৈল উপনীত ॥১১১৪
এই রম্য যমুনা পুলিন উপবন।
সদা মন্দ মন্দ বহে সুগন্ধি পবন ॥১১১৫
পূর্ণচন্দ্র কিরণে রজনী উজিয়ার।
বিকসিত পুষ্পপুঞ্জ শোভা চমৎকার ॥১১১৬

(১৪৭) ভগবান্ রাম সেই স্থানে রাত্রিতে গোপীদিগের অনুরাগযুক্ত হইয়া চৈত্র বৈশাখ দুই মাস বাস করিয়াছিলেন।

ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুঞ্জে মনোহর।
নানা পক্ষী নানা শব্দ করে নিরন্তর ॥১১১৭
লক্ষ লক্ষ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী রঙ্গে চতুর্দ্দিকে ফিরে॥১১১৮
বৃক্ষতলে রহি দেখে রোহিণীনন্দন।
কিবা সে অপূর্ব্ব ভক্তি ভুবনমোহন ॥১১১৯
শ্রীরামের শোভা দেখি আনন্দ অন্তরে।
স্বর্গে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করে ॥১১২০

রাগ বেলাবলী।

জয় রোহিণীনন্দন বলবীর।
কম্বু কুন্দ কর্পূর রজতগিরি-
গরবহারী রুচি রুচির শরীর ॥ ধ্রু ॥
মঞ্জুল কেশ অলকাকুল চঞ্চল ঝলমল তিলক তরুণীচিতচোর।
লোচন কমল বিশাল ভৃঙ্গ ভুরু টলমল কুণ্ডল শ্রবণ উজোর॥
নাসা খগপতি চঞ্চু চন্দ্র যিনি আননে অমিয় বরিখে অনিবার।
সুবলিত বাহু বলনী বলয়া কর পরিসর বক্ষে বিলসে মণিহার॥
সিংহ দরপভর ভঞ্জন কটিতট নীলবসন পহিরণ অনুপাম।
সুগঠন জানু যুগল জনরঞ্জন পদনখনিকর নিছনি ঘনশ্যাম ॥

অহে শ্রীনিবাস বলদেব সন্দর্শনে।
ত্রিজগতে ধৈর্য্য বা ধরিব কোন্ জনে ॥১১২১
এথা রাম রত্ন-সিংহাসনে বিলসয়।
রাসোৎসব বেশের সুষমা অতিশয় ॥১১২২

বলদেব শোভা কোটি কন্দর্প জিনিয়া।
প্রতি অঙ্গ বলনী মুনীন্দ্র মোহনীয়া ॥১১২৩
অঙ্গের ছটায় ত্রিজগত আলো করে।
কোটি কোটি চন্দ্রের কিরণ দর্প হরে ॥১১২৪
শিরে চারু চাঁচর চিকণ কেশজাল।
মণিময় মুকুট বেষ্টিত পুষ্পমাল ॥১১২৫
ললাট উজ্জ্বল ভুরু ভ্রমরের পাঁতি।
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রারুণপদ্ম ভাঁতি ॥১.২৬
জিনিয়া খগেন্দ্র চঞ্চু নাসিকা সুন্দর।
নিরুপম শ্রীমুখমণ্ডল মনোহর ॥১১২৭
পাকা বিম্বফল যিনি ওষ্ঠাধর আভা।
মুক্তামদ নাশে মঞ্জু দশনের শোভা ॥১১২৮
রজতদর্পণ যিনি শ্রীগণ্ডযুগল।
কর্ণে এক কুণ্ডল করএ ঝলমল ॥১১২৯
কি মধুর চিবুক উপমা নাই দিতে।
সিংহের গরব হরে গ্রীবার ভঙ্গিতে ॥১১৩০
ত্রিবলি-বলিত কণ্ঠ সুললিত কক্ষ।
তরুণি না ধরে হিয়া হেরি পীন বক্ষ ॥১১৩১
কি ছার কুঞ্জরকর শ্রীভুজের আগে।
কত সাধে কেবা না পরশ রস মাগে ॥১১৩২
অঙ্গদ বলয়া নানা ভূষণে ভূষিত।
বামকরে শৃঙ্গ নানা রতনে জড়িত ॥১১৩৩

বৈজয়ন্তী মালা গলে দোলে অনিবার।
ভ্রময়ে ভ্রমর যাতে করএ গুঞ্জার ॥১১৩৪
উদর মধুর নাভি মধ্য অতি ক্ষীণ।
পরিধেয় নীলিম বসন তনুলীন ॥১১৩৫
উলট কদলি উরু রসের আলয়।
পদতলে অরুণ গরব পরাজয় ॥১১৩৬
চরণ মাধুরী মোদ বাড়ায় সবার।
তাহাতে নূপুর সে চঞ্চল অনিবার ॥১১৩৭
নখের কিরণে অন্ধকার দূর করে।
কি দিব তুলনা নাই ভুবন ভিতরে ॥১১৩৮
বলদেব ধ্যান ঐছে পুরাণে প্রচার।
ভাগ্যবন্ত জন সে দেখয়ে অনিবার ॥১১৩৯
ভুবনমোহন প্রভু রোহিণীনন্দন।
যাঁর শৃঙ্গবাদ্যে হরে ব্রহ্মাদির মন ॥১১৪০
এইখানে বলদেব ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বাজায় মোহনশিঙ্গা উল্লাসিত হিয়া ॥১১৪১

যথা—মালকোষ।

আজু মধুর মধু যামিনী পূরণ শশী শোহয়ে।
যমুনা-বন-পুলিন হেরি, উনমত চিত বেরি বেরি,
বায়ত বলদেব শৃঙ্গনাদ জগত মোহয়ে ॥ ধ্রু ॥
কর্ষত ধ্বনি প্রেয়সীগণ, পর্শত শ্রুতি তেজি ভবন,
আয়ত হিয় হর্ষ সরস, সুষমা মন রঞ্জয়ে।

কিঙ্কিণী রিণী ঝিনিন ঝনন, নূপুর রব ধৈরজ হরণ,
কঞ্জ চরণ ধরণ মঞ্জু খঞ্জন গতি গঞ্জয়ে ॥
বহু পিয় চউতোর সকল, কামিনী বনি বেশ বিমল,
দামিনী জিনি ঝলকত অতি, কৌতুক পরকাশয়ে।
নাহ পরম কৌতুক রত, মৃদু মৃদু মৃদু ভাখত কত,
চাতুরীময় বচন চারু অমিয় গরব নাশয়ে॥
চঞ্চল যুগ ভ্রমর নয়ন, ললনা-কুল-কমল-বয়ন,
মাধুরী মধু পিয়ত মগন ঘন ভণ তন আয়য়ে।
বিপুল পুলক উনত দেহ, অতুলিত নিত ললিত লেহ,
নরহরি কি এ বুঝব পরশ পর রস উনমাতয়ে ॥

এথা শ্রীবলাইর অতি অদ্ভুত বিলাস।
এক মুখে কি বলিব ওহে শ্রীনিবাস ॥১১৪২
কৌমুদী গন্ধ বায়ু সেবিত নিরন্তর।
কিবা চন্দ্রকিরণ উজ্জ্বল মনোহর ॥১১৪৩
যমুনোপবন ক্রীড়ারত বলরাম।
লক্ষ লক্ষ প্রিয়ায় বেষ্টিত অনুপাম ॥১১৪৪

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০।৬৫।১৮।
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ (১৪৮)

প্রিয়াসহ বারুণী পানেতে মহা রঙ্গ।
সর্ব্বত্র বিদিত এই বারুণী প্রসঙ্গ ॥১১৪৫

(১৪৮) কৌমুদীগন্ধযুক্ত ও পবনসঞ্চালিত পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণে ব্যাপ্ত যমুনার উপবনে রমণীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

তথাহি তত্রৈব ১০।৬৫।১৯-২০।

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং সুগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥
তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ (১৪৯)

মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুধাসহোৎপন্না।
রামে জানাইল মুঞি বরুণের কন্যা ॥

তথাহি হরিবংশে ৯৭।২২।

সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘ ॥ (১৫০)

তথা প্রিয়াগণ সহ রোহিণীকুমার।
রাসারম্ভে মত্ত হইলেন অনিবার ॥১১৪৬
মৃদঙ্গ পিণাক বীণা আদি যন্ত্রগণে।
বিবিধ ভঙ্গিতে বাজায়েন বহুজনে ॥১১৪৭
প্রেয়সী প্রবীণা নানা রাগ আলাপয়।
শ্রুতি স্বর মূর্চ্ছনা গ্রামাদি প্রকাশয় ॥১১৪৮
গায় প্রাণনাথের চরিত্র গোপীগণ।
ব্রহ্মাদি মোহিত গীত করিয়া শ্রবণ ॥১১৪৯

(১৪৯) বরুণের প্রেরিতা বারুণীদেবী তরু কোটর হইতে পতিত হইলে সুগন্ধে সেই স্থান আমোদিত হইয়াছিল। সেই গন্ধ বায়ুকর্ত্তৃক উপহৃত হইয়াছিল। পরে বলদেব উপস্থিত সেই গন্ধযুক্ত মধুধারা স্ত্রীগণের সহিত পান করিয়াছিলেন।

(১৫০) হে নিষ্পাপ! বরুণ পিতা আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীরাসমণ্ডলে সে সুখের সীমা নাই।
গীত বাদ্য নৃত্যে মহা বিহ্বল বলাই ॥১১৫০
গায় প্রাণনাথের চরিত্র গোপীগণ।
ব্রহ্মাদি মোহিত গীত করিয়া শ্রবণ ॥১১৫১
শ্রীরাসমণ্ডলে সে সুখের সীমা নাই।
গীত বাদ্য নৃত্যে মহা বিহ্বল বলাই ॥১১৫২

শঙ্করাভরণ।

নৃত্যত বলদেব বিপুল পুলকিত প্রতি অঙ্গ।
দাঁ দাঁ দৃমি দৃমি দৃমি কট্, ধা দৃগু দৃগুথ বিথুঙ্কট,
তক তক ধিকি তক থোরি, কুকু বাজত মৃদু মৃদঙ্গ।ধ্রু।
গীম ধুনত অতি সুমধুর, পীন পরম পরিসর উর,
মঞ্জুল বনমাল অতুল, দোলত অলি সঙ্গ।
গণ্ড রজত দর্পণ দর, চঞ্চল শ্রুতি কুণ্ডল বর,
বঙ্কিম দিঠি খঞ্জন ভুরু ভাঁতি কৃত রঙ্গ ॥
হস্তক কৃত ভাঁতি সুঘট, মস্তক মণি মোর মুকুট,
কুটিল অলক ঝলকত কত মনমথ মদ-ভঙ্গ।
পদতল থল কমল ভাল, ধর তঁহি তঁহি বিবিধ তাল,
উঘটত তক থৈ থৈ থৈ তিতক ধিলঙ্গ।
ঝুনু ঝু ঝু ঝু ঝু নূপুর ধ্বনি, কোই ধিরজ ধরত ন শুনি,
কিঙ্কিণী রণ রণি রণি রব উপজাত হিয় উমঙ্গ।
প্রেয়সীগণ বদন চন্দ, চুম্বত হসি মন্দ মন্দ,
গায়ত মনরঞ্জন ঘনশ্যাম রসতরঙ্গ ॥

কেদার।

বাজে ঝিগ ঝিগ ঝিগ ঝেন্দ্রাং,দৃগু দৃগু দৃমি দিগ দিগ দ্রাং,
তাল ত্রিপুট প্রকটিত মৃদু, মর্দ্দন গতি ঘোর।
তকথৈ থৈ তাথৈ তা থোদিথুন্না, থোং ক্বণা ক্বণাঝিনি না,
না না না না না ক্বত, রতিপতি মতি ভোর॥
সুন্দর বল বীর ধীর, নৃত্যত রবিতনয়াতীর,
রাস রভস প্রেয়সীগণ বিলসত চউতোর।
চঞ্চল পথ ভঙ্গি ঝিনিনি ঝঙ্কৃত কটি কিঙ্কিণী মণি,
ঝুনু ঝু ঝু ঝু নূপুর রব মুনিগণ মনচোর॥
ঝলকত মণিকুণ্ডল কপোল, মঞ্জুল বনমাল লোল,
সৌরভ ভর বলিত পুঞ্জ গুঞ্জ অলি জোর।
সরস পরশ হসত মন্দ, চমকত মন্দ বদন চন্দ,
পীযূষ রস পীয়ত ঘনশ্যাম দৃগ চকোর॥

প্রেয়সী সকল মহা আনন্দ অন্তরে।
বলদেবে বেড়িয়া অদ্ভুত নৃত্য করে॥১১৫৩

পুনঃ কেদার।

আজু পূণিম পূরণ শশী নির্ম্মল মধু যামিনী।
ধা ধা ধিগি তগধিলঙ্গ, দৃমি দৃমি দৃমি বাজ মৃদঙ্গ,
নৃত্যত বলদেব বলিত বিলসত সব ভামিনী॥ ধ্রু॥
কিঙ্কিনী মৃদুনাদ নূপুর, নিরুপম গতি গান মধুর,
হস্তকচয় চঞ্চল দৃগ ভঙ্গিম অভিরামিণী।
গীম ধুনন্ত মন্দ মন্দ, হসত লসত দশন বৃন্দ,
ভণব কি ঘনশ্যাম সুতনু ঝলকত জনু দামিনী॥

পুনঃ ভূপালী।

আজু কি মধুর মধু নিশা।
চাঁদে আলো কৈলে সব দিশা॥
যমুনা পুলিনে পরিসরে।
প্রিয়া সহ বলাই বিহরে॥
কিবা রাসমণ্ডল সুষমা।
চতুর্দ্দিকে গোপী মনোরমা॥
বায় নানা যন্ত্র কুতূহলে।
গায় গীত রসের হিলোলে॥
প্রাণনাথে বেড়ি নৃত্য করে।
শোভায় ভুবন আলো করে॥
রসিকশেখর বলরাম।
নাচএ জিনিয়া কোটি কাম॥
সঘনে সুচারু শৃঙ্গ পূরে।
জগত মাতয়ে মধুর সুরে॥
কত না চাতুরী প্রকাশয়ে।
প্রিয়া ভুজে ভুজ আরোপয়ে॥
বদনে বদন বিধু দিয়া।
উলাসে ধরিতে নারে হিয়া॥
পূরায় সভার অভিলাষ।
নিছনি এ নরহরি দাস॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীরামের রাসলীলা।
প্রভুভক্তগণ বহু প্রকারে বর্ণিলা॥১:৫৪

যমুনা আকর্ষি রঙ্গে আনি এই খানে।
জলক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়াসনে ॥১১৫৫

তথা ভূপালী।

শ্রীরাসবিলাসী বল বীর।
তিলে তিলে বিহ্বল হইতে নারে থির ॥
কে বুঝে বলাইর এ লীলা।
অনায়াসে লাঙ্গলে যমুনা আকর্ষিলা ॥
বসিয়া রমণীগণ সঙ্গে।
যমুনায় জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥
জল যুদ্ধ করি উঠে তীরে।
পরে বাস ভূষণ শোভায় প্রাণ হরে ॥
বলরাম রসের মূরতি।
করে মধুপানাদি মদনমদে মাতি ॥
প্রিয়া সহ নিকুঞ্জ ভবনে।
সুতল্পে কুসুম সেজে কত উঠে মনে ॥
দেখি নিশি শেষ প্রিয়াগণ।
প্রাণনাথে নারে ছাড়ি যাইতে ভবন ॥
বলাই কত না আদরিয়া।
করিতে বিদায় হিয়া যায় বিদরিয়া ॥
সভে গেলা নিজ নিজ বাসে।
নরহরি নিছনি এ বলাইর বিলাসে।

এথা প্রিয়াগণ সঙ্গে বিবিধ বিহার।
নিশান্তে হইল গৃহে গমন সবার ॥১১৫৬

এই খানে যমুনা পাইয়া মহাভয়।
বলদেব পাদপদ্মে পড়ি প্রণময় ॥১১৫৭
আপনা মানিয়া হীন কাতর অন্তরে।
দুইকর জুড়িয়া অনেক স্তুতি করে ॥১১৫৮

দেশপাল।

হে রাম রোহিণীতনয় নলিনাক্ষ-
যদুকুলতিলক বলদেব প্রণতবন্ধো।
ক্তবৎসল হলায়ুধ মোদসদন গুণধাম ভয়হরণ করুণৈকসিন্ধো ॥
জগতবন্দ্য চন্দ্রাস্থ সুন্দর শৃঙ্গবাদ্যাতিনিপুণ ধিকি ধিকট ধেন্না।
সরিগ সরিগম পম গরিম পধনিতি
অয়ি কুরু কৃপাং ময়ি নৃহরিনাথ তেন্না ॥

মনের উল্লাসে পুন প্রণমে যমুনা।
কহিতে কি অন্য হিত চিন্তায় নিপুণা ॥১১৫৯

তথা শ্রীরাগ।

জয় জয় রেবতীরমণ রসালয়, নিখিল ভুবন-জনরঞ্জন রে।
অমল কমলদল লোচন, ধৃতি ভর মোচন গজগতিগঞ্জন রে ॥
চন্দ্রবদন নবতাণ্ডবপণ্ডিত হলধর যদুকুল-মণ্ডন রে।
কম্বু কুন্দনিভ, নীলাম্বর ধর মকরধ্বজমদ-খণ্ডন রে ॥
শরণাগত-রক্ষক, নরহরিমব ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ত্রিগড়তিয়া।
অই অই অই অই অতি অই তেন্না তেন্না তি অতি অই ইয়া ॥

কি বলিব শ্রীনিবাস সে মধুর কথা।
যমুনাকে প্রসন্ন বলাই হৈলা এথা ॥১১৬০

বিবিধ কৌতুক এই রাস বিলাসেতে।
এ রামের রাসস্থলি বিখ্যাত জগতে ॥১১৬১
কি বলিব রামঘাট প্রদেশ সুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী বন্দনা করএ নিরন্তর ॥১১৬২

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৪ শ্লোকঃ।
আকৃষ্টা যা কুপিতহলিনা লাঙ্গলাগ্রেণ কৃষ্ণা
ধীরা যাস্তি লবণজলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা।
অদ্যাপীত্থং সকলমনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্
ভক্ত্যা বন্দেঽদ্ভুতমিদমহো রামঘট্টপ্রদেশং ॥ (১৫১)

রামঘাট প্রসঙ্গ শুনিতে যার মন।
অনায়াসে ঘুচে তার এ ভববন্ধন ॥১১৬৩
শ্রীরাসবিলাসী রাম নিত্যানন্দ রায়।
তীর্থ পর্য্যটন কালে রহিলা এথায় ॥১১৬৪
গোপ শিশু সঙ্গে সদা খেলায় বিহ্বল।
ক্ষুধা হৈলে ভুঞ্জে দধি দুগ্ধ মূল ফল ॥১১৬৫
বলদেব আবেশে নারএ স্থির হৈতে।
আপনা লুকায় না পারএ লুকাইতে ॥১১৬৬

(১৫১) ক্রুদ্ধ বলরাম কর্ত্তৃক হলাগ্রদ্বারা আকৃষ্ট যে যমুনা নদী কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া অর্থাৎ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মন্থরগতিতে লবণসমুদ্রে গমন করিতেছে। অদ্যাপি হেথায় যাহাকে সকল মনুষ্য দেখিয়া থাকে, সেই কালিন্দীতীরস্থ অদ্ভুত রামঘট্ট প্রদেশকে আমরা ভক্তির সহিত বন্দনা করি।

সভে কহে এই সেই রোহিণীনন্দন।
অবধূত বেশে ব্রজে করএ ভ্রমণ ॥১১৬৭
অহে শ্রীনিবাস দেখি নিতাইর রীত।
কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা সভেই মোহিত ॥ ১১৬৮
নিতাইচান্দের এথা অদ্ভুত বিহার।
এই যে শাকট বৃক্ষ দন্তকাষ্ঠ তাঁর ॥১১৬৯
এই রামঘাটে এক বিপ্র ভাগ্যবান্।
বলদেব বিনা সে ধরিতে নারে প্রাণ ॥১১৭০
নিত্যানন্দ রামভক্ত রক্ষার কারণ।
বলদেব রূপে বিপ্রে দিলেন দর্শন ॥১১৭১
শ্রীরাসবিলাসী নিত্যানন্দ বলরামে।
স্তুতি কৈল কালিন্দী দেখিয়া এইখানে ॥১১৭২
এথা নিত্যানন্দ রঙ্গ দেখি দেবগণ।
হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ ॥১১৭৩
এই বৃক্ষতলে ধূলা বেদির উপর।
শয়নে বিহ্বল নিত্যানন্দ হলধর ॥১১৭৪
শয়নে থাকিয়া প্রভু কহে বার বার।
কত দিনে পাষণ্ডীর হইব উদ্ধার ॥১১৭৫
নবদ্বীপনাথ নবদ্বীপে কত দিনে।
হইবেন ব্যক্ত গিয়া দেখিব নয়নে ॥ ১১৭৬
ঐছে কত কহে কেহো বুঝিতে না পারে।
নিতাইর অদ্ভুত লীলা বিদিত সংসারে ॥১১৭৭

রামঘাট নিকট দেখহ কচ্ছবন।
কচ্ছপের প্রায় এথা খেলে শিশুগণ ॥১১৭৮
দেখহ ভূষণবন এ অতি নির্জ্জনে।
কৃষ্ণে পুষ্পভূষা পরাইল সখাগণে ॥১১৭৯
এই আর দেখ কৃষ্ণবিলাসের স্থান।
এ সব দর্শনে কার না জুড়ায় প্রাণ ॥১১৮০
এত কহি পণ্ডিত চলএ ধীরে ধীরে।
দেখি বনশোভা ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥১১৮১
চলএ ভাণ্ডীর পথে উল্লাস অন্তরে।
এবে লোক কহএ অক্ষয়বট তারে ॥১১৮২
ভাণ্ডীর নিকটে গিয়া সুমধুর ভাষে।
অতি স্নেহে পণ্ডিত কহএ শ্রীনিবাসে ॥১১৮৩
দেখহ ভাণ্ডীর-বট স্থান অনুপাম।
এথা ভাল বিলসএ কৃষ্ণ বলরাম ॥১১৮৪
সখা সহ মল্লবেশে খেলা খেলাইতে।
প্রলম্ব অসুর আসি মিলাইল তাতে ॥১১৮৫
বলরাম কৌতুকে প্রলম্ববধ কৈলা।
সখা সহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা ॥১১৮৬
এক দিন কৃষ্ণ একা ভাণ্ডীর তলায়।
বংশীবাদ্য কৈল যাতে জগত মাতায় ॥১১৮৭
বংশীধ্বনি শুনি রাধা অধৈর্য্য হইলা।
সখীসহ আসি শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা ॥১১৮৮

হইল পরমানন্দ দোঁহার অন্তরে* ।
সখিগণ সঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে† ॥১১৮৯
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ প্রতি কহে মৃদুভাষে ।
সখা সহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে ॥১১৯০
শ্রীকৃষ্ণ কহেন এথা মল্লবেশ ধরি ।
সখাগণ সহ সুখে মল্লযুদ্ধ করি ॥১১৯১
মোর সম মল্লযুদ্ধ কেহো না জানয় ।
অনায়াসে করি অন্য মল্লে পরাজয় ॥১১৯২
হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার বার ।
মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার ॥১১৯৩
এত কহি সকলেই কৈলা মল্লবেশ ।
কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করএ অশেষ ॥১১৯৪

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৩ শ্লোকঃ ।

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাবিতা
মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া ।
যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধা নিযোদ্ধুং মুদা
কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোদ্ভাণ্ডীরকং তং ভজে ॥(১৫২)

* 'হৃদয়ে দোঁহার ।' † 'রঙ্গেতে বিহার'—পাঠান্তর ।

(১৫২) রসময়ী রাধা নিজ সখীবৃন্দকে ইহারা আমার অতিশয় প্রিয়তমা এই গর্ব্বে তাহাদিগকে মল্ল করিয়া এবং স্বয়ং মল্ল হইয়া মল্লবেশধারী বকভিদ্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত যে ভাণ্ডীর বনে যুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেই ভাণ্ডীর বনকে ভজনা করি ।

কৃষ্ণ পানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে।
মল্লযুদ্ধ হেতু যুদ্ধ স্থলেতে প্রবেশে ॥১১৯৫
মহামল্ল যুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়।
হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥১১৯৬
ঐছে নানা কৌতুকে বিহ্বল ভাণ্ডীরেতে।
ভাণ্ডীরেতে যে বিলাস তা কে পারে বর্ণিতে ॥১১৯৭
ভাণ্ডীর নিকটে দেখ এই আরাগ্রাম।
মুঞ্জাটবী এই পুন ঈষিকাটবী নাম ॥১১৯৮
এথা দাবানল পান করি কৃষ্ণচন্দ্র।
রক্ষা কৈল গো গোপাদি হৈল মহানন্দ ॥১১৯৯
ঐ যে ভাণ্ডীর গ্রাম যমুনার পার।
উহা মুঞ্জাটবী সব লোকেতে প্রচার ॥১২০০
অহে শ্রীনিবাস এই দেখ তপোবন।
এই খানে কৈল তপ গোপকন্যাগণ ॥১২০১
দেখ গোপীঘাট এথা গোপীগণ আইলা।
যমুনা স্নানেতে অতি উল্লাসিত হৈলা ॥১২০২
এই চীরঘাট এথা গোপকন্যাগণ।
কাত্যায়নী পূজিয়া সভার হর্ষ মন ॥১২০৩
পরিধেয় বস্ত্র রাখি যমুনার কূলে।
স্নান করিবারে সভে প্রবেশিলা জলে ॥১২০৪
অলক্ষিতে সভাকার বস্ত্র চুরি করি।
নীপ বৃক্ষ উপরে কৌতুক দেখে হরি ॥১২০৫

গোপকন্যাগণ মহা লজ্জিত হইয়া।
কৃষ্ণপাশে মাগে* বস্ত্র জলেতে রহিয়া ॥১২০৬
নিজ মনোবৃত্তি কৃষ্ণ করিয়া প্রকাশ।
দিলেন সভারে বস্ত্র হইয়া উল্লাস ॥১২০৭
বস্ত্র পরিলেন হর্ষে গোপকন্যাগণ।
নিজ নিজ আত্মা কৃষ্ণে করি সমর্পণ ॥১২০৮
এই নন্দঘাট দেখ নন্দাদিক এথা।
করিলা যমুনা স্নান ইথে বহু কথা ॥১২০৯
একাদশী নিরাহার করি দ্বাদশীতে।
স্নান হেতু প্রবেশএ কালিন্দী-জলেতে ॥ ১২১০
বরুণের দূত নন্দে হরিয়া লইল।
কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কৌতুকে আনিল ॥১২১১

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৬ শ্লোকঃ।
স্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতিমহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা
বৎসব্রাতে দ্রুতমপহৃতো বৎসপালোৎকরে চ।
তত্তদ্রূপোহরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎপ্রসূনাং
মোদং চক্রেহশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাং ॥ (১৫৩)

* 'কৃষ্ণকে মাগেন'—পাঠান্তর।

(১৫৩) স্বয়ং ব্রহ্মা নিজ পতির মহিমায় উদ্রিক্ত হইয়া তাহা জানিবার জন্য স্বয়ং তথায় গিয়া বৎস ও বৎসপালদিগকে অপহরণ করেন, তখন ভগবান্ তথায় সেই সেইরূপে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মার নিরতিশয় আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেই বৎসহারস্থলীকে আমরা ভজনা করি।

অহে শ্রীনিবাস এথা নন্দ ভয় পাইলা।
তেঞি ভয় নামে গ্রাম বজ্র বসাইলা ॥১২১২
এত কহি চলিলেন ভয়গ্রাম হৈতে।
পরিক্রমা মধ্যে যে যে স্থান তা দেখিতে ॥১২১৩
শ্রীনিবাসে কহে এই দেখ বৎস বন।
এথা চতুর্ম্মুখ হরিলেন বৎসগণ ॥১২১৪
এই যে উনাই* গ্রাম এথা সখা সঙ্গে।
বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভুঞ্জে নানা রঙ্গে ॥১২১৫
এই বলিহারা নাম গ্রাম এই খানে।
বালকাদি হরে চতুর্ম্মুখ হর্ষ মনে ॥১২১৬
পরিশ্রম নাম স্থান দেখহ এথায়।
চতুর্ম্মুখ ছিলা এথা কৃষ্ণ পরীক্ষায় ॥১২১৭

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৭ শ্লোকঃ।

বাঢ়ং বৎসকবৎসপালহৃতিতো জাতাপরাধাদ্ভয়ৈ-
র্ব্রহ্মা সাস্রমপূর্ব্বপদ্যনিবহৈ র্যস্মিন্নিপত্যাবনৌ।
তুষ্টাবাদ্ভুতবৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্-
স্মেরং ভীরুচতুর্ম্মুখাখ্যমনিশং শেবং প্রদেশং নুমঃ ॥(১৫৪)

* 'ভুনাই'—পাঠান্তর।

(১৫৪) ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপালদিগকে অপহরণ করার অপরাধ হইয়াছে ইহা মনে করিয়া যে স্থানে তিনি ভূমিতে নিপতিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্লোকসমূহ দ্বারা অশ্রুবিসর্জ্জনপূর্ব্বক সহাস্যবদন বৎসপালক ব্রজপতির পুত্র মুকুন্দের স্তব করিয়াছিলেন, প্রদেশ-অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার সহিত সেই ভীরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে নমস্কার করি।

সেই স্থাননাম এ সকল লোক জানে।
কৃষ্ণের মায়াতে ব্রহ্মা মোহিত এখানে॥১২১৮
শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা রাখি সঙ্গোপনে।
সেই শিশু বৎস দেখে কৃষ্ণ সন্নিধানে॥১২১৯
সেই এই এই সেই বলে বার বার।
এই হেতু সেই নাম হৈল সে ইহার॥১২২০
এচোমুহা গ্রামে ব্রহ্মা আসি কৃষ্ণ পাশে।
করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষ বিশেষে॥১২২১
অঘাসুরে বধে কৃষ্ণ এই সর্পস্থলী।
অঘবন নাম লোকে কহএ সপৌলী॥১২২২

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৫ শ্লোকঃ।

প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্যবর্গমুদরে পাপীয়সোঽঘাসুর-
স্যারণ্যোদ্ভূতপাবকোৎকটবিষৈর্দুষ্টে প্রবিষ্টং পুরঃ।
ব্যগ্রং প্রেক্ষ্য রুষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী-
যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুরজিৎ সা পাতু সর্পস্থলী॥(১৫৫)

এথা পুষ্প বর্ষে দেব জয়ধ্বনি করে।
এ হেতু জয়েত গ্রাম কহএ ইহারে॥১২২৩
সভে কহে অঘাসুর বধে এসিয়ান।
তেঁই এসেয়ানো গ্রাম সেহোনা আখ্যান॥১২২৪

(১৫৫) মুরারি অরণ্যোদ্ভূত দারুণ দাবানলের ন্যায় অতিশয় পাপাত্মা অঘাসুরের উৎকট বিষ দুষ্ট উদরে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বয়স্যবর্গকে দেখিয়া সহসা সেই খলকে হনন করিয়া আপনাকে ও সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সর্পস্থলী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এই দেখ তরোলী বরোলী গ্রাম দ্বয়।
পূর্ব্ব গোপকৃত গ্রাম সকলে কহয় ॥১২২৫
অহে শ্রীনিবাস আর দেখ রম্য স্থান।
এথা বিহরএ নন্দপুত্র ভগবান্ ॥১২২৬
এত কহি কৃষ্ণ কুণ্ডটীলায় চড়িয়া।
চতুর্দ্দিকে চাহে মহা প্রফুল্লিত হিয়া* ॥১২২৭
শ্রীনিবাসে কহে দেখ মঘেরা এ গ্রাম।
পূর্ব্বে জানাইল মঘরা হয় নাম ॥১২২৮
অহে দেখ তমাল কানন এইখানে।
বাঢ়ে মহারঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলনে ॥১২২৯
এত কহি কৌতুকে নামিয়া টীলা হৈতে।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে পরম স্নেহেতে ॥১২৩০

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৬৩ শ্লোকঃ।
বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বলবল্লবল্লববধূবর্গেণ নৃত্যন্নসৌ
হিত্বা তং মুরজিদ্রসেন রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্।
পুষ্পালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ-
স্ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরী পরিবৃতা সা পাতু রাসস্থলী ॥(১৫৬)

* 'হৈয়া'—পাঠান্তর।

(১৫৬) মুরারি কৃষ্ণ অত্যুজ্জ্বল অথচ মনোহর বেশযুক্ত গোপবধূবর্গের সহিত নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমতী রাধিকাকে ভূষিত করিয়া অনুরাজের সহিত পুষ্পালঙ্কারসমূহ দ্বারা যে স্থলে আনন্দ দ্বারা রমণ করিয়াছিলেন, সেই ত্রৈলোক্যের অদ্ভুত মাধুরীপরিবৃতা রাসস্থলী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এ আটস্থ গ্রামেতে মহা কৌতুক হইল।
অষ্টবক্রমুনি এথা তপস্যা করিল ॥১২৩১
এই শক্রস্থান এবে শকরোয়া কয়।
ব্রজে বৃষ্টি করি শক্র এথা পাইলা ভয় ॥১২৩২
এই বরাহর গ্রামে বরাহ-রূপেতে।
খেলাইলা কৃষ্ণপ্রিয়া সখার সহিতে ॥১২৩৩
দেখ হরাসোলী গ্রাম অহে শ্রীনিবাস।
এই রাসস্থলী কৃষ্ণ এথা কৈলা রাস ॥১২৩৪
এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া।
পুন নন্দঘাটে আইলা মহাহর্ষ হৈয়া ॥১২৩৫
শ্রীনিবাসে কহে এই নির্জ্জন ঘাটেতে।
শ্রীজীব ছিলেন অতি অজ্ঞাত রূপেতে ॥১২৩৬
কহি সে প্রসঙ্গ এক দিন বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ লিখেন গ্রন্থ বসিয়া নির্জ্জনে ॥১২৩৭
গ্রীষ্ম সময়েতে স্বেদ ব্যাপিল অঙ্গেতে।
শ্রীজীব বাতাস করে রহি এক ভিতে ॥১২৩৮
মরি রূপগোস্বামীর সৌন্দর্য্যাতিশয়।
হৈল শ্রীজীবের শোভা যৌবন সময় ॥১১৩৯
কেবা না করএ সাধ শ্রীরূপে দেখিতে।
শ্রীবল্লভভট্ট আসি মিলিলা নিভৃতে ॥১২৪০
ভক্তিরসামৃত গ্রন্থ মঙ্গলাচরণ।
দেখি ভট্ট কহে ইহা করিব শোধন ॥১২৪১

এত কহি গেলা স্নানে যমুনার কূলে।
শ্রীজীব চলিলা জল আনিবার ছলে ॥১২৪২
শ্রীবল্লভ ভট্ট সহ নাহি পরিচয়।
মঙ্গলাচরণে কি সন্দেহ জিজ্ঞাসয় ॥১২৪৩
শুনি শ্রীবল্লভ ভট্ট যে কিছু কহিলা।
শ্রীজীব সে সব শীঘ্র খণ্ডন করিলা ॥১২৪৪
প্রসঙ্গে হইল নানা শাস্ত্রের বিচার।
শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবার ॥১২৪৫
কতক্ষণ করি চর্চ্চা চর্চ্চা সমাধিয়া।
শ্রীরূপের প্রতি ভট্ট কহে পুন গিয়া ॥১২৪৬
অলপ বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে।
তাঁর পরিচয় হেতু আইনু উল্লাসে ॥১২৪৭
শ্রীরূপ কহেন কিবা দিব পরিচয়।
জীব নাম শিষ্য মোর ভ্রাতার তনয় ॥১২৪৮
এই কথোদিন হৈল আইলা দেশ হৈতে।
শুনি ভট্ট প্রশংসা করিলা সর্ব্বমতে ॥১২৪৯
রূপ সমাদরে ভট্ট করিলা গমন।
শ্রীজীব যমুনা হৈতে আইলা সেইক্ষণ ॥১২৫০
শ্রীরূপ কহেন শ্রীজীবেরে মৃদুভাষে।
মোরে কৃপা করি ভট্ট আইলা মোর পাশে ॥১২৫১
মোর হিত লাগি গ্রন্থ শুধিব কহিলা ॥
এ অতি অলপ বাক্য সহিতে নারিলা ॥১২৫২

তাহে পূর্ব্ব দেশ শীঘ্র করহ গমন।
মনস্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন ॥ ১২৫৩
গোস্বামীর আজ্ঞায় চলিলা পূর্ব্ব পানে।
কথোদূরে মন স্থির কৈলা সাবধানে ॥১২৫৪
গোস্বামীর আজ্ঞা নাই নিকটে আসিতে।
এ হেতু আইলা এথা নির্জ্জন বনেতে ॥১২৫৫
রহি পত্রকুটীরে ক্ষোভিত অতিশয়।
কভু কিছু ভুঞ্জে কভু উপবাস হয় ॥১২৫৬
দেহ হৈতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে।
প্রভুপাদপদ্ম পাব এই চিন্তা চিতে ॥১২৫৭
অকস্মাৎ সনাতন গোস্বামী আইলা।
গ্রামী লোক আগুসরি গ্রামে লৈয়া গেলা ॥১২৫৮
পরম উল্লাসে বসাইয়া গোস্বামীরে।
জিজ্ঞাসি কুশল পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥১২৫৯
অল্প বয়স এক তপস্বী সুন্দর।
কথোদিন হৈল রহে এ বন ভিতর ॥১২৬০
ভুঞ্জাইতে যত্ন করি অনেক প্রকার।
কভু ফল মূল ভুঞ্জে কভু নিরাহার ॥১২৬১
বহু যত্নে কিঞ্চিৎ গোধূমচূর্ণ লৈয়া।
করএ ভক্ষণ তাহা জলে মিশাইয়া ॥ ১২৬২
ইথে শুনি জানিল আছএ জীব এথা।
বাৎসল্যে হইয়া আর্দ্র চলিলেন তথা ॥১২৬৩

শ্রীজীব ছিলেন পত্র কুটীরে বসিয়া।
গোস্বামীর দর্শনে ধরিতে নারে হিয়া ॥১২৬৪
লোটাইয়া পড়ে গোস্বামীর পদতলে।
শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি বিস্মৃত সকলে ॥১২৬৫
স্নেহাবেশে সনাতন জিজ্ঞাসিল যাহা।
শ্রীজীব সংক্ষেপ ক্রমে নিবেদিল তাহা ॥১২৬৬
শুনি শ্রীগোস্বামী জীবে রাখি সেই খানে।
গ্রামী লোকে প্রবোধি গেলেন বৃন্দাবনে ॥১২৬৭
গোস্বামীর গমন শুনিয়া সেই ক্ষণে।
শ্রীরূপ গেলেন গোস্বামীর দরশনে ॥১২৬৮
গোস্বামী শ্রীরূপে জিজ্ঞাসেন সমাচার।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা কি আর ॥১২৬৯
শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল লিখন।
জীব রহিলেই শীঘ্র হইত শোধন ॥১২৭০
গোস্বামী কহেন জীব জীয়া মাত্র আছে।
দেখিনু তাহার দেহ বাতাসে হেলিছে ॥১২৭১
এত কহি জীবের বৃত্তান্ত জানাইল।
শ্রীরূপ শ্রীজীবে সেই ক্ষণে আনাইল ॥১২৭২
শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ গোঁসাই।
করিলেন শুশ্রূষা কৃপার সীমা নাই ॥১২৭৩
শ্রীজীবের আরোগ্যে সভার হর্ষ মন।
দিলেন সকল ভার রূপ সনাতন ॥১২৭৪

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন অনুগ্রহ হৈতে।
শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে ॥১২৭৫
বৃন্দাবনে আইলা দিগ্বিজয়ী একজন।
বহু লোক সঙ্গে সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥১২৭৬
তেঁহ কহে যদি চর্চ্চা না পার করিতে।
তবে মোর জয়পত্রী পাঠাহ ত্বরিতে ॥১২৭৭
শুনিয়া শ্রীজীব শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা।
পত্রী পাঠে দিগ্বিজয়ী পরাভব হৈলা ॥১২৭৮
ঐছে দর্প করি যত দিগ্বিজয়ী আইসে।
পরাভব হইয়া পলায় নিজ দেশে ॥১২৭৯
শ্রীজীবের প্রভাব কহিতে নাহি পার।
অহে শ্রীনিবাস এই কুটীর তাঁহার ॥১২৮০
ঐছে কত কহিয়া যমুনা পার হৈলা।
সুরুখুরু গ্রামে আসি সে দিন রহিলা ॥১২৮১
তথা যৈছে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন দেবগণে।
তাহা জানাইলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে ॥১২৮২
তথা হৈতে দূরস্থ গ্রামেও দেখাইলা।
যথা যে বিলাস তাহা সঙ্ক্ষেপে কহিলা ॥১২৮৩
সুরুখুরু হৈতে করি প্রভাতে গমন।
শ্রীনিবাসে কহে এই দেখ ভদ্রবন ॥১২৮৪
কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে।
নাকপৃষ্ঠলোকপ্রাপ্তি বনপ্রভাবেতে ॥১২৮৫

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩ অঃ। ৩৭-৩৮।

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা চ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাকলোকং স গচ্ছতি ॥ (১৫৭)

পরম নির্জ্জন দেখ এ ভাণ্ডীর বনে।
নানা খেলা খেলে রামকৃষ্ণ সখাসনে ॥১২৮৬
যোগিগণপ্রিয় এ ভাণ্ডীর-বন হয়।
দর্শন মাত্রেতে গর্ত্তযাতনা ঘুচয় ॥১২৮৭
সর্ব্ব বনোত্তম এ ভাণ্ডীর শাস্ত্রে কহে।
এথা বাসুদেব দৃষ্টে পুনর্জ্জন্ম নহে ॥১২৮৮
ভাণ্ডীরে নিয়ত স্নানাদিক করে যে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত ইন্দ্রলোকে যায় সে ॥১২৮৯

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩। ৪৩-৪৪।

একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ত্তং ন গচ্ছতি ॥
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ (১৫৮)

(১৫৭) অতি উত্তম ভদ্র নামক ষষ্ঠবন, হে বসুধে! এই বনে মদ্ভক্ত ও মৎপরায়ণব্যক্তি গমন করিলে এই বনপ্রভাবে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে

(১৫৮) ভাণ্ডীর বন একাদশ বন, এই বন যোগীদিগের অতিপ্রিয়, এই বন দর্শন মাত্রেই জীব আর জন্ম গ্রহণ করে না, অর্থাৎ মুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডীর বনে আসিয়া বাসুদেবকে অবলোকন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥১৫৬।৪ (১৫৯)

সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া।
ভুঞ্জে নানা সামগ্রী এ ছায়ায় বসিয়া ॥১২৯০
এ হেতু ছাহেরি নাম গ্রাম এই হয়।
যমুনা নিকট স্থান দেখ শোভাময় ॥১২৯১
এই মঠ*গ্রাম মহা আনন্দ এখানে।
নানা ক্রীড়া করে রামকৃষ্ণ সখাসনে ॥১২৯২
মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃহৎপাত্র মঠ* নাম।
মঠোৎপত্তি প্রশস্ত এ হেতু মঠগ্রাম* ॥১২৯৩
দধি মন্থনাদি লাগি ব্রজবাসিগণ।
লয়েন অসংখ্য মাঠ ঐছে সবে কন ॥১২৯৪
রামকৃষ্ণ সখা সহ এ বিল্ব বনেতে।
পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জে মহা কৌতুকেতে ॥১২৯৫

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩।৪২।
বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

দেবতাপূজিত বিল্ববন শোভাময়।
এ বন-গমনে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয়।১২৯৬

(১৫৯) এই ভাণ্ডীর বনে স্নান ও সংযত হইয়া থাকিলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে ইন্দ্রলোকে যায়।

* "মাঠ"—পাঠান্তর।

বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যেই করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সে পরম ভাগ্যবান্ ॥১২৯৭
দেখ অতি পূর্ব্বে এই ধারা যমুনার।
মানসরোবর ছিলা যমুনা ও পার ॥১২৯৮
এবে হইলেন যমুনার ধারাদ্বয়।
মধ্যে মানসরোবর অতি শোভাময় ॥১২৯৯
এই আর দেখ এ প্রদেশে নানা গ্রাম।
কৃষ্ণলীলাস্থলী এ সকল অনুপাম ॥১৩০০
অহে শ্রীনিবাস এই দেখ লোহবন।
লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ ॥১৩০১
নানা পুষ্প সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান।
এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্ ॥১৩০২
লোহজঙ্ঘবন নাম হয়ত ইহার।
এ সর্ব্ব পাতক হৈতে করএ উদ্ধার ॥১৩০৩

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩।৪১।
লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্।
নবমন্তু বনং দেবি মহাপাতকনাশনম্ ॥ (১৬০)

দেখ এ প্রদেশে নানা স্থান মনোহর।
সর্ব্বত্র বিহরে সদা নন্দের কুমার ॥১৩০৪

(১৬০) হে দেবি! লোহজঙ্ঘাসুর-রক্ষিত লোহজঙ্ঘ নামক বন, সর্ব্ব প্রকার পাপনাশক বটে।

এত কহি সর্ব্বত্রই করিল দর্শন
কৃষ্ণ বলরাম নৃসিংহাদি মূর্ত্তিগণ ॥১৩০৫
যমুনা নিকট যাই শ্রীনিবাসে কয় ।
এই ঘাটে কৃষ্ণ নৌকাক্রীড়া আরম্ভয় ॥১৩০৬
সে অতি কৌতুক রাই সখীর সহিতে ।
দুগ্ধাদি লইয়া আইসেন পার হৈতে ॥১৩০৭
দেখি সে অপূর্ব্ব শোভা কৃষ্ণ মুগ্ধ হৈয়া ।
এক ভিতে রহে অতি জীর্ণ নৌকা লৈয়া ॥১৩০৮
শ্রীরাধিকা সখী সহ কহে বারে বারে।
পার কর নাবিক যাইব শীঘ্র পারে ॥১৩০৯

তথাহি পদ্যাবল্যাং নৌক্রীড়ায়াং ২৬৯ শ্লোকঃ।
কুরু পারং যমুনায়া মুহুরিতি গোপীভিরুৎকরাহূতঃ।
তরিতটকপটশয়ালুর্দ্বিগুণালস্যো হরির্জ্জয়তি ॥ (১৬১)

কতক্ষণে কৃষ্ণ চড়াইয়া সে নৌকায় ।
কিছুদূর চলে অতি আনন্দ হিয়ায় ॥১৩১০
উপজিল যে কৌতুক কহিতে না পারি ।
বর্ণিলেন কবিগণ এ রঙ্গ বিস্তারি ॥১৩১১

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ২৭২—২৭৩ শ্লোকঃ।
জীর্ণা তরিঃ সরিদতীব গভীরনীরা
বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।

(১৬১) 'যমুনা পার কর' এই বলিয়া উৰ্দ্ধবাহু গোপীগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আহূত তরণীর একদেশে কপটশয়ান দ্বিগুণ আলস্যযুক্ত হরির জয় হউক।

নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সংপ্রতি কর্ণধারঃ ॥
বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো-
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কূলং কলিন্দদুহিতুর্ন তথাপ্যদূরম্ ॥
পয়ঃ পূরৈঃ পূর্ণা সপদি গতঘূর্ণা চ পবনৈ-
র্গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিরেষা প্রবিশতি।
অহো মে দুর্দৈবং পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ো
হরির্বারং বারং তদপি করতালীং রচয়তি ॥
পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী
বিশ্রাম্যতস্তদপি তে পরিহাসবাণী।
জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা কদাপি
কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ দদামি ॥(১৬২)

(১৬২) তরণী জীর্ণা, নদী অত্যন্ত গভীরজলপূর্ণা এবং আমরাও বালিকা ইত্যাদি কারণে সমস্তই অকল্যাণের আশঙ্কা করিতেছি; কিন্তু হে মাধব! তুমি যে কর্ণধার হইয়াছ, এই একটী মাত্রই আমাদের নিস্তারের উপায়।

হে যদুনন্দন! তোমার বাক্যে গব্যভার এবং হার তৎক্ষণাৎ জলে বিক্ষেপ করিয়াছি, অথচ কুচযুগলের বসনও বিমোচন করিয়াছি। কিন্তু তথাপি কলিন্দ-নন্দিনীর পার আমাদের নিকট হইল না।

জলরাশিতে পূর্ণা ও পবনভরে ঘূর্ণায়মাণা এই তরণীখানা গভীর কালিন্দীজলে প্রবেশোন্মুখিনী হইয়াছে। আহা! আমার কি দুর্দৈব! হরি তথাপি কৌতুকাক্রান্তহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ করতালি দিতেছেন।

জল সেচন করিতে আমার হস্ত কোনরূপেই চলিতেছে না, তথাপি 'বিশ্রাম কর' বলিয়া তুমি পরিহাস বাক্যই প্রয়োগ করিতেছ, হে কৃষ্ণ! যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে আর কখনো তোমার তরণীতে চরণ বিক্ষেপ করিব না।

মহাবনে গিয়া শ্রীপণ্ডিত প্রেমাবেশে।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে মৃদুভাষে ॥১৩১২
দেখ নন্দ যশোদা আলয় মহাবনে।
এথা যে যে রঙ্গ তাহা কে বর্ণিতে জানে ॥১৩১৩
এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল।
পুত্রমুখ দেখি এথা নন্দাদি বিহ্বল ॥১৩১৪
ব্রজগোপ গোপী ধাইয়া আসে এ অঙ্গনে।
পুত্র জন্ম উৎসব হইল এইখানে ॥১৩১৫
বহু দান কৈল নন্দ পুত্র-কল্যাণেতে।
পরম অদ্ভুত সুখ ব্যাপিল জগতে ॥১৩১৬

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৯ শ্লোকঃ।

আবির্ভাবমহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল-
শ্রেণিবিক্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ দ্বে মুদা।
দিব্যালঙ্কৃতিরত্নপর্ব্বততিলপ্রস্থাদিকং চাদরা-
দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎকাননম্ ॥(১৬৩)

স্তবমালাগীতাবল্যাং প্রথমং নন্দোৎসবে।

ভৈরব-রাগঃ।

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লবততিরতিমোদা ॥ ধ্রু ॥

(১৬৩) মুরহরের জন্মমহোৎসবে যে বৃহদ্বনে ব্রজপতি স্বর্ণ ও প্রচুর মুক্তাফলের মালায় বিভূষিত দ্বিলক্ষ নূতন গবী, দিব্য অলঙ্কার, রত্নপর্ব্বত ও তিলপ্রস্থাদি আদরে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন, সেই বৃহদ্বনকে বন্দনা করি।

কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারং।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারং॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং।
বিকিরতি কোঽপি সদধিনবনীতং॥
কোঽপি তনোতি মনোরথপূর্ত্তিং।
পশ্যতি কোঽপি সনাতনমূর্ত্তিম্॥ (১৬৪)
পুনস্তত্রৈব

আশাবরী।

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতিগোধনৈরপি পূর্ণং।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণং॥
সূনুরদ্ভুতসুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ং।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিতদায়ং॥ ধ্রু॥
তাবকাত্মজবীক্ষণক্ষণনন্দিমদ্বিধচিত্তং।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তং॥
শ্রীসনাতনচিত্তমানসকেলিনীলমরালে।
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে॥ (১৬৫)

(১৬৪) যশোদা উদার পুত্র প্রসব করেন, অতি আনন্দের সেই দিনে, সেই উৎসবে, কেহ বিবিধ উপহার লইয়া গিয়াছিলেন, কোন কোন ব্যক্তি বহুবার নৃত্য করিয়াছিলেন, কেহ মধুর গীত গাইয়াছিলেন, কেহ বা দধি সহকারে নবনীত বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কেহবা মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ভাব-বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কেহবা সনাতন মূর্ত্তিটীকে দর্শন করিয়াছিলেন।

(১৬৫) হে ব্রজনাথ! ব্রাহ্মণসম্প্রদায় অলঙ্কার এবং গোধনে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, আমরা গায়ক, আমাদিগকেও শীঘ্র সন্তোষ করুন। হে নন্দরাজ! তোমার আশ্চর্য্য সুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে, গোষ্ঠজনদিগকে উৎসবের উপযুক্ত এবং তাহাদের বাঞ্ছিত ধন দান কর। কিন্তু কোন যাচক যাহা লাভ করিতে

ওহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি।
কৈল কৃষ্ণজন্মের লৌকিক যে যে বিধি ॥১৩১৭
এই দেখ নন্দের গোশালা স্থান এথা।
গর্গাচার্য্যে নন্দ জানাইল মনঃ কথা ॥১৩১৮
কংসভয়ে গর্গ রামকৃষ্ণের গোপনে।
কৈল নামকরণ এথাই হর্ষ মনে ॥১৩১৯
পূতনা বধিলা এথা ব্রজেন্দ্রকুমার।
এইখানে অগ্নিক্রিয়া হৈল পূতনার ॥১৩২০
অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রহিয়া শয়নে।
শকট-ভঞ্জন করিলেন এই খানে ॥১৩২১
উত্থান-শয়নে কৃষ্ণ শোভা অতিশয়।
শৈশবে অদ্ভুত লীলা দেখিতে বিস্ময় ॥১৩২২

তথাহি পদাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণশৈশবে ১৩০ শ্লোকঃ।

অতিলোহিতকরচরণং মঞ্জুলগোরোচনালসত্তিলকম্।
হঠপরিবর্ত্তিতশকটং মুররিপুমুত্তানশায়িনং বন্দে ॥ (১৬৬)

এথা কৃষ্ণচন্দ্র চঢ়ি মায়ের ক্রোড়েতে।
স্তন দুগ্ধ পিয়ে মহা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ॥১৩২৩

পারে নাই, তোমার আত্মজদর্শনানন্দপ্রাপ্ত মাদৃশচিত্ত সেই সম্পত্তি ইচ্ছা করে। শ্রীসনাতনের চিত্তরূপ মানস-সরোবরে ক্রীড়াকারী নীলবর্ণ রাজহংস সদৃশ তোমার বালকে আমাদের রতি স্থায়ী হউক।

(১৬৬) অতি লোহিতকরচরণ মনোজ্ঞ গোরোচনার দীপ্যমান তিলক-বিভূষিত এবং যিনি খেলাচ্ছলে শকট পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই উত্থান-শায়ী মুররিপুকে বন্দনা করি।

যশোদা কৃষ্ণের মুখ করি নিরীক্ষণ।
আনন্দে বিহ্বল হৈয়া পিয়ায়েন স্তন ॥১৩২৪

তথাহি পদাবল্যাং তত্রৈব ১৩১ শ্লোকঃ।

অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনস্য পিবতঃ পর্য্যাপ্তমেকং স্তনং
সদ্যঃপ্রস্নুতদুগ্ধদিগ্ধমপরং হস্তেন সংমার্জ্জতঃ।
মাত্রা চাঙ্গুলিলালিতস্য বদনে স্মেরায়মাণে মুহু-
র্বিষ্ণোঃ ক্ষীরকণোরুধামধবলা দন্তদ্যুতিঃ পাতু বঃ॥ (১৬৭)

এথা কৃষ্ণ যশোদা আকর্ষে মহাসুখে।
হামাগুড়ি যান কি মধুর হাসি মুখে ॥১৩২৫

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩২ শ্লোকঃ।

গোষ্ঠেশ্বরীবদনফুৎকৃতিলোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনুসঞ্চরন্তং।
কিঞ্চিন্নবস্মিতসুধামধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি ॥(১৬৮)

এথা কৃষ্ণে গোপীগণ জিজ্ঞাসয়ে যাহা।
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কৃষ্ণ দেখায়েন তাহা ॥১৩২৬

(১৬৭) একটী স্তন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান করিয়া তৎকালীন ক্ষরিত দুগ্ধ-পরিপ্লুত অপর স্তনটীকে হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিতেছিলেন, এমতাবস্থাপন্ন অর্দ্ধোন্মীলিতলোচন ও পুনঃ পুনঃ মাতাকর্ত্তৃক অঙ্গুলিদ্বারা লালিত বিষ্ণুর হাস্যপ্রকাশিতবদনে দুগ্ধকণাসমূহে ধবলবর্ণ যে দশনকান্তি তাহাই তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

(১৬৮) ব্রজেশ্বরীর বদনফুৎকার দ্বারা চঞ্চলনয়ন জানুদ্বয়ের দ্বারা (হামাগুড়ি) ধরণীতে সঞ্চরণশীল অল্প নূতন হাস্যসুধামধুর অধরকান্তিযুক্ত এবং তমালদলসদৃশনীল বালককে আমি ভজনা করি।

তথাহি তত্রৈব ১৩৩ শ্লোকঃ।

কাননং ক নয়নং ক নাসিকা

ক শ্রুতিঃ কচ শিখেতি দেশতঃ।

তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলিদলো

বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ॥ (১৬৯)

এথা কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর হইয়া হাসে।

দেখি মাতা পুত্রে কত কহে মৃদু ভাষে ॥১৩২৭

তত্রৈব ১৩৪ শ্লোকঃ।

ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চানুলেপনম্।

ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলিধূসরিতং বপুঃ ॥ (১৭০)

পরম সুন্দর কৃষ্ণ বসি এই খানে।

দুগ্ধপান লাগি চাহে জননীর পানে ॥১৩২৮

এথা তৃণাবর্ত্ত দুষ্ট কৃষ্ণেরে লইয়া।

উঠিল আকাশে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥১৩২৯

পরম কৌতুকে কৃষ্ণ চাহি বারি পানে।

তৃণাবর্ত্তে বধে এই কংসের আরামে ॥১৩৩০

এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সুখে।

ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণমুখে ॥১৩৩১

(১৬৯) মুখ কোথায়? চক্ষু কোথায়? নাসিকা কোথায়? কাণ কোথায়? এবং শিখা কোথায়? ইত্যাদি আদেশে তত্তৎস্থানে অঙ্গুলিদল বিন্যাস করিয়া প্রভু গোপিকাকুলকে আনন্দিত করিয়াছেন।

(১৭০) ওহে কৃষ্ণ! এক্ষণে তোমার অঙ্গপ্রক্ষালন ও অনুলেপন বিভূষিত করা হইয়াছে, আবার এখনই ধূলি ধূসরিতাঙ্গ হইয়াছ?

এ হেতু ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট নাম সে ইহার।
দেখ যমুনার তীর শোভা চমৎকার ॥১৩৩২
যশোদা আনন্দে বসি গোপীগণ সনে।
দেখএ পুত্রের চারু শোভা এ অঙ্গনে ॥১৩৩৩

তত্রৈব ১৩৫ শ্লোকঃ।

পঞ্চবর্ষমতি লোলমঙ্গণে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরৈঃ রঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনম্ ॥ (১৭১)
শৈশবে তারুণ্য কৃষ্ণ প্রকাশয়ে যথা।
বর্ণে কবিগণ সুখে এ অদ্ভুত কথা ॥

তত্রৈব শৈশবেঽপি তারুণ্যে ১৩৬ শ্লোকঃ।

অধরমধরে কণ্ঠং কণ্ঠে সুচাটু দৃশোদৃ'শা
বলিকমলিকে কৃত্বা গোপীজনেন সসম্ভ্রমং।
শিশুরিতি রুদন্ কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে নিহিতশ্চিরা-
ন্নিভৃত পুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ ॥ (১৭২)

তত্রৈব ১৩৭ শ্লোকঃ।

বনমালিনি পিতুরঙ্কে রচয়তি বাল্যোচিতং চরিতম্।
নব নব গোপবধূটী স্মিতপরিপাটী পরিস্ফুরতি ॥ (১৭৩)

(১৭১) পঞ্চবর্ষকালে প্রাঙ্গণে ধাবমান অতিচঞ্চল অলকাকুল নয়ন এবং কিঙ্কিণী বলয়হার ও নপুরদ্বারা সুশোভিত নন্দনন্দনকে নমস্কার কর।

(১৭২) গোপিকাগণ রোদনশীল শিশু কৃষ্ণকে কোমল বক্ষে ধারণ করিয়া অধরে অধর, কণ্ঠে কণ্ঠ এবং সুন্দর নয়নে নয়ন দিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলেন, সেই আনন্দ রসের বিগ্রহ পরম পুলকিত কৃষ্ণ রক্ষা করুন।

(১৭৩) বনমালী পিতৃ অঙ্কে বাল্যোচিত চরিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে নূতন নূতন গোপবধূগণের হাস্যের পরিপাটী পরিস্ফুরিত হইতেছিল।

পুনঃ—

নীতং নবনবনীতং কিয়দিতি যশোদয়া পৃষ্টঃ।
ইয়দিতি গুরুজনসবিধে বিধৃতধনিষ্ঠাপয়োধরঃ পায়াৎ॥
ক্ব যাসি ননু চৌরিকে প্রমুদিতং স্ফুটং দৃশ্যতে
দ্বিতীয়মিহ মামকং বহসি কঞ্চুকে কন্দুকং।
ত্যজেতি নবগোপিকাকুচযুগং নিমথ্নন্ বলা-
ল্লসৎপুলকমণ্ডলো জয়তি গোকুলে কেশবঃ॥ (১৭৪)

এথা কৃষ্ণ মনে বিচারএ মাতৃভয়।
নবনীত চৌর্য্যেতে নিপুণ অতিশয়॥১৩৩৪

তত্রৈব ১৪১ শ্লোকঃ।

দূরদৃষ্টনবনীতভাজনং জানুচংক্রমণজাতসম্ভ্রমং।
মাতৃভীতিপরিবর্ত্তিতাননং কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে॥(১৭৫)

এথা কৃষ্ণ স্বপ্নে সম্বোধয়ে দেবতায়।
শুনিয়া সে বাক্য মাতা ব্যাকুল হিয়ায়॥১৩৩৫

তত্রৈব ১৪৭ শ্লোকঃ।

শম্ভো স্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্ভব
ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশ নো দৃশ্যসে।

(১৭৪) ওহে তুমি কিছু নবনবনবনীত নিয়াছ? এই কথা যশোদা জিজ্ঞাসা করিলে 'এই টুকু' এই মাত্র যিনি বলিয়াছিলেন সেই গুরুজনের সমক্ষে ধনিষ্টার পয়োধর-ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করুন। "অয়ি চৌরিকে! কঞ্চুকে আমার কন্দুক বহন করিতেছ, এই যে দ্বিতীয়টীও বহন করিতেছ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ত্যাগ কর" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক যিনি পুলকে গোপিকার কুচযুগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কেশব গোকুলে জয়শীল হউন।

(১৭৫) হামাগুড়ি দিয়া গমন জন্য আনন্দযুক্ত এবং মাতৃভয়ে পরিবর্ত্তিতবদন দূরদৃষ্ট-নবনীত-ভাজন আশ্চর্য্য শিশু কেশবকে আমি ভজনা করি।

ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রুত্বা জনন্যা গিরঃ
কিং কিং বালক জল্পসীত্যনুচিতং থূথূকৃতং পাতু বঃ ॥(১৭

এথা নন্দ যশোদা কৃষ্ণেরে নিদাঁইতে।
শ্রীরাম প্রসঙ্গাদি শুনান নানা মতে ॥১৩৩৬

তত্রৈব ১৫১—১৫২।

রামো নাম বভূব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাং পিতু-
র্বাচা পঞ্চবটীবনে নিবসতস্তস্যাহরদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণস্যেতি পুরাতনীং নিজকথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং-
সৌমিত্রে ক্ব ধনুর্ধনুর্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পান্তু বঃ ॥ (১৭৭

পুনঃ ॥

শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি ন শিশো নৈতি মামস্য নিদ্রা
নিদ্রাহেতোঃ শৃণু সুত কথাং কামপূর্ব্বাং কুরুষ।
ব্যক্তস্তম্ভান্নরহরিরভূদ্দানবং দারয়িষ্য-
ন্নিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য ॥(১৭৮)

(১৭৬) শম্ভো! নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ তো? উপবেশন কর, ওহে পদ্মজ! এই বামদিকে বস, ক্রৌঞ্চারে! কুশল তো? ইন্দ্র! সুখে আছ? ধনেশ্বর! আমাকে দেখিতে আসিয়াছ? স্বপ্নগত কৈটভরিপুর ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া, অহে বালক! এ কি কি জল্পনা করিতেছ? এই কথা বলিয়া জননী অনুচিত ভাবে যাঁহাকে থূথু দিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

(১৭৭) রামের পত্নী সীতা, তিনি পিতার বাক্যে পঞ্চবটী বনে অবস্থান কালে ঐ সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল, মাতৃ-উচ্চরিত এই নিজ কথা শুনিয়া 'ওহে সৌমিত্রে! ধনুঃ কোথায়? ধনুঃ ধনুঃ' বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণের এই আগ্রহ বাক্য আপনাদিগকে রক্ষা করুক।

(১৭৮) বাছা! কেন ঘুমাও না? মা! আমার ঘুম পাইতেছে না। বাছা! ঘুম হবে আশ্চর্য্য একটী গল্প শুন, আর ঘুমাও। 'দানবকে বিদারণ করিবার জন্য স্তম্ভ হইতে নরসিংহ প্রকাশ পাইয়াছিলেন,' এই কথা শুনিয়া দেবকীনন্দনের ঈষৎ হাস্যের উদয় হইয়াছিল।

এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বান্ধিলা।
বন্ধন স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা ॥১৩৩৭
এই যমলার্জ্জুন ভঞ্জন তীর্থস্থল।
অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা সুনির্ম্মল জল ॥১৩৩৮
মিলএ অনন্ত ফল স্নানোপবাসেতে।
ইন্দ্রলোকে পূজ্য মহাবন গমনেতে ॥১৩৩৯
দেখ গোপীশ্বর মহাপাতক নাশয়।
কৃষ্ণপ্রিয় মহাবন কৃষ্ণ লীলাময় ॥১৩৪০
সপ্তসামুদ্রিক কূপ দেখ এই খানে।
পিণ্ডপ্রদানাদি ফল ব্যক্ত সে পুরাণে ॥১৩৪১

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩।৪০।
মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ং।
তস্মিন্ গত্বাতু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥
যমলার্জ্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে।১৫৭।১। (১৭৯)
পর্য্যস্তং যত্র শকটং ভিন্নভাণ্ডকটীঘটম্।
তত্র স্নানোপবাসেন অনন্তফলমাপ্নুয়াৎ ॥
তত্র গোপীশ্বরো নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥ (১৮০)

(১৭৯) অষ্টম মহাবন সর্ব্বদাই আমার প্রিয়, মনুষ্য সেখানে গমন করিলে ইন্দ্রলোকে গমন করে, সেই স্থানেই যমলার্জ্জুনতীর্থ (কুণ্ড) বর্ত্তমান আছে।

(১৮০) যে স্থানে শকট ভঞ্জন হইয়াছিল, আর ভাণ্ডকটীঘট ভগ্ন হইয়াছিল, সেই স্থানে স্নান উপবাস করিলে অনন্ত ফল পাওয়া যায়। তথায় গোপীশ্বর নামে শিব আছেন, এই বনটী মহাপাতকনাশক বটে।

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণচৈতন্য এথায়।
জন্মোৎসব স্থান দেখি উল্লাস হিয়ায় ॥১৩৪২
ভাবাবেশে প্রভু নৃত্য গীতে মগ্ন হৈলা।
কৃপা করি সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ কৈলা ॥১৩৪৩
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখিয়া প্রভুরে।
হইয়া অধৈর্য্য হরি হরি ধ্বনি করে ॥১৩৪৪
সভার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার।
সভে কহে ন্যাসী নহে কৃষ্ণ এ নির্দ্ধার ॥১৩৪৫
প্রভু প্রেমে লোক সব উন্মত্ত হইয়া।
ঐছে কত কহে ভূমে পড়ে লোটাইয়া ॥১৩৪৬
শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তি বুঝে শক্তি কার।
মহাবনে হৈল মহা আনন্দ পাথার ॥১৩৪৭
মদনগোপালে দেখি অধৈর্য্য হইলা।
কে বর্ণিব প্রভুর এ অলৌকিক লীলা ॥১৩৪৮
অহে শ্রীনিবাস স্থান করহ দর্শন।
এই খানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন ॥১৩৪৯
মহাবনবাসী যত লোক ভাগ্যবান্।
সনাতনে দেখিলেই সভে পায় প্রাণ ॥১৩৫০
সনাতন মদনগোপাল দরশনে।
মহা সুখ পাইয়া রহএ মহাবনে ॥১৩৫১
রমণকবালু এই যমুনার তীরে।
এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে ॥১৩৫২

একদিন মহাবনবাসী শিশু সনে।
গোপশিশু রূপে আইলা এ দিব্য পুলিনে ॥১৩৫৩
নানা খেলা খেলএ তা দেখি সনাতন।
মনে বিচারএ এ সামান্য শিশু নন ॥১৩৫৪
খেলা সাঙ্গ করি শিশু গমন করিতে।
সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে ॥১৩৫৫
মন্দিরে প্রবেশে শিশু তথা সনাতন।
শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন ॥১৩৫৬
সনাতন মদনগোপালে প্রণমিয়া।
আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া ॥১৩৫৭
গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনগোপাল।
ব্যাপিল জগতে যার চরিত্র রসাল ॥১৩৫৮
দেখ এই কূপে গোপকূপ সবে কয়।
শ্রীগোকুল মহাবন দুই এক হয় ॥১৩৫৯
এই শ্রীগোকুল মহাবন শোভা অতি।
ক্রমে উপনন্দাদিক গোপের বসতি ॥১৩৬০
গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যলীলা অতিশয়।
যাতে উল্লসিত গোপ গোপীর হৃদয় ॥১৩৬১
অহে শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন।
দেখ এ বৃক্ষের শোভা না হয় বর্ণন ॥১৩৬২
গোকুলনিবাসী লোক এথা স্নিগ্ধ হয়।
গৌরাঙ্গ গোকুলে আসি এথাই বৈসয় ॥১৩৬৩

যে রূপে হইল এথা প্রভুর গমন।
তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেক কোন জন ॥১৩৬৪
প্রয়াগ হইতে ক্রমে আসি অগ্রবনে।
আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে ॥১৩৬৫
তাঁর ভার্য্যা রেণুকা রেণুকা নামে গ্রাম।
যথা জন্ম লভিলেন শ্রীপরশুরাম ॥১৩৬৬
রেণুকা হইতে শীঘ্র রাজগ্রাম দিয়া।
এই বৃক্ষতলে রহে গোকুলে আসিয়া ॥১৩৬৭

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে দ্বিতীয়সর্গে॥

ততঃ প্রয়াগমাসাদ্য দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং প্রভুং।
প্রেমানন্দসুধাপূর্ণো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ॥
শ্রীলাক্ষয়বটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেণীস্নানমাচরন্।
যমুনায়াঞ্চ সংমজ্য মত্তবারেন্দ্রলীলয়া॥
হুঙ্কারগম্ভীরারাবৈঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্বৃতঃ।
ব্রজন্ ক্রমাত্তামুত্তীর্য্য বনং চাগ্রং দদর্শ হ॥
তত্রৈব রেণুকানামা গ্রামো যত্র যুধাং পতিঃ।
জমদগ্নির্মহাত্মা চ পুণ্যক্ষেত্রেহপ্যবাতরৎ॥
তত্রৈব যমুনাং দৃষ্ট্বা বৃন্দারণ্যোন্মুখীং সদা।
রাজগ্রামং ততো গত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য বিহ্বল॥ (১৮১)

(১৮১) তৎপর প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া বিভু মাধবকে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দ সুধারসে পূর্ণ গৌরহরি অনুগতজনের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং অক্ষয়বট দর্শনপূর্ব্বক ত্রিবেণীতে স্নানের পর যমুনায় মগ্ন হইয়া মত্ত-গজেন্দ্রলীলায় হুঙ্কারগভীরশব্দে প্রেমাশ্রু ও পুলকে আবৃতভাবে গমন

এথা মহামত্ত হৈয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
বহুলোক সঙ্গে গেলা কৃষ্ণ জন্মস্থানে ॥১৩৬৮
অহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি।
কৈল কৃষ্ণ জন্মের লৌকিক যে যে বিধি ॥১৩৬৯
এথা যত প্রাচীন গোপিকা মহাসুখে।
কৃষ্ণের মঙ্গল গীত গায়েন কৌতুকে ॥১৩৭০
এই খানে বৈসে নন্দাদিক গোপগণ।
পরস্পর নানা পরামর্শে বিচক্ষণ ॥১৩৭১
এথা মধ্যে মধ্যে নানা উৎপাত দেখিয়া।
সভে স্থির কৈল বৃন্দাবনে রহি গিয়া ॥১৩৭২
গোকুল রাবল আদি হৈতে গোপগণ।
দেখ এই পথে সভে গেলা বৃন্দাবন ॥১৩৭৩
পথে মহাকৌতুক ভাণ্ডীরবন পাশে।
আইলা যমুনা পার পরম উল্লাসে ॥১৩৭৪
গোবৎসাদি সভে সঙ্কলয়ে এক ঠাঁই।
তেঞিও সকরৌলী গ্রাম কহএ সভাই ॥১৩৭৫
অহে শ্রীনিবাস দেখ এ রাবল গ্রাম।
এথা বৃষভানুর বসতি অনুপাম ॥১৩৭৬

করিয়া তাহা হইতে উঠিয়া অগ্রনামক বন দর্শন করিয়াছিলেন, সেই অগ্রবনেই রেণুকা নামক গ্রাম আছে, যে পুণ্যক্ষেত্রে যোদ্ধৃগণশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জমদগ্নি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তথায় সর্ব্বদা বৃন্দাবনাভিমুখী যমুনা দেখিয়া রাজগ্রামে গমন করিয়া গোকুল দর্শনে বিহ্বল হয়েন।

শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এই খানে।
যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥১৩৭৭
তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯০ শ্লোকঃ।
গান্ধর্ব্বায়াজনি মণিরভূৎ যত্র সংকীর্ত্তিতায়া।
সানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্ত্তিদাগর্ত্তখন্যাং ॥ (১৮২)
গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেঽত্র মুখ্যো
রাবলাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপূরো মমাস্তাং ॥ (১৮৩)

গীতে যথা।

আজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে।
জন্মিলা রাধিকা দেবী কৃত্তিকা উদরে ॥
দিশা দশ করে আলো রূপের ছটায়।
যে দেখে বারেক তার তাপ দূরে যায় ॥
সুকোমল তনু যিনি কনক লবণী।
আহা মরি কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী ॥
জননী জনক ধৃতি ধরিতে না পারে।
কত সাধে চাঁদমুখ দেখে বারে বারে ॥
জয় জয় কলরবে ভরিল ভুবন।
গায়এ মঙ্গল গীত গোপনারীগণ ॥
বাজএ বিবিধ বাদ্য পরম রসাল।
নাচএ সকল লোক বলে ভাল ভাল ॥

(১৮২) কীর্ত্তিদার গর্ত্তরূপখনিতে গন্ধর্ব্বরাজকন্যা রাধিকামণি উৎপন্ন হইল।

(১৮৩) দেব মুনি মানব এবং অপর গোপ গোপীগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া সুগন্ধী দ্রব্য হরিদ্রা দধি দুগ্ধাদি দ্বারা বৃষভানুর যে রাবল নামক পুরীতে উৎসব করিয়াছিলেন, সেটী আমার প্রীতিপূর হউক।

দধি দুধ হলদি অঙ্গনে ছড়াইয়া।
হাসএ হাসয় কত ভঙ্গি প্রকাশিয়া॥
বিপ্র বন্দিগণে দান করে নানা ভাতি।
দেখি ঘনশ্যাম ওনা রঙ্গসুখে মাতি॥

পুনঃ।

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া।
নব বাস ভূষাপরি,
ধায়ত গোপনারী,
রহিতে নারএ ধৃতি ধরিয়া॥ ধ্রু॥
কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে,
গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া।
বৃষভানু নৃপমণি, আপনা মানএ ধনি,
বালিকাবদন-বিধু হেরিয়া॥
সুভানু সুচন্দ্র ভানু, ধরিতে নারএ তনু,
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া।
বাজে বাদ্য নানা ভাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মেহ, হরিদ্রা সলিল কেহ,
চলে কারু সাথে ছল করিয়া।
মুখরায় সাধ কত, করএ মঙ্গল কত,
কৌতুক দেখএ নরহরিয়া॥

মাতা পিতা প্রকট সময়ে শোভা দেখি।
আনন্দে অধৈর্য্য ফিরাইতে নারে আঁখি॥১৩৭৮

কন্যার মঙ্গল হেতু করে নানা দান।
কে পারে বর্ণিতে তা দেখএ ভাগ্যবান্ ॥১৩৭৯
এথা শ্রীরাধিকা বহু বালিকা সহিত।
করএ ভ্রমণ দেখি মাতা উল্লসিত ॥১৩৮০
গণসহ বৃষভানু বৈসে এই ঠাঁই।
রাবলে যে রঙ্গ তা কহিতে অন্ত নাই ॥ ১৩৮১
অহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রগণ সনে।
গোকুল হইতে আসি রহে এই খানে ॥১৩৮২
দেখিয়া রাবল গ্রাম যৈছে ভাবাবেশ।
আনের কা কথা তা বর্ণিতে নারে শেষ ॥১৩৮৩
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করে হরি ধ্বনি।
সভে কহে দেখ ভাই ন্যাসী শিরোমণি ॥১৩৮৪
প্রভু মুখচন্দ্র-সুধা-পানে মত্ত অতি।
উল্লসিত হৈয়া কেহো কহে কারু প্রতি ॥১৩৮৫
মনে বিচারিনু ইহোঁ কৃষ্ণ সুনিশ্চয়।
এই বেশে ব্রজেতে ভ্রমএ ইচ্ছাময় ॥১৩৮৬
কেহ কহে এই গৌরদেহ দরশনে।
কহিতে না আইসে মুখে যাহা হয় মনে ॥১৩৮৭
ঐছে কত কহি লোক চৈতন্য কৃপায়।
না ধরে ধৈরজ শক্তি নেত্রের ধারায় ॥১৩৮৮
অলৌকিক লীলা প্রভু প্রকাশি এখানে।
মথুরা গেলেন সেই সনৌড়িয়া সনে ॥১৩৮৯

অহে শ্রীনিবাস এই পরম নির্জ্জন।
এথা রাধিকার বাল্য লীলা মনোরম ॥১৩৯০
ঐছে কত কহি রাত্রি রাবলে রহিলা।
কৃষ্ণকথারসে নিশি প্রভাত হইলা ॥১৩৯১
শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তম সনে।
যে প্রেমে নিমগ্ন তা বর্ণিব কোন জনে ॥১৩৯২
এ সব প্রসঙ্গ যত্নে যে করে শ্রবণ।
তারে মিলে রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরণ ॥১৩৯৩
প্রাতঃকালে রাবল হইতে যাত্রা কৈলা।
হইয়া যমুনা পার মথুরা আইলা ॥১৩৯৪
উগ্রসেন বসুদেব কংসের আলয়।
যথা যশোদার কন্যা কংসে আকর্ষয় ॥১৩৯৫
দেবীরে বধিতে কংস উদ্ধত যেখানে।
বসুদেব কারাগারে ছিলেন যে স্থানে ॥১৩৯৬
বাসুদেব মূত্রোৎসর্গ কৈলা যে শিলাতে।
কৃষ্ণে লৈয়া বসুদেব চলিলা যে পথে ॥১৩৯৭
বসুদেব যেখানে যমুনা পার হৈলা।
পুত্রে রাখি গোকুলে যে পথে গৃহে আইলা ॥১৩৯৮
শ্রীনিবাসে সে সকল স্থান দেখাইয়া।
রাঘব পণ্ডিত কত কহে বিবরিয়া ॥১৩৯৯
বিশ্রাম তীর্থেতে স্নান করি হর্ষ মনে।
কৃষ্ণগঙ্গা তীরে আইলা অম্বিকা-কাননে ॥১৪৪০

শ্রীঅম্বিকাদেবী গোকর্ণাখ্য শিবে দেখি।
শ্রীনিবাস নরোত্তম হৈলা মহাসুখী ॥১৪০১
রাঘব পণ্ডিত দোঁহে কহে ধীরে ধীরে।
দেখহ অপূর্ব্ব স্থান কৃষ্ণগঙ্গাতীরে ॥১৪০২
এথা নন্দাদিক গোপ সুসজ্জ হইয়া।
আইলেন দেবযাত্রা দর্শন লাগিয়া ॥১৪০৩
গোকর্ণাখ্য মহাদেব অম্বিকা দোঁহারে।
পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ প্রকারে ॥১৪০৪
এই রম্য স্থানে নন্দ শয়নেতে ছিলা।
অকস্মাৎ মহাকাল সর্পে গ্রস্ত হৈলা ॥১৪০৫
পিতা সর্পে গ্রস্ত দেখি কৃষ্ণ সেই ক্ষণে।
মন্দ মন্দ হাসি সর্পে স্পর্শিলা চরণে ॥১৪০৬
প্রভুপাদপদ্ম স্পর্শে উল্লাস অন্তর।
সর্প দেহ গেল হৈলা দিব্য কলেবর ॥১৪০৭
পূর্ব্বে সুদর্শন নামে বিদ্যাধর ছিলা।
বিপ্র শাপে সর্প দেহ প্রভুরে কহিলা ॥১৪০৮
করিয়া প্রভুর চারু চরণ বন্দন।
নিজ স্থানে গমন করিলা সুদর্শন ॥১৪০৯
নন্দাদিক গোপ স্নেহে মহা হর্ষ হৈলা।
সখাসহ রামকৃষ্ণ লৈয়া গৃহে আইলা ॥১৪১০
দেখ শ্রীঅক্রূরতীর্থ তীর্থশ্রেষ্ঠ হয়।
সর্ব্বত্র বিদিত কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয় ॥১৪১১

কহিব কি ফল স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে।
মুক্ত হয় সংসারে বিশেষ কার্ত্তিকীতে ॥১৪১২
সর্ব্বতীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয়।
অক্রূর তীর্থের স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয় ॥১৪১৩
সূর্য্যগ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে।
রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে ॥১৪১৪

তথাহি সৌরপুরাণে

অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ ॥
পূর্ণিমায়ান্তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ।
স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষতঃ ॥ (১৮৪)

আদিবারাহে চ ১৫৫।৪-৫।

তত্র স্নাত্বা মহাভাগে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥
তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
তৎস্নানাৎ ফলমাপ্নোতি প্রয়াগস্নানজং ফলম্ ॥ (১৮৫)

অহে শ্রীনিবাস এই অক্রূর গ্রামেতে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ছিলেন নিভৃতে ॥১৪১৫

(১৮৪) অনন্তর সর্ব্বপাপবিনাশক এবং অতিশয় ফলপ্রদ হরির প্রিয়তর অক্রূর তীর্থ আছে, যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতিথিতে সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করে, সে সংসার হইতে মুক্ত হয়; কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে তদপেক্ষাও অধিক ফল হয়।

(১৮৫) গোপনীয় হইতেও গোপনীয় অক্রূর নামক তীর্থরাজে স্নান করিলে প্রয়াগতীর্থ স্নানের ফল হয়, সূর্য্যগ্রহণকালে এই তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় এবং অশ্বমেধ ফল পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনে লোকারণ্য এ হেতু এথায়।
ভিক্ষা করিতেন আসি উল্লাস হিয়ায় ॥১৪১৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন।
তাঁর মনোবৃত্তি বা বুঝিবে কোন জন ॥১৪১৭
দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্য স্থানে।
করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনিগণে ॥১৪১৮
অন্ন লাগি কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা।
গোপশিশুবাক্যে বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা ॥১৪১৯
সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল।
পুনঃ কৃষ্ণ মুনিপত্নী আগে পাঠাইল ॥১৪২০
মুনিপত্নীগণ মহা মনের আনন্দে।
এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে ॥১৪২১
গণ সহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জেন এথায়।
ভোজনে কৌতুক তার অন্ত নাহি হয় ॥১৪২২
হইল সভার অতি আনন্দ হৃদয়।
এ ভোজনস্থল নাম সকলে জানয় ॥১৪২৩

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৬ শ্লোকঃ।

অন্নৈর্যত্র চতুর্ব্বিধৈঃ পৃথুগুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ
কামং রামসমেতমচ্যুতমহো স্নিগ্ধৈর্ব্বয়স্যৈর্বৃতম্।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিজ্ঞসুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যো মুদা
ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলঞ্চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥(১

(১৮৬) যে স্থানে যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণ স্বাধীনভাবে উপস্থিত হইয়া

অহে শ্রীনিবাস দেখ বৃন্দাবন শোভা।
উপমা কি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনোলোভা ॥১৪২৪
বৃন্দানিষেবিত কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন।
সর্ব্বপাপ নাশে এ দুর্ল্লভ রম্য হন ॥১৪২৫

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩।৪-৫।

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে মহাপাতকনাশনম্॥
তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোভির্গোপালকৈঃ সহ।
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেবদানবদুর্ল্লভম্॥১৫৬।৬। (১৮৭)

ব্রহ্মারুদ্রাদিক বৃন্দাবন সেবারত।
মুনিগণ বৃন্দাবন ধিয়ায় সতত ॥১৪২৬
লক্ষ্মী প্রিয়তমা ভক্তিপরায়ণা যৈছে।
গোবিন্দের বৃন্দাবন প্রিয় হয় তৈছে ॥১৪২৭
বিলসএ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যেখানে।
সখা সহ রাম কৃষ্ণ রত গোচারণে ॥১৪২৮
জীবমাত্রে মুক্তি দেন সর্ব্ব তীর্থময়।
সর্ব্বদুঃখ নাশে বৃন্দাবনানন্দালয় ॥১৪২৯

প্রচুর গুণসম্পন্ন সুধাবিনিন্দিত চতুর্ব্বিধ অন্ন প্রিয়বয়স্যবর্গ এবং বলরামের সহিত অচ্যুতকে ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই বন ও বনবিহারীকে ভক্তি-পূর্ব্বক বন্দনা করি।

(১৮৭) হে পৃথিবি! বৃন্দাকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দ্বাদশ সংখ্যক বৃন্দাবন আমারও প্রিয় এবং সর্ব্বপাপনাশক, আমি গো ও গোপগণের সঙ্গে ঐ বনে ক্রীড়া করিব, তাহা দেবদানবদুর্ল্লভ অতীব রমণীয় ও সুবিস্তৃত বটে।

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে

ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতম্।
হরিণাধিষ্ঠিতং তত্র ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥
বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতম্॥
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা যথা ভক্তিপরায়ণা।
গোবিন্দস্য প্রিয়তমং তথা বৃন্দাবনং ভুবি॥
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ স রামো বালকৈর্বৃতঃ॥
অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানি চ॥(১৮৮)

নিরন্তর বৃন্দাবন নবীন কানন।
বৃন্দাবন শোভায় বিমুগ্ধ গোপীগণ॥ ১৪৩০

পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—

বনমানন্দকন্দাখ্যং মহাপাতকনাশনম্।
সমস্তদুঃখসংহর্তৃ জীবমাত্রবিমুক্তিদম্॥(১৮৯)

(১৮৮) অতএব বৃন্দাদেবীর সমাশ্রিত বৃন্দাবন অতি পবিত্র, হরির অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবগণসেবিত, বৃন্দাবন অতি উত্তম বন, বিশাল ও বহুবিস্তৃত, তাহা মুনিগণের আশ্রমপূর্ণ ও বন্য পশুপক্ষিগণ-পরিবৃত। ভক্তিপরায়ণা লক্ষ্মী যেমন গোবিন্দের প্রিয়তমা, পৃথিবী মধ্যে বৃন্দাবনও গোবিন্দের সেইরূপ অতিপ্রিয়। বৃন্দাবনের মধ্যগত মাধব ও রাম বালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৎস আর বৎসতরীগণ লইয়া খেলা করিতেছেন। যে বনে গোবর্দ্ধনগিরি অতি রমণীয়, সেই বনে বিষ্ণুদেবকৃত অনেক তীর্থ আছে।

(১৮৯) মহাপাতকনাশক আনন্দকন্দ নামক বন সমস্ত দুঃখবিনাশক এবং জীবমাত্রের বিমুক্তিদ বটে।

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০।১১।২৮।

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥(১৯০)

তত্রৈব ১০।২১।১০।

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥(১৯১)

অহে শ্রীনিবাস সর্ব্বশাস্ত্রে নিরূপণ।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় ধাম বৃন্দাবন ॥১৪৩১
এথা পশু পক্ষী বৃক্ষ কীট নরাদয়।
যে বৈসএ অন্তে তার প্রাপ্তি কৃষ্ণালয় ॥১৪৩২
কৃষ্ণদেহ রূপ পঞ্চ যোজন এ বন।
সূক্ষ্মরূপে দেবাদি রহএ সর্ব্বক্ষণ ॥১৪৩৩
সর্ব্বদেবময় কৃষ্ণ কভু না ছাড়য়।
আবির্ভাব তিরোভাব যুগে যুগে হয় ॥১৪৩৪

(১৯০) পশুগণের চারণস্থান, গোপগোপী ও গোগণের সেবনীয়, বৃন্দাবন নামক নবকানন পবিত্রগিরি, তৃণ ও লতায় সমাকীর্ণ।

(১৯১) হে সখি! দেখ দেখ, বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগলের সংসর্গে কেমন শোভা পাইতেছে। গোবিন্দের বেণুরব শ্রবণে মত্ত হইয়া ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। উহাদের নৃত্য দেখিয়া বনের অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী নিশ্চেষ্টভাবে দলে দলে পর্ব্বতের সানু সকলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুখময় বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে।

তেজোময় বৃন্দাবন অতি মনোহর।
প্রেমনেত্র বিনা চর্ম্মচক্ষু অগোচর ॥১৪৩৫

পাতালখণ্ডে* নারদং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ৪৪।৮-১৩।
ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।
যত্র† যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষাঃ কীটনরামরাঃ ॥
যে বসন্তি মমাস্থে তে‡ মৃতা যান্তি মমালয়ম্।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে ॥
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্ ॥
কালিন্দীয়ং সুষুম্না যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ ॥
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি§ বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে ॥
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ॥(১৯২)

* মুদ্রিত পুস্তকে "গৌতমীয়" পাঠ আছে, তাহা প্রামাদিক।

† 'অত্র'—পাঠান্তর। ‡ 'মমাধিষ্ঠে'—পাঠান্তর।

§ 'সর্ব্বতো ব্যাপকশ্চাহং ন ত্যক্ষ্যামি বনং ক্বচিৎ।'—পাঠান্তর।

(১৯২) এই বৃন্দাবন নামক রমণীয় বন আমারই ধাম, এইস্থানে পশু পক্ষী বৃক্ষ কীট নর ও অমর যে কেহ বাস করে, তাঁহারা মরিলে মদীয় ভবনে গমন করে। এই বৃন্দাবনে আমার সেবাপরায়ণা যে সমুদয় গোপকন্যা বাস করে, তাঁহারা যোগিনী। পঞ্চ যোজন বিস্তৃত এই বন আমার দেহস্বরূপ এবং পবিত্র অমৃতবাহিনী এই যমুনা নদীই সুষুম্না। এখানে দেবতা এবং ভূত সমুদয় সূক্ষ্মরূপে বাস করে এবং সর্ব্বদেবময় আমি কখনও এই বন ত্যাগ করি না। এইস্থানে যুগে যুগে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। এই তেজোময় রমণীয় বন চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর।

অহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মহিমা।
যে সে রূপে কহে কেহ নাহি পায় সীমা ॥১৪৩৬
বৃন্দাবন ষোল ক্রোশ লোকে এ প্রচার।
শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ পঞ্চ যোজন বিস্তার ॥১৪৩৭
লোকে যে কহএ তাহা অন্যথা না হয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সর্ব্ব সমাধয় ॥১৪৩৮
বৃন্দাবনে গোবিন্দে যে দেখে ভাগ্যবান্।
সে না যায় যমপুর সর্ব্বত্র প্রমাণ ॥১৪৩৯

তথাহি আদিবারাহে ১৫৩।৪৬।
বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিং ॥(১৯৩)

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেবের আলয়।
সেবকে বেষ্টিত সদা শোভা অতিশয় ॥১৪৪০
অহে শ্রীনিবাস তাহা কি আর কহিতে।
যে বারেক দেখে সে কৃতার্থ পৃথিবীতে ॥১৪৪১

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদোক্তৌ—
তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনম্।
তৎসেবকসমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া ॥
ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ।
তত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দলালসাঃ ॥

(১৯৩) বসুন্ধরে! যাঁহারা বৃন্দাবনে গোবিন্দ দর্শন করেন, তাঁহারা যমপুরে না গিয়া পুণ্যাত্মাদিগের সহিত একত্র বাস করেন।

বৃন্দাবনে মহাসদ্ম যৈর্দৃষ্টং পুরুষোত্তমৈঃ।
গোবিন্দস্য মহীপাল তে কৃতার্থা মহীতলে ॥(১৯৪)
শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রতনয়।
বিগ্রহের ন্যায় লীলা করে ইচ্ছাময় ॥১৪৪২
প্রাপঞ্চিক লোক দেখে প্রতিমা আকার।
স্বজন দেখএ শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎকার ॥১৪৪৩
মৌন মুদ্রা আদি অঙ্গীকার করি অঙ্গে।
পরিকরে দেন সুখ রসের তরঙ্গে ॥১৪৪৪
বৃন্দাবনে অষ্টদল পদ্ম কর্ণিকায়।
প্রিয়া সহ বিলসে কি অদ্ভুত শোভায় ॥১৪৪৫

তথাহি অথর্ব্ববেদে—

গোকুলাখ্যে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মে ষোড়শদলমধ্যে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরোবেণুর্বেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজত ইতি।

দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধা চ ইত্যাদি ॥(১৯৫)

(১৯৪) সেই বৃন্দাবনে গোবিন্দ-সেবকগণ-পরিবৃত গোবিন্দ-নিকেতনে আমি অবস্থান করি। হে রাজন্! তাহাতে গোবিন্দ-লালসাযুক্ত বৃন্দাদি ভৃত্যগণ বাস করে, এই স্থানটী ভূমিতে গোবিন্দের বৈকুণ্ঠ স্থান। মহারাজ! যে সমুদয় পুরুষোত্তমেরা বৃন্দাবনে গোবিন্দের লীলা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীতে ধন্য।

(১৯৫) গোকুল, মথুরা ও বৃন্দাবনে সহস্রদলপদ্মে ষোড়শদল মধ্যে অষ্টদল কেশরে গোবিন্দ শ্যামবর্ণ পীতাম্বর দ্বিভুজ শিরে ময়ূরপুচ্ছধারী বেণু ও

তথাহি সম্মোহনতন্ত্রে—

গোবিন্দসহিতাং ভূরিহাবভাবপরায়ণাম্।
যোগপীঠেশ্বরীং রাধাং প্রণমামি নিরন্তরম্॥(১৯৬)

বৃন্দাবনে যোগপীঠ পরম আশ্চর্য্য।
যোগপীঠে গোবিন্দের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য॥১৪৪৬

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৩৮।৮২-৯০।

পার্ব্বত্যুবাচ।

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যামৃতমদ্ভুতম্*।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দয়ানিধে॥

ঈশ্বর উবাচ।

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুমঞ্জীরশোভিতে।
যোজনোচ্ছ্রিতবৃক্ষৈঃ শাখাপল্লবমণ্ডিতে॥...
মহৎ পদং মহদ্ধাম মহানন্দরসাশ্রয়ে।
প্রবালকুসুমৈর্গন্ধৈর্গত্তালিবৃন্দসেবিতৈঃ॥
তত্রাধস্তাৎ সিদ্ধপীঠে গোবিন্দস্থলমব্যয়ম্।
সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতিমৃগ্যং নিরন্তরম্॥
তত্র শুদ্ধে হেমপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতে।
তন্মধ্যে মঞ্জুভবনে যোগপীঠং সমুজ্জ্বলম্॥
তত্রাষ্টকোণনির্ম্মাণং নানাদীপ্তিমনোহরম্।
তস্যোপরি চ মাণিক্যরত্নসিংহাসনোজ্জ্বলম্॥

বেত্রহস্ত নিগুর্ণ এবং সগুণ সাকার ও নিরাকার নিশ্চেষ্ট ও সচেষ্টরূপে বিরাজিত। তাঁহার দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলী ও রাধা।

(১৯৬) গোবিন্দের সহিত বিবিধ ভাবভঙ্গী পরায়ণা যোগপীঠেশ্বরী রাধাকে নিরন্তর প্রণাম করি।

* 'বিগ্রহ'—পাঠান্তর।

তস্মিন্নষ্টদলং পদ্মং কর্ণিকায়াং সুখাশ্রয়ম্।
গোবিন্দস্য প্রিয়স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ॥
শ্রীমদ্‌গোবিন্দমত্রস্থং বৈষ্ণববৃন্দসেবিতম্*।
দিব্যং ব্রজবয়োরূপং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥
ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বর্য্যং ব্রজরামৈকবল্লভম্।
যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোরং বয়সাদ্ভুতবিগ্রহম্ ॥ (১৯৭)
বৃন্দাবনপতি শ্রীগোবিন্দ প্রেমালয়।
রাধাসহ সদ্য সিংহাসনে বিলসয় ॥১৪৪৭
যোগপীঠাষ্টকোণ প্রকৃতি সুবেষ্টিত।
সিংহাসন রত্নমণ্ডপাদি অতুলিত ॥১৪৪৮

তথাহি বারাহীতন্ত্রে ৫মপটলে শ্রীবরাহ উবাচ।
কর্ণিকা তন্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্ ॥

তথাহি পাতালখণ্ডে ৩৮।৪২-৪৪।
কর্ণিকায়াং মহালীলা তল্লীলারসগহ্বরৌ ॥

* বল্লবীবৃন্দসেবিতম্—পাঠান্তর।

(১৯৭) পার্ব্বতী বলিলেন, হে কৃপানিধে! গোবিন্দের কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত সুন্দররূপ, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, কৃপাপূর্ব্বক বলুন। তদুত্তরে মহাদেব বলিলেন, পার্ব্বতি! যোজনোচ্চ বৃক্ষ সকলের শাখা পল্লববিভূষিত মনোজ্ঞ মন্দার শোভিত পরমানন্দ রসের আশ্রয় রমণীয় বৃন্দাবন মধ্যে মত্ত ভ্রমরনিকরসেবিত প্রবাল কুসুমও তদগন্ধব্যাপ্ত মহদ্ধাম মহাপদ্ম আছে। তাহার অধস্থানে সিদ্ধপীঠে নিরন্তরশ্রুতিমৃগ্য সপ্তআবরণযুক্ত অব্যয় গোবিন্দ স্থল বটে। তাহাতে মণিগণবিভূষিত শুদ্ধ হেমপীঠে মঞ্জুনির্ম্মাণ অতি উজ্জ্বল যোগপীঠ, তদুপরি নানা দীপ্তিমনোহর অষ্টকোণ বটে, তাহার

যত্র কৃষ্ণো নিত্যবৃন্দাকাননস্য পতির্ভবেৎ।
কৃষ্ণো গোবিন্দতাং প্রাপ্তঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ।
দলং তৃতীয়কং রম্যং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং ॥ (১৯৮)

তত্রৈব ৩৮।৮৬-৮৭।

গোবিন্দস্য প্রিয়স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে।
গোবিন্দং তত্র সংস্থঞ্চ বল্লবীবৃন্দবল্লভম্ ॥
দিব্যব্রজবয়োরূপং বল্লবীপ্রীতিবর্দ্ধনম্।
ব্রজেন্দ্রং নিয়তৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভম্ ॥ (১৯৯)

তত্রৈব পার্ব্বত্যুবাচ ৩৮।১১০।

পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং পরাৎপরম্।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈককারণম্ ॥ (২০০)

উপর মাণিক্য-খচিত সমুজ্জ্বল স্বর্ণসিংহাসনে অষ্টদল পদ্ম মধ্যে গোবিন্দের প্রিয়স্থান, ইহার মহিমা কি বলিব। যৌবনোদ্ভিন্ন বয়স দ্বারা অপূর্ব্ব বিগ্রহ-ধারী ব্রজবধূগণের একমাত্র বন্ধু সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ দিব্য বয়োরূপ পূর্ণ বৃন্দাবন-পতি গোপিকাগণসেবিত এখানকার শ্রীগোবিন্দের বিষয় অধিক কি বলিব।

(১৯৮) কর্ণিকাটীই শ্রেষ্ঠ ধাম ক্ষয়োদয়রহিত গোবিন্দের স্থান, তাহার উপর স্বর্ণপীঠে মণিগণভূষিত (অপূর্ব্ব) কর্ণিকাতে মহালীলা, সেই লীলা সেই গিরিতে রসাশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, যে স্থানে কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনের পতি গোবিন্দত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এপক্ষে অধিক আর বলিবার কিছু নাই। রমণীয় তৃতীয় দলটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম অপেক্ষাও উত্তম জানিবে।

(১৯৯) গোবিন্দ-প্রিয় স্থানের মহিমা কি বলিব? তাহাতে সুন্দররূপে অবস্থিত গোপিকাগণবল্লভ দিব্য বয়োরূপ এবং প্রিয়াগণপ্রীতিবর্দ্ধন সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সেবিত ব্রজেন্দ্র বিষয়ের কি বর্ণনা করিব?

(২০০) পার্ব্বতী কহিলেন, বৃন্দাবনেশ্বর নির্গুণেরও একমাত্র কারণ, পরাৎপর পরম কারণ গোবিন্দ কৃষ্ণের বিষয় শ্রবণ করিতে প্রার্থনা করিতেছি।

তত্রৈব ৩৯।২-১০।

রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতম্।
পূর্ব্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষাম্বরস্রজম্॥
ত্রিভঙ্গমঞ্জুসুস্নিগ্ধং গোপীলোচনতারকম্।
তত্রৈব যোগপীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে॥
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যংশো মূলপ্রকৃতিরাধিকা॥
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্যামলা বায়ুকোণকে।
উত্তরে শ্রীমধুমতী ধন্যৈশান্যাং হরিপ্রিয়া॥
বিশাখা চ তথা পূর্ব্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃ পরম্।
পদ্মা চ দক্ষিণে ভদ্রা নৈঋর্তে ক্রমশঃ স্থিতাঃ॥
যোগপীঠস্য কোণাগ্রে চারুচন্দ্রাবতীপ্রিয়া।
প্রকৃত্যষ্টৌ তদন্যাশ্চ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ॥
প্রধানা প্রকৃতিশ্চাদ্যা রাধিকা সর্ব্বসাধিকা।
চিত্রবেশা চ বৃন্দা চ চন্দ্রা মদনসুন্দরী॥
সুপ্রিয়া চ মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া।
সম্মুখাদিক্রমে দিক্ষু বিদিক্ষু চ তথাস্থিতা॥
ষোড়শী প্রকৃতিশ্রেষ্ঠা প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তদ্বত্তু ললিতা প্রিয়া॥ (২০১)

(২০১) মহাদেব বলিলেন, স্বয়ং সিংহাসনে রাধার সহিত অবস্থিত দিব্য-ভূষায় ভূষিত অতিসুন্দর পূর্ব্বোক্ত রূপলাবণ্যযুক্ত ত্রিভঙ্গ মনোহর গোপিকা নয়নের সুস্নিগ্ধতারক কৃষ্ণের বিষয় শ্রবণ কর। সেই স্বর্ণ সিংহাসন পরিবেষ্টিত যোগপীঠে প্রত্যঙ্গ রসভাবের ঈশ্বরী প্রধানা কৃষ্ণপ্রিয়া ললিতা প্রভৃতি প্রকৃত্যংশ এবং রাধিকাই মূলপ্রকৃতি। কৃষ্ণের সম্মুখে ললিতা দেবী, বায়ুকোণে শ্যামলা, উত্তরে মধুমতী, ঈশানে হরিপ্রিয়, ধন্যা, পূর্ব্বে বিশাখা,

গৌতমীয়তন্ত্রে—

রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম্।
কল্পপাদপমধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগতম্॥ (২০২)

গোবিন্দের মাধুর্য্যেতে জগত মাতায়।
যে দেখে বারেক তারে কিছুই না ভায়॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ২য় লহর্য্যাং ১১১।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠা স্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥(২০৩)

গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সুন্দর।
মৌন মুদ্রাযুক্ত দ্বিভুজাতিমনোহর॥১৪৪৯

অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা, নৈঋর্তে ভদ্রা, ইহারা ক্রমে অবস্থান করিতেছেন। যোগপীঠের কোণাগ্রে প্রিয়া চারুচন্দ্রাবতী ও অপর কৃষ্ণবল্লভা প্রধানা অষ্টপ্রকৃতি,তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা সর্ব্বসাধিকা রাধিকা। চিত্রবেশা, বৃন্দা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, সুপ্রিয়া, মধুমতী, শশিরেখা ও হরিপ্রিয়া ইহারা সম্মুখাদি ক্রমে দিক্‌বিদিকে অবস্থান করেন। ষোড়শী প্রকৃতিশ্রেষ্ঠা বৃন্দাবনেশ্বরী প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা রাধা, ললিতাও সেইরূপ প্রিয় বটে।

২০২) রত্নগিরিসংলগ্ন রত্ননির্ম্মিত আসনভূষণাদিযুক্ত কল্পপাদপমধ্যগত ও কাঞ্চনমণ্ডপিকাগত গোবিন্দকে দর্শন করিলে জীবন সার্থক হয়।

(২০৩) হে সখে! যদি বন্ধুর সঙ্গে রঙ্গ করিতে চাও, তবে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গমাযুক্ত সুপরিষ্কার বিশুদ্ধ বিস্তৃতনয়ন বংশীন্যস্ত বিধায় আরক্ত-অধর ন্তি-সমুজ্জ্বল গোবিন্দ সংজ্ঞক হরিমূর্ত্তি কেশিতীর্থ সন্নিধানে অবলোকন করিতে কি চাও না?

তথাহি গোপালতাপন্যাং পূর্ব্ববিভাগে ১৩ শ্লোঃ।

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রয়ম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥
কালিন্দীজলকল্লোল-সঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥ (২০৪)

তত্রৈব ৩৫ শ্লোকে—

তমেকমাদিগোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীমধুর বৃন্দাবনে।
কেবা না প্রণত এই তিনের চরণে॥১৪৫০
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
সভার সর্ব্বস্ব এই তিনের চরণ॥১৪৫১
মদনমোহন কহি মদন গোপালে।
এ নাম বিখ্যাত ইহা জানএ সকলে॥১৪৫২

গোপালতাপন্যাং পূর্ব্ববিভাগে ৩৭,৪৩ শ্লোকঃ।

গোপলায় গোবর্দ্ধনায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমোনম

অহে শ্রীনিবাস এ কহিতে নাই পার।
উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে হয় এ সব প্রচার॥১৪৫৩

(২০৪) সুন্দর পদ্মদলসদৃশ নয়ন মেঘকান্তি বিদ্যুদাভ-বসন (
দ্বিভুজ-মৌন মুদ্রাযুক্ত বনমালাধারী ঈশ্বর গোপ, গোপী, গবাবীত ও কল্পত
লতাশ্রয় দিব্যভূষণভূষিত রত্নপদ্মের মধ্যগত কালিন্দী জলের কল্লোল সহ
পবন-সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হয়।

তথাহি উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কোঽসৌ গোবিন্দদেবোঽস্তি যত্ত্বয়া সূচিতঃ পুরা।
কীদৃশং তস্য মাহাত্ম্যং কিং স্বরূপঞ্চ শঙ্কর॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গোপাল এব গোবিন্দঃ প্রকটাপ্রকটঃ সদা।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে স এব সততং স্থিতঃ॥
অসৌ যুগচতুষ্কেঽপি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনাধিপঃ।
পূজিতো নন্দগোপাদ্যৈঃ কৃষ্ণেনাপি সুপূজিতঃ॥
চীরহর্ত্তা ব্রজস্ত্রীণাং ব্রতপূর্ত্তিবিধায়কঃ।
চিদানন্দঃ শিলাকারো ব্যাপকো ব্রজমণ্ডলে॥
কিশোরতামতিক্রম্য বর্দ্ধমানো দিনে দিনে।
তাম্বূলপূজিতমুখো রাধিকাপ্রাণদৈবতঃ॥
রত্নবদ্ধচতুঃকূলং হংসপদ্মাদিসংকুলম্।
ব্রহ্মকুণ্ডং নাম কুণ্ডং তস্য দক্ষিণতো দিশি॥

(২০৫) পার্ব্বতী বলিলেন,—হে শঙ্কর। আপনি ইতঃপূর্ব্বে যাঁহার তত্ত্ব সূচনা করিলেন, সেই গোবিন্দ দেব কে? তাঁহার মাহাত্ম্য এবং স্বরূপই বা কি? তাহা বলুন। তদুত্তরে মহাদেব বলিলেন,—গোপালই গোবিন্দ, ইনিই প্রকট ও অপ্রকট ভাবে বৃন্দাবনে যোগপীঠে সতত অবস্থান করেন এবং চারি যুগেই বৃন্দাবনের অধিপতি, নন্দ গোপাদি তাঁহার পূজা করিতেন, কৃষ্ণও তাঁহার পূজা করিতেন। ইনিই ব্রজগোপিকাগণের ব্রত পূরণ ও বস্ত্রহরণ করেন। চিদানন্দ শিলাকারে ব্রজমণ্ডলব্যাপী, কৈশোরাবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি বর্দ্ধমান। তাঁহার মুখ তাম্বুল রঞ্জিত এবং তিনি রাধিকার প্রাণসদৃশ। রত্নে চারি ধার বাঁধা। হংস ও পদ্মাদি দ্বারা ব্যাপ্ত ব্রহ্মকুণ্ড নামক কুণ্ড, তাহার দক্ষিণদিকে মন্দার তরু-পরিবেষ্টিত রত্নমণ্ডল সম্যক্ শোভা

রত্নমণ্ডপমাভাতি মন্দারতরুভির্ব্বৃতম্ ।
তন্মধ্যে যোগপীঠাখ্যং সাম্রাজ্যপদমুত্তমম্ ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রাজ্যসাম্রাজ্যরসরঞ্জিতঃ ।
ইহৈব নির্জ্জিতঃ কৃষ্ণো রাধয়া প্রৌঢ়হাসয়া ॥
তস্যাঙ্গশ্রীঃ সদা বৃন্দা ধীরা চাখিলসাধনা ।
যোগপীঠস্য পূর্ব্বত্র নাম্না লীলাবতী স্থিতা ॥
দক্ষিণস্যাং স্থিতা শ্যামা কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী ।
পশ্চিমে সংস্থিতা দেবী ভগিনী নাম সর্ব্বদা ॥
উত্তরত্র স্থিতা নিত্যং সিদ্ধেশী নাম দেবতা ।
পঞ্চবক্ত্রঃ স্থিতঃ পূর্ব্বে দশবক্ত্রশ্চ দক্ষিণে ॥
পশ্চিমে চ চতুর্ব্বক্ত্রঃ সহস্রবক্ত্র উত্তরে ।
সুবর্ণবেত্রহস্তা চ সর্ব্বত্র শাসনে স্থিতা ॥
মদনোন্মাদিনী নাম রাধিকায়াঃ প্রিয়াসখী ।
পাদপে পাদয়ত্যেব গোবিন্দং মানবিহ্বলম্ ॥(২০৬)

রতিপতিমানদাপি সাক্ষাদিহ যুগলাকৃতিধামকামদন্তে ।
হরিমণিনবনীলমাধুরীভিঃ পদি পদি মন্মথসৌধমুচ্ছিনোতি ॥

পায়, তন্মধ্যে যোগপীঠ নামক উত্তম সাম্রাজ্য পদ, বৃন্দাবনেশ্বীর সহকারে সাম্রাজ্য-রস-রঞ্জিত কৃষ্ণ প্রৌঢ়-হাস্যময়ী রাধার নিকট এখানে বিরাজিত হয়েন। তদঙ্গশ্রী অখিলসাধনা বৃন্দা সর্ব্বদাই ধীর ভাবে অবস্থান করেন। যোগপীঠের পূর্ব্বদিকে লীলাবতী, দক্ষিণদিকে কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী শ্যামা, পশ্চিমে দেবী ভগিনী ও উত্তরে সিদ্ধেশী নাম্নী দেবা অবস্থান করেন। পূর্ব দিকে পঞ্চ মুখ, দক্ষিণ দশ মুখ, পশ্চিমে চতুর্ম্মুখ এবং উত্তরে সহস্র মু অবস্থিত। সর্ব্বত্র শাসনকারিণী সুবর্ণনির্ম্মিত বেত্রহস্তা মদোন্মাদি নাম্নী রাধিকার প্রিয় সখী মানবিহ্বল গোবিন্দকে পাদপ নিক পদবিক্ষেপ করাইয়াছিলেন।

মন্মথ দ্বিতয়ং পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণায়েতি সৎপদম্।
গোবিন্দায় ততঃ পশ্চাৎ স্বাহায়ং ষোড়শাক্ষরঃ ॥
গোবিন্দস্য মহামন্ত্রঃ কালে পূর্ব্বানুরাগভাক্।
ততঃ পরং প্রবক্ষ্যামি গোবিন্দং যুগলাত্মকম্ ॥
লক্ষ্মী মন্মথরাধেতি গোবিন্দাভ্যাং নমঃ পদম্।
এতস্য জ্ঞানমাত্রেণ রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ ॥
অনয়োস্তু ঋষিঃ কামো বিরাট্ ছন্দ উদাহৃতম্।
দেবতা নিত্যগোবিন্দো রাধাগোবিন্দ এব চ।
যোগপীঠেশ্বরী শক্তিঃ ষড়ঙ্গং কামবীজকৈঃ ॥
ধ্যায়েদ্গোবিন্দদেবং নবঘনমধুরং দিব্যলীলানটন্তং
বিস্ফূর্জ্জন্মল্লকচ্ছং করযুগমুরলী রত্নদণ্ডাশ্রিতঞ্চ।
অঙ্গন্যস্তাচ্ছপীতাম্বরবিপুলদশাবন্ধগুচ্ছাভিরামং
পূর্ণং শ্রীমোহনেন্দ্রং তদিতরচরণাক্রান্তদক্ষাঙ্ঘ্রিনালম্ ॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং যাবল্লক্ষচতুষ্টয়ম্।

(২০৬) সাক্ষাৎ রতিপতিরও যিনি মানদাতা, যুগলরূপের প্রভাবে কামদেবের দম্ভ খর্ব্ব করিয়া হরিমণির নূতন লীলামাধুর্য্যপ্রভাবে পদে পদে মদনের সৌন্দর্য্যকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় মন্মথ মন্মথ স্বাহা" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র। এটী গোবিন্দের মহামন্ত্র, কালবিশেষে পূর্ব্বানুরাগভাজন।

তৎপর যুগলাত্মক গোবিন্দকে বলিব, "লক্ষ্মী মন্মথ রাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ।" এই মন্ত্রের জ্ঞানমাত্রে রাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হন। এই মন্ত্রদ্বয়ের কামঋষি বিরাট্ ছন্দ গোবিন্দ এবং রাধাগোবিন্দ দেবতা, যোগপীঠেশ্বরী শক্তি, কামবীজদ্বারা ষড়ঙ্গ নবঘনমধুর দিব্যলীলায় নর্ত্তনশীল বিস্ফূর্জ্জনকারী মল্লবৎ-পরিহিতকচ্ছ মুরলী ও রত্নদণ্ডাশ্রিত করদ্বয়, কটীদেশে বিন্যস্ত স্বচ্ছপীত-বসনের বিপুলদশা এবং দুখানি করিয়া বিশোভিত গুচ্ছহেতুক মনোহর বামচরণদ্বারা আক্রান্ত দক্ষিণচরণ পূর্ণ গোবিন্দদেবকে ধ্যান করিবে। এই-

তিলাজ্যহবনস্যান্তে যোগপীঠেশ্বরৌ যজেৎ।
চম্পকাশোকতুলসী কহ্লারৈঃ কমলৈস্তথা॥
রাধাগোবিন্দযুগলং সাক্ষাৎ পশ্যতি চক্ষুষা।
শ্রীমন্মদনগোপালোঽপ্যত্রৈব সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥
কৈশোররূপী গোপালো গোবিন্দঃ প্রৌঢ়বিগ্রহঃ।
উভয়োস্তারতম্যেন গোপীনাথোঽতিসুন্দরঃ॥
ধীরোদ্ধতস্তু গোপালো ধীরোদাত্তস্তয়োচ্যতে।
গোবিন্দো গোপিকানাথো যো ধীরললিতাকৃতিঃ॥
সিংহমধ্যস্তু গোপালস্ত্রিভঙ্গললিতাকৃতিঃ।
গোবিন্দো গোপিকানাথঃ পীনবক্ষঃস্থলো বিটঃ॥
ত্রিসন্ধ্যামন্তুদন্তদ্ধি মাধুর্য্যং গোবিদাং পতেঃ।
গোবর্দ্ধনদরীদণ্ডে পল্লবাদিবিচিত্রিতে॥
বাল্যতঃ সমতিক্রান্তঃ কৈশোরাৎ পরতো গতঃ।
বগাহমানঃ কন্দর্পঃ শ্রীগোবিন্দো বিরাজতে॥

রূপে ধ্যান করিয়া চারিলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে, তিল ও ঘৃতের দ্বারা যোগপীঠেশ্বরী ও ঈশ্বরকে হোম করিবে। চম্পক, অশোক, তুলসী, কহ্লার ও কমলের দ্বারা পূজা করিলে রাধাগোবিন্দকে সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিতে পারা যায়। মদন-গোপালও এখানেই সুপ্রতিষ্ঠিত জানিবে। কিশোরবয়স্ক গোপাল এবং প্রৌঢ় বিগ্রহ গোবিন্দ, উভয়ের তারতম্যে গোপীনাথ অতি সুন্দর, ধীরোদাত্ততাপ্রযুক্ত ধীরোদ্ধতভাবাপন্ন গোপাল, গোবিন্দ এবং গোপীনাথ ধীরললিতাকৃতি ঘটেন। ত্রিভঙ্গ ললিতাকৃতি গোপাল সিংহবৎ ক্ষীণমধ্য, গোবিন্দ ও গোপীনাথ বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে পল্লবাদিবিচিত্র গোবর্দ্ধনগিরির গহ্বর বা অপর স্থানে গোপগণসহ পরস্পর মধুর লীলাবিস্তার দ্বারা বাল্য এবং কিশোরকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে গোবিন্দ কন্দর্প-বিনিন্দিত রূপে বিরাজ করিতে-

নানারত্নমনহারিণ্যেতস্মিন্ যোগপীঠকে।
সহজো হি প্রভাবোঽয়ং নাচিরাৎ পরিতুষ্যতি ॥
অন্যেষু সিদ্ধপীঠেষু যা সিদ্ধির্বহুহায়নৈঃ।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে নৈকোনাহ্না প্রজায়তে ॥
প্রাতর্বালার্কসঙ্কাশং সঙ্গবে মঙ্গলচ্ছবিম্।
মধ্যাহ্নে তরুণার্কাভং পরাহ্নে পদ্মপত্রবৎ ॥
সায়ং সিন্দুরপূরাভং রাত্রৌ চ শশিনির্ম্মলং।
তমস্বিনীষ্বিন্দ্রনীলময়ূখমেচকপ্রভম্ ॥
বর্ষাসু চ সদা ভাতি হরিত্তৃণমণিপ্রভম্।
শরৎসু চন্দ্রবিম্বাভং হেমন্তে পদ্মরাগবৎ ॥
শিশিরে হীরকপ্রখ্যং বসন্তে পল্লবারুণম্।
গ্রীষ্মে পীযূষপূরাভং যোগপীঠং বিরাজতে ॥
মাধুরীভিঃ সদাচ্ছন্নমশোকলতিকাবৃতম্।
অধশ্চোর্দ্ধ্বং মহারত্নময়ূখৈঃ পরিতোবৃতম্ ॥

ছেন। বিবিধ রত্নশোভায় পরিশোভিত এই যোগপীঠের এই স্বাভাবিক প্রভাব যে এখানে দীর্ঘকাল কার্য্য করিতে হয় না, অন্যান্য সিদ্ধপীঠে বহুকাল ব্যাপিয়া কার্য্য করিলে যে সিদ্ধি হয়, বৃন্দাবনস্থ যোগপীঠে এক দিবসেই তাহা হয়। প্রাতঃকালে নবোদিতসূর্য্যকান্তি, প্রাতর্মধ্যাহ্ন মধ্য-বর্ত্তিকালে রক্তাভ, মধ্যাহ্নে তরুণঅর্ককান্তিযুক্ত, অপরাহ্নে পদ্মপত্রসদৃশ, সায়ংকালে সিন্দূরাভ, রাত্রিকালে শশির মত নির্ম্মল, তমোযুক্ত রাত্রিতে ইন্দ্রনীলমণির কান্তিবিশিষ্ট, বর্ষাকালে সর্ব্বদাই হরিদ্বর্ণতৃণের কান্তিযুক্ত, শরৎকালে চন্দ্রবিম্বের আভাযুক্ত, হেমন্তে পদ্মরাগসদৃশ, শিশিরে হীরককান্তি, বসন্তে নবপল্লবের মত অরুণবর্ণ, গ্রীষ্মে পীযূষপূর্ণাভরূপে যোগপীঠ বিরাজ করে। সেই যোগপীঠ সর্ব্বদা মাধুরীগণে পরিব্যাপ্ত, অশোকলতার আবৃত, উপর ও নীচে মহারত্নপ্রভায় চতুর্দ্দিক্ দীপিত, চন্দ্রাবলীর দুর্ল্লভ রাধার

চন্দ্রাবলীহৃরাধর্ষং রাধা সৌভাগ্যমন্দিরম্।
শ্রীরত্নমণ্ডপং নাম তথা শৃঙ্গারমণ্ডপম্॥
সৌভাগ্যমণ্ডপং নাম মহামাধুর্য্যমণ্ডপম্।
সাম্রাজ্যমণ্ডপং নাম তথা কন্দর্পমণ্ডপম্॥
আনন্দমণ্ডপং নাম তথা স্বুরতমণ্ডপম্।
ইত্যষ্টৌ যোগপীঠস্য নামানি শৃণু পার্ব্বতি॥
নামাষ্টকং যঃ পঠতি প্রভাতে শ্রীযোগপীঠস্য মহত্তমস্য।
গোবিন্দদেবং বশয়েৎ স তেন প্রেমাণমাপ্নোতি পরস্য পুংসঃ॥
ইতূর্দ্ধাম্নায়ে যোগপীঠপ্রকাশনো-নামৈকোনবিংশঃ পটলঃ॥

এত কহি শ্রীপণ্ডিত উল্লাস অন্তরে।
ভোজন টীলাতে হৈতে চলে ধীরে ধীরে ॥১৪৫৪
কথো দূরে গিয়া কহে স্বমধুর কথা।
করিলেন তপস্যা সৌভরি মুনি এথা ॥১৪৫৫
দেখহ যমুনাতীরে স্থান স্বনির্জ্জন।
সোনরথ নাম গ্রাম জানে সর্ব্বজন ॥১৪৫৬
এই যে কালীয় হ্রদ দেখ শ্রীনিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য্য বিলাস ॥১৪৫৭

সৌভাগ্যমন্দির বটে। রত্নমণ্ডপ, শৃঙ্গারমণ্ডপ, সৌভাগ্যমণ্ডপ, মহামাধুর্য্যমণ্ডপ, সাম্রাজ্যমণ্ডপ, কন্দর্পমণ্ডপ, আনন্দমণ্ডপ ও স্বুরতমণ্ডপ ; হে পার্ব্বতি! এই আটটী যোগপীঠের নাম শোন।

যে ব্যক্তি প্রভাতসময়ে মহত্তমযোগপীঠের ঐ আটনাম পাঠ করেন, তিনি গোবিন্দদেবকে বশ করিবেন ও পরমপুরুষের প্রেম পাইবেন।

কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চড়িয়া।
কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া ॥১৪৫৮
কালিয় দমন করে কালিন্দীর জলে।
কালি-সর্পফণে নাচে দেখএ সকলে ॥১৪৫৯
কালিয় সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈলা।
এথা হৈতে রমণক দ্বীপে পাঠাইলা ॥১৪৬০
এ কালিয় হ্রদে স্নানাদিক করে যে।
অনায়াসে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সে ॥১৪৬১
বিষ্ণুলোকে যায় এথা দেহত্যাগ হৈলে।
পুরাণে কহএ আর নানা ফল মিলে ॥১ ৬২

তথাহি আদিবারাহে ১৫৬ অঃ।

কালিয়স্য হ্রদং গত্বা ক্রীড়াং কৃত্বা বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি। (২০৭)

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০।১৬।৫৫।

যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥(২০৮)

(২০৭) হে বসুন্ধরে! কালিয়হ্রদে গিয়া ক্রীড়া করিয়া তাহাতে স্নানমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়, আর যদি এখানে প্রাণ-বিয়োগ হয়, তবে সে আমার লোকে যায়।

(২০৮) যে ব্যক্তি আমার ক্রীড়াস্থান এই কালিয়হ্রদে স্নান করিয়া তদীয় জলে দেবাদির তর্পণ করে এবং উপবাস করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া পূজা করে সে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়।

যে কদম্বে চড়ি কৃষ্ণ হ্রদে ঝাঁপ দিলা।
সে বৃহৎ বৃক্ষ শোভা শাস্ত্রে প্রকাশিলা ॥১৪৬৩

তথাহি আদিবারাহে ১৫৬ অঃ।

অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ।
কালিয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ ॥
শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ।
স চ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞশুভশীতলঃ ॥
পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তো দিশো দশঃ। (২০৯)

এ কালিয় তীর্থ তীর্থ পাপ বিনাশয়।
কালিতীর্থ স্নানে বহু কার্য্য সিদ্ধি হয় ॥১৪৬৪

তথাহি সৌরপুরাণে—

ততঃ কালিয়তীর্থাখ্যং তীর্থমংহো বিনাশনম্।
অনৃত্যদ্‌যত্র ভগবান্ বালঃ কালিয়মস্তকে ॥
তত্র যস্তু কৃতস্নানো বাসুদেবং সমর্চ্চয়েৎ।
অধন্যজনদুষ্প্রাপং কৃষ্ণসাযুজ্যমশ্নুতে ॥(২১০)

(২০৯) হে বিশালনয়নে! এখানে পণ্ডিতেরা আর একটী অত্যাশ্চর্য্য দেখিয়া থাকেন,—তাহা এই কালিয়হ্রদের পূর্ব্বদিকে একটী কদম্ববৃক্ষ আছে, সেটী শতশাখায় বিস্তৃত পবিত্র সদ্‌গন্ধযুক্ত, মনোজ্ঞ, শুভ ও শীতল, ঐ গাছটীতে বারমাস ফুল ফুটে, সুতরাং তদ্দ্বারা দশদিক্ আলোকিত হয়।

(২১০) তৎপর কালীয়তীর্থ নামক পাপবিনাশকতীর্থ, এখানেই ভগবান্ বালকবেশে কালিয়ের মস্তকে নৃত্য করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি সেখানে স্নান করিয়া বাসুদেবকে সম্যক্ পূজা করেন, তিনি সাধারণের দুষ্প্রাপ্য কৃষ্ণসাযুজ্য ভোগ করেন।

দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এই খানে।
মিলএ বাঞ্ছিত ফল বিদিত পুরাণে ॥১৪৬৫

তথাহি আদিবারাহে ১৫২ অঃ।
সূর্য্যতীর্থে নরঃ স্নাতো দৃষ্ট্বাদিত্যান্ বসুন্ধরে।
আদিত্যভুবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স মোদতে ॥
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তাবস্মিন্ তীর্থে বসুন্ধরে।
মনসাভীপ্সিতং কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥(২১১)

তথাচ সৌরপুরাণে—
দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদনুপাবনম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামংহো বিনশ্যতি ॥(২১২)

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ কালিহ্রদ হৈতে।
কালিকে দমন করি আইলা এ টিলাতে ॥১৪৬৬
সূর্য্যগণ কৃষ্ণে অতি শীতার্ত্ত জানিয়া।
শীত নিবারএ উগ্র তাপ প্রকাশিয়া ॥১৪৬৭

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮২ শ্লোকঃ।
সূর্য্যদ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত্ত উগ্রাতপৈ-
র্ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতৈঃ শ্রীমান্ মুদা সেবিতঃ।

(২১১) হে পৃথিবি! মনুষ্য সূর্য্যতীর্থে স্নান করিয়া আদিত্যদর্শন ও আদিত্যলোক লাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয় এবং আনন্দে বাস করে। রবিবারে সংক্রান্তিতে এই তীর্থে স্নান করিলে মানব মনোভীষ্ট লাভ করে, এ বিষয় সন্দেহ নাই।

(২১২) দ্বাদশাদিত্যতীর্থ নামক তীর্থ পাপনাশক, সেই তীর্থের দর্শন-মাত্রেই নরগণের পাপ যায়।

যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ কণৎপশুকুলৈরাবেষ্টিতো রাজতে।
স্নেহে দ্বাদশসূর্য্য নাম তদিদং তীর্থং সদা সশ্রংয়ে ॥(২১৩)

অহে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর আজ্ঞায়।
সনাতন ব্রজে আসি রহিলা এথায় ॥১৪৬৮
প্রভু আসিবেন আজ্ঞা ছিল সনাতনে।
তাঁর লাগি স্থান কৈলা দেখ এ নির্জ্জনে ॥১৪৬৯
সনাতনে উদ্বিগ্ন দেখিয়া গৌরহরি।
স্বপ্নচ্ছলে এথা দেখা দিলা কৃপা করি ॥১৪৭০
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র দিব্যাসনে।
সনাতন লোটাইয়া পড়িলা চরণে ॥১৪৭১
সনাতনে প্রভু করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
সর্ব্বমতে সন্তোষিয়া হৈলা অদর্শন ॥১৪৭২
অদ্ভুত প্রভুর লীলা কে পারে বুঝিতে।
সদা বৃন্দাবনে বিহরএ ইচ্ছামতে ॥১৪৭৩
দেখ প্রস্কন্দন ক্ষেত্র স্নানে পাপ যায়।
প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায় ॥১৪৭৪

তথাহি আদিবারাহে।

পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥

(২১৩) যে স্থানে উদারচরিত্র শ্রীমান্ মুরহর শীতে পীড়িত হইলে দ্বাদশ আদিত্য আনন্দপূর্ব্বক ভক্তি ও প্রেমভরে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে স্ত্রীপুরুষ ও শব্দায়মান পশুগণ আকৃষ্ট হইয়া স্নেহে বিরাজিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বদা সেই দ্বাদশসূর্য্য নামক তীর্থের আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অথাত্রামুঞ্চত প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥(২১৪)
অহে শ্রীনিবাস সূর্য্যগণের তাপেতে।
দূরে গেল শীত ঘর্ম্ম হইল দেহেতে ॥১৪৭৫
সেই ঘর্ম্মজল সূর্য্যকন্যায় মিলিল।
এই হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হৈল ॥১৪৭৬

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৩ শ্লোকঃ।

অত্যন্তাতপসেবনেন পরিতঃ সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈ-
র্গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈর্যত্তীর্থমুচ্চৈরভূৎ।
তত্তৎকোমলসান্দ্রসুন্দরতরশ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছলদ্-
গন্ধৈর্হারি সুবারি সুদ্যুতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥(২১৫)
প্রস্কন্দন ঘাট দেখাইয়া শ্রীনিবাসে।
প্রেমাবেশে কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥১৪৭৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর।
কথো দিন ছিলা এই বনের ভিতর ॥১৪৭৮

(২১৪) হে পৃথিবি! পুনরায় আর কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর, প্রস্কন্দন নামক ক্ষেত্র সর্ব্বপাপনাশক ও মঙ্গলজনক, সেই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয় এবং তাহাতে প্রাণত্যাগ করিলে আমার লোকে (বিষ্ণুলোকে) গমন করে।

(২১৫) সমধিক রৌদ্র সেবনে সর্ব্বত্র সমুৎপন্ন ঘর্ম্মবিন্দু গোবিন্দশরীর হইতে নিপতিত হইয়া যে যে তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে কোমল মনোহর সুন্দরতর গোবিন্দের অনুপম অঙ্গ হইতে উচ্ছলিত গন্ধহারী পবিত্র জল ও সুপ্রভশ্রেষ্ঠ প্রস্কন্দনতীর্থ, তাহাকে বন্দনাদ্বারা ভজনা করি।

এই বটবৃক্ষ তলে কৃষ্ণে আরাধয়।
কে বুঝিতে পারে তাঁর দুর্গম আশয় ॥১৪৭৯
এ প্রভুর জন্মাদি গমন যৈছে এথা।
শুণ শ্রীনিবাস কহি সংক্ষেপে সে কথা ॥১৪৮০
মাধবেন্দ্র পুরীশ্বর শচী জগন্নাথ।
প্রকটিলা অদ্বৈত ঈশ্বর সেই সাথ ॥১৪৮১
জীব প্রতি অদ্বৈতের করুণা অশেষ।
জনমের ছলে ধন্য কৈল বঙ্গদেশ ॥১৪৮২
বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সন্তান ॥১৪৮৩
কুবের পণ্ডিত ভক্তি পথে মহাধন্য।
কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানএ অন্য ॥১৪৮৪
তৈছে তাঁর পত্নী নাভাদেবী পতিব্রতা।
জগতের পূজ্যা যেঁহো অদ্বৈতের মাতা ॥১৪৮৫
দোঁহে শান্তিপুরে আসি গঙ্গা সন্নিধানে।
নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥১৪৮৬
একদিন শ্রীকুবের নাভার সহিতে।
বৈষ্ণবের নিন্দা শুনি চাহএ মরিতে ॥১৪৮৭
কোন ভাগ্যবান্ দোঁহে দেখি মৃত্যুপ্রায়।
করিলা দোঁহারে স্থির কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥১৪৮৮
তথাপিও দুঃখী হৈয়া করিলা শয়ন।
কিছু নিদ্রা হৈতে দেখে অপূর্ব্ব স্বপন ॥১৪৮৯

মহাতেজোময় এক পুরুষ সুন্দর।
তপ্ত হেমপর্ব্বত জিনিয়া কলেবর ॥১৪৯০
এ পুরুষ আর এক পুরুষ সুন্দরে।
সুমধুর বাক্য কহে ধরি দুই করে ॥১৪৯১
কলিহত জীবের এ দুঃখ নিবারিতে।
শীঘ্র অবতীর্ণ তুমি হও পৃথিবীতে ॥১৪৯২
তুমি আকর্ষিলে আমি রহিতে নারিব।
অগ্রজের সহ শীঘ্র প্রকট হইব ॥১৪৯৩
শুনিয়া এতেক বাক্য মহা হর্ষচিতে।
শুভক্ষণে প্রবেশিলা নাভার গর্ব্ভেতে ॥১৪৯৪
ঐছে দেখি বিপ্রের আনন্দ অতিশয়।
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে হৈল ব্যাকুল হৃদয় ॥১৪৯৫
বিপ্র মহাশাস্ত্রজ্ঞ বিচার কৈল চিতে।
গুপ্তরূপে ঈশ্বরের প্রকট কলিতে ॥১৪৯৬
ঐছে বহু ভাবি তবে হইলা বিহ্বল।
পত্নীসহ নারে নিবারিতে নেত্রজল ॥১৪৯৭
সেই দিন হৈতে নাভা হৈলা গর্ব্ভবতী।
পুন নবগ্রামে গিয়া করিলেন স্থিতি ॥১৪৯৮
তথায় প্রকট হৈলা অদ্বৈত ঈশ্বর।
জগতের হৈল মহা উল্লাস অন্তর ॥১৪৯৯
অকস্মাৎ এই ধ্বনি হৈল ইহা হৈতে।
প্রকটিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে ॥১৫০০

নিত্যানন্দরামে ইহোঁ ত্বরিতে আনিব।
পরিকর বৃন্দ সহ সুখে বিহরিব ॥১৫০১
খণ্ডিল জীবের দুঃখ চিন্তা নাই আর।
ঘরে ঘরে হব প্রেমভক্তির প্রচার ॥১৫০২
সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে সমুদ্র উথলিব।
ধন্য এই কলি কেহ বঞ্চিত নহিব ॥১৫০৩
ঐছে নানা ধ্বনি শুনি সভে হর্ষ হয়।
কুবের ভবন হৈল মঙ্গল আলয় ॥১৫০৪
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর।
দেখে ভাগ্যবন্ত লোক উল্লাস অন্তর ॥১৫০৫
অদ্বৈত আপনা সদা লুকাইয়া রয়।
কভু শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে ব্যক্ত হয় ॥১৫০৬
অদ্বৈতে পাইয়া নবগ্রামবাসী লোক।
আনন্দে ভাসএ পাশরিয়া দুঃখশোক ॥১৫০৭
কমলাক্ষ অদ্বৈত প্রভুর দুই নাম।
অদ্বৈত বলিয়া সভে ডাকে অবিরাম ॥১৫০৮
অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি চমৎকার।
দেখে ভাগ্যবন্ত তা বর্ণিতে শক্তি কার ॥১৫০৯
শ্রীঅদ্বৈত সভার নেত্রের তারা প্রায়।
শয়নে স্বপনে অদ্বৈতের গুণ গায় ॥১৫১০
ধন্য এ সকল লোক বলি বারবার।
ধন্য বঙ্গদেশ যাতে প্রভু অবতার ॥১৫১১

প্রেমভক্তিময় শ্রীকুবের মহাধীর।
কহিলেন সভারে যাইব গঙ্গাতীর ॥১৫১২
গ্রামবাসী প্রিয়বন্ধুবর্গের সহিতে।
আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে ॥১৫১৩
শান্তিপুরে কৈল বাস প্রসন্নহৃদয়।
কভু নবদ্বীপে বন্ধুবর্গের নিলয় ॥১৫১৪
অদ্বৈতে করায় যত্নে শাস্ত্র অধ্যয়ন।
হইলা পণ্ডিত প্রভু পতিতপাবন ॥১৫১৫
যদ্যপিহ মাতা পিতা পুত্রতত্ত্ব জানে।
বাৎসল্যে সে সব কিছু মনে নহে মানে* ॥১৫১৬
শান্তিপুরবাসী যত পরম পণ্ডিত।
অদ্বৈতের চেষ্টা দেখি সকলে বিস্মিত ॥১৫১৭
কেহ কহে অদ্বৈত মনুষ্য কভু নয়।
মনুষ্য কি ঐছে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥১৫১৮
ধন্য এ কুবের বিপ্র ঐছে পুত্র যার।
ইহা হৈতে হবে বুঝি মঙ্গল সভার ॥১৫১৯
এই মতে নানা কথা কয় সর্ব্বজন।
হইলা অদ্বৈতচন্দ্র সভার জীবন ॥১৫২০
অদ্বৈত প্রভুর ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে।
জননী জনকে সুখ দেন নানা মতে ॥১৫২১

* 'স্মৃতি নহে মনে'—পাঠান্তর।

কথো দিনে পিতা মাতা হৈলা অদর্শন।
গয়া করিবারে প্রভু করএ গমন ॥১৫২২
গয়া ছলে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিল।
মাধবেন্দ্রপুরী স্থানে দীক্ষামন্ত্র নিল ॥১৫২৩

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

প্রেমভক্তিপ্রদং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপ্রিয়ং।
শ্রীলাদ্বৈতপ্রভুং বন্দে শ্রীমাধ্বীসম্প্রদায়িনম্ ॥ (২১৬)

অদ্বৈতের চেষ্টা বুঝে ঐছে শক্তি কার।
করএ ভ্রমণ প্রেমে মত্ত অনিবার ॥১৫২৪
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরামণ্ডলে।
দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে ॥১৫২৫
সর্ব্বত্র দর্শন করি আইলা বৃন্দাবনে।
এথা ব্রজবাসিগণ রাখিলা যতনে ॥১৫২৬
ফল মূল দুগ্ধ কিছু করএ আহার।
অদ্বৈতের তেজ দেখি লোকে চমৎকার ॥১৫২৭
প্রেমে মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গর্জ্জন।
কৃষ্ণকে দেখিব বলি করএ ক্রন্দন ॥১৫২৮
এইরূপ নানা ভাব হয় ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণে আরাধএ এ যমুনা সন্নিধানে ॥১৫২৯

(২১৬) প্রেমভক্তিপ্রদ মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় মাধ্বীসম্প্রদায়ী অদ্বৈতপ্রভুকে বন্দনা করি।

জানি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রকট সময়।
এথা হৈতে গৌড়দেশে করিলা বিজয় ॥১৫৩০
অদ্বৈত-চন্দ্রের লীলা অমৃত সমান।
অহে শ্রীনিবাস এ আস্বাদে ভাগ্যবান্ ॥১৫৩১
যে বটবৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি।
সর্ব্বত্র হইল সে অদ্বৈতবট খ্যাতি ॥১৫৩২
এ অদ্বৈতবট দৃষ্টে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
পরম দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥১৫৩৩
দেখ কালিন্দীর তীরে তরুলতাগণ।
সদাই নবীন অতিশয় সুশোভন ॥১৫৩৪
এ তিন্তিড়ী বৃক্ষ পুরাতন অতিশয়।
এথা রাধাকৃষ্ণ সখীসহ বিলসয় ॥১৫৩৫
পূরব সোঙরি কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞী।
এথা আসি বসিলা সুখের সীমা নাই ॥১৫৩৬
এত কহিতেই প্রেমে বিহ্বল পণ্ডিত।
শ্রীনিবাসে কহে গোরাচাঁদের চরিত ॥১৫৩৭
শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
নবদ্বীপনাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫৩৮
নবদ্বীপে শচী জগন্নাথ মিশ্র ঘরে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু অদ্বৈত হুঙ্কারে ॥১৫৩৯
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
সহস্র বদনে তাহা নারে বর্ণিবার ॥১৫৪০

পিতার বিয়োগ হৈল কথো দিন পরে।
লোকরীতি প্রায় আইলা গয়া করিবারে ॥১৫৪১
তথা শ্রীঈশ্বরপুরী মহাভাগ্যবান্।
দেখি গৌরচন্দ্রে যেন পাইলেন প্রাণ ॥১৫৪২
ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ঈশ্বরপুরীরে কৈলা পরম আদর ॥১৫৪৩
নিজ দীক্ষা মন্ত্র তাঁর কর্ণেতে কহিয়া।
লইলেন মন্ত্র ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥১৫৪৪
ঈশ্বরপুরীরে গুরু করি গৌর রায়।
নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥১৫৪৫
ভুবনপাবন বিশ্বম্ভরে শিষ্য করি।
প্রেমানন্দে মত্ত হৈলা শ্রীঈশ্বরপুরী ॥১৫৪৬
যদি কহ জগতের গুরু গৌরচন্দ্র।
তাঁর গুরু অন্য এ শুনিতে লাগে ধন্দ ॥১৫৪৭
তাহাতে কহি যে লোকশিক্ষার কারণ।
আপনি আচরি ধর্ম্ম করএ স্থাপন ॥১৫৪৮
প্রভুর এ অলৌকিক লীলা কেবা জানে।
করিলেন ধন্য মাধ্বীসম্প্রদা আপনে ॥১৫৪৯
সম্প্রদা নিবিষ্ট হৈলে কার্য্য সিদ্ধি হয়।
অন্যত্র দীক্ষিতে মন্ত্র নিষ্ফল নিশ্চয় ॥১৫৫০
শ্রী মাধ্বী রুদ্র সনক সম্প্রদায় চারি।
কলিতে বিদিত কহে পুরাণে বিস্তারি ॥১৫৫১

তথাহি পদ্মপুরাণে

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ॥ (২১৭)

ভক্তি অধিকারী এ সম্প্রদা চতুষ্টয়।
সংক্ষেপে কহিয়ে সম্প্রদাখ্যা যৈছে হয়॥১৫৫২
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।
নারায়ণরূপে হন এ সভার গুরু॥১৫৫৩
শ্রীনারায়ণের প্রিয়া শিষ্যা পুন তাঁর।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিস্তার অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর॥১৫৫৪
শ্রীশব্দেতে লক্ষ্মী তাঁর শাখা উপশাখা।
হইল অনেক তাহা কে করিবে লেখা॥১৫৫৫
সেই গণে রামানুজ আচার্য্য হইল।
তাহা হৈতে রামানুজ সম্প্রদা চলিল।১৫৫৬
শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য পূর্ব্বে নাম তাঁর হয়।
অত্যাদরে রামানুজাচার্য্য সভে কয়॥১৫৫৭
নিজ নামে রামানুজ ভাষ্য যেহোঁ কৈল।
তাঁর শাখা উপশাখা জগত ছাইল॥১৫৫৮

(২১৭) সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল হয়, অতএব কলিতে চারি সম্প্রদায় হইবে। কলিকালে ভুবনপবিত্রকারী শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনক নামধারী বৈষ্ণবগণ চারিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইবেন।

অহে শ্রীনিবাস মাধ্বীসম্প্রদা বিষয়।
এবে কিছু কহি আগে কহিব যে হয় ॥১৫৫৯
শ্রীনারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াবান্।
জগৎ ব্যাপিল শিষ্য প্রশিষ্যাদি তান ॥১৫৬০
সেই গণ মধ্যেতে শ্রীমধ্ব শিষ্য হৈলা।
প্রথমেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য তেহোঁ কৈলা ॥১৫৬১
এই হেতু মধ্বাচার্য্য নাম হৈল তাঁর।
সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা প্রচার ॥১৫৬২
শ্রীআনন্দ তীর্থ তাঁর আর এক নাম।
সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্বগুণে অনুপাম ॥১৫৬৩
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য যতেক অন্ত নাই।
ভক্তি প্রচারিতে* ব্যাপিল সর্ব্ব ঠাঁই ॥১৫৬৪
শ্রীনারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময়।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয় ॥১৫৬৫
বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে।
ভক্তিরসে মত্ত হৈলা নিজ শিষ্য সনে ॥১৫৬৬
পরম প্রভাব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।
বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় হৈল তাহা হৈতে ॥১৫৬৭
সনক সম্প্রদায় ঐছে শুন শ্রীনিবাস।
নারায়ণ হৈতে হংস বিগ্রহবিলাস ॥১৫৬৮

* 'প্রবর্ত্তাইতে'—পাঠান্তর।

তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয়।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয় ॥১৫৬৯
সেই গণ মধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য হৈল।
তাহা হৈতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদা চলিল ॥১৫৭০
নিম্বাদিত্য প্রভাব পরম চমৎকার।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যতে ব্যাপিল সংসার ॥১৫৭১
শ্রী মাধ্বী রুদ্র সনক সম্প্রদায়গণে।
হইল সম্প্রদা বহু প্রভাব কারণে ॥১৫৭২
যৈছে রামানুজাচার্য্যগণের মধ্যেতে।
রামানন্দাচার্য্য হৈলা পূজ্য সর্ব্ব মতে ॥১৫৭৩
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যাদি অনেক তাহায়।
রামানন্দি-খ্যাতি হইলেন সম্প্রদায় ॥১৫৭৪
বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য।
কৈল অনুভাষ্য তেঁহো সর্ব্বমতে আর্য্য ॥১৫৭৫
হইল তাঁহার খ্যাতি বল্লভী বিদিত।
কি বলিব অন্য সম্প্রদায় এই রীত ॥১৫৭৬
প্রভু ধন্য কৈল মাধ্বীসম্প্রদা কলিতে।
প্রভুর গুর্ব্বাদিনাম কহি পূর্ব্ব হৈতে ॥১৫৭৭
সর্ব্বাদিক পরব্যোম নাথ নারায়ণ।
তাঁর শিষ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মালোকের ভূষণ ॥১৫৭৮
তাঁর শিষ্য শ্রীনারদ মুনি প্রেমময়।
শ্রীশুকের গুরু ব্যাস তাঁর শিষ্য হয় ॥১৫৭৯

হইলা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব উদার।
নিজ নামে ভাষ্য কৈল মহিমা অপার ॥১৫৮০
সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা চলিল।
শ্রীমৎপদ্মনাভাচার্য্য তাঁর শিষ্য হৈল ॥১৫৮১
তাঁর শিষ্য নরহরি শ্রীমাধব তাঁর।
শ্রীঅক্ষোভ তাঁর শিষ্য সর্ব্বত্র প্রচার ॥১৫৮২
জয়তীর্থ তাঁর শিষ্য তাঁর জ্ঞানসিন্ধু।
তাঁর শিষ্য মহানিধি দীনহীন বন্ধু ॥১৫৮৩
তাঁর বিদ্যানিধি তাঁর রাজেন্দ্র-বিদিত।
জয়ধর্ম্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত ॥১৫৮৪
ইহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা।
ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা ॥১৫৮৫
জয়ধর্ম্ম মুনির শিষ্যের শুদ্ধরীত।
নাম শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য বিদিত ॥১৫৮৬
তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থ মহাবিজ্ঞ তেঁহো।
বর্ণিলেন শ্রীবিষ্ণুসংহিতা গ্রন্থ যেঁহো ॥১৫৮৭
তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আলয়।
তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র ভক্তিচন্দ্রোদয় ॥১৫৮৮
তাঁর শিষ্য পুরীশ্বর করুণানিধান।
তাঁর শিষ্য প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥১৫৮৯

তথাহি শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়া

প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।

শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥
অত্র মাধ্বী সম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।
পরব্যোমেশ্বরস্যাভূচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ॥
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপি শিষ্যতাম্।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ ॥
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্।
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া ॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ ॥
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মো মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ ॥

(২১৮) শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনক নামে অভিহিত চারিসম্প্রদায়িক কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। পদ্মপুরাণেও আছে, কলিযুগে শ্রী, মাধ্বা, রুদ্র ও সনক নামে খ্যাত ভুবনপাবন বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইবেন। সেই বিষয়ে প্রস্তাবাধীন মাধ্বীসম্প্রদায় লিখা যাইতেছে। পরব্যোমেশ্বরের শিষ্য জগৎপতি ব্রহ্মা, তৎশিষ্য নারদ, তৎশিষ্য ব্যাস, তৎশিষ্য শুক, তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য বহুতর ভূতলে অবস্থান করেন। মহাযশা মধ্বাচার্য্য ব্যাস হইতে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বেদবিভাগপূর্ব্বক শতদূষণী নামে সংহিতা প্রকাশ করেন, যাহাতে নির্গুণব্রহ্ম হইতে সগুণ-

শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ।
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ॥
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্।
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ॥
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ॥
প্রীতপ্রেয়ো বৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ।
তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যঃ পুরী যতিঃ॥
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥(২১৮)

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য প্রভু গৌররায়।
পুরীর মহিমা প্রভু নিজ মুখে গায়॥১৫৯০
প্রভুর অদ্ভুত ভক্তি কে পারে বুঝিতে।
নিমানন্দ সম্প্রদায় চলিল প্রভু হৈতে॥১৫৯১

ব্রহ্মের বিকাশ লিখিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য পদ্মনাভ আচার্য্য মহাশয়, তৎশিষ্য নরহরি, তৎশিষ্য মাধব নামক দ্বিজ, তৎশিষ্য অক্ষোভ, তৎশিষ্য জয়তীর্থ, তৎশিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, তৎশিষ্য মহানিধি, তৎশিষ্য বিদ্যানিধি, তৎশিষ্য রাজেন্দ্র, তাঁহার শিষ্য জয়ধর্ম্ম মুনি, যাঁহার গণমধ্যে ভক্তিরত্নাবলী প্রণেতা বিষ্ণুপুরী গণনীয়। জয়ধর্ম্মের শিষ্য ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তম, তৎশিষ্য ব্যাসতীর্থ, যিনি বিষ্ণুসংহিতা প্রণয়ন করেন, তাঁহার শিষ্য ভক্তিরসের আশ্রয় লক্ষ্মীপতি, তৎশিষ্য মাধবেন্দ্র। ব্রজধামে অবস্থানকালে ইনি যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন, যে ধর্ম্ম প্রীতি, প্রেম ও বাৎসল্যে উজ্জ্বল নামক ফলধারী কল্পবৃক্ষের স্বরূপ বলিয়া গণ্য। তৎশিষ্য যতি ঈশ্বরপুরী, গৌরাঙ্গদেব এই ঈশ্বরপুরীকে অবলম্বন করিয়া (গুরু করিয়া) প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রেমে আপ্লাবিত করিয়াছিলেন।

প্রভু নাম মধ্যে মুখ্য নিমাই পণ্ডিত।
নিত্যানন্দ প্রভুর এ নামে আত প্রীত ॥১৫৯২
প্রভুর বৈষ্ণব গণে দেখি নদীয়ায়।
নিমাই সম্প্রদা বলি অদ্যাপিও গায় ॥১৫৯৩
নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ।
এই হেতু অবনিবিখ্যাত নিমানন্দ ॥১৫৯৪
পূর্ব্বে জানাইল অন্য সম্প্রদায় যৈছে।
প্রভু প্রভাবেতে মাধ্বী সম্প্রদায় ঐছে ॥১৫৯৫

তথাহি শ্রীমদ্বক্রেশ্বরপণ্ডিতস্য শিষ্য শ্রীগোপালগোস্বামিকৃতপদ্যে

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীলমধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধবস্তথা ॥
অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ* ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্মমুনিস্তথা ॥
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা।
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ (১২৯)

অহে শ্রীনিবাস গয়া হৈতে গৌরহরি।
চলিলেন ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি ॥১৫৯৬

* 'মহাগিরি'—পাঠান্তর।

(২১৯) নারায়ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, মহানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্মমুনি, ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তম, ব্যাসতীর্থমুনি, লক্ষ্মীপতি ও মাধবেন্দ্রপুরী, তৎপরে কৃষ্ণ-চৈতন্য নামক প্রেমকল্পতরু যিনি নিমানন্দ নামে জগতে বিখ্যাত হয়েন।

পূর্ব্বে নবদ্বীপে লুকাইলা ভক্তদ্বারে।
পুন লুকাইতে চাহে লুকাইতে নারে ॥১৫৯৭
অল্পদিন গৌরচন্দ্র গিয়া নদীয়ায়।
হইলেন ব্যক্ত প্রিয় ভক্তের ইচ্ছায় ॥১৫৯৮
অদ্বৈতাদি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সভার হইল মহা প্রফুল্লিত মন ॥১৫৯৯
যে সুখ বাঢ়িল নিত্যানন্দের মিলনে।
তাহা লক্ষ মুখে বা বর্ণিব কোন জনে ॥১৬০০
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি সঙ্গে গৌররায়।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত নদীয়ায় ॥১৬০১
পরম অদ্ভুত কর্ম্ম করি দিনে দিনে।
ছাড়িবেন গৃহাশ্রম করিলেন মনে ॥১৬০২
জগতের নাথ গোরা ভুবনমোহন।
জীবে কৃপা লাগি কৈলা সন্ন্যাসগ্রহণ ॥১৬০৩
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু বিহ্বল হইলা।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতভবনে লৈয়া গেলা ॥১৬০৪
সন্ন্যাসীর শিরোমণি প্রভু গোরাচান্দে।
দেখিতে ধাইল লোক স্থির নাহি বান্ধে ॥১৬০৫
দেবতা মনুষ্য মিলি হৈল একযোগ।
অদ্বৈতভবন বেড়ে লক্ষ লক্ষ লোক ॥১৬০৬
হরি হরি ধ্বনি সবে করে অনিবার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে হৈল চমৎকার ॥১৬০৭

সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দর্শনদানেতে কৈল সর্ব্বজনে ধন্য ॥১৬০৮
সঙ্কীর্ত্তনে নর্ত্তন করএ গৌরহরি।
চন্দনে ভূষিত অঙ্গ অদ্ভুত মাধুরী ॥১৬০৯
চতুর্দ্দিকে প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবে মিলি করে মহা মধুর কীর্ত্তন ॥১৬১০
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
না ছাড়ে প্রভুর পাশ উল্লাস অন্তর ॥১৬১১
শ্রীভুজ তুলিয়া প্রভু হরি হরি বলে।
সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে ভাসএ নেত্রজলে ॥১৬১২
হেন প্রভু চৈতন্যচাঁদের দরশনে।
হইলা বিহ্বল লোক আপনার জ্ঞানে ॥১৬১৩
নিভৃতে রহিয়া কেহ কারু প্রতি কয়।
বিপ্ররূপে এ ঈশ্বর বেদে নিরূপয় ॥১৬১৪

তথাহি সামবেদে—

ওঁ যদা দৃশ্যং পশ্যতে* রুক্সবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি ॥ (২২০)

(২২০) জীব যখন কর্ত্তা ব্রহ্মযোনি অদৃশ্য স্বর্ণবর্ণ ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে, তখন নির্ম্মল হইয়া পরম সাম্যভাব লাভ করিয়া থাকে।

* 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে'—পাঠান্তর।

কেহ কহে ভক্তরূপ মিশ্র বিশ্বম্ভর।
যুক্ত সর্ব্ব লক্ষণ এ সকলের পর ॥১৬১৫

তথাহি—

ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণস্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণোদীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিত যোগোঽস্যাং ॥ ইতি তু আথর্ব্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্ম-বিভাগানন্তরং ॥ (২২১)

কেহ কহে এল কলি প্রথম সন্ধ্যায়।
স্বশক্তি ঐক্য এ গৌরচন্দ্রে বেদে গায় ॥১৬১৬

তথাহি অথর্ব্ববেদে পুরুষবোধন্যাম্—

সপ্তমে গৌরবর্ণবিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য প্রাতে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমন্ত্রং শিক্ষয়তি ॥

অস্য ব্যাখ্যা—

সপ্তমে সপ্তমমন্বন্তরে বৈবস্বতমনৌ গৌরবর্ণো ভগবান্ স্বশক্ত্যা হ্লাদিনীশক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য প্রান্তে কলৌ যুগে প্রাতঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং অবতীর্ণো ভূত্বা সহ স্বৈঃ সপার্ষদৈঃ স্বমন্ত্রং হরে-কৃষ্ণাদি জনান্ শিক্ষয়তি উপদিশতি ॥(২২২)

(২২১) ইহার পর চারিহাজার বৎসরের পর পাঁচ হাজার বৎসরের পর মধ্যে আমি সগুণ নির্ব্বেদ নিষ্কাম পরম পণ্ডিতরূপে গঙ্গাতীরে অবতীর্ণ হইব এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। সেই অবতারে আমি দীর্ঘকায় সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরের প্রার্থিত নিজরসের আস্বাদনকারী ভক্তরূপী মিশ্র উপাধিধারী এবং যোগমার্গের অধিকারী হইব।

(২২২) সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে ভগবান্ স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির সহিত

কেহ কহে দেখ হেম অঙ্গ সুচিক্কণ।
আহা মরি কি অপূর্ব্ব চন্দন ভূষণ ॥১৬১৭

তথাহি মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বণি সহস্র নামস্তোত্রে

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদীতি ॥(২২৩)

কেহ কহে সবার পরাণচোরা গোরা।
ইহার চরিতে ত্রিজগৎ হইল ভোরা ॥১৬১৮
পীতবর্ণ ধরে এই প্রশান্ত কলিতে।
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ॥১৬১৯

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮। ১৩।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ (২২৪)

কেহ কহে কৃষ্ণবর্ণ ইহার অন্তর।
বাহিরে প্রকাশ গৌরকান্তি মনোহর ॥১৬২০
নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সঙ্গেতে বিলসয়।
সংকীর্ত্তন যাজনেতে ইহারে মিলয় ॥১৬২১

তথাহি তত্রৈব ১১ স্কন্ধে ৫। ৩২।

মিলিতভাবে গৌরবর্ণরূপে কলির প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইয়া নিজ পার্ষদগণ সহকারে "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম জনগণকে উপদেশ করিবেন।

(২২৩) সুবর্ণ-বর্ণ কাঞ্চন কলেবর শ্রেষ্ঠদেহ চন্দনলিপ্ত ও অঙ্গদ (কেয়ূর) ধারী।

(২২৪) যুগে যুগে অবতার-বিশেষধারণকারী হরির শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিনটী বর্ণ ছিল, এখন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ ইনি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ এবং শ্রেষ্ঠ কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করেন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (২২৫)

কেহ কহে সকলের ভ্রাতা এই প্রভু।
এমন দয়ালু আন না হইবে কভু ॥১৬২২
কলিযুগ ধর্ম্ম এই নাম সংকীর্ত্তন।
অবতরি কৈল সুখে ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥১৬২৩

তথাহি গীতায়াং ৪।৮।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (২২৬)

কেহ কহে কে বুঝিবে প্রভুর বিলাস।
কলিযুগ ধন্য কৈল করিয়া সন্ন্যাস ॥১৬২৪

তথাহি মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বণি সহস্রনামস্তোত্রে ১৪৯।৭৫

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ (২২৭)

কেহ কহে কলিতে জীবের ভাগ্য অতি।
করিয়া সন্ন্যাস প্রভু নাশএ দুর্ম্মতি ॥১৬২৫

তথাহি আদিপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

(২২৫) কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কৃষ্ণকান্তি নহে, অর্থাৎ অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর অঙ্গ উপাঙ্গ ও পার্ষদ সহকারে বিলাসকারী, ইহাকে সঙ্কীর্ত্তন রূপ যজ্ঞদ্বারা সুবুদ্ধিগণ পূজা করিয়া থাকেন।

(২২৬) সাধুদিগকে পরিত্রাণ, দুষ্টদিগকে বিনাশ এবং ধর্ম্মভাব সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব।

(২২৭) সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণকারী, শমগুণসম্পন্ন, শান্তস্বভাব, নিষ্ঠা ও শান্তি-পরায়ণ।

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ (২২৮)
কেহ কহে হরিনাম মহামন্ত্র দানে।
জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডএ আপনে ॥১৬২৬

তথাহি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ (২২৯)
কেহ কহে হরি কৃষ্ণ রাম নামাক্ষরে।
প্রসবে অদ্ভুত অর্থ স্বাদে বিজ্ঞ বরে ॥১৬২৭

তথাহি শ্রীগোপালগুরুগোস্বামিকৃতপদ্যে—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥
বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তিলীলাধিদৈবতম্।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥ (২৩০)

(২২৮) হে ব্রহ্মন্! আমিই কোন কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপতাপিত মানবদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।

(২২৯) হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি তারকব্রহ্ম নামযুক্ত মহামন্ত্র।

(২৩০) মূর্ত্তিমান্ নিত্য-জ্ঞান ও ঘনীভূত আনন্দের স্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া কহিতেছেন;—অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত কার্য্য হরণ

এইরূপ নানা কথা কহি সর্ব্বজন।
শ্রীচৈতন্য পদে কৈল আত্মসমর্পণ ॥১৬২৮
সন্ন্যাসীর শিরোমণি প্রভু গৌররায়।
অদ্বৈত ভবনে ঐছে আনন্দে গোঙায় ॥১৬২৯
নবদ্বীপ হৈতে যে যে আইলা শান্তিপুরে।
সভার মঙ্গল* কৈলা বিবিধ প্রকারে ॥১৬৩০
শ্রীশচীমায়েরে প্রবোধিয়া নানা মতে।
তাঁর পাদপদ্ম ধূলি লইলা মাথাতে ॥১৬৩১
শচী ঠাকুরাণী স্নেহে বিহ্বল হইলা।
নীলাচলে স্থিতি হয় ঐছে আজ্ঞা দিলা ॥১৬৩২
মায়ের আজ্ঞাতে প্রভু করিল গমন।
কে বর্ণিব যৈছে হইলেন ভক্তগণ ॥১৬৩৩
কপট সন্ন্যাসিবেশে ভ্রমি সর্ব্বদেশ।
মথুরামণ্ডলে আসি করিলা প্রবেশ ॥১৬৩৪
মথুরার সনৌড়িয়া বিপ্র করি সঙ্গে।
ভক্তাবেশে ব্রজেতে ভ্রমএ মহারঙ্গে ॥১৬৩৫

করেন এজন্য 'হরি' এই নাম হইয়াছে। কৃষ্ণের আনন্দ স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণের মন হরণ করেন, এজন্য রাধা হরা, এই নামে অভিহিতা হয়েন। আনন্দ ও সুখের একমাত্র অধিপতি শ্যামবর্ণ কমললোচন গো এবং গোপগণের অর্থাৎ গোকুলের আনন্দ বর্দ্ধনকারী এবং নন্দের পরমানন্দ-জনক, অতএব 'কৃষ্ণ' এই নাম বলে। পাণ্ডিত্যরসের সর্ব্ব-সম্পত্তি এবং মূর্ত্তিমতী লীলার অধিষ্ঠাত্রী রাধিকার মনোরঞ্জন (মনে রমণ) করেন, এজন্য 'রাম' এই নাম হইয়াছে।

* 'সবা মনোহিত'—পাঠান্তর।

যথা যে যে লীলা পূর্ব্বে করএ আপনে।
অজ্ঞাতের প্রায় তা জিজ্ঞাসে সর্ব্বজনে ॥১৬৩৬
অন্যমুখে শুনিতে উল্লাস অতিশয়।
এ হেন কৌতুকে মত্ত শচীর তনয় ॥১৬৩৭
ক্রমে উপবন বন ভ্রমণ করিয়া।
আইলেন বৃন্দাবনে মথুরা হইয়া ॥১৬৩৮
যমুনাপুলিনে যৈছে ভাবের বিকার।
লক্ষ মুখ হইলেও নারি বর্ণিবার ॥১৬৩৯
অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোক চতুর্দ্দিকে ধায়।
প্রেমে মহামত্ত হৈয়া গোরাগুণ গায় ॥১৬৪০
লোক ভীড় ভয়ে প্রভু অক্রূরে যাইয়া।
তথায় করেন ভিক্ষা নির্জ্জন পাইয়া ॥১৬৪১
মধ্যে মধ্যে বসিএ তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে।
নিজানন্দে ভাসে প্রভু নয়নের জলে ॥১৬৪২
আমলীতলায় মহাকৌতুক হইল।
কৃষ্ণদাস রাজপুতে অতি কৃপা কৈল ॥১৬৪৩
অহে শ্রীনিবাস এ আমলীতলা হৈতে।
নীলাচলে গেলা প্রভু ভক্ত ইচ্ছামতে ॥১৬৪৪
এ তিন্তিড়ী বৃক্ষ যে করএ দরশন।
অবশ্য তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥১৬৪৫
দেখ এ অপূর্ব্ব বট যমুনার তীরে।
সকলে শৃঙ্গারবট কহএ ইহারে ॥১৬৪৬

এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি বিলাস।
বাড়াইলা সুবলাদি সখার উল্লাস॥ ১৬৪৭
ইহারেও নিত্যানন্দবট কেহো কয়।
যে যাহা কহএ তাহা সব সত্য হয়॥১৬৪৮
নিত্যানন্দ এথা যৈছে কৈলা আগমন।
সংক্ষেপে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥১৬৪৯
চৈতন্যের এক দেহ নিত্যানন্দ রাম।
তাঁর জন্মস্থান রাঢ়ে একচক্রা গ্রাম॥১৬৫০
হাড়াই পণ্ডিত পিতা মাতা পদ্মাবতী।
পুত্রগত প্রাণ স্নেহ বর্ণি কি শকতি॥১৬৫১
পরম আনন্দে পদ্মাবতীর তনয়।
একচক্রা গ্রামে নানা লীলা প্রকাশয়॥১৬৫২
নানা অবতারে যে সকল লীলা কৈল।
প্রেমের আবেশে সর্ব্ব লোকে দেখাইল॥১৬৫৩
একচক্রা-দেশবাসী লোক ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দচন্দ্র যা সবার ধন প্রাণ॥১৬৫৪
নিত্যানন্দ বাঢ়াইয়া সভার পীরিতি।
দ্বাদশ বৎসর গৃহে করিলেন স্থিতি॥১৬৫৫
নিত্যানন্দ অন্তর বুঝিতে কেবা পারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা স্থির হৈতে নারে॥১৬৫৬
একদিন প্রভু মনে মনে বিচারয়।
এবে যাইয়ে তথা এ উচিত নয়॥১৬৫৭

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে প্রকটিয়া।
বাল্যবেশে আছেন আপনা লুকাইয়া ॥১৬৫৮
যবে ব্যক্ত হৈয়া ভক্ত সহ বিহরিব।
তবে নবদ্বীপে গিয়া তাঁহারে মিলিব ॥১৬৫৯
এবে শীঘ্র গমন করিব তীর্থাটনে।
ঐছে বিচারিয়া প্রভু হাসে মনে মনে ॥১৬৬০
হেন কালে গ্রামে আইলা এক ন্যাসিবর।
লোকে জিজ্ঞাসএ হাড়ো পণ্ডিতের ঘর ॥১৬৬১
লোকদ্বারে জানি হাড়ো ওঝা ঘরে গেলা।
সন্ন্যাসীরে দেখি ওঝা মহাহর্ষ হৈলা ॥১৬৬২
সেইক্ষণে ওঝা নানা সামগ্রী করিয়া।
সন্ন্যাসীরে নিবেদিল ভক্ষণ লাগিয়া ॥১৬৬৩
ন্যাসী কহে বিপ্র কিছু যাচ্ঞা করিয়ে।
প্রতিশ্রুত হৈতে পারো তবে সে ভুঞ্জিয়ে ॥১৬৬৪
প্রতিশ্রুত হৈয়া সন্ন্যাসীরে ভুঞ্জাইল।
ন্যাসী যাত্রাকালে নিত্যানন্দে মাগি নিল ॥১৬৬৫
নিত্যানন্দচাঁদ চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বিয়া।
ন্যাসি-সঙ্গে চলে পিতা মাতা প্রবোধিয়া ॥১৬৬৬
এইরূপে হইলেন ঘরের বাহির।
এ অতি অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন্ ধীর ॥১৬৬৭
নবীন বয়স শোভা ভুবনমোহন।
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন ॥১৬৬৮

যে দিকে চলএ নিত্যানন্দ প্রেমময়।
সেই দিকে ধায় লোক অধৈর্য্য-হৃদয় ॥১৬৬৯
প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্ব্বজনে।
চলে একেশ্বর মহাগজেন্দ্রগমনে ॥১৬৭০
দ্বাপরে করিয়া যৈছে তীর্থপর্য্যটন।
সেই রূপ সর্ব্বতীর্থে করএ ভ্রমণ ॥১৬৭১
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা পণ্ঢরপুরেতে*।
তথা দেখিলেন প্রভু শ্রীবিট্‌ঠলনাথে ॥১৬৭২
সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ।
শ্রীমাধবপুরির সতীর্থ তেঁহো হন ॥১৬৭৩
নিত্যানন্দে আনি বিপ্র আপন ভবনে।
ভুঞ্জায়েন ফল মূল দুগ্ধাদি যতনে ॥১৬৭৪
পণ্ঢরপুরের লোক মহা ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দে দেখি সভে জুড়ায় পরাণ ॥১৬৭৫
প্রভুর যে মনোবৃত্তি তাহা কেবা জানে।
শ্রীবিট্‌ঠলনাথে দেখি রহএ নির্জ্জনে ॥১৬৭৬
অকস্মাৎ গ্রামে সে বিপ্রের আর্ত্তিমতে।
আইলা তাঁর গুরু লক্ষ্মীপতি দূর হৈতে ॥১৬৭৭
বহু শিষ্য সঙ্গে সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
শিষ্যে যে বাৎসল্য তাঁহা কে করু বর্ণন ॥১৬৭৮

* 'পাণ্ডুরপুরেতে'—পাঠান্তর।

অত্যন্ত প্রাচীন অনির্ব্বচনীয় কার্য্য।
সর্ব্বত্র বিদিত ভক্তিপথে মহা আর্য্য ॥১৬৭৯
কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা।
যাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরি এই সীমা ॥১৬৮০
মাধবেন্দ্রপুরি প্রেমভক্তিরসময়।
যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয় ॥১৬৮১
শ্রীঈশ্বরপুরি রঙ্গপুরি আদি যত।
মাধবের শিষ্য সভে ভক্তিরসে মত্ত ॥১৬৮২
গৌড় উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ।
সভে কৃষ্ণভক্ত প্রেমভক্তিপরায়ণ ॥১৬৮৩
মাধ্বী সম্প্রদায় যাঁর পরম সুখ্যাতি।
গুণের সমুদ্র লক্ষ্মীপতিপ্রিয় অতি ॥১৬৮৪
লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র শিষ্যের ভবনে।
করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥১৬৮৫
লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র পুনঃ পুনঃ কয়।
আজু কি মঙ্গল দেখি তোমার আলয় ॥১৬৮৬
আইলাম কত বার তোমার ভবনে।
ঐছে মুখ কভু না উপজে মোর মনে ॥১৬৮৭
ইথে বুঝি কোন বা ভক্তের অধিষ্ঠান।
বিপ্র কহে তুয়া অনুগ্রহ বলবান্ ॥১৬৮৮
প্রভু ইচ্ছামতে বিপ্রে স্ফূর্ত্তি না হইল।
ঐছে কত কথায় দিবস গোঙাইল ॥১৬৮৯

নিশাভাগে নির্জ্জনে বসিয়া ন্যাসিবর।
গায় বলদেবের চরিত্র মনোহর ॥১৬৯০
প্রভু বলদেবে তাঁর অনন্য-ভকতি।
ক্রন্দন করিয়া কহে বলদেব প্রতি ॥১৬৯১
অহে বলদেব মু অধম দুরাচার ॥
কর অনুগ্রহ যশ ঘুষুক সংসারে ।॥১৬৯২
ঐছে কত কহি ধৈর্য্য না যায় ধরণে।
অবনি লোটায় অশ্রু ঝরএ নয়নে ॥১৬৯৩
একে অতিবৃদ্ধ তাহে খেদ অতিশয়।
হইল অবশ যৈছে কাহল না হয় ॥১৬৯৪
অত্যন্ত উদ্বেগে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে।
অকস্মাৎ নিদ্রাকর্ষে প্রভু ইচ্ছামতে ॥১৬৯৫
বলরামরূপে নিত্যানন্দ কুতূহলে।
শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে ॥১৬৯৬
কিবা শোভা কন্দর্পের দর্প করে দূর।
রজত পর্ব্বত নিন্দে অঙ্গ সুমধুর ॥১৬৯৭
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র ভঙ্গি মনোহর ॥১৬৯৮
কর্ণে এক কুণ্ডল ভুবন-মন মোহে।
বামকক্ষে নিক্ষিপ্ত মধুর শৃঙ্গ শোহে ॥১৬৯৯
বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর।
উপমার স্থান নাই ভুবন ভিতর ॥১৭০০

বদনমণ্ডল যিনি পুর্ণিমার শশী।
বচনের ছলে সে ঢালএ সুধারাশি ॥১৭০১
প্রিয় লক্ষ্মীপতি প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
শুনিতে তোমার খেদ হৃদয় বিদরে ॥১৭০২
অহে লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণ মোর প্রাণেশ্বর।
জন্মে জন্মে হও তুমি তাহাব কিঙ্কর ॥১৭০৩
লক্ষ্মীপতি প্রভুর চরণে ধরি কয়।
ঐছে ভেদবুদ্ধি মোর কভু যেন নয় ॥১৭০৪
শ্রীলক্ষ্মীপতির এই বচন শুনিয়া।
প্রভু বলদেব কিছু কহেন হাসিয়া ॥১৭০৫
এই গ্রামে আইলা এক বিপ্রের কুমার।
অবধূত-বেশ শিষ্য হইব তোমার ॥১৭০৬
এই মন্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে তাহারে।
এত কহি মন্ত্র কহে তাঁর কর্ণদ্বারে ॥১৭০৭
পাইয়া সে মন্ত্র লক্ষ্মীপতি হর্ষ হৈলা।
প্রভু অনুগ্রহ করি অন্তর্ধান কৈলা ॥১৭০৮
প্রভাতে জাগিয়া ন্যাসী চিন্তে মনে মনে।
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেখানে ॥১৭০৯
নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্যাসী বিচারয়।
কি অদ্ভুত তেজ এ মনুষ্য কভু নয় ॥১৭১০
ঐছে কত বিচারিয়া ন্যাসী বিজ্ঞবর।
অনিমিষ নেত্রে দেখে শ্রীমুখ সুন্দর ॥১৭১১

প্রভু প্রণমএ লোটাইয়া ক্ষিতিতলে।
আস্তে ব্যস্তে ন্যাসী তুলি লইলেন কোলে ॥১৭১২
নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার।
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার ॥১৭১৩
নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাক্যেতে।
নেত্র-জলে ভাসে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে ॥১৭১৪
বলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
সেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষামন্ত্র দিল ॥১৭১৫
দীক্ষামন্ত্র দিয়া নিত্যানন্দে করি কোলে।
হইলা বিহ্বল হিয়া আনন্দে উথলে ॥১৭১৬
লক্ষ্মীপতিপ্রিয় নিত্যানন্দ দয়াময়।
কিবা না করিতে পারে যেঁহ স্বেচ্ছাময় ॥১৭১৭
বাঢ়াইলা মাধ্বী সম্প্রদায় মহানন্দ।
ভকতবৎসল প্রভু প্রেমানন্দকন্দ ॥১৭১৮

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্।
নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিপ্রিয়ম্।
শ্রীমাধ্বীসম্প্রদানন্দবর্দ্ধনং ভক্তবৎসলম্ ॥(২৩১)

লক্ষ্মীপতি স্থানে শিষ্য হৈয়া নিত্যানন্দ।
বাঢ়াইলা তাঁর অতি অদ্ভুত আনন্দ ॥১৭১৯

(২৩১) লক্ষ্মীপতির প্রিয় মাধ্বীসম্প্রদায়ের আনন্দবর্দ্ধনকারী ভক্তবৎসল নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি।

অতি শীঘ্র অন্যত্র গেলেন তথা হৈতে।
প্রভুর এ লীলা অন্যে না পারে বুঝিতে ॥১৭২০
ব্যাকুল হইলা ন্যাসী নিত্যানন্দ বিনে।
কারে কিছু না কহে চিন্তএ মনে মনে ॥১৭২১
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিল ॥১৭২২
দেখি নিত্যানন্দে লক্ষ্মীপতি মহাধীর।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের নীর ॥১৭২৩
বলদেব মূর্ত্তি প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
তাহা দেখি লক্ষ্মীপতি পড়ে শ্রীচরণে ॥১৭২৪
নেত্র-জলে সিক্ত হৈয়া কহে বার বার।
মোরে তাড়াইতে এ তোমার অবতার ॥১৭২৫
ব্রহ্মাদি না জানে আনে নারে জানিবারে।
আপনি জানাও যারে সে জানিতে পারে ॥১৭২৬
মো ছার মূর্খের কেনে কৈলা বিড়ম্বন।
অনুগ্রহ কর প্রভু লইনু শরণ ॥১৭২৭
শ্রীলক্ষ্মীপতির ঐছে বচন শ্রবণে।
হইলেন নিত্যানন্দ মূর্ত্তি সেইক্ষণে ॥১৭২৮
বিদ্যুতের পুঞ্জ যিনি রূপের মাধুরী।
লক্ষ্মীপতি অধৈর্য্য হইলা শোভা হেরি ॥১৭২৯
নিত্যানন্দ রাম করে করুণা প্রকাশ।
শ্রীলক্ষ্মীপতির কৈল পূর্ণ অভিলাষ ॥১৭৩০

এ সকল অন্যে জানাইতে নিষেধিয়া।
অন্তর্ধান কৈলা* প্রভু পুনঃ প্রবোধিয়া ॥১৭৩১
প্রভু অদর্শনে দুঃখী হৈলা লক্ষ্মীপতি।
দূরে গেল নিদ্রা দেখে পোহাইল রাতি ॥১৭৩২
কারে কিছু না কহে ধরিতে নারে ধৈর্য্য।
সেইদিন হৈতে দশা হইল আশ্চর্য্য ॥১৭৩৩
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ।
অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন ॥১৭৩৪
কহিতে কি জানি লক্ষ্মীপতির চরিত।
নিত্যানন্দপ্রিয় যেঁহো জগতে বিদিত ॥১৭৩৫
পণ্ঢরগ্রামীর† ভক্তি কহনে না যায়।
অদ্যাপি প্রবল ভক্তি নিতাই-কৃপায় ॥১৭৩৬
এথা নিত্যানন্দ প্রভু আপন ইচ্ছায়।
তীর্থ পর্য্যটন করে উল্লাস হিয়ায় ॥১৭৩৭
কতদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে।
দেখা হৈল প্রতীচী তীর্থের সমীপেতে ॥১৭৩৮
যে প্রেম প্রকাশ হৈল দোঁহার মিলনে।
তাহা কে বর্ণিবে যে দেখিল সেই জানে ॥১৭৩৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে (৬অ°) মাধবেন্দ্রবাক্যম

জানিলুঁ কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইলুঁ সংহতি ॥

* 'হৈলা'—পাঠান্তর। † 'পাণ্ডুরগ্রামীর'—পাঠান্তর।

তত্রৈব চৈতন্য ভাগবতে কবিবাক্যম্—

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥

নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র।
মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ ॥১৭৪০
শ্রীঈশ্বরপুরি আদি দেখি চমৎকার।
নিত্যানন্দ গাঢ় রতি হইল সভার ॥১৭৪১
কতদিন দোঁহে কৃষ্ণরসে মগ্ন হৈলা।
অনেক আনন্দে দিবা রাত্রি গোঙাইলা ॥১৭৪২
নিত্যানন্দ বিদায় হইয়া পুরি স্থানে।
সেতুবন্ধ গেলা রামেশ্বর দরশনে ॥১৭৪৩
শ্রীমাধবপুরীশ্বরাদিক শিষ্যে লৈয়া।
চলিলা সরযূতীর্থে বিদায় হইয়া ॥১৭৪৪
হৈলা মৃত্যুপ্রায় দোঁহে দোঁহার বিরহে।
এক কৃষ্ণপ্রেমাবেশে রক্ষা পাইলা দোঁহে ॥১৭৪৫
যদ্যপি শ্রীনিত্যানন্দ পরম সুধীর।
ভ্রমিলেন সর্ব্বত্র হইতে নারে থির ॥১৭৪৬
কথো দিনে আসি প্রভু মথুরা-নগরে।
বাল্যাবেশে বালক সহিত ক্রীড়া করে ॥১৭৪৭
নিত্যানন্দ চাঁদেরে বারেক দেখে যেঁহো।
তিলার্দ্ধেক সঙ্গ না ছাড়িতে পারে সেহো ॥১৭৪৮

পরম মধুর মূর্ত্তি নিত্যানন্দ রায়।
নিত্যানন্দে দেখিতে অসংখ্য লোক যায় ॥১৭৪৯
নিত্যানন্দ স্থির না রহএ এক ঠাঁই।
করএ ভ্রমণ ব্রজে মহানন্দ পাই ॥১৭৫০
মধ্যে মধ্যে শ্রীগোকুল মহাবনে যায়।
মদনগোপালে দেখি রহেন তথায় ॥১৭৫১
নন্দের আলয় দেখি কত উঠে মনে।
করিয়ে রোদন চলে তীর্থপর্য্যটনে ॥১৭৫২

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে (৬অং)—
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥
তবে প্রভু মদনগোপালে নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥

দেখিয়া সকল বন আসি বৃন্দাবনে।
খেলএ অদ্ভুত খেলা যমুনা-পুলিনে ॥১৭৫৩
এই যে অপূর্ব্ব বটবৃক্ষের তলায়*।
খনে বৈসে খনে উঠে লোটায় ধূলায়† ॥১৭৫৪
খনে নানা পুষ্পে বেশ করে আপনার।
খনে কহে কোথা প্রাণ কানাই আমার ॥১৭৫৫
নিত্যানন্দ ভাবাবেশে করে টলমল।
অশ্রুজলে পূর্ণ দীর্ঘ নয়ন-যুগল ॥১৭৫৬

* 'তলাতে'—পাঠান্তর। † 'ধূলাতে'—পাঠান্তর।

ঐছে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনেতে বিহরে।
নিত্যানন্দ চেষ্টা কে বুঝিতে শক্তি ধরে ॥১৭৫৭
জানিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে।
গুপ্তরূপে বিহরি বিহরে ব্যক্তরূপে ॥১৭৫৮
মনে মনে হাসি নিত্যানন্দ হলধর।
নিরন্তর পুলকে পূরিত কলেবর ॥১৭৫৯
হইলা অধৈর্য্য সে প্রভুর আকর্ষণে।
নবদ্বীপে গমন করিলা ব্যস্ত মনে ॥১৭৬০
বিংশতি বৎসর কৈলা তীর্থপর্য্যটন।
যথা যে বিলাস তাহা কে করু বর্ণন ॥১৭৬১
এই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের ক্রীড়াস্থান।
যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যবান্ ॥১৭৬২
অহে শ্রীনিবাস এই চীরঘাট হয়।
কেহো বা চয়ন-ঘাট ইহারে কহয় ॥১৭৬৩
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সনে।
রাসাদি বিলাস অন্তে এথা আইলা স্নানে ॥১৭৬৪
বস্ত্রাদিক রাখি এই নীপবৃক্ষতলে।
সূক্ষ্ম খর্ব্ব বস্ত্র পরি নামিলেন জলে ॥১৭৬৫
হইয়াছিলেন শ্রান্ত বিবিধ বিলাসে।
শ্রম শান্তি হৈল স্নিগ্ধ যমুনা-পরশে ॥১৭৬৬
বারি বিহরণে মহারঙ্গ উপজিল।
সকলেই গিয়া পদ্মবনে প্রবেশিল ॥১৭৬৭

কৃষ্ণ কোন ছলেতে আসিয়া বৃক্ষতলে।
করি বস্ত্রগোপন প্রবেশে পুন জলে ॥১৭৬৮
কতক্ষণ জলকেলি করি উঠে তীরে।
বস্ত্র না দেখিয়া সভে চিন্তিত অন্তরে ॥১৭৬৯
কৃষ্ণ সে সময়ে অদ্ভুত শোভা হেরি।
দিলেন সভারে বস্ত্র পরিহাস করি ॥১৭৭০
শ্রম-শান্তি বস্ত্র চৌর্য্যাদিক এথা হৈল।
আর এই স্থানে কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া কৈল ॥১৭৭১
অহে শ্রীনিবাস রাধাকৃষ্ণ সখী সনে।
নিধুবনক্রীড়ারত এই নিধুবনে ॥১৭৭২
এই কেশিতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস।
ইহার মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ ॥১৭৭৩

তথাহি আদিবারাহে (১৫৬ অঃ)
গঙ্গা শতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ ॥
তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশিতীর্থে বসুন্ধরে।
তস্মিন্ পিণ্ডপ্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং লভেৎ ॥(২৩২)

কেশীবধ কৈল কৃষ্ণ পরম কৌতুকে।
* যমুনায় হস্ত পাখালিলা মহাসুখে ॥১৭৭৪

(২৩২) যে স্থানে কেশী অসুর নিহত হয়, সেই কেশিতীর্থ গঙ্গা অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফলপ্রদ; হে বসুন্ধরে! সেই কেশিতীর্থে আর একটুকু বিশেষ এই যে, ইহাতে পিণ্ডপ্রদান করিলে গয়াপিণ্ড-দানের সমান ফল হয়।

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৫ শ্লোকঃ।

হ্রেষাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
স্ফুল্লন্নেত্রবিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ।
তং তাবত্তৃণবদ্বিদীর্য্যবকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং
যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎকেশিতীর্থং ভজে ॥(২৩৩)

অহে শ্রীনিবাস এই শ্রীধীর সমীরে।
কৃষ্ণের নিকুঞ্জ লীলা অশেষ প্রকারে ॥১৭৭৫
শ্রীরাধাকৃষ্ণের এথা অদ্ভুত মিলন।
মহাসুখে আস্বাদএ তাঁর প্রিয়গণ ॥১৭৭৬

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৫। ৭।

শ্রীরাধিকাং প্রতি দূতীবাক্যম্।

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্ম্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্তৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥(২৩৪)

(২৩৩) মত্ততা-পূর্ণ ভয়ঙ্কর হ্রেষা রবে (অশ্বের চীৎকারে) ত্রিলোক কাঁপাইতেছিল এবং বিস্ফারিতচক্ষু চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া সর্ব্বপ্রকারে জগৎ দগ্ধ করিতেছিল, সেই বিদ্বেষভাবাপন্ন কেশী অসুরকে বকাসুরের মত তৃণ-তুল্য দুইখণ্ডে বিদারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রক্তাক্ত করদ্বয় যে স্থানে ধৌত করিয়া-ছিলেন, সেই কেশিতীর্থকে ভজনা করি।

(২৩৪) রাধিকে! পূর্ব্বে মাধব তোমার সহিত রতিপতিবাঞ্ছিত যে সিদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, সেই কামদেবের মহাতীর্থ নিকুঞ্জবনেই মাধব নিরন্তর তোমাকে ধ্যান, তোমার আলাপ ও তোমার মন্ত্রাক্ষর জপ করিয়া পুনরায় সেই কুচকলস-পরিমর্দ্দনজনিত অমৃত উপভোগের বাসনা করিতেছেন।

তত্রৈব (৫।৮) গীতম্।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-মনুসর তং হৃদয়েশং॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।(২৩৫)

দেখ শ্রীরাধিকা মানভঞ্জন এখানে।
এ মণিকর্ণিকা কৃষ্ণ বিলসে এ বনে॥১৭৭৭
অহে শ্রীনিবাস এই যমুনা নিকট।
পরম অদ্ভুত শোভাময় বংশীবট॥১৭৭৮
বংশীবটচ্ছায়া জগতের দুঃখ হরে।
এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে॥১৭৭৯
ভুবনমোহনবেশে সুচারু ভঙ্গীতে।
গোপীগণে আকর্ষএ বংশীর স্বনেতে॥১৭৮০

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় ১।১৭ শ্লোকঃ।

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥(২৩৬)

যমুনাপ্লাবিত ওই বংশীবট স্থান।
বংশীবট যমুনায় হৈলা অন্তর্ধান॥১৭৮১

(২৩৫) ক্রীড়াজনিত আনন্দ উপভোগের সার অভিসার সময়ে মন্দ-মারুত-সেবী যমুনাতীরস্থিত বনে বনমালাধারী হরি অবস্থান করিতেছেন। হে নিতম্বিনি! গমনে বিলম্ব না করিয়া মদনের মনোমুগ্ধকর বেশবিভূষিত প্রাণেশের নিকটে প্রস্থান কর।

(২৩৬) যিনি সর্ব্বার্থপরিপূর্ণ, রাসপ্রবর্ত্তক, বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত, আর যিনি বেণু বাজাইয়া গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই গোপীনাথ আমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন।

তার এক ডাল আনি গোস্বামী আপনে।
করিলা স্থাপন এ পূর্ব্বের সন্নিধানে ॥১৭৮২
দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্য স্থল।
সদা মন্দ মন্দ বহে সমীর শীতল ॥১৭৮৩
বংশী রবে সব ছাড়ি অধৈর্য্য হিয়ায়।
গোপীগণ আসি কৃষ্ণে মিলএ এথায় ॥১৭৮৪
গোপীগণ কৃষ্ণ-শোভা-সমুদ্রে সাঁতারে।
কৃষ্ণ গোপীগণে দেখি স্থির হৈতে নারে ॥১৭৮৫
ধৈর্য্যাবলম্বন করি মনের উল্লাসে।
কে বুঝে মরম যৈছে কুশল জিজ্ঞাসে ॥১৭৮৬
কৃষ্ণ এথা কৈলা গোপী প্রেমের পরীক্ষা।
পুন গৃহে যাইতে দিলেন বহু শিক্ষা ॥১৭৮৭
রাসারম্ভে অসমতা দেখি গোপীগণে।
রাধা সহ অন্তর্হিত হৈতে হৈল মনে ॥১৭৮৮
এই খানে কৃষ্ণচন্দ্র হৈয়া অদর্শন।
গোপিকাবিলাপ সুখে করিলা শ্রবণ ॥১৭৮৯
কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ এ বৃক্ষতলায়।
জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের কথা ব্যাকুল হিয়ায় ॥১৭৯০
করি কৃষ্ণ লীলানুকরণ গোপীগণ।
এথা কৈল রাধিকার সৌভাগ্য-বর্ণন ॥১৭৯১
রাধিকার মনোহিত কৃষ্ণ এথা কৈলা।
এই খানে তাঁরে রাখি অদর্শন হৈলা ॥১৭৯২

এথা অন্য গোপীগণ দেখি রাধিকারে।
কহিল অনেক কথা অধৈর্য্য অন্তরে ॥ ১৭৯৩
সভে এক হৈয়া কৃষ্ণ-দর্শন-লালসে।
গাইল কৃষ্ণের গুণ অশেষ বিশেষে ॥ ১৭৯৪
এইখানে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন।
পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা গোপীগণ ॥ ১৭৯৫
যত্নে গোপীগণ কৃষ্ণে বসাইলা এথা।
এইখানে পরস্পর হৈল বহু কথা ॥ ১৭৯৬
শ্রীযমুনা-পুলিন দেখহ শ্রীনিবাস।
এইখানে কৃষ্ণ আরম্ভিলা মহারাস ॥ ১৭৯৭
শত কোটি অঙ্গনা-বেষ্টিত কুতূহলে।
বিলসএ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাসমণ্ডলে ॥ ১৭৯৮
হৈল কল্পসম রাত্রি শ্রীরাস-বিহারে।
বর্ণিলেন ব্যাসাদি কবি বিবিধ প্রকারে ॥ ১৭৯৯
স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত কৃষ্ণ রসিকশেখর।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষে রাসক্রীড়ায় তৎপর ॥ ১৮০০

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।২-৯ শ্লোকঃ।
তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।

যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্ ॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্ ॥
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্ ।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥
উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতা ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ (২৩৭)

(২৩৭) পরস্পর বাহুতে বাহুবন্ধন করিয়া এবং পরমপ্রীতিযুক্ত ও নিজের অনুগত শ্রেষ্ঠরমণীগণে বেষ্টিত হইয়া গোবিন্দ সেই স্থানে রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। রাসোৎসব সুন্দররূপে আরম্ভ হইলে গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইল। যোগেশ্বর কৃষ্ণ সেই গোপিকাগণের দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন, তাহাতে প্রত্যেক গোপরমণী তাঁহাকে নিজের নিকটস্থিত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রাসোৎসব দর্শন করিবার জন্য পরম উৎসাহযুক্ত দেবগণ নিজ নিজ দেবীদিগকে সঙ্গে করিয়া আকাশ-পথে আগমন করায় সমাগত শত শত দেববিমানে নভোমণ্ডল আবৃত

তথাচ শ্রীগোপালচম্পূপ্রবন্ধে ২৬ পূরণে ১-১৬। যথা রাগঃ।

জয় জয় সদ্‌গুণসার।

জগতিবিশিষ্টং কলয়িতুমিষ্টং গোকুললসদবতার ॥ ধ্রু ॥

কমলভবেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর পত্নীচিন্তিতসেব।

রাজসি রাসে ললিতবিলাসে নিজরমণীভির্দেব ॥

নটবৎ পরিকর নিখিল কলাধর রচিতপরস্পরমোদ।

আলিঙ্গনমুখরিততম মহাসুখ বল্লববধূহৃতভোদ ॥

ব্যতিবীক্ষণকৃত সাত্ত্বিকপরিবৃতমণ্ডলমনু বহুমূর্ত্তে।

ব্রজতরুণীগণ-রচিত-নয়ন-পণ সচিতবশীকৃতপূর্ত্তে ॥

চরণকণ্ঠধৃতিকরপল্লবকৃতি চিল্লিবলিতবিহারান্।

হইয়াছিল; তৎপরে দুন্দুভি প্রভৃতি স্বর্গীয় বাদ্য বাজিয়াছিল, পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল এবং সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বরাজগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশোগান করিয়াছিল। রাসমণ্ডলে প্রিয়সঙ্গতা রমণীগণের বলয়, নূপুর এবং কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। হৈম মণির মধ্যস্থিত মহামরকত-মণির ন্যায় সেই রাসমণ্ডলে গোপিকাগণের মধ্যে ভগবান্ দেবকীনন্দন শোভা পাইতে লাগিলেন। পদ-বিন্যাস, ভুজকম্পন, অল্পহাস্যযুক্ত ভ্রূভঙ্গী, বঙ্কিম কটিতট, বিচলিত-কুচমণ্ডল, বিস্রস্তবসন, গণ্ডদেশে পরিসঞ্চালিত কুণ্ডল দ্বারা ঘর্ম্মাক্তবদন, স্খলিতকেশবেণী ও রজ্জু-গ্রন্থিযুক্তা কৃষ্ণকামিনীগণ কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে মেঘ-চক্রে বিদ্যুতের মত শোভা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসম্মিলন-জনিত আনন্দে পরমানন্দিতা রতিপ্রিয়া বিবিধ রাগরঞ্জিতকণ্ঠযুক্তা গোপিকা সকল উচ্চস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিয়াছিলেন, যে গীতে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বরে যে ভাবে আলাপ করিতেছিলেন, কোন কোন গোপী সেই ভাবেই সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রীত হইয়া সাদরে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন। গোপী সেই স্বরলিপিকেই ধ্রুবতালে পরিণত করিয়া উচ্চস্বরে গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

মধ্যভঙ্গতন্তি মণিকুণ্ডলগতি পুলকস্বেদবিকারান্ ॥
কলয়তি ভবতা ঘনসাম্যবতা তড়িদিব সর্ব্বা ললনা।
অপি বঃ পরিমিতি তরতমতামিতি সেয়ং জপয়তি তুলনা ॥
সুমধুরকণ্ঠে নৃত্যোৎকণ্ঠে তব রতিমাত্রপ্রীতে।
ত্বৎস্পর্শামৃত-মদচয়সংবৃতচিত্তে ভাবক্রীতে ॥
যুবতীজাতে গীতজশাতেনাবৃতবিশ্বপ্রভবে।
যত্ত্বং রাজসি তৎসুখভাগসি নম এতস্মৈ প্রভবে ॥
যা সহ ভবতা বিস্ময়মবতা স্বরজাতীরতিশুদ্ধম্।
গায়তি সেয়ং নিখিলৈর্গেয়ং কলয়তি নিজগুণরুদ্ধম্ ॥
তত উৎকর্ষং বলয়িতহর্ষং বলয়তি যেয়ং গানে।
সা শ্রীরাধা বলিতারাধা ভবতা কলিতা মানে ॥
যেয়ং রাসে শ্রমজবিলাসে বিগলন্মল্লীবলয়া।
সা ভবদংশে লসদবতংসে ধরতি করং বরকলয়া ॥
যা চাসংপরিভুজপরিঘং পরিচুম্বতি তব স বিনোদম্।
হৃষ্যতি সেয়ং তন্বগণেয়ং যদ্রোমচসামোদম্ ॥
চলকুণ্ডলধর গণ্ডমুকুরবর সমিষ স্পর্শবিধানে।
তাম্বুলদ্রব পরিবর্ত্তাদ্ভবময়সে চুম্বনদানে ॥
এষা নর্ত্তন-কীর্ত্তন-বর্ত্তন-সিঞ্জিতজাত-সুতালা।
তব বামাম্বুজকরমতুলাম্বুজমিবমাধাদ্দিবালা ॥
অথ রাসক্রমপরিবলিতশ্রম বনিতালঙ্কিতদেহ।
পরিতোভ্রমণক গণবিশ্রমণক সমুদিতপরমস্নেহ ॥
কবিকৃত নিশ্চয় শুভ্র যশশ্চয় মালা সমুদয়হারিন্।
জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয়-জয় জয় রাসবিহারিন্ ॥(২৩৮)

(২৩৮) হে সদ্গুণসার! তোমার জয় জয়কার হউক। জগতের

অহে শ্রীনিবাস রাস-বিলাস বিস্তার।
যমুনা-পুলিনে সে শোভার নাই পার ॥ ১৮০১
উজ্জ্বল রজনী পূর্ণচন্দ্রের কিরণে।
যমুনা-সলিল-শোভা বর্ণিব কি আনে ॥ ১৮০২

বিশেষ ইষ্টসাধনের জন্য গোকুলে কান্তিযুক্ত অবতার গ্রহণ করিয়াছে। হে প্রভো! ব্রহ্মা ভব ঈশ্বর বৈকুণ্ঠপতি এবং তাঁহাদের পত্নীগণ যে তোমার সেবা বাসনা করে, হে দেব! সেই তুমি অশেষ বিলাসযুক্ত রাসমণ্ডপে নিজ রমণীদিগকে লইয়া বিরাজ করিতেছ। নটের ন্যায় বিবিধ সৌন্দর্য্যরাশি বিকাশ করিয়া একে অন্যের আনন্দবর্দ্ধনকারী হরি! তোমার আলিঙ্গনে বাক্‌চাতুর্য্যযুক্ত পরমানন্দময়ী গোপরমণীগণ তোমার বংশী হরণ করিয়াছে, বিশেষ প্রকারে দর্শনহেতু সাত্ত্বিকভাবে প্রবর্ত্তিত রাসমণ্ডপে তুমি বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, ব্রজের অল্পবয়স্কা গোপীদিগের নয়নপথের গোচর এবং বশীভূত হইয়া তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিয়াছ, চরণপদ্মের সৌন্দর্য্য, কর-পল্লবের আকৃতি এবং বিহারশ্রমে সমুদ্গত ক্ষীণমধ্যদেশের ভঙ্গী কুণ্ডলচলন রোমাঞ্চিতভাবজাত ঘর্ম্মবিন্দু বহন করিতেছ, তোমার মেঘসদৃশ কান্তির নিকটে সকল গোপিকাগণ বিদ্যুতের মত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে অথবা এই তুলনা তোমাদের উত্তমাপেক্ষাও উত্তমভাব জ্ঞাপন করিতেছে। নর্ত্তনোৎ-কণ্ঠাযুক্ত সুমধুরকণ্ঠময় তোমার খেলাই যাহাদের প্রীতি, তোমার অঙ্গস্পর্শ-জনিত রসে মদসঞ্চয়হেতু ব্যাকুলচিত্ত, তোমার ভাবে বিক্রীত ও যাহাদের সংগীত ধ্বনিতে বিশ্বমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই যুবতীগণ মধ্যে বিরাজমান এবং তাদৃশ বাসবশতঃ সুখভাগী এই প্রভুকে নমস্কার। চিত্তচমৎকার-কারিণী গোপী তোমার সহিত অতি বিশুদ্ধ ষড়্‌জাদিস্বরে গান করেন, সেই গোপী সকলের গানের একমাত্র উপযুক্ত এবং তোমার নিজ গুণবিভূষিত গানই তাঁহারা করিয়া থাকেন। যে গোপীসঙ্কিত আনন্দে অতি উত্তমরূপে গান করিতেছেন, সেই আরাধ্যা রাধা মান করিতে গিয়া তোমা হইতেও মান পাইয়াছেন। পরিশ্রমজনিত বিলাস-রসময় রাসলীলায় শ্রমহেতু যাঁহার

এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ সঙ্গে।
যমুনায় জলকেলি কৈলা নানা রঙ্গে॥ ১৮০৩
পরম কৌতুকী কৃষ্ণ কুঞ্জক্রীড়ারত।
কৈল যৈছে বিশ্রাম তা বর্ণিবে কে কত॥ ১৮০৪
রজনী প্রভাতে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সনে।
গৃহে গতি যৈছে তা বর্ণএ বিজ্ঞগণে॥১৮০৫

তথাহি তত্রৈব (গোপালচম্পূকাব্যে ২৯।৯৩) ললিতরাগঃ।

জাগরণাদথ কুঞ্জবরে।
বীক্ষিত ভাস্কর রুচিনিকরে॥
কান্তা নিদ্রাভঙ্গকরে।
অপি সঙ্কলিত স্বপরিকরে॥
মম ধীর্ম্মজ্জতি কংসহরে।
মৌলিশিখরোপরি পিঞ্ছধরে॥ ধ্রু॥

মল্লিকা-কুসুম-মালা ও বলয় বিগলিত হইয়াছিল, সেই শ্রেষ্ঠরমণী তোমার ভূষণবিভূষিত কর গ্রহণ করেন। যে গোপী তোমার বিনোদযুক্ত অচঞ্চল ভুজপরিঘ চুম্বন করেন, তিনি তোমার অঙ্গৈকদেশ স্পর্শ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। হে রামানুজ! চঞ্চল কুণ্ডলপরিহিত গণ্ডযুগল স্পর্শ করিয়া তাম্বূল দ্রব পরিবর্ত্তন জন্য দ্রবযুক্ত চুম্বন প্রদান বিষয়ে বিশেষ দক্ষা এবং নৃত্য-গীত-অঙ্গচালন নূপুরধ্বনিজনিত তালযুক্তা গোপবালা তোমার তুলনারহিত পঙ্কজসদৃশ হস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। রাসলীলায় যাতায়াত জনিত পরিশ্রম করিয়া রমণীগণ যাঁহার শরীর স্পর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাতে গোপিকাদিগের প্রতি যাঁহার বিশেষ স্নেহ জন্মিয়াছিল এবং কবিগণবিবরিত সমুদয় সুনির্ম্মল যশোমালা যে তুমি হরণ করিয়াছ, হে পরম যশস্বী রাসবিহারী, সেই তোমার জয় জয় কার হউক।

মুহুরুল্লসিত যুবতিনিকরে।
সম মনয়া বহিরনয়ানয় চরে॥
ঘন গহনাধ্বনি গমন পরে।
তত্র চ বহুকৃতসুখ বিতরে॥
আশাস্তম্ভিত বিরহগরে।
ধাম্নি সনাতন শর্ম্মহরে॥(২৩৯)

মহারাস বিলাসে সকল গোপিকার।
কৈল মনোরথ পূর্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ১৮০৬
শ্রীরাস বিলাস মহাসুখের আলয়।
শুনিলে এ সভ অভিলাষ পূর্ণ হয়॥ ১৮০৭
অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
শ্রীরাসবিলাসী রাধিকার প্রাণধন॥ ১৮০৮
ভুবনমোহিনী রাধা রাসবিলাসিনী।
কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়া রমণীর শিরোমণি॥ ১৮০৯
কৃষ্ণসুখ যাথে তাহা করএ সদায়।
শ্রীরাধিকা বিনা কৃষ্ণে অন্য নাহি ভায়॥ ১৮১০

(২৩৯) সমুদিত দিবাকরের কিরণমালায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইলে প্রশস্ত কুঞ্জমধ্যে কান্তার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং শিরোভূষণ-চূড়ায় ময়ূর-পুচ্ছধারী হরিও জাগিলেন। সেই পরিকর সহকৃত কংসহারী পুনঃ পুনঃ যুবতী সকলকে আনন্দিত করিয়া এবং কুঞ্জের বাহিরে ঘন বনপথে লৌকিক রীতিপরিহারিণী গোপিনীগণের গমনকালে বহুপ্রকারে সুখ বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই আশার আস্পদ নিত্যসুখের ধাম হরিতে আমার মতি ডুবিয়া থাকুক।

শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ সনে।
সদা রাস-বিলাসে বিহ্বল বৃন্দাবনে ॥ ১৮১১
এথা এক দিবস হইল মহারঙ্গ।
কহিতে বাঢ়এ সাধ সে সভ প্রসঙ্গ ॥ ১৮১২
বৃন্দা সনে কৈল আজ্ঞি বিবিধ বিধানে।
দেখিব বিলাস রাই কানু সখীসনে ॥ ১৮১৩
এই হেতু বৃন্দা লৈয়া অনুচরীগণ।
রাসলীলারম্ভের করএ আয়োজন ॥ ১৮১৪
নৃত্যস্থলী বিরচএ যে সভ বিধানে।
সে সকল ভেদ নাট্যশাস্ত্রেও না জানে ॥ ১৮১৫
যৈছে চন্দ্রকিরণ নির্ম্মল উজিয়ার।
তৈছে নৃত্যস্থলী শুভ্র শোভা চমৎকার ॥ ১৮১৬
এই কুঞ্জালয়ের অঙ্গন পরিসরে।
চন্দ্রের কিরণ কি অদ্ভুত শোভা করে ॥ ১৮১৭
চতুর্দ্দিকে শুভ্র পুষ্পাসন সর্ব্বোপরি।
মধ্যে শুভ্র সিংহাসন রাখে যত্ন করি ॥ ১৮১৮
তাম্বূল-বীটিকা রত্নসম্পূটে রাখয়।
যাহার সৌগন্ধ সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয় ॥ ১৮১৯
নানা পুষ্পভূষা আদি অনেক প্রকার।
সুগন্ধি চন্দন আদি লেখা নাই তার ॥ ১৮২০
লক্ষ লক্ষ চামর শোভায় চিত্ত হরে।
মৃদঙ্গাদি নানা যন্ত্র রাখে থরে থরে ॥ ১৮২১

শুক কোকিলাদি পক্ষে করএ আদেশ।
গাও কৃষ্ণরাধিকার চরিত্র অশেষ॥ ১৮২২
ময়ুরগণেরে কহে নৃত্য করিবার।
নিদেশে ভ্রমরগণে করিতে ঝঙ্কার॥ ১৮২৩
হেনই সময়ে সে বৃন্দার অনুচরী।
শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রতি কহে ধীরি ধীরি॥ ১৮২৪
দুঁহু গতি বিলম্বে চিন্তিত হৈয়া তুমি।
মোরে আজ্ঞা কৈলা তথা গিয়াছিনু আমি॥ ১৮২৫
পৌর্ণমাসী উপদেশে কৃষ্ণ হর্ষ হৈয়া।
পুষ্পবনে ছিলা রাই পথ নিরখিয়া॥ ১৮২৬
শ্রীরাধিকা গৃহ হৈতে আসি সখী সনে।
মিলিলেন কৃষ্ণে এই পুষ্পের কাননে॥ ১৮২৭
দোঁহার মিলনে পৌর্ণমাসী হর্ষ হৈলা।
তোমার যে ক্রিয়া তাহা দোঁহে জানাইলা॥ ১৮২৮
এত কহিতেই হৈল দোঁহার গমন।
কিবা পাদপদ্মের বিন্যাস মনোরম॥ ১৮২৯
দোঁহে দোঁহা স্কন্ধে চারু ভুজ আরোপিয়া।
রসাবেশে রহে দোঁহে দোঁহা নিরখিয়া॥ ১৮৩০
কহিতে সে শোভার অবধি নাহি হয়।
নিরখিতে নয়ন নিমিষ দূরে রয়॥ ১৮৩১
দুঁহু রূপছটা আলো করে ত্রিভুবন।
সজল জলদঘটা দামিনীদমন॥ ১৮৩২

ললিতাদি সখী সুবেষ্টিত শোভা অতি।
ঝলমল করে সে সভার অঙ্গদ্যুতি ॥ ১৮৩৩
অদ্ভুত ভঙ্গীতে চলে কুঞ্জের মাঝার।
মন্দ মন্দ নূপুরের ধ্বনি অনিবার ॥ ১৮৩৪
রাই কানু সখীসহ কুঞ্জে প্রবেশিয়া।
বৃন্দাবিরচিত শোভা দেখে হর্ষ হৈয়া ॥ ১৮৩৫
দোঁহে হাসি বৈসে সে বিচিত্র সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে সখী সুখে আপনা না জানে ॥ ১৮৩৭
লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন।
শুক কোকিলাদি গায় দুঁহ গুণগান ॥ ১৮৩৮
সুমধুর বাছ্য প্রায় ভ্রমর গুঞ্জরে।
চতুর্দ্দিকে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে ॥ ১৮৩৯
বৃন্দাদেশে সভে নিজ গুণ প্রকাশিল।
এই ছলে বৃন্দা মনোরথ জানাইল ॥১৮৪০
পরম সুঘড় কৃষ্ণ রসের মূরতি।
হাসি নেত্র কোণে কি কহিল বৃন্দা প্রতি ॥১৮৪১
বৃন্দা চন্দনাদি পুষ্প ভূষা সমর্পিতে।
যে কৌতুক বাড়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥১৮৪২
ললিতা সে তাম্বূল-সম্পূট উঘাড়িয়া।
হৈলা হর্ষ রাই হস্তে তাম্বূল অর্পিয়া ॥১৮৪৩
শ্রীরাধিকা তাম্বূল-বীটিকা লৈয়া সুখে।
দিলেন সুভঙ্গীতে কৃষ্ণের চান্দ মুখে ॥১৮৪৪

মন্দ মন্দ হাসে কৃষ্ণ অধৈর্য্য হৃদয়।
তাম্বূল ভক্ষণে নানা রঙ্গ প্রকাশয় ॥১৮৪৫
শ্রীরাস বিলাস করিবেন এই মনে।
অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে চায় রাই-মুখ পানে ॥১৮৪৬
আনন্দের মূর্ত্তি কৃষ্ণ রসের নিধান।
কোটি কোটি কন্দর্প জিনিয়া ভঙ্গী তান ॥১৮৪৭
ময়ুরচন্দ্রিকা মাথে শোভএ অশেষ।
বংশীন্যস্ত অধরে কি সুমধুর বেশ ॥১৮৪৮
বৃন্দা মনোরথ সিদ্ধি করিবার তরে।
শ্রীরাধিকা সহ কৃষ্ণ এথায় বিহরে ॥১৮৪৯
অসংখ্য প্রেয়সী তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধা।
যেঁহো শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ করে সভ সাধা ॥১৮৫০
রাধিকার বেশ যৈছে কে পারে কহিতে।
ললিতাদি বেশের উপমা নাই দিতে ॥১৮৫১
রাধিকার গণ যত লেখা নাই তার।
ললিতাদি সখীর যূথের নাই পার ॥১৮৫২
লক্ষ লক্ষ অঙ্গনাতে বেষ্টিত হইয়া।
বিলসএ কৃষ্ণ রাই স্কন্ধে বাহু দিয়া ॥১৮৫৩
শ্রীরাস বিলাসে শোভা ব্যাপিল ভুবন।
হইলেন সঙ্গীতে নিমগ্ন সর্ব্বজন ॥১৮৫৪
কহিতে কি সঙ্গীতের রীত চমৎকার।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক এ সর্ব্বত্র প্রচার ॥১৮৫৫

অহে শ্রীনিবাস পূর্ব্বে ব্রহ্মা বেদ হৈতে।
প্রকাশে সঙ্গীত বেদ বিদিত জগতে ॥১৮৫৬*
ওহে শ্রীনিবাস এই পথে রাই রঙ্গে।
প্রবেশএ এ কুঞ্জভবনে গণ সঙ্গে ॥১৮৫৭
রাধিকার গণ যত অন্ত নাই তার।
ললিতাদি সখী মধ্যে শোভা চমৎকার ॥১৮৫৮
সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণা সখী শ্রীললিতা।
রত্নপ্রভা আদি অষ্ট গুণে সুবেষ্টিতা ॥১৮৫৯

তথাহি শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়াং।
রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা ভদ্ররেখিকা।
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী ॥ (২৪০)

বিশাখার সৌন্দর্য্য উপমা নাহি হয়।
বেষ্টিত মাধবী আদি গণাষ্ট শোভয় ॥১৮৬০

* মুদ্রিত পুস্তকে এই শ্লোকের পর ১১০ পাত (৩৩৪ হইতে ৪৪৪ পৃষ্ঠায়) সঙ্গীত-শাস্ত্র ও রাগ বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের আদর্শ পুথিতে এই অংশ একেকালে পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং ব্রজ-পরিক্রমার আলোচ্য বিষয় মধ্যে ঐ অংশ বাদ গেলেও গ্রন্থের অঙ্গহানির কোন সম্ভাবনা নাই, ভাবিয়া আমরা মুদ্রিত পুস্তকের ঐ অংশ বাহুল্য বোধে ছাড়িয়া দিলাম।

(২৪০) রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী ও কলাপিনী, (এই রাধার অষ্টসখী।)

তথাহি তত্রৈব।

মালতী মাধবী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা।
হরিণী চপলা নাম্নী সুরভী চ শুভাননা॥ (২৪১)

সর্ব্বাংশে প্রবীণা সুচিত্রাদি সুচরিতা।
কুরঙ্গাক্ষী আদি নিজ গণাষ্টে অন্বিতা॥১৮৬১

তত্রৈব।

রসালিকা তিলকিনী শৌরসেনী সুগন্ধিকা।
বামিনী কামনগরী নাগরী নাগবেণিকা॥ (২৪২)

শ্রীরঙ্গদেবীর রূপে কেবা ধৈর্য্য ধরে।
মঞ্জুমেধাদি গণাষ্ট শোভা চিত্ত হরে॥১৮৬২

তত্রৈব।

মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমেধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা মধুসান্দ্রা গুণচূড়া বরাঙ্গদা॥ (২৪৩)

সুদেবী রাধিকা প্রীতে সদা প্রফুল্লিতা।
তার অষ্টগণ তুঙ্গভদ্রাদি বিদিতা॥১৮৬৩

(২৪১) মালতী, মাধবী, চন্দ্ররেখা, কুঞ্জরী, হরিণী, চপলা, সুরভী এবং শুভাননা, (এই রাধার অষ্ট সখী।)

(২৪২) রসালিকা, তিলকিনী, শৌরসেনী, সুগন্ধিকা, বামিনী, কামনগরী, নাগরী, ও নাগবেণিকা। (এই অষ্টসখী।)

(২৪৩) মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমেধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধুসান্দ্রা, গুণচূড়া ও বরাঙ্গদা। (এই অষ্টসখী।)

তত্রৈব।

তুঙ্গভদ্রা রসোত্তুঙ্গা রঙ্গবাটী সুসঙ্গতা।
চিত্রলেখা বিচিত্রাঙ্গী মেদিনী মদনালসা॥ (২৪৪)

তুঙ্গবিদ্যা পরম রূপসী শোভা অতি।
কলকণ্ঠী আদি অষ্টগণাদ্ভুত রীতি ॥১৮৬৪

তত্রৈব।

কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা। (২৪৫)

ইন্দুলেখা সর্ব্বচিত্তাকর্ষে সুচরিতে।
কাবেরী আদি গণাষ্ট উপমা কি দিতে ॥১৮৬৫

তত্রৈব।

কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা॥ (২৪৬)

ওহে শ্রীনিবাস ললিতাদি গণ সঙ্গে।
এই কুঞ্জে দোঁহার মিলন দেখি রঙ্গে ॥১৮৬৬
তিলে তিলে উল্লাসে ধরিতে নারে হিয়া।
ললিতাদি সখীর পরমাদ্ভুত ক্রিয়া ॥১৮৬৭

(২৪৪) তুঙ্গভদ্রা, রসোত্তুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুসঙ্গতা, চিত্রলেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মেদিনী ও মদনালসা। (এই অষ্টসখী।)

(২৪৫) কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরা ও ইন্দিরা। (ইত্যাদি সখীগণ।)

(২৪৬) কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী, এবং মনোহরা। (এই অষ্ট সখী।)

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাশক্তিকারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্।
নর্ম্মাশ্বাসনেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবম্।
ছিদ্রসংবৃত্তিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা॥
শিক্ষাসঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা॥
নায়িকা প্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়া॥ (২৪৭)

ওহে শ্রীনিবাস কহিবার সাধ্য নাই।
কৃষ্ণ মনোহিত পুষ্পবাটী এই ঠাঁই॥১৮৬৮
কি অপূর্ব্ব শোভা এই বনের ভিতর।
গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর॥১৮৬৯
এই সদাশিব বৃন্দাবিপিন পালয়।
ইঁহাকে পূজিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়॥১৮৭০
গোপীগণ সদা কৃষ্ণ সঙ্গের লাগিয়া।
নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া॥১৮৭১

(২৪৭) পরস্পর প্রেম ১, গুণকীর্ত্তন ২, রাধাকৃষ্ণের আসক্তিকরণ ৩, অভিসার ৪, সখীর কৃষ্ণে সমর্পণ ৫, নর্ম্ম ৬, আশ্বাসন ৬, নেপথ্য ৮, হৃদয় উদ্ঘাটনে পটুতা ৯, ছিদ্রসংবরণ ১০, পতিপ্রভৃতির প্রবঞ্চনা ১২, শিক্ষা ১২, যথাসময়ে পরস্পরের সম্মিলন ১৩, পাখা ও চামরাদিদ্বারা সেবা ১৪, সেই দুইয়ের লাভ ১৫, সংবাদপ্রেরণ ১৬, নায়িকার প্রাণরক্ষাবিষয়ে চেষ্টা ১৭, ইত্যাদি সখীগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর।
গোপিকাপূজিত তেঁই নাম গোপীশ্বর ॥১৮৭২
ইন্দ্রাদি দেবতা স্তুতি করএ সদায়।
বৃন্দাবনে প্রীতিবৃদ্ধি ইহার কৃপায় ॥১৮৭৩

তথাহি।

শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বৃন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্।
সর্ব্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদম্ ॥ (২৪৮)

তথাচ স্তবামৃতলহর্য্যাম্।

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম-
মৌলে সনন্দনসনাতননারদেড্যঃ।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি যুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে ॥ (২৪৯)

দেখ ব্রহ্মকুণ্ড এই পরম নির্জ্জন।
বহু গুল্মলতাবৃত অতি সুশোভন ॥১৮৭৪
এথা স্নান এক রাত্রি উপবাস কৈলে।
গন্ধর্ব্বাদি সহ ক্রীড়া করে কুতূহলে ॥১৮৭৫

(২৪৮) হে বৃন্দে! বৃন্দাবনরমণদাতা সকল দুঃখহারী মঙ্গলবিধাতা কৃপাময় গোপীশ্বরকে নমস্কার।

(২৪৯) হে চন্দ্রচূড় বৃন্দাবনরাজ! তোমার জয় হউক, হে গোপেশ্বর! বৃন্দাবনবিহারী হরির যুগল চরণারবিন্দে সনন্দন, সনাতন ও নারদ হইতে প্রচারিত বা উৎকৃষ্ট উপাধি-বিবর্জিত প্রেম প্রদান কর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

প্রাণত্যাগ হৈলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়।
ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা পুরাণে ব্যক্ত হয় ॥১৮৭৬

তথাহি আদিবারাহে ১৫৬।৭-৮।

তত্র ব্রাহ্মে মহাভাগে বহুগুল্মলতাবৃতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ॥
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়মানঃ স মোদতে।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥ (২৫০)

ব্রহ্মকুণ্ড পার্শ্বে আর যে যে চমৎকার।
তাহা কি কহিব কৈল পুরাণে প্রচার ॥১৮৭৭

অথাহি বারাহে।

তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী॥
স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তঃ সুখাবহঃ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিম্॥ (২৫১)

এথা বৃন্দাদেবী মনোবৃত্তি প্রকাশিল।
নারদ মুনির মনোরথ পূর্ণ কৈল ॥১৮৭৮

(২৫০) হে সৌভাগ্যশীলে! বিবিধ প্রকারের ক্ষুদ্রতৃণ ও লতা-পরিবেষ্টিত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান এবং একরাত্রি বাস করিলে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের সহিত বিচরণপূর্ব্বক আনন্দিত হয়, আর যে ব্যক্তি তাহাতে প্রাণত্যাগ করে, সে আমার লোকে গমন করে।

(২৫১) তাহার উত্তরদিকে শুভ্রকান্তি একটী অশোক বৃক্ষ আছে, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে মধ্যাহ্ন সময় তাহাতে ফুল ফোটে, সেটী আমার ভক্তের সুখের স্থান, মদীয় পবিত্র ভক্ত ভিন্ন আর কেহ তাহা জানে না।

ওহে শ্রীনিবাস এই বেণুকূপ হয়।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অতিশয় ॥১৮৭৯
প্রিয়াগণ তৃষ্ণাযুক্ত কৃষ্ণ তা জানিয়া।
ভূমিতলে দিলা দৃষ্টি বেণু করে লৈয়া ॥১৮৮০
বেণু ফুকিতেই শব্দ প্রবেশে পাতালে।
অকস্মাৎ হৈল কূপ পরিপূর্ণ জলে ॥১৮৮১
সভে জল পান করি প্রশংসে কৃষ্ণেরে।
বেণুকূপ নাম তেঞি বিদিত সংসারে ॥১৮৮২
ওহে শ্রীনিবাস কালি-দমনের দিনে।
দাবানল পান কৃষ্ণ কৈলা এই খানে ॥১৮৮৩
এই দাবানল-স্থান যে করে দর্শন।
সংসার-দাবাগ্নি হৈতে হয় বিমোচন ॥১৮৮৪
এই শ্রীগোবিন্দস্বামিতীর্থ মহোত্তম।
দেখহ অপূর্ব্ব শোভা নাহি যার সম ॥১৮৮৫
এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
এথা গোবিন্দের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥১৮৮৬

তথাহি সৌরপুরাণে।

গোবিন্দস্বামিতীর্থাখ্যমস্তি তীর্থমহোত্তমম্।
বাসুদেবতনুজস্য বিষ্ণোরত্যন্তদুর্লভম্ ॥
গোবিন্দস্বামিনামাত্র বসত্যর্চ্চাত্মকোঽচ্যুতঃ।
তত্র স্নাত্বা তমভ্যর্চ্চ্য মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥ (২৫২)

(২৫২) তীর্থগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দস্বামিতীর্থনামক বসুদেবনন্দনের

ব্রজে নানা লীলা শুনি মাধুর্য্যাদি যত।
ব্রহ্মাদি অগম্য আনে জানিব বা কত ॥১৮৮৭

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৪ শ্লোকঃ।

ন ব্রহ্মা ন চ নারদো ন হি হরো ন প্রেমভক্তোত্তমাঃ
সম্যগ্ জ্ঞাতুমিহাপ্যসার্হতি তথা যস্যোল্লসন্মাধুরীম্।
কিন্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ সার্দ্ধং স্বমাত্রাস্ফুটং
প্রেম্নাপ্যুদ্ধব এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে ॥(২৫৩)

সর্ব্বচিত্তাকর্ষ এই দ্বাদশ কানন।
ভূমিগত হইয়া ভক্ত বন্দে অনুক্ষণ ॥১৮৮৮

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৮ শ্লোকঃ।

গন্ধব্যাকুলভৃঙ্গসঞ্চয়চমূসংস্পৃষ্টপুষ্পোৎকরৈ-
র্ভ্রাজৎ কল্পলতা-পলাশিনিকরৈর্ বিভ্রাজিতানি স্ফুটম্।
যানি স্ফারতড়াগপর্ব্বতনদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহুর্দ্বাদশ ॥ (২৫৪

একটী তীর্থ আছে, সেটী অতিদুর্ল্লভ, ঐ স্থানে গোবিন্দস্বামিনামক বিগ্রহরূপী হরি বাস করেন, তাহাতে স্নান ও তাঁহাকে পূজা করিয়া সাধুগণ মুক্তির বাসনা করিবে।

(২৫৩) যে ব্রজের উদ্দীপ্তমাধুর্য্য ব্রহ্মা, নারদ এবং প্রেমিক ভক্তগণশ্রেষ্ঠ মহাদেব সর্ব্বপ্রকারে জানিতে সমর্থ নহেন, কেবল যশোদা, বলদেব ও প্রেমিক উদ্ধবই স্পষ্টভাবে জানিতে পারিয়াছেন, সেই ব্রজের বর্ণনা কি করিব!

(২৫৪) গন্ধে ব্যাকুলচিত্ত ভ্রমর সকলের সংস্পৃষ্ট কুসুম সুন্দর কল্পলতা পরিবেষ্টিত নবপল্লবিত বৃক্ষ ও বিস্তৃত জলাশয় পর্ব্বত নদীসমূহে পরিশোভিত, সুতরাং কৃষ্ণের প্রিয়তম সেই দ্বাদশবন পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

ওহে শ্রীনিবাস ভক্ত সদা সংপ্রার্থয়।
অন্য প্রসঙ্গেও যেন ব্রজে বাস হয় ॥১৮৮৯

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৫ শ্লোকঃ।

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি-
স্নাতোঽপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমঃ যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতিমুহূর্বাসোঽস্তু নিত্যং মম ॥(২৫৫)

ব্রজভূমে বৈসে যে সে কৃষ্ণপ্রিয় হন।
তা সভারে বন্দে নিত্য ভাগ্যবন্তগণ ॥১৮৯০

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০০ শ্লোকঃ।

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকরগুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষে জন্মার্পিতবিবিধকর্ম্মাপ্যনুদিনম্।
ক্রমাদ্যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়তমা।
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ পুণ্যখচিতাঃ ॥ (২৫৬)

ব্রজস্থিত তৃণগুল্ম কীটাদিক যত।
সে সভে প্রণমে ভাগ্যবন্ত অবিরত ॥১৮৯১

(২৫৫) হে অচ্যুত! বৃন্দাবনে প্রেমামৃত জলনিধিতে স্নান করিয়া অন্যস্থানে মজ্জন সহবাসেও ক্ষণকাল অবস্থান করিব না, কিন্তু এখানে ব্রজবাসিগণের সহিত সদালাপ করিয়া যে কোন প্রকারে আমার পুনঃ পুনঃ বা সর্ব্বদা বাস হউক।

(২৫৬) বিবিধ জন্মের পুণ্যরাশি সমর্পণকারী ব্রহ্মা যে স্থানে তৃণরাজি ও গুল্মাদিতে সতত অবস্থান করিতে নিয়ত বাসনা করেন, এবং ক্রমে যে পরম পুণ্যবান্ প্রিয়তম ভক্তগণ ভূমিতে বাস করেন, অতিবিনীত ভাবে সেই ভক্তদিগকে বন্দনা করি।

তথাহি তত্রৈব ১০২ শ্লোকঃ।

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীটকমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ-
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্ম্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥ (২৫৭)

কেহো রাধাকৃষ্ণ নামোচ্চারি নেত্রনীরে।
কৃষ্ণকেলি স্থান সিঞ্চিবারে বাঞ্ছা করে ॥১৮৯২

তথাহি তত্রৈব ১০৩ শ্লোকঃ।

ভ্রমন্ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বক্রিমগতৈ-
র্লপন্ রাধে কৃষ্ণেত্যনবরতমুন্মত্তবদহম্।
পতন্ কাপি কাপ্যুচ্ছলিতনয়নদ্বন্দ্বসলিলৈঃ-
কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥ (২৫৮)

অহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মাধুরী।
মনে অভিলাষ সদা রাখি নেত্রে ভরি ॥১৮৯৩
তোমা দোঁহা লইয়া আনন্দে ভ্রমিনু।
পুন না হইবে হেন মনে বিচারিনু ॥১৮৯৪

(২৫৭) সর্ব্বপ্রকারে আনন্দময় কৃষ্ণের অতিপ্রিয় লীলার বিশেষ উপযোগী যে তৃণগুল্মাদি গোষ্ঠ স্থানে আছে, সেই সমুদয় বিবিধ শাস্ত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত এবং ব্রহ্মাদি দেবতারও সাগ্রহে প্রার্থিত, আমি সে সমস্ত বন্দনা করি।

(২৫৮) কখন আমি পর্ব্বতরাজের স্তরে স্তরে বক্রগতিতে বিচরণ, উন্মাদের মত সতত রাধে! কৃষ্ণ! উচ্চারণ এবং কোথাও বা পড়িয়া গিয়া উচ্ছলিত নয়নযুগলের জলের দ্বারা কৃষ্ণের সমুদয় লীলাস্থান ধৌত করিব।

জন্মে জন্মে তুমি দুই প্রভুর কিঙ্কর।
এত কহি পণ্ডিতের অধৈর্য্য অন্তর ॥১৮৯৫
নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর।
নেত্রজলে ভাসে দোঁহে ধৈর্য্য গেল দূর ॥১৮৯৬
পণ্ডিতের পদতলে পড়ে লোটাইয়া।
পণ্ডিত নয়নজলে সিঞ্চে কোলে লৈয়া ॥১৮৯৭
রাধাকৃষ্ণচৈতন্যের চরিত্র-কীর্ত্তনে।
হইলেন মত্ত দেহ স্মৃতি নাই মনে ॥১৮৯৮
বৃন্দাবন ভূমে প্রণমিয়ে বার বার।
করে যে প্রাথনা তা কহিতে নাই পার ॥১৮৯৯
এইরূপ নির্জ্জনে বসিয়া তিনজন।
করিলেন কতক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন ॥১৯০০
চলিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শনে।
যাঁর রূপ মাধুর্য্যাদি বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥১৯০১

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ সুবর্ণ সদন।
মহাযোগপীঠ তাহা রত্নসিংহাসন ॥
তাতে বসিয়াছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ নাম সাক্ষাৎ মন্মথমনন ॥
যাঁর ধ্যান লোকে সদা করে পদ্মাসনে।
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসনে ॥

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ইথে নাহি আন।
যেই অজ্ঞজন করে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকে পড়ে কি বলিব আর॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মবঞ্চিতশ্চিরং॥
দ্রষ্টুং ন যোগ্যা বক্তুং বা ত্রিষু লোকেষু তেঽধমাঃ।
শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বে বিমুখা যে ভবন্তি হি। (২৫৯)

তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ৪।৭৬।৩২,৩৪।

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (২৬০)

শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া তিনজন।
হৈল মহানন্দ জুড়াইল নেত্র মন॥১৯০২
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত তিনে দেখিয়া উল্লাসে।
শ্রীমালা প্রসাদ দিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসে॥১৯০৩

(২৫৯) দেবদুর্লভ অতিবাঞ্ছনীয় মানবজন্ম পাইয়াও যাহারা ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাহারা চিরকালের জন্য আপনাকেই প্রতারণা করে, এবং যে সকল ব্যক্তি কৃষ্ণের পদযুগলে বিমুখ হয়, তাহাদিগকে দর্শন বা সম্ভাষণ কর্ত্তব্য নহে, তাহারা ত্রিলোকের অধম।

(২৬০) দোলায়মান গোবিন্দ, মঞ্চস্থিত মধুসূদন এবং রথস্থিত বিষ্ণুকে দেখিলে পুনরায় আর জন্ম হয় না।

রাঘব পণ্ডিত ক্রমে সব নিবেদিয়া ॥
সর্ব্বত্র দর্শন কৈলা উল্লাসিত হৈয়া ॥১৯০৪
শ্রীজীবগোস্বামীর বাসা গেলেন ত্বরায়।
শ্রীজীবের মহানন্দ দেখিয়া সভায় ॥১৯০৫
শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীজীবেরে।
কহিল সকল শুনি উল্লাস অন্তরে ॥১৯০৬
দুই এক দিবস রহিয়া বৃন্দাবনে।
রাঘব পণ্ডিত শীঘ্র গেলা গোবর্দ্ধনে ॥১৯০৭
ওহে শ্রোতা মথুরামণ্ডল-পরিক্রমা।
সংক্ষেপে কহিল ইথে অদ্ভুত মহিমা ॥১৯০৮
এ মাহাত্ম্য যত্নে পড়ে যে সভে শুনয়।
শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত সে উদ্ধারে পক্ষদ্বয় ॥১৯০৯

তথাহি আদিবারাহে ১৬৮।১৭-১৮।

যে পঠন্তি মহাভাগে শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমাং গতিং ॥
কুলানি তে তারয়ন্তি দ্বে শতে পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ ॥ (২৬১)

শ্রীব্রজমণ্ডল ভ্রমণেতে সুখ যত।
সেই সে জানএ যে ব্রজের অনুগত ॥১৯১০
ব্রজে লীলাস্থলী নাম করহ কীর্ত্তন।
অনায়াসে হবে সর্ব্ব বাঞ্ছিত পূরণ ॥১৯১১

(২৬১) হে মহাভাগ্যবতি! যাঁহারা সংযতচিত্তে মথুরার মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন এবং পিতৃ-পক্ষ ও মাতামহপক্ষের দুইশত পুরুষ পরিত্রাণ করেন।

লীলা আস্বাদহ ভক্তগণের সহিতে।
মিলিবে নির্ম্মল ভক্তি ভক্তের কৃপাতে ॥১৯১২
ভক্তস্থানে সাবধান হবে সর্ব্বমতে।
যেন কোন অকৌশল নহে তাঁর চিতে ॥ ১৯১৩
অকৌশল হইলে সব হয় অন্তরায়।
প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহিএ এথায় ॥১৯১৪
একদিন শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবনে।
ভাবএ মানসে মহা উল্লাসিত মনে ॥১৯১৫
রাধিকার বেশ বিরচএ সখীগণ।
পৃষ্ঠদেশে রহি কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ ॥১৯১৬
কৃষ্ণ যে দেখেন তাহা রাধিকা না জানে।
জানাইতে সখীর কৌতুক বাঢ়ে মনে ॥১৯১৭
বিচিত্র বাঁধনে কেশ করিয়া বন্ধন।
রাধিকার আগে সখী ধরিলা দর্পণ ॥১৯১৮
শ্রীরাধিকা নিজ মুখশোভা নিরখিতে।
কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র দেখে সেই দর্পণেতে ॥১৯১৯
ব্যস্ত হইলেন রাই লজ্জা অতিশয়।
লইয়া বসন শীঘ্র সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁপয় ॥১৯২০
সখীগণ হাসে মহাকৌতুক হইল।
শ্রীরূপগোস্বামী সেই সঙ্গেই হাসিল ॥১৯২১
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব একজন।
শ্রীরূপে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মন ॥১৯২২

শ্রীরূপ হাসেন দেখি কিছু না কহিলা।
বিমর্ষ হইয়া সনাতন আগে গেলা ॥১৯২৩
বৈষ্ণব কহএ গেনু শ্রীরূপ দেখিতে।
আমারে দেখিয়া তেঁহো লাগিলা হাসিতে ॥১৯২৪
মনোদুঃখী হৈয়া তাঁরে কিছু না কহিনু।
না বুঝি কারণ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইনু ॥১৯২৫
যে নিমিত্ত হাসে তা কহিলা সনাতন।
শুনি বৈষ্ণবের হৈল খেদযুক্ত মন ॥১৯২৬
বৈষ্ণব কহেন এ সময়ে কেন গেনু।
তাঁর মন না বুঝিয়া অপরাধ কৈনু ॥১৯২৭
ঐছে সে বৈষ্ণব অতি ব্যাকুল হইলা।
সনাতন গোস্বামী তাঁহারে স্থির কৈলা ॥১৯২৮
এথা রূপ মগ্ন ছিলা লীলা দরশনে।
সে আনন্দ অন্তর্দ্ধান হৈল সেইক্ষণে ॥১৯২৯
শ্রীরূপ ব্যাকুল হৈয়া চারিদিকে চায়।
মনে স্থির কৈল কেহ আইলা এথায় ॥১৯৩০
অপরাধ হৈল মোর তাঁর অসম্মানে।
ঐছে বিচারিয়া চলে গোস্বামীর স্থানে ॥১৯৩১
সে বৈষ্ণব শ্রীরূপের গমন দেখিয়া।
ভূমে পড়ি প্রণমএ কথোদূরে গিয়া ॥১৯৩২
অতি দীন প্রায় শ্রীরূপের প্রতি কয়।
অপরাধ কৈনু মুঞি ক্ষম মহাশয় ॥১৯৩৩

এই কতক্ষণ হৈল তথা গিয়াছিনু।
না বুঝি তোমার ক্রিয়া মনে কিছু কৈনু ॥১৯৩৪
গোস্বামীর পাশে আসি কৈনু নিবেদন।
তেঁহো অনুগ্রহ করি ঘুচাইলা ভ্রম ॥১৯৩৫
যদি তুমি অনুগ্রহ করহ আমারে।
তবে মন স্থির হয় কহিনু তোমারে ॥১৯৩৬
শুনিয়া শ্রীরূপ অতি কাতর অন্তরে।
ভূমে পড়ি প্রণমি কহএ জোড় করে ॥১৯৩৭
অপরাধ কৈনু কত কহিতে না পারি।
অপরাধ ক্ষম মোর অনুগ্রহ করি ॥১৯৩৮
ভক্তিরসাবেশে দোঁহে দৈন্য বহু কৈল।
অপরাধ ক্ষমাইয়া দোঁহে স্থির হৈল ॥১৯৩৯
দোঁহে আইলা সনাতন গোস্বামীর পাশে।
কথোক্ষণ মগ্ন হৈলা কৃষ্ণকথারসে ॥১৯৪০
শ্রীরূপের এ প্রসঙ্গ সকলে শুনিল।
শুনিয়া সভার অতি বিস্ময় হইল ॥১৯৪১
ওহে ভাই বৈষ্ণবেতে সাবধান হবে।
প্রাণপণ করি অপরাধ ক্ষমাইবে ॥১৯৪২
বৈষ্ণবের দোষ দৃষ্টে হবে সাবধান।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণ গান ॥১৯৪৩
পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগবতগণ এই কয়।
বৈষ্ণবের ক্রিয়াকাণ্ড বিজ্ঞে না বুঝয় ॥১৯৪৪

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু প্রিয় ভক্ত দ্বারে।
অন্যেরে দিলেন শিক্ষা এই ত প্রকারে॥১৯৪৫
ভক্তপাদপদ্ম ধরি মস্তক উপর।
ভক্তিরস সায়রে ডুবহ নিরন্তর॥১৯৪৬
শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি।
ব্রজপরিক্রমা কহে দাস নরহরি॥১৯৪৭

সমাপ্ত

ক-পরিশিষ্ট।

বৃন্দাবন-ধ্যান

বন্দে বৃন্দাবনান্তস্থলকলিতরত্নকল্পব্রহ্মণে
নানারত্নভারানোদ্ধসিতমৃত্বস্নিগ্ধপদ্মাসনস্থং।
শ্রীকৃষ্ণং বেণুপাণিং রসময়রমণীবেষ্টিতং পীতবস্ত্রং
শ্যামং শ্রীরাধিকায়াস্তনুমিলিতসব্যোরুবামাঙ্গভাগং ॥

বায়ব্য হইতে যমুনা আইলা বৃন্দাবনে
বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি গোকুল[১] প্রদক্ষিণে ॥ ১
মথুরা[২] প্রদক্ষিণ করি গেলা পূর্ব্বমুখে।
প্রয়াগে গঙ্গার সনে[৩] মিলিলা আসি সুখে ॥ ২
বৃন্দাবনের বায়ব্য কোণেতে ভদ্রবন।
অষ্টক্রোশ যমুনা পার বিচিত্র কানন ॥ ৩
নানা বৃক্ষ নানা লতা যমুনার ধার।
তাহে গোচারণ কৃষ্ণ করেন অপার ॥ ৪
বৃন্দাবনের উত্তর যমুনাপার বেলবন[৪]।
নানা বৃক্ষ নানা লতা বিচিত্র কানন ॥ ৫
বহুত শ্রীফল কৃষ্ণ তাহে করেন পান।
শ্রীফলের লোভে নিত্য ধেনু লয়ে যান ॥ ৬
বৃন্দাবনের নৈঋত কোণে[৫] লোহবন।
চারিক্রোশ যমুনা পার বিচিত্র কানন ॥ ৭

(১) 'মথুরা'—পাঠান্তর। (২) 'গোকুল'। (৩) 'সহ'।
(৪) 'শ্রীবন'। (৫) 'অগ্নিকোণে'।

নানা বৃক্ষ নানা লতা দেখিতে সুন্দর[৬]।
তাহে গোচারণ কৃষ্ণ করেন বিস্তর ॥ ৮
বৃন্দাবনের পশ্চিম[৭] ভাণ্ডীরের বন।
ছয় ক্রোশ যমুনাপার বিচিত্র কানন ॥ ৯
অতিবড় গভীর সে[৮] যমুনার ধার।
তাহে কৃষ্ণ গোচারণ করেন অপার[৯] ॥ ১০
বৃন্দাবনের অগ্নিকোণে গোকুল মহাবন।
ছয় ক্রোশ যমুনাপার বিচিত্র কানন ॥ ১১
নানা বৃক্ষ নানা লতা যমুনার ধার।
গোকুলের পূর্ব্বে ঝাউ মহাবন আর ॥ ১২
নন্দের মন্দির সেই গোকুলনগরে।
তাহে কৃষ্ণ বাল্যলীলা কৈল বহুতরে ॥ ১৩
সুবর্ণের পুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রত্নবান্ধা ঘাট সব অতি অনুপাম ॥ ১৪
বৃন্দাবনের দক্ষিণে ছয় ক্রোশ তালবন।
তাহে কৃষ্ণ বহুত করেন গোচারণ ॥ ১৫
বহুত গহন হয় সেই তালবন।
ধেনুক মারিয়া তাল করিলা ভক্ষণ ॥ ১৬
বৃন্দাবনের নৈঋর্তে পোনের ক্রোশ[১০] খদিরবন।
খদির ফলিলে কৃষ্ণ করেন গোচারণ ॥ ১৭
খদিরের লোভে নিত্য ধেনু লয়্যা যান।
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ খদিরফল খান ॥ ১৮

(৬) 'ধেনু সরোবর'। (৭) 'বায়ব্যকোণে'। (৮) 'বন'।
(৯) 'তাতেকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য করেন বিহার'। (১০) 'পশ্চিমে নয় ক্রোশ'।

বৃন্দাবনের পশ্চিম নয়[11] ক্রোশ বহুলাবন।
অতিবড় গহন সে বিচিত্র কানন ॥ ১৯
বহুলার লোভে কৃষ্ণ করেন গোচারণ।
বহুলা পান করেন সঙ্গে সহচরগণ ॥ ২০
বৃন্দাবনের পশ্চিম[12] কুমুদবন দশ ক্রোশ।
গোচারণ করি কৃষ্ণ পায়েন সন্তোষ ॥ ২১
বহুতৃণ আছে ধেনু খায়্যা পূর্ণ হৈল।
ধেনুর সুখেতে কৃষ্ণ বহু সুখ পাইল ॥ ২২
বৃন্দাবনের পশ্চিম হয় কাম্যবন।
অষ্টাদশ ক্রোশ সেই বিচিত্র কানন ॥ ২৩
সেই বনে কৃষ্ণচন্দ্র বহু লীলা কৈলা।
মুরলীর ধ্বনিতে পাষাণ দ্রবাইলা ॥ ২৪
কৃষ্ণের চরণচিহ্ন রহিল সে বনে[13]।
অদ্যাপি পর্ব্বতে চিহ্ন দেখ বিদ্যমানে ॥ ২৫
রাধা লয়্যা বহু লীলা কৈলা সেই বনে।
গোপীগণে[14] রামরূপ দেখাল্যা সে স্থানে ॥ ২৬
বৃন্দাবনের পশ্চিম[15] পঞ্চক্রোশ মধুবন।
নানা বৃক্ষ নানা লতা বিচিত্র কানন ॥ ২৭
বলরাম সহ কৃষ্ণ কৈলা মধু পান।
সেই বনে কৃষ্ণ পাইলা ধ্রুব করি ধ্যান ॥ ২৮
বহু খেলা গোচারণ কৈল সেই বনে।
মল্লযুদ্ধ জলকেলি কৈলা সেই স্থানে[16] ॥ ২৯

(১১) 'তিন'। (১২) 'নৈঋ'ত কোণ'। (১৩) 'সেই স্থানে'।
(১৪) 'রাধা আগে'। (১৫) 'দক্ষিণ'। (১৬) 'সখা-সনে'।

(রাধিকার সঙ্গে রাস কৈলা বৃন্দাবনে।
নানা খেলা গোচারণ যমুনাপুলিনে ॥ ৩০
এই ত দ্বাদশ বন করিল নির্ণয়।
বৃন্দাবনের দক্ষিণে মথুরা তিন ক্রোশ হয় ॥*) ৩১
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া স্থান সেই মধুপুরী।
মণিমাণিক্য নির্ম্মাণ সে অতি চিত্রকারী[১৭] ॥ ৩২
বৃন্দাবনের পশ্চিম নয় ক্রোশ রাধাকুণ্ড।
শ্রীরাধাকুণ্ডের অগ্নিকোণে শ্যামকুণ্ড ॥ ৩৩
দুই কুণ্ডের জল হয় একত্র মিলন।
রাধাকুণ্ডের চারিতটে বিচিত্র কানন[১৮] ॥ ৩৪
পূর্ব্বতটে রাসস্থলী শ্রীমণিমন্দির।
নানা বৃক্ষ তরু লতা কুঞ্জ কুটীর ॥ ৩৫
রাধাকুণ্ডের অষ্টদিকে অষ্টসখীর কুঞ্জ।
সেই কুঞ্জে রাধাশ্যাম লীলারসপুঞ্জ[১৯] ॥ ৩৬
কুণ্ডের দক্ষিণে হয় কুঞ্জ ললিতার।
বড়ই নিভৃত রামকেলি নাম তার ॥ ৩৭
নানা পক্ষ তরু লতা পুষ্প বিকসিত।
মলয় পবন বহে গন্ধে আমোদিত ॥ ৩৮

* বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুঁথিতে নাই।

(১৭) 'স্থান সুবর্ণের পুরী'।

(১৮) 'কুঞ্জবন'।

(১৯) 'উত্তরে মদন-সুখদা ললিতার কুঞ্জ ॥'
কতশত কল্পতরু বিচিত্র কানন।
নানা পুষ্পলতা তাতে করেন শোভন ॥

শ্রীকুণ্ডের পশ্চিমে[২০] কুঞ্জ হয় বিশাখার।
মনোহরা নাম তার পরম সুন্দর ॥ ৩৯
বহুরসকেলি কৃষ্ণ কৈলা সেই কুঞ্জে।
নানা বৃক্ষ নানা লতা ফল পুঞ্জে পুঞ্জে[২১] ॥ ৪০
কুণ্ডের ঈশানে[২২] চিত্রাদেবীর কুঞ্জস্থান।
অতি সুশীতল কুঞ্জ সুখদ তার নাম ॥ ৪১
নানা পক্ষী তরু লতা পুষ্প বিকসিত।
মলয় পবন বহে গন্ধে আমোদিত ॥ ৪২
কুণ্ডের পশ্চিমে কুঞ্জ তুঙ্গবিদ্যার।
বড়ই সুন্দর অরুণানন্দ নাম তার ॥ ৪৩
নানা পুষ্প ফুটে তাহে অরুণ উদয়ে।
অতএব অরুণানন্দ নাম তার হএ ॥ ৪৪
কুণ্ডের অগ্নিকোণে ইন্দুরেখার কুঞ্জস্থান।
অতি সুশীতল কুঞ্জ কুমুদ তার নাম ॥ ৪৫
নানা পুষ্প বিকসিত সেই কুঞ্জ মাঝে।
পূর্ণচন্দ্রোদয় যেন এমতি বিরাজে ॥ ৪৬
কুণ্ডের নৈঋ্র্তকোণে রঙ্গদেবীর স্থান।
সুখপ্রদর্শন নাম কৃষ্ণের বিশ্রাম ॥৪৭

(২০) 'ঈশানে'।

(২১) 'বিশাখা নন্দদা নাম কৃষ্ণের রাসস্থলী।
তাতে কৃষ্ণচন্দ্র করে বহু রাসকেলি ॥'
শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণে কুঞ্জ চম্পকলতার।
অতি বড় নিভৃত কুঞ্জ কামকেলি নাম তার ॥

(২২) 'পূর্ব্বে'।

নানারসকেলি কৃষ্ণ কৈলা সেই কুঞ্জে।
রাধা লয়ে রাত্রিদিন কৌতুক সে ব্রজে ॥৪৮
শ্রীকৃষ্ণের বায়ব্যে কুঞ্জ হয় সুদেবীর।
বসন্ত সুখদ সে মলয় বহে ধীর ॥৪৯
নানা পক্ষী তরু লতা পুষ্প বিকসিত।
নানা পুষ্পগন্ধে কৃষ্ণ হইলা মোহিত ॥৫০
ময়ূর কোকিল ভৃঙ্গ পক্ষী শুকসারী।
নানা ফলপুষ্পে আছে সেই কুঞ্জে ভরি ॥৫১
এই অষ্টসখীর হয় এই অষ্টকুঞ্জ।
এই কুঞ্জে রাধাশ্যাম লীলারসপুঞ্জ ॥৫২
সূর্য্যপূজার ছলে রাধিকার সখীগণে।
এই কুঞ্জে দিবারাস কৈল কৃষ্ণ সনে ॥৫৩
কুণ্ডের দক্ষিণ একক্রোশ গোবর্দ্ধন।
দশক্রোশ উচ্চ বেষ্টিত তিন যোজন ॥৫৪
গোবিন্দকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড গোবর্দ্ধনের কাছে।
সিদ্ধকুণ্ড সঙ্কর্ষণকুণ্ড[২৩] সেই স্থানে আছে ॥৫৫
দানঘাট মানঘাট সেই গোবর্দ্ধনে।
নৌকায় করিল পার সব গোপীগণে[২৪] ॥৫৬
বৃন্দাবনের পশ্চিম অর্দ্ধক্রোশ নন্দীশ্বর।
নন্দের আলয় সেই গোপের নগর ॥৫৭
স্বর্ণময় ভূমি[২৫] বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
মণিমাণিক্য নির্ম্মাণ কৃষ্ণের রাজস্থান ॥৫৮

(২৩) 'শঙ্কর'। (২৪) 'শ্রীরাধিকার স্থানে দান সারিল সেইখানে।'
(২৫) 'সেই ত সুবর্ণপুরী'।

শ্রীবৃন্দাবনস্বরূপ হয় সেই স্থান।
তাহার মহিমা কিছু কহন না জান ॥৫৯
নন্দীশ্বর হইতে অর্দ্ধক্রোশ জাবটগ্রাম।
শ্রীরাধার নিজগৃহ হয় সেই স্থান ॥৬০
সেই স্থানে আছে এক সিদ্ধ সরোবর।
জাবট আছেন তার তটের উপর ॥৬১
জাবটের পূর্ব্বদিকে রাধার মন্দির।
সুবর্ণের পুরী তাহে বিচিত্র প্রাচীর ॥৬২
মণিমাণিক্যনির্ম্মাণ সে আয়ানের পুরী।
নানা পক্ষী তরুলতা বিচিত্র নগরী ॥৬৩
নন্দীশ্বর দক্ষিণ সঙ্কেত হয় এক ক্রোশ।
নিভৃত নিকুঞ্জ কৃষ্ণ রাসেতে সন্তোষ ॥৬৪
সুবর্ণের তরু তাহে নানা পুষ্পলতা।
নানা পক্ষিগণ যত ক্রীড়া[২৬] করে তথা ॥৬৫
সঙ্কেত দক্ষিণ[২৭] হয় কেলি-সরোবর।
রাধাকৃষ্ণ জলকেলি করিলা বিস্তর ॥৬৬
সঙ্কেত দক্ষিণক্রোশ বৃষভানুপুর।
শ্রীরাধার জন্মস্থান অতি সুমধুর ॥৬৭
পর্ব্বত উপরে সেই সুবর্ণের পুরী।
মণিমাণিক্য নির্ম্মাণ সে অতি চিত্রকারী ॥৬৮
বৃষভানুপুরে (পূর্ব্বে) সূর্য্যকুণ্ড দুইক্রোশ।
বৃষভানুসুতা সূর্য্য পূজিল সন্তোষ ॥৬৯

(২৬) 'শব্দ'। (২৭) 'সঙ্কেতের পূর্ব্বে'।

সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতটে সূর্য্যালয়।
সুবর্ণমন্দির তথি মণিরত্নময় ॥৭০
(সূর্য্যকুণ্ডের দক্ষিণে রাধাকুণ্ড দুইক্রোশ।
সূর্য্যপূজাচ্ছলে রাধাকৃষ্ণের সন্তোষ ॥৭১
কুণ্ডতীরে রাধাকৃষ্ণ দিবারাসলীলা।
সখিগণ লয়্যা তাঁহা করে নানাখেলা ॥৭২
নন্দীশ্বরের পূর্ব্বদিকে কুণ্ড হয় ললিতার।
এক ডাক হয় অর্দ্ধডাক বিশাখার ॥৭৩
নন্দীশ্বরের পূর্ব্বে পাবন সরোবর।
দক্ষিণে যশোদার কুণ্ড দেখিতে সুন্দর*) ॥৭৪
নন্দীশ্বর উত্তর যমুনা পরে অষ্টক্রোশ।
রামঘাট বলরাম রাসেতে সন্তোষ ॥৭৫
শ্রীকৃষ্ণ রহিলা যবে মথুরার পাটে।
বলরামে পাঠাইলা গোপীর নিকটে ॥৭৬
বলরাম বাসা কৈলা গোপিকার সনে।
সেইঘাটে খেলালীলা করিলা কাননে[২৮] ॥৭৭
রামঘাটের পূর্ব্বে দুইক্রোশ নন্দঘাট।
বরুণ হরিয়া নন্দে নিল নিজ পাট ॥৭৮
নন্দঘাটের পূর্ব্বে দুইক্রোশ গোপীঘাট।
গোপীবস্ত্র হরি কৃষ্ণ কৈল নৃত্যনাট ॥৭৯

* বন্ধনীর অংশ আদর্শ পুঁথিতে নাই।

(২৮) 'বলরাম প্রবোধ কৈলা সর্ব্বগোপীগণে।
সেই ঘাটে লীলা কৈল সর্ব্ব গোপীসনে ॥'

বৃন্দাবনের পশ্চিম ছয়ক্রোশ মানসরোবর।
নানা বৃক্ষ নানা লতা দেখিতে সুন্দর ॥৮০
সংক্ষেপে কহিল এই বৃন্দাবন স্থান।
সাধক যে জন হয় ইহা কর ধ্যান ॥৮১
কে কহিতে পারে বৃন্দাবনের মহিমা।
ভব ব্রহ্ম আদি দেব নাহি পায় সীমা ॥৮২
চৌরাশীক্রোশবেষ্টিত শ্রীব্রজমণ্ডল।
তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এই স্থল ॥৮৩
সাধকের লাগি স্থান নির্ণয় করিয়ে।
মুঞি সে অধম জন কিছু না জানিয়ে ॥৮৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
বৃন্দাবনধ্যান কহেন কৃষ্ণদাস ॥৮৫

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজেন বিরচিতং
শ্রীবৃন্দাবনধ্যান-সম্পূর্ণম্।

খ-পরিশিষ্ট।

বৃন্দাবন-পরিক্রমা

জয় জয় গুরুদেবের চরণযুগল।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক পরম মঙ্গল ॥১
জয় জয় মদনমোহন গোপীনাথ।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধিকাসাথ ॥২
জয় হরিদেব জয় কেশব বিনোদী।
শ্রীরাধারমণ জয় করুণা অবধি ॥৩
রসিকবিহারী জয় শ্রীবঙ্কুবিহারী।
জয় রাধা দামোদর সহিত কিশোরী ॥৪
জয় হরিদেব জয় শ্রীরাধিকাধব।
শ্রীশ্যামসুন্দর জয় মাধবীমাধব ॥৫
জয় জয় বলদেব মধুর মূরতি।
শ্রীরাধাবল্লভ জয় বিরহ আকৃতি ॥৬
জয় জয় শৃঙ্গার ন্যগ্রোধ দুই ভাই।
আমলীতলার জয় চৈতন্য নিতাই ॥৭
শ্রীঅদ্বৈত সহ জয় জগতজননী।
জয় জয় বৃন্দা দেবী ভুবনমোহিনী ॥৮
জয় জয় ব্রহ্মকুণ্ড রাধিকা-আরাম।
জয় জয় গোপেশ্বর পূর্ণ কর কাম ॥৯
জয় জয় কেশিতীর্থ জয় বংশীবট।
জয় জয় চিরঘাট যমুনার তট ॥১০

জয় নিধুবন জয় নিকুঞ্জ-কুটীর।
জয় রাসস্থলী জয় শ্রীধীর সমীর ॥১১
জয় জয় মুঞ্জাটবী জয় জম্মাটবী।
যাহাতে বিহরে শুনি মাধব-মাধবী ॥১২
জয় জয় দাবানল জয় প্রস্কন্দন।
জয় কালিহ্রদ জয় কদম্বশোভন ॥১৩
দ্বাদশাদিত্যের তুঙ্গস্থল জয় জয়।
জয় সূর্য্যঘাট জয় সূর্য্যের আলয় ॥১৪
বিহারিযুগল জয় গোবিন্দের ঘাট।
জয় জয় বেণুকূপ যথা বেণুনাট ॥১৫
জয় রূপসনাতন অপ্রকট স্থান।
ভট্টযুগ লোকনাথ শ্রীজীব আখ্যান ॥১৬
জয় গোবিন্দ কুঞ্জ আদি কুঞ্জের মণ্ডল।
সর্ব্বত্র প্রকাশ দেখি কিশোর-যুগল ॥১৭
বাপীকূপ পাবনাদি সর্ব্বে জয় জয়।
স্মরণ করিলে জানি ভববন্ধক্ষয় ॥১৮
জয় জয় বৃন্দাবনের তরুলতাগণ।
ফল পুষ্প পত্র আদি অতি সুশোভন ॥১৯
খগ মৃগ ভ্রমর ভ্রমরী জয় জয়।
মর্কট মর্কটী গান জয় অতিশয় ॥২০
কঙ্কণ আকৃতি জয় কলিঙ্গনন্দিনী।
ঐছে নাহি দেখি শুনি ঘাটের শোভনী ॥২১
অতঃপর জয় জয় ভোজনের স্থান।
ভোজন করিলা যথা কৃষ্ণ বলরাম ॥২২

তথা হৈতে জয় জয় অক্রূরের ঘাট।
অক্রূর দেখিল যথা দুই জনার নাট ॥২৩
জয় জয় গোকর্ণ আখ্যান জটাধর।
দশাশ্বমেধ জয় যমুনা অন্তর ॥২৪
জয় জয় সরস্বতী লঘু স্রোতোরূপা।
জয় জয় মধুপুরী করয়ে কৃপা ॥২৫
মথুরাদেবীর জয় চরণযুগল।
ভয়ঙ্কর গোফা মধ্যে করে ঝলমল ॥২৬
জয় জয় আদিবিষ্ণু বিষ্ণু ভূতেশ্বর।
জয় জয় শ্রীঅনন্ত মহাফণাধর ॥২৭
জয় জয় জন্মস্থান জয় নন্দকূপ।
জয় জয় শ্রীবিশ্রান্তি সর্ব্বতীর্থময় ॥২৮
জয় জয় ধ্রুবঘাট পিণ্ডদানের স্থান।
যথা পিণ্ডদানে হয় পিতৃপরিত্রাণ ॥২৯
বিদ্যাবলদেবপোতা নিকুঞ্জ জয় জয়।
ধ্রুব-ঋষিটিলা আদি সর্ব্বে তপোময় ॥৩০
জয় জয় মধুবন মাদক মধুপানে।
মত্ত হৈঞা বলদেব নাচিলা আপনে ॥৩১
জয় জয় তালবন সখাগণ মেলি।
দৈত্যবধি তাল খান হলধর বলি ॥৩২
জয় জয় কুমুদবন কৌতুকের স্থান।
যাহাতে কৌতুক করে কৃষ্ণ বলরাম ॥৩৩
জয় জয় শান্তন-তাল কিবা রম্যস্থান।
ক্ষীরোদক মাঝে যেন মন্দরাচল জ্ঞান ॥৩৪

জয় জয় বহুলাবন সুরভি আলয়।
বিটপীর বৃন্দ যথা দেখি সমুচ্চয় ॥৩৫
জয় জয় রাধাকুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড।
মহিমা মাধুরী আর অতুল অখণ্ড ॥৩৬
জয় জয় ললিতাকুণ্ড মানস পাবন।
তাহাতে শোভন করে পাণ্ডবগণ ॥৩৭
জয় দাস গোসাঞির চরণারবৃন্দ।
যার নাম লৈলে হয় গৌরপ্রেমানন্দ।৩৮
কবিরাজ গোসাঞির চরণ যুগল।
যার গ্রন্থবলে হয় গৌরভক্তি বল ॥৩৯
জয় কুণ্ডেশ্বর জয় কুসুম সরোবর।
* * * *৪০
জয় জয় নারদকুণ্ড কিবা রম্যতর। }
জয় গোবর্দ্ধন গিরি গোপ সরোবর ॥} ৪০ক
জয় জয় মানস গঙ্গা জয় ব্রহ্মকুণ্ড।
জয় জয় দানঘাটি লীলারসখণ্ড ॥৪১
জয় চন্দ্রসরোবর চন্দ্রের আকৃতি।
তরুলতাস্থল যথা মধুর মুরতি ॥৪২
জয় জয় সঙ্কর্ষণ শ্রীগোবিন্দকুণ্ড।
জয় জয় অপ্সরাকুণ্ড মাধুরীর খণ্ড ॥৪৩
জয় রাঘব গোসাঞির গোফা ভয়ঙ্কর।
জয় জয় রুদখণ্ডী অতি রম্যবর ॥৪৪
শ্রীহরিজীকো জয় গোপাল আলয়।
জয় জয় পর্শাহনা কৃষ্ণকুণ্ড জয় ॥৪৫

জয় জয় আদিবদরী জয় কাম্যবন।
জয় জয় বিমলকুণ্ড পরম শোভন ॥৪৬
যজ্ঞ সপ্ত ঋষি ধর্ম্ম কুণ্ড জয় জয়।
জয় বিষ্ণু সিংহাসন ব্রহ্ম কুণ্ড জয় ॥৪৭
দেবকী যশোদা মন কামনায় কুণ্ড।
প্রয়াগ পুষ্কর গয়া জয় কাশীকুণ্ড ॥৪৮
গোদাবরী অযোধ্যা ধ্যানকুণ্ড জয় জয়।
দোহিনী মোহিনী কুণ্ড জয় অতিশয় ॥৪৯
বলভদ্র বিশাখার সুরভির কুণ্ড।
জয় জয় লুকালুকি নৃসিংহ দেবকুণ্ড ॥৫০
মধুসূদন পৃথূদক অর্ঘ্য দামোদর।
জয় জয় রোহিণীকুণ্ড শ্রীকাম সাগর ॥৫১
গোপাল প্রহ্লাদকুণ্ড শান্তনু গোবিন্দ।
জয় জয় চৈতন্যকুণ্ড মহিমার কন্দ ॥৫২
নৈমিষ মথুরা জয় হরিদ্বার কুণ্ড।
অবন্তি ত্রিবেণী কান্তি দশরথ কুণ্ড ॥৫৩
সাবিত্রীভোগ বলদেব প্রেমকুণ্ড জয়।
পরশুরাম অপ্সরা ব্রহ্মকুণ্ড ব্রহ্মময় ॥৫৪
দাবরী মাধুরী কেবল কৃষ্ণ সূর্য্যকুণ্ড।
জয় জয় বামনকুণ্ড মহিমার খণ্ড ॥৫৫
জয় জয় চরণচিহ্ন জয় নন্দবট।
জয় জয় ঘর্ষণ শ্রীপর্ব্বত নিকট ॥৫৬
জয় জয় ব্যোমাসুরা গোফা ভয়ঙ্কর।
সখাগণ প্রবেশিলা যাহার ভিতর ॥৫৭

জয় জয় ভোজনথালি ভোজনের স্থানে।
ভোজন করিলা যথা সখাগণ সনে ॥৫৮
জয় জয় ঘর্ষণশিলা বলদেব আলয়।
ত্রিবেণী শুনিয়া যথা মহত আশয় ॥৫৯
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
জয় জয় ভানুকুণ্ড ভানুখোর নাম ॥৬০
গরুড়দোহিনীকুণ্ড জয় দানগত।
ময়ূরের কুটি জয় জয় মানগত ॥৬১
জয় জয় রাধিকার মন্দিরশেখর।
শ্রীদামকীর্ত্তিদাসহ জয় ভানুবর ॥৬২
জয় প্রেমসরোবর মাধুরী প্রচণ্ড।
জয় জয় বীরাদেবী শ্রীবিহীনকুণ্ড ॥৬৩
জয় জয় সঙ্কেতবট সঙ্কেতের স্থান।
সঙ্কেত করিলা যথা করি অনুমান ॥৬৪
জয় জয় নন্দীশ্বর যশোদার কুণ্ড।
জয় জয় পাবনসর মহিমা প্রচণ্ড ॥৬৫
মৌক্তিকপ্রসঙ্গ স্থল জয় কৃষ্ণকুণ্ড।
জয় জয় পৌর্ণমাসী ললিতার কুণ্ড ॥৬৬
নৃসিংহ নারায়ণ জয় যশোদানন্দন।
এসভ স্বরূপ নন্দীশ্বরের ভূষণ ॥৬৭
শ্রীনন্দ যশোদা জয় কৃষ্ণবলরাম।
পর্ব্বতশিখরে কিবা চিত্রময় ধাম ॥৬৮
জয় জয় খদিরবন জয় কৃষ্ণকুণ্ড।
জয় ছত্রবন যথা রাজরসখণ্ড ॥৬৯

কদমমণ্ডলী জয় জটিলা আলয়।
জয় জয় কিশোরীকুণ্ড চীরকুণ্ড জয় ॥৭০
জয় জয় যাবট শ্রীগঙ্গে পড়িল।
জয় জয় কোকিলবন সঘন প্রবল ॥৭১
চরণপাহাড়ী জয় চরণচিহ্নময়।
জয় জয় রাসলীলা রসের বিষয় ॥৭২
জয় জয় সূর্য্যকুণ্ড জয় কূটমন।
জয় জয় শেষশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ ॥৭৩
জয় জয় রামঘাট হলধর কীর্ত্তি।
তথা বলদেব জয় মধুর মূরতি ॥৭৪
জয় জয় অক্ষয়বট লঘুরূপা দেখি।
জয় জয় চীরঘাট কদম্বতরু সাখি ॥৭৫
জয় জয় খেলনবন শ্রীশোভামণ্ডল।
যাঁহা বিহরয়ে হরি লৈয়া সখাবল ॥৭৬
জয় জয় কাত্যায়নী মহাযোগেশ্বরী।
কৃষ্ণপতি মাগিলেন বরজ-কুমারী ॥৭৭
জয় জয় নন্দঘাট জয় ভদ্রবন।
জয় জয় ভাণ্ডবট পরম শোভন ॥৭৮
জয় জয় বলরাম মান-সরোবর।
জয় জয় লৌহবন দেখিতে সুন্দর ॥৭৯
জয় জয় বলদেব শ্রীব্রহ্মাণ্ড ঘাট।
মুখমাঝে দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের নাট ॥৮০
জয় জয় মহাবন জন্মস্থান নন্দকূপ।
মথুরা দ্বারকানাথ সুন্দর স্বরূপ ॥৮১

জয় শ্রীরমণা রতিরমণের স্থান।
ধূলাতে ধূসর যথা কৃষ্ণ বলরাম ॥৮২
যমলার্জ্জুন স্থান কূপ আদি যত।
সভে জয় জয় আমি নাম জানি কত ॥৮৩
জয় জয় শ্রীগোকুল গোলোক আখ্যান।
জয় বালগোপাল যশোদা পাটনাম ॥৮৪
রাধা জন্ম লয় জয় শ্রীরাউলপুরি।
এইখানে জন্মিলেন আপনি কিশোরী ॥৮৫
পুন মধুপুরী জয় জয় বৃন্দাবন।
বামেতে দক্ষিণে জয় উপবনগণ ॥৮৬
প্রভাতে উঠিয়া করে শ্রবণ পঠন।
শ্রীব্রজমণ্ডল হয় মনে জাগরণ ॥৮৭
ইহার শ্রবণে ফল মনের উল্লাস।
শ্রীবৃন্দাবনবাস আশ করে কৃষ্ণদাস ॥৮৮

ইতি শ্রীবৃন্দাবনযাত্রাপরিক্রমা সম্পূর্ণ ॥

বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ নামসূচী

পাত্রপাত্রীগণের নামসূচী

ভৌগোলিক নামসূচী

বিজ্ঞপ্তি।

ব্রজ-পরিক্রমার প্রথম কএক পৃষ্ঠায় পাত্রগণের
১।২ ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। অথচ ঐ স
কোনরূপ বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ এ
যখন এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়, সে সময়ে পূর্ব্বপ্রকা
পরিক্রমার ন্যায় প্রত্যেক নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ছিল। কিন্তু গ্রন্থের আয়তন দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা
নির্দ্দিষ্ট ব্যয় মধ্যে গ্রন্থসমাপ্তির সম্ভাবনা না থাকা
পরে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মুদ্রাঙ্কণ-ভ্রম-সংশোধন

পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	বানানাং	বনানাং
১০	স্কান্দে	স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে
১	”	”
১৫	কুণ্ডবন	কুঞ্জবন
১৩	কারয়ে বিদায়	করিয়ে বিদায়
৬	আতশয়	অতিশয়
৭	সাধ	সাধা
২	সবে	সভে
১৪	তাঁতি	ভাঁতি
১২	শ্রীরাসাবলাসী	শ্রীরাসবিলাসী
৭	উনাই	ভুনাই
১৮	ভুনাই	উনাই
৭	দেখ হরাসোলী	দেখহ রাসোলী
১৫	বারি	চারি
১০	কাহল	কহন
১৯	মন্মথ মলন	মন্মথ-মথন



মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

পরিগ্রহণ সংখ্যা.........................

পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন